প্রাপ্তিস্থান।

১। "সান্ত্বনাকুটির"—৮৫নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার—১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল্ লেন, কলিকাতা।

৩। অনাথ বাজার বৌদ্ধবিহার চট্টগ্রাম।

(গ্রন্থকারের নিজবাটী)

গ্রাম ফতেনগর,

পোঃ ডাবুয়া

চট্টগ্রাম।
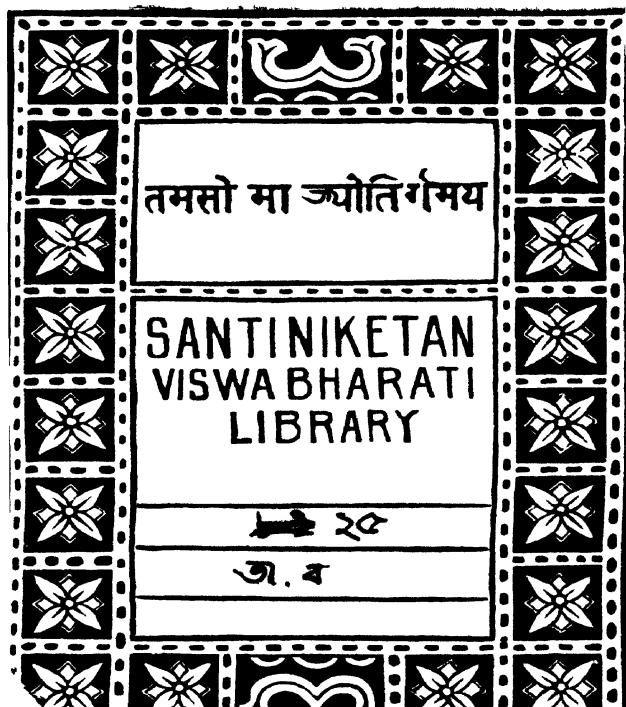
উৎসর্গ

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাস্থবির মহোদয়ের

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু;

গুরো,

বহুদিন তব পদ পরিহরি, আজি দূরে,
পড়িয়াছি বহুদূরে,—সংসার-নিরয়ে স'রে।
একদিন থাকি তব পূত-স্নিগ্ধ ছায়াতলে;
লভিতাম কত প্রীতি সেবি, পদ শতদলে।
মনে আছে সেই দিন, কিন্তু ভব-মোহে ভুলি;
তারা এবে সেই পদ পূজিতে পরাণ খুলি।
যদিও গিয়াছে চ'লে সেই প্রীতি সেই সুখ;
তথাপি রয়েছে হৃদে আশা-নেশা-রেখাটুক্।
করিয়াছ কত স্নেহ কত যত্ন প্রাণ পণে;
অজ্ঞান মরুভূ-হৃদে জ্ঞান-উৎস উদ্ভাবনে।
অনিবার্য্য অকুশল নিয়তি-মিহির জ্বালা,—
পূর্ণ কৃতকার্য্য হ'তে যদিও বা না পারিলা।
কিন্তু তা'তে বাউদিল কুয়াশার বিন্দুপ্রায়;
আনিয়াছি কুড়াইয়া অঞ্জলি ভরিয়া তায়।
পিপাসা মিটাও গুরো! গোষ্পদের বারি পানে;
নীর-হ্রদ অল্প হ'তে সেও শ্রেয় শতগুণে।
ফুলে বন পড়ে ঢাকা ফুলফুল ফুটে তায়;

সে ফুলে গাঁথিয়া মালা মালী পুন অর্পে রায়। *
তোমারি জিনিষ গুরো ; তোমাকেই দিয়া আজি ;
ভক্তিভরে নতশিরে তোমার চরণ পূজি।
হ'লেও অযোগ্য তুচ্ছ তবু তব দিতে পায় ;
বড় সাধে আসিয়াছি বঞ্চিওনা অভাগায়।

চিরানুগত সেবক

তারক

কৃতজ্ঞতা

স্নেহের শ্রীমান গিরীশচন্দ্র বড়ুয়া বিদ্যাবিনোদ, সুত্রাভিধর্ম্ম বিশারদ ! তুমি জ্ঞান আমি অতি দীন। তোমার নিঃস্বার্থ স্বর্গীয় ভালবাসার প্রতিদান কোথায় পাইব। তবে তোমার অসীম ভালবাসার কনামাত্র নিদর্শন এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রণয়নে সমাজের যদি কিছুমাত্র উপকার হইবার ভরসা থাকে,—তাহার জন্য আমি তোমারই নিকট আমরণ ঋণী থাকিলাম। তোমারই একমাত্র সরল, উদার, পবিত্র পরমাদর্শ স্নেহের প্রেরণা লইয়া ইহা অনূদিত হইয়াছে। ইহা তোমারই অকৃত্রিম চিরমধুর ভালবাসার উজ্জ্বলতর চিত্র,—তোমারই আয়াসের ফল, তোমারই গৌরব। ইহাই আমার সাহস। ইহাই আমার আনন্দ ! ইতি—

তোমার দীন গ্রন্থকার দাদা।

নিবেদন।

"নাগলীলা" ত্রিলোক গুরু ভগবান অমিতাভের দশ মহা জাতকের, "ভূরিদত্ত" নামক অন্যতম মহাজাতক অবলম্বনে লিখিত। এই জন্মে তিনি বুদ্ধত্বলাভের অঙ্গ বিশেষ দশ মহাপারমিতার, একতম "শীল পারমিতা" সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে, আমি ব্রহ্মার লিখিত একখানি জাতক হইতে ইঁহার অনুবাদ কার্য্য শেষ করিয়া রাখিয়া দিই। খাটি অনুবাদে সবিশেষ কঠোরতা জন্মে বলিয়া, বোধ সৌকর্য্যার্থে বাধ্য হইয়া নানা স্থানে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। মনে করিয়াছিলাম শৈশবের স্বভাব সুলভ অসংবদ্ধ লেখার তিক্তস্বাদে আর অন্য কাহারও রসনা বিকৃত করিতে প্রয়াসী হইবনা। কিন্তু কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধবদের নিতান্ত আগ্রহাতিশয্যে আমার সে সঙ্কল্প আর স্থির রাখিতে পারিলাম না। তাই এতদিনের পর আমাকে তাহা আজ লোক সমাজে প্রকাশ করিতে হইল।

বিশেষতঃ কৃত্তিবাস কাশীদাস প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাদের পয়ার প্লাবিত দেশে মাদৃশ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, অনভিজ্ঞ, নরাধমের পয়ার লেখিয়া সর্ব্ব সমক্ষে প্রচার করা যে কতদূর অর্ব্বাচীনতা তাহা সহজেই অনুমেয়। তবুও অদম্য কুলালসার তীব্র আকর্ষণে পড়িয়া, অনেকেই এই সত্যের অবমাননা করিতে, পশ্চাৎপদ হয়েননা—দেখাযায়। উপযুক্ততার বিন্দুমাত্র আশা হীনতায় ও আমি দুর্ভাগাও তাহাদেরই পদানুসরণ করিতে বাধ্য হইলাম;—ইহাপেক্ষা বাতুলতা বাস্তবিকই আর কিছু হইতে পারে না।

আশাকরি সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ এই ধৃষ্টতার জন্য অবশ্যই

যে
ক্ষা

আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। দুষ্প্রবৃত্তির ফলাফল যখন প্রাণী মাত্রেই ভোগ করিতে বাধ্য; তখন আমারও অদৃষ্টে যে এই দূরদর্শীতার ফল-ভোগ অবশ্যম্ভাবী,—তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা বিচলিত নহি। একেত নবীন লেখক, তাতে আবার সাহিত্য সমাজে নিতান্ত অজ্ঞাত কুলশীল অধম সেবক ;—সুতরাং ভুল ভ্রান্তি ক্রটী বিচ্যুতি ভিন্ন সুধীজন তাহার কাছে আর কি প্রত্যাশা করিতে পারেন। তবে যদি এই আবর্জ্জনাময় লেখার মধ্য দিয়াও লোখকের (?) সমালোচনায় কেহ আপনার মূল্যবান সময়ের অপব্যয় না করিয়া, সেই—পবিত্র চরিত্র সৌরভের বিন্দুমাত্র উপলব্ধি করতঃ; প্রীতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলেই এই ক্ষুদ্র লেখক, তাহার সমস্ত শ্রম সকল এবং জীবন সার্থক বলিয়া মনে করে।

অবশেষে প্রাণের গভীর আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে ; বঙ্গ-মাতার সুসন্তান, বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের গৌরব, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানতম পালি অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুত বেণী মাধব বড়ুয়া এম এ, ডি, লিট্, মহোদয় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আমার এই ক্ষুদ্র বই খানির ভূমিকা লেখিয়া দিয়া তদীয় অপরিসীম মহত্ত্বতা প্রদর্শনে, আমাকে যাহার পর নাই অনুগৃহীত ও বাধিত করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি আমরণ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। তাড়াতাড়ি বশতঃ বর্ণগত অনেক ভুল রহিয়া গেল। পাঠক পাঠিকাগণ তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। ইতি—

দীন গ্রন্থকার।

ভূমিকা

কবিরাজ শ্রীযুক্ত তারকনাথ বড়ুয়া কৃত "নাগ-লীলা" পালি ভূরিদত্ত জাতক অবলম্বনে কাব্যাকারে, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের ছাঁচে রচিত হইয়াছে। সমগ্র কাব্যখানি পয়ার ছন্দে লিখিত হয়েছে; শুধু মাঝে মাঝে ত্রিপদীতে কবি প্রকৃতির শোভা বর্ণনা করেছেন. ইহাতে তাঁহার ভাবুকতার চেয়ে নীতিকথারই বাড়াবাড়ি হয়েছে। আজকালের গীতিকাব্যের প্রভাব এর মাঝে খুবই অল্প। গ্রন্থের ভাষা, রীতি, উদ্দেশ্য, সকল বিষয়েই সেকালের লোক, পুরাণ কবি মনে হয়। বর্ত্তমান বাঙ্গলা কাব্য রীতির দিক্ দিয়ে বিচার করিলে "নাগ-লীলা" বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথি-সংগ্রহে স্থান পাবার উপযোগী বটে। কিন্তু নবীনের ছটায় প্রাচীনকে এত উপেক্ষা করলে চলবে কেন? বাঙ্গলা দেশে এখনও কয়জন পাঠক মাইকেল ও হেমচন্দ্রের, নবীন ও রবীন্দ্রের, শশাঙ্ক ও দ্বিজেন্দ্রের কবিতার ধার ধারে? এবং এখনও শতকরা কত অধিক নর-নারী কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত শুনে চরিতার্থ হয়? বাঙ্গলার অধিকাংশ লোক যে আজও প্রাচীনকে লইয়া ব্যস্ত। বিশেষতঃ চট্টগ্রাম তথা সমগ্র বঙ্গদেশের যে বৌদ্ধ সমাজের অর্থব্যয়ে ও যে সমাজের পাঠের জন্য কাব্যখানি রচিত হইয়াছে তাহা যে এখনও শিক্ষা-দীক্ষায় এখনও বহু পশ্চাতে পড়ে আছে। গুটিকতক গ্রাজুয়েট, গুটিকতক আফিসের বাবু ও গণ্ডাকুড়ি নব্য শিক্ষিতকে বাদ দিলে যে আছে সব যে বসন-ভূষণ, চলা-ফেরা ও ভাব-গতিকে কলি-ভীত সত্য, ত্রেতা ও দ্বা

যুগের লোক। "পতি পরম গুরু", "পতি ভিন্ন নারীর অন্য কোন গতি নাই", "নারী ত পুরুষের ক্রীতদাসী",—"পিতৃ আজ্ঞা পালনের দ্বাদশ বৎসর বনবাসে স্বর্গবাস হয়" ইত্যাদি পুরাণ বুলি, বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য-নীতি তাঁদের মুখে লেগেই আছে। এই বিংশ শতাব্দীর নব জাগরণের সাড়া ত এখনও তাঁদের কাছে গিয়া পৌছেনি। স্থান বিশেষে, কাল বিশেষে, পাত্র-ও-অবস্থা বিশেষেই ত বস্তুবিচার কর্ত্তে হবে। তা' হলে "নাগ-লীলা" কাব্যে মূল্য নিরূপণ কর্ত্তে হলে ইহার পাঠক ও সমালোচককে পদ্মা নদী পার হয়ে, মেঘনা অতিক্রম করে, শিয়ালদহ হতে রেল ও ষ্টীমারযোগে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা পথ চলে চাঁটগা যেতে হবে। সেখানে গিয়ে সন্ধান নিতে হবে তারক বাবু যে সমাজের লোক সে সমাজের সাহিত্যচর্চ্চা ও কাব্য-প্রতিভার দৌড় কতটুকু। প্রায় ৮০ বছরের পুরাণ একখানি বাঙ্গলা পদ্যগ্রন্থের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। পটীয়া থানার অন্তর্গত উনাইনপুরা গ্রামের বৌদ্ধবিহারে ইহা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সম্প্রতি ইহা চাঁটগা সহরে অনাথবাজার বৌদ্ধ মন্দিরে রাখা হয়েছে। চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শ্রীমৎ ধর্ম্মবংশ স্থবির মহাশয় এই পুঁথি সম্বন্ধে আমাকে নিম্নলিখিত সংবাদ দিয়াছেন মঙ্গলাচরণে গণেশ ও সরস্বতি দেবীর বন্দনা আছে। গ্রন্থের নাম 'মঘা খমুজা'। ইহার রচয়িতার নাম জানা যায় না। ইহা পয়ারও ত্রিপদীতে লিখিত। পুঁথিখানি সমস্ত পাঠ করলে মনে হয় নিশ্চয় কোন বড়ুয়া কবিই ইহার রচয়িতা। পুঁথিখানি প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে লিখিত। ইহার ঐতিহাসিক বিশেষত্ব যথেষ্ট। ইহার সাহায্যে আমরা চাঁটগা জেলার বৌদ্ধ ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা সম্যক্ জানিতে পারি। গ্রন্থখানি প্রধানতঃ পালি অপদান, সংস্কৃত অবদান, বা বৌদ্ধ পৌরাণিক গল্প লইয়া রচিত হইয়াছে। দান, ধর্ম্ম, শীল, উপসোথ, পুকুর কাটা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বৃক্ষ রোপণ,

শ্রান্ত পান্থের জন্য সুশীতল ছায়ার ব্যবস্থা, 'জেদি' বা চৈত্য-নির্ম্মাণ প্রভৃতি লোকহিতকর কার্য্য ও শোভন-শিল্পের প্রশংসা করা হয়েছে। পরবর্ত্তীকালে রচিত ৺পণ্ডিত ধর্ম্মরাজ বাবুর রচিত "ধর্ম্ম পুরাবৃত্ত" এই শ্রেণীর গ্রন্থ। "মঘাথমুজার" চন্দ্রশেখর বা সীতাকুণ্ডকে বৌদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়েছে। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে একটি চৈত্য ও একটি শীল কায়া বা শীলস্তম্ভের উল্লেখ আছে। আরও বলা আছে যে এই বুদ্ধ-চেত্যে বুদ্ধের দন্তধাতু রাখা হয়েছিল। সেই দন্তধাতু দ্রোণ ব্রাহ্মণ হতে নাগরাজ বাসুকি হরণ করে নিয়ে এসেছিল। বর্ণিত চৈত্য ও শীল-কায়ার ভগ্নাবশেষ চন্দ্রনাথ পাহাড়ের নিম্নে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর এখানে স্থানীয় বৌদ্ধেরা তীর্থ করিতে আসে। কুশীনগর আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে চাঁটগার বৌদ্ধদের ধারণা ছিল সীতা-কুণ্ডই বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের স্থান। গ্রন্থের এই বিবরণ অংশ ত্রিপদীতে রচিত হয়েছে।

"পূর্ব্বদেশ অগ্রগাম চাটিগ্রাম যার নাম
চন্দ্রশিখর সেই স্থান।
সেই গিরিতে পুণ্য যথ তাহা বা কহিব কত
পূর্ব্বে ছিল শীলকায়া ॥
নিকটে দাবর কুণ্ড অগ্নি জলে প্রচণ্ড
তাতে স্নান করে নরলোক।
যেই জনে করে স্নান সেই পাত্র পরিত্রাণ
দেবলোকে যায় নর সুখে ॥
আর এক আছে হ্রদ প্রবেশে পাতাল পথ
মারুত উঠ এ বহু শত।

পূর্ব্বে জেদি দিজদানা * কত জাতে আছে জানা
বিস্তারিআ বাঙ্গালাতে কহে ॥
দিজদান পদতলে তথাবাসী পাছে ছলে (?)
অস্থি সব করে ছিল বাগ+।
সিরে এক রাখি আছিল ইন্দ্র তাহা হরি নিল
এই তক্ত ? জানিল সব নাগ ॥
তবে ত বাসুকি ফণি ভেদ করি মেদনি
দন্ত থাকি দন্ত হরি নিল।
নিআ জে বাসুকি রাজ মনে মনে চিন্তে কাজ
চুন্দা নামে সেই জেদি দিল ॥
সেই ত হইআছে হৃদ জানে সব শাস্ত্রমত
শ্রবণেত অম্রেতর গাত ?? ॥"

বলা নিষ্প্রয়োজন যে উদ্ধৃত ত্রিপদী পালি মহাপরিনির্ব্বানসুত্তন্তের অবসান গাথা অবলম্বনেই রচিত হয়েছে।

পালি জাতক, অপদান ও বংস সাহিত্য অবলম্বনে বাঙ্গালার কাব্য-রচনার চেষ্টা ভানক বাবুর প্রথম নহে। স্বর্গীয় চাক্‌মা রাণী পুণ্যশ্লোক কালিন্দীর সময়ে ও তাঁহার অর্থানুকূল্যে পালি দাঠাবংস (লঙ্কাদ্বীপে বুদ্ধের দন্তধাতু প্রতিষ্ঠার বিবরণ) বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থে পরিণত হয়। ইহার রচয়িতা রাউজান থানার অন্তর্গত বেতাগী গ্রাম নিবাসী জনৈক হিন্দু কবি ৺নীলকমল দাস। ইহার অনেকটী পুথি বড়ুয়া সমাজে পাওয়া যায়। স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্রের স্বগ্রামবাসী ফুলচন্দ্র বড়ুয়া (প্রকাশ

---

* দিজ দানা — দ্বিজ দ্রোণ। + বাগ — ভাগ। ? তক্ত — তত্ত্ব। ?? অম্রেতর — গাত — অমৃতের গাথা।

নাম ফুল লোথক) কৃত গদ্য অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়াই নীলকমল দাস দাঠাবংশ বাঙ্গালায় কাব্যাকারে রচনা করেন। ইহা বড়ুয়া সমাজে "তাধু আইং" পুথি নামে সুপরিচিত। বড়ুয়া পরিবারে ইহা রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় সচরাচর পাঠ করা হইয়া থাকে। এই গ্রন্থখানি রায়সাহেব ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। বৌদ্ধরঞ্জিকা নামক আর ও একখানি বাঙ্গালা পদ্যগ্রন্থ নীলকমল দাস রাণী কালিন্দীর পোষকতায় রচনা করিয়াছিলেন। ফুল লোথকের পর চট্টল বৌদ্ধ সমাজে পণ্ডিত ধর্ম্মরাজ বড়ুয়ার নাম সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ যোগ্য। তিনি সুত্রনিপাতের বঙ্গানুবাদ শ্যামাবতীর উপাখ্যান, ধর্ম্ম পুরাবৃত্ত প্রভৃতি কয়েক খানি পদ্য ও গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে সুত্রনিপাতের অনুবাদে তাঁহার কাব্য প্রতিভার বিকাশ হয়েছে। পয়ার, লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদীতে তাঁহার সমস্ত পদ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে। শ্যামাবতীর উপাখ্যান ধম্মপদ অর্থকথার "সামাবতী" বত্থুর গদ্য অনুবাদ মাত্র। শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রলাল চৌধুরীর "বেস্‌সান্তর" ও এই শ্রেণীর অনুবাদ গ্রন্থ। পালি রসবাহিনীর কতিপয় উপাখ্যান অবলম্বনে গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয় পয়ার ও ত্রিপদীতে "ধর্ম্ম প্রসঙ্গ" রচনা করেন। "চন্দ্রকুমার জাতক," "শশাঙ্ক জাতক" প্রভৃতি আরও কতিপয় পালি উপাখ্যান এই দুই ছন্দে রচিত হয়েছে। গ্রন্থকার প্রায় সকলেই ভিক্ষুক। ইহাদের কোনটীতেই কবিতার গন্ধ নাই। সমগ্র চট্টল বৌদ্ধ সমাজে এখনও মাত্র একজন উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গলা কবি জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি সর্ব্বানন্দ বড়ুয়া। তাঁহার "'the light of Asia"'র পদ্যানুবাদ কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের বিচারে এড্‌উইন্ আর্ণোল্ডের বিশ্ববিশ্রুত ইংরাজী কাব্য অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। কবি সর্ব্বানন্দ তাঁহার অনুবাদের মুখবন্ধে বলেছেন, "সুন্দর বস্তুর ছায়াও

সুন্দর।" তাঁহার এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। তাঁহার অনুবাদ গ্রন্থ "জগজ্জ্যোতিঃ" গ্রন্থ লুপ্ত "বৌদ্ধ পত্রিকায়" ও লুপ্তপ্রায় "জগজ্জ্যোতিঃ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ইহা ছাড়া তিনি সাধারণের পাঠোপযোগী করিয়া "বুদ্ধ চরিতামৃত" আর একখানি উপাদেয় কাব্য রচনা করেছিলেন। ইহার প্রথম ভাগ মুদ্রিত হয়েছিল। বুদ্ধচরিতামৃতের পর আমি মনে করি তারক বাবুর "নাগ-নীলা" এই জাতীয় কাব্যরচনার অন্যতম প্রচেষ্টা। কবি সর্ব্বানন্দের সময়ে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল চৌধুরী মহাশয় আরাকানী রাজবংশ অবলম্বনে অমিত্রাক্ষর ছন্দে "রাজবংশ" কাব্য রচনা আরম্ভ করেছিলেন। বৌদ্ধ পদ্য ও গদ্যলেখকগণের মধ্যে মাত্র ৪।৫ জন লোকের নাম করা যাইতে পারে—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র বড়ুয়া; শ্রীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি; শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুৎসুদ্দি; মতিলাল বড়ুয়া; হরিশচন্দ্র বড়ুয়া, শ্রীযুক্তবাবু অনন্তকুমার বড়ুয়া শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বড়ুয়া ও শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া। বীরেন্দ্রবাবুর "স্বর্ণ মন্দির" শীর্ষক গদ্য প্রবন্ধ ও "নির্ব্বাণ" শীর্ষক দুইটী চতুর্দ্দশপদী কবিতা বঙ্গ সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযোগী হয়েছে। এই রচনাগুলি "জগজ্জ্যোতিঃ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মতিলাল বড়ুয়ার "কুঞ্জবন" শীর্ষক গীতি কবিতাখানিও মন্দ হয় নাই। ইহাও জগজ্জ্যোতিতে প্রকাশিত হয়েছে। বৌদ্ধ জাতক ও অবদান অবলম্বনে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য কিরূপে পরিপুষ্ট হতে পারে ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তারকবাবুর বর্ত্তমান কাব্যখানি উপস্থিত করা যেতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করেছি পালি ভূরিদত্ত জাতকই "নাগ-নীলা কাব্যের অবলম্বন। আমাদের একথা বলিবার উদ্দেশ্য যে ইহা ঠিক পালির অনুবাদ নহে। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে গিয়া দুইটী নূতন বাঙ্গালা কাব্য রচনা করি-

য়াছেন এবং বাঙ্গালার সাজ-সজ্জার মধ্য দিয়া অনেক বাঙ্গালী ভাব ও জাতীয় চরিত্রের ছায়া সম্পাদন করেছেন। তারকবাবুর অনুবাদ কাব্য সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই বলা যেতে পারে। মূলের সকল কথাই তাঁহার কাব্যে আছে এবং তা'ছাড়া তিনি যেখানেই সুবিধা পেয়েছেন সেখানেই অনেক কৃত্তিবাসী ও চাণক্যের নীতিকথার সমাবেশ করেছেন। অদৃষ্ট-বাদিতার ছড়াছড়ি। "হা হতোস্মি" ও যথেষ্ট। প্রেমরসের অবতারণা ও যে নাই এমন নহে। অনেক স্থলে প্রকৃতি বর্ণনা একঘেয়ে। অনেক স্থলে বৌদ্ধ চিন্তার বিপরীত ভাব ফুটে উঠেছে। মোটের উপর তাঁহার রচনা সরল ও সাধারণ পাঠকের পক্ষে সুপাঠ্য হয়েছে। তাঁহার গ্রন্থের কোথাও তেমন কষ্ট কল্পনা নাই, বরং সর্ব্বত্রই রচনার এক অবাধ গতি আছে।

ভূরিদত্ত জাতক দশ মহাজাতকের অন্যতম। ইহাদের মধ্যে চারিটীর নাম ভরুত স্তূপের শিলা প্রাকারে খোদিত আছে; (১) বিদুর পুন্নকিয় জাতক = বিধুর পণ্ডিত জাতক; (২) যবমঝকিয় জাতক = মহা উম্মাগ্গ জাতক; (৩) জনকো রাজা সিবলি দেবী = মহাজনক জাতক। (৪) মুগপকথ্ জাতক = মুগপকৃথ জাতক বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই শিলা-প্রাকারের নির্ম্মাণ কাল খৃঃ পূর্ব্ব ছয় শতাব্দী। কেহ কেহ মনে করেন ইহা রাজা অশোকের সময়ে; খৃঃ পূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল। অন্ততঃ পক্ষে তখন একটি কাঠের তৈরী প্রাকার ছিল। ঐ শিলা-প্রাকারে আরও অনেকগুলি জাতকের ছবি খোদিত আছে। এই ভাস্কর্য্যগুলি দেখলে কাল বুঝিতে বৌদ্ধ উপাখ্যানগুলি অশোকের সময়ে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু নাগ-লীলার অবলম্বন যে ভূরিদত্ত জাতক ইহা অশোকের বহু শতাব্দী পরবর্ত্তী সময়ে বর্ত্তমান আকারে পরিবর্ত্তিত হয়েছিল। এই পরবর্ত্তী জাতক সংগ্রহ বস্তুতঃ একটী জাতকের টী;

গ্রন্থ মাত্র। ইহারই মধ্যে পূর্ব্বের একটি টীকাগ্রন্থের উল্লেখ আছে। উহারনাম জাতকট্ঠকথা। দুইটীই খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত জাতক নামীয় পদ্য আখ্যানসংগ্রহের টীকাগ্রন্থ। পূর্ব্বতন অর্থকথা বিলোপ পেয়েছে; ইহা অথবন্ননায় পর্য্যবসিত হয়েছে। অথবন্ননার রচনা কাল রচনা কাল পঞ্চম শতাব্দী। ইহা গদ্য ও পদ্যে মিশান। পদ্যাংশ প্রায় সমস্তই প্রাচীন আখ্যান সংগ্রহ হতে উদ্ধৃত। অভিসম্বুদ্ধ গাথাগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালের রচনা। পূর্ব্বের আখ্যানসংগ্রহ এখনও ছাপা হয় নাই। উহার রচনা কাল অশোকের অন্ততঃ একশত বচ্ছর পূর্ব্বের। খুদ্দক নিকায়ের অন্যতম গ্রন্থ চুল্লনিদ্দেসে এই পূর্ব্বতন জাতক বা আখ্যান সংগ্রহের উল্লেখ আছে। সেখানে জাতকের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে ৫০০ মাত্র (পঞ্চসত জাতক সতানি)। এদিকে অথবন্ননায় আমরা ৫৫০ জাতকের উল্লেখ দেখি। ফজবল সাহেব সম্পাদিত রোমান অক্ষরে ছাপা অথবন্ননার ৫৪৭টী জাতক আছে, তিনটী কোনও কারণে অবর্ত্তমান। অবথন্ননা সমস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখলে মনে কর্ত্তে হয় জাতকের ৫৫০ সংখ্যাটী ভুল এবং চুল্লনিদ্দেসে দেওয়া ৫০০ সংখ্যাই ঠিক চীন পরিব্রাজক ফা হিয়ান খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকে সিংহলে গিয়া অভয়গিরি বিহারের চারিদিকে মাত্র ৫০০ জাতকের ছবি দেখতে পান। তা ছাড়া আরও একটি বিশেষ প্রমাণ আছে। তাহা এই।

আমরা উপরে লক্ষ্য করেছি ভরুত স্তুপের শিলাপ্রাকারে দেওয়া জাতকের নামের সহিত অথবন্ননায়দেওয়া নামের সকল স্থানে সমতা নাই। ঐ শিলাপ্রাকারে একটী জাতকের নাম দেওয়া আছে ইসিসিঙ্গিয় জাতক। রামায়ণ ও মহাভারতে এই উপাখ্যানের নাম পাওয়া যায় ঋষ্য শৃঙ্গ উপাখ্যান। বৌদ্ধ অবদান কল্পলতার গল্পের নাম একশৃঙ্গ অবদান। কিন্তু অথবন্ননায় দেখা যায় উপাখ্যানটী ভাঙ্গিয়া দুই ভিন্ন

নামে দুইটী ভিন্ন জাতক করা হয়েছে (১) অলম্বুসা জাতক, (২) নলিনিকা জাতক। অপ্সরা অলম্বুসা ঋষ্যশৃঙ্গের জননী এবং নলিনী জনৈক রাজকুমারী যিনি ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গের মনোহরনের চেষ্টা করেছিলেন। বোধিসত্ত্বের নামে গল্পের নাম হওয়া প্রাচীন রীতি। কিন্তু অথবরনাম এই রীতির লঙ্ঘন করা হয়েছে (এইরূপ অমে দৃষ্টান্ত, উল্লেখ করা যেতে পারে।

অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী জাতক বা আখ্যান সংগ্রহের পূর্ব্বে জাতকের সংখ্যা খুব অল্পই ছিল। (other on) সেগুলিকে সুত্তন্ত জাতক বলা যেতে পারে। দীঘ, মজ্ঝিম প্রভৃতি নিকায় গ্রন্থে সুত্তন্ত জাতকগুলি বিক্ষিপ্ত ভাবে আছে। উহাদের সমষ্টি দশের অধিক নহে। চুল্লনিদ্দেসে মাত্র চারিটী সুত্তন্ত জাতকের উল্লেখ আছে। ইহাদের নাম যথাক্রমে

মহাপদানিয় সুত্তন্ত (দীঃ মহাপদান সুত্তন্ত)।
মহাসুদসসনিয় সুত্তন্ত (ঐ মহাসুদসসন সুত্তন্ত)।
মহা গোবিন্দয় সুত্তন্ত (ঐ মহা গোবিন্দ সুত্তন্ত)।
মখাদেবিয় সুত্তন্ত (মঃ মখাদেব সুত্ত)।

এই সুত্তন্ত জাতকগুলি ও বুদ্ধের দেহত্যাগের অন্ততঃ একশত বচ্ছর পরবর্ত্তী কালের রচনা। অঙ্গুত্তর নিকায়ের ধাম্মিক বগ্গে বুদ্ধের বর্ণিত মহাগোবিন্দ প্রমুখ ৭ জন পুরোহিতের গল্প আছে। তন্মধ্যে একটি ও জাতক নহে। কিন্তু দীর্ঘ নিকায়ে দেখা যায় পুরোহিত মহা-গোবিন্দের গল্প একটি জাতক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আর ও পরবর্ত্তী সময়ে ৭টী গল্প ৭টী বিভিন্ন জাতকে পরিণত হয়। দীঘ নিকায়ের পায়াসি সুত্তে চিত্রকটী কুমার কাশ্যপ পরলোক আছে। পাপপুণ্যের শাস্তি ও পুরস্কার আছে। স্বর্গ ও নরক আছে, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে সম্বন্ধ আছে ইত্যাদি বিষয় প্রমাণ করবার জন্য কতিপয় গল্প বলেছেন। ঠিক সেই

উদ্দেশ্যে একই প্রাকৃত গল্প জৈন উপাঙ্গ রায় পসেণিতে পাওয়া যায়। পায়াসি সুত্তন্তের রচনা বুদ্ধের দেহত্যাগের কয়েক বছর পরবর্ত্তী। আশ্চর্য্যের বিষয় যে কুমার কাশ্যপের গল্প জাতক সংগ্রহে এবং অথবন্নায় জাতক হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতকের লক্ষণ প্রধানতঃ দুই রকম (১) বুদ্ধ নিজে গল্প বলিবেন; (২) গল্প শেষে তিনি বলিবেন যে তিনিই নিজে পূর্ব্ব জীবনে গল্পের নায়ক ছিলেন। সুত্তন্ত জাতক ও অথবন্ননার গল্পের চারি অবয়ব বা অংশ, যথা (১) পচ্চুপ্পন্নবত্থু বা বর্ত্তমান ঘটনা; (২) অতীতবত্থু বা অতীত ঘটনা; (৩) বেয়্যাকরণ বা গাথা অংশের গদ্য তাৎপর্য্য; (৪) সমাধান বা সমাপ্তি—(ক) ফলশ্রুতি ও (খ) বোধিসত্ত্বের পরিচয়। জাতক সম্বন্ধে লোকের একটি ভ্রম ধারণা আছে। তাঁহাদের বিশ্বাস জাতক শব্দে কেবল বুদ্ধের অতীত জীবনের ঘটনা বিবরণ বুঝায়। কিন্তু চুল্লনিদ্দেসে জাতক শব্দে বুদ্ধের অতীত কিংবা বর্ত্তমান উপাখ্যান মাত্রকেই নির্দ্দেশ করা হয়েছে। ভুরিদত্ত জাতক আখ্যান-সংগ্রহে কি আকারে ছিল তাহা বলা কঠিন। শুধু এইটুকু নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে উহাতে গদ্যের লেশমাত্র ও ছিলনা। উহা আখ্যান বা পদ্যে কথোপকথন আকারে ছিল। এই শ্রেণীর প্রাচীন আখ্যানগুলির মধ্যে অনেকটা সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতে পাওয়া যায়। খুব সম্ভবতঃ পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বৈশম্পায়ণ মহাভারতে এইরূপ উপাখ্যান সন্নিবেশিত ছিল। এই আখ্যানগুলি পরবর্ত্তী কাব্য, নাটক ও পুরাণের মালমশলা। দৃষ্টান্তস্থলে—দশরথ জাতকের পদ্যাংশ রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ১০৫ সর্গ; মহাজনক জাতক হরধনুভঙ্গের ভিত্তি; বানরিন্দ জাতকের ন্যায় আখ্যান অবলম্বনে সুন্দর কাব্য রচিত; সমা-জাতক অন্ধকমুনি আখ্যানের ভিত্তি স্বরূপ।

ভূরিদত্ত জাতক কিংবা তারকবাবুর নাগলীলা পাঠ করলে দেখা যাবে উপাখ্যানটী কয়েকটী খণ্ডে বা কাণ্ডে বিভক্ত (১) বর্ত্তমান বস্তু— প্রস্তাবনা ; (২) নগরখণ্ড আদি বিবরণ ইত্যাদি। জাতকটী বেশ ঘটনা বহুল। ইহাতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে। কাশী-রাজ ব্রহ্মদত্তের সহিত যমুনা ও দক্ষিণ সমুদ্রবাসী নাগরাজাদের পরিণয় সম্বন্ধই ইহার মূল ঘটনা। ইহাতে দুইটী নাগরাজ্যের উল্লেখ্য আছে। একটি অবস্থিত ছিল যমুনা ও দক্ষিণ সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ; আর একটি ছিল যমুনার মধ্যেই। হিমালয়ের এক অংশ দক্ষিণ মহাসমুদ্রের নিকটবর্ত্তী ছিল। এই সমুদ্র যমুনা হইতে খুব দূরে অবস্থিত ছিলনা। এই সমুদ্র ঠিক আরব সাগর কিনা সন্দেহ স্থল জাতক বর্ণিত নাগগুলি না সাপ, না মানুষ, না দেবতা, অথচ সবই। সমুদ্র ও যমুনার তীরে নাগ কন্যাদের লীলা বড়ই কৌতুকাবহ মুনির মন টলায়, ধ্যানীর ধ্যান ভঙ্গ করে। নাগকন্যাগণের লীলাক্ষেত্র যমুনা এবং যমুনাতীরইত পরে বৈষ্ণবী বৃন্দাবনলীলার স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাগরাজ কন্যা বিধবা হয়ে ও পুনরায় প্রেমিকের সন্ধানে, স্বামীর সন্ধানে প্রভুর সন্ধানে, একা বনমাঝে বিচরণ করে এবং গোপনে গোপনে তপসের জন্য ফুলশয্যা পেতে যায়। না জানি রাধাকৃষ্ণ ও বৃন্দাবনলীলার পশ্চাতে কি যক অদ্ভুত আর্য্য অনার্য্য সমাজ ব্যাপার আছে। অসম্ভব নহে যে নাগ যক্ষগুলি কতকগুলি মনুষ্য জাতি বিশেষ, অনার্য্য বটে। যমুনার তীরে, সমুদ্রের তীরে তাদের বাস ছিল। হয়তো তাদের মধ্যে নাগপূজা, যক্ষ-পূজা প্রচলিত ছিল। তারা সাপই হউক কিংবা মানুষই হউক, কিংবা অপদেবতাই হউক, ভূরিদত্ত জাতক বলে তাদের যেমন শক্তি ও মায়াবল ছিল তাতে ব্রহ্মদত্তের ন্যায় প্রতাপশালী কাশীরাজ ও যুদ্ধে তাদের সঙ্গে পেরে উঠত না। কিন্তু আখ্যানের মূল উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। ইহার উদ্দেশ্য

ঠিক নাগ-লীলা বর্ণনা করা নয়। ইহাতে নিষাদ ব্রাহ্মণের অর্থলোলুপতার কথা আছে। মোটের উপর দেখান হয়েছে, যাদের যে আমরা নাগ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের অর্থ লোলুপতার কথা আছে বলি, সাপ বলি, যক্ষ রাক্ষস বলি, মায়াবী বলি, আচার ভ্রষ্ট বলিয়া নিন্দা করি, অনার্য্য বলিয়া তুচ্ছ করি, তারাও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সাড়া পেলে, ধর্ম্ম বলে, চরিত্র বলে অনেক ব্রাহ্মণ রূপী অর্থ গৃধ্র ও নিষ্ঠুর স্বভাব আর্য্য হ'তে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। সব চেয়ে আখ্যানে দেখবার জিনিষ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বন্দ। ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করে, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, কুবের, সোমযম, চন্দ্র, সূর্যের উপাসনা করে, অগ্নি হোত্র করে, কথায় কথায় শাপ দেয়, স্মৃতি রচনা করে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র চারি জাতির কার্য্য নির্দেশ করে, কিন্তু মূলে সব স্বার্থ, উদর পূর্ত্তি, দক্ষিণা ও চাল কলা। তাদের ঈশ্বর বিশ্বাসের মূলে আছে স্বপ্রাধান্য, স্বার্থ ও নিষ্ঠুরতা। যদি ঈশ্বর ব্রহ্মা, সৃষ্টি কর্ত্তা বা ভূপতি হবেন, তবে তিনি জগতে এত অলক্ষ্মী সৃজন করবেন কেন তবে তিনি জগতের সবাইকে সুখী করলেন না কেন? তবে জগতে এবং মায়া, মিথ্যা ও অধর্ম্ম কেন? কম্বোজী বা তিব্বতীরা কীট, পতঙ্গ, সাপ, বেঙ, মাছ সবই ত খায়, আর যজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞে বিস্তর প্রাণীবধের ব্যবস্থা দেয়। যদি যজ্ঞে বলি দিলে পশুদিগের মুক্তি হয়। তবে ব্রাহ্মণেরা নিজকে বলি দিয়ে স্বর্গে যেতে চেষ্টা পায়না কেন? ইত্যাদি লৌকিক যুক্তি দ্বারা যাগযজ্ঞের অসারতা, জাতিভেদের নিষ্ঠুরতা, অস্তিক্য বা ঈশ্বরবাদের স্থলে স্বার্থপরতা নিহিত আর প্রমাণ করা হয়েছে।

এই লৌকিক চিন্তা দ্বারা আজ পর্য্যন্ত অব্যাহত আছে। আমরা ভূরিদত্ত জাতকের পরে অশ্বঘোষের "বজ্রসূচি ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক সরোহবজ্রের" সহজাম্নায় পঞ্জিকার নামোল্লেখ করিতে পারি। অশ্বঘোষের বজ্রসূচির যুক্তিগুলি "বজ্রসূচিকা উপনিষদে" দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরে উক্ত প্রাচীন ও আধুনিক বৌদ্ধগ্রন্থরাজির প্রমাণে আমরা বলিতে পারি যে বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতরে যুগে যুগে অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে থাকিলেও মূল চিন্তার ধারে একই আছে। বাঙ্গালা দেশের বৌদ্ধেরাও একবাক্যে ঈশ্বরবাদ, যাগযজ্ঞে ও জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে আপত্তি করেছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বৌদ্ধগান ও দোহার" ভূমিকা হইতে বৌদ্ধ সহজিয়া মত নিয়ে দেওয়া গেল।

সরোরুহ পাদের দোঁহাকোষে এবং অদ্বয় বজ্রের টীকায় ষড়্দর্শনের খণ্ডন আছে, সেই ষড়্দর্শন কি কি? ব্রহ্ম, ঈশ্বর, অর্হৎ, বৌদ্ধ, লোকায়ত ও সাঙ্খ্য। জাতি ভেদের উপর গ্রন্থকারের বড় রাগ। তিনি বলেন,—ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল; যখন হইয়াছিল তখন হইয়াছিল এখন ত অন্যেও সেইরূপ হয় ব্রাহ্মণও সেইরূপ হয়, তবে আর আর ব্রহ্মণত্ব রহিল কি করিয়া? যদি বল সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয় তবে চণ্ডালকেও সংস্কার দেও, যে ব্রাহ্মণ হউক। যদি বল বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়, তারাও পড়ুক। আর তারা পড়েও ত; ব্যাকরণের মধ্যে ও বেদের শব্দ আছে। আর আগুনে ঘি দিলে যদি মুক্তি হয় তবে অন্য লোক দিক না। হোম করিলে মুক্তি যত হোক্ না হোক্ ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয় এই মাত্র। তাহারা ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান বলে। প্রথম তাহাদের অথর্ব্ব বেদের সত্তাই নেই, আর অন্য তিন বেদের পাঠও সিদ্ধ নহে, সুতরাং বেদেরই প্রমাণ নাই। বেদ ত আর পরমার্থ নয়, বেদ ত আর শূন্য শিক্ষা দেয় না, বেদ কেবল বাজে কথা বলে।

যাহারা ঈশ্বর ধর্ম্ম মানে, তাহাদের সম্বন্ধে সরোরুহ বজ্র বলেন,—ঈশ্বরপরায়ণেরা গায়ে ছাই মাখে, মাথায় জটাধরে, প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, ঘরের ঈশান কোণে বসিয়া ঘণ্টা চালে, আসন করিয়া

বসে, মিট্‌ মিট্‌ ক'রে কাণে খুস খুস করে ও লোককে ধাঁধা দেয়। অনেক "রণ্ডী" "মুণ্ডী" এবং নানা বেশধারী লোক এই শুমর মতে চলে, কিন্তু যখন কোন পদার্থই নাই, যখন বস্তুই বস্তু নয় তখন ঈশ্বরও ত বস্তু তিনি কেমন করিয়া থাকেন। ব্যাপকের অভাবে ব্যাপ্য আনিতে পারে না। বলিবে কর্ত্তা বলিয়া ঈশ্বর আছেন, যখন বস্তুই নাই তখন ঈশ্বর কি করিবেন?

আজ ভারতবর্ষ বৌদ্ধদের পক্ষে শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়েছে। বৌদ্ধ ঐতিহাসিককে কাপালিক সতেজ হয়েছে। ভগ্ন মন্দির, ভগ্ন স্তুপ, ভগ্ন স্তম্ভ, ভগ্ন মূর্ত্তি, ভগ্ন পুথি একত্র করে বৌদ্ধ ঐতিহাসিককে তাঁহার গলার মালা গাঁথতে হয়েছে। বৌদ্ধ কীর্ত্তির ভগ্নবিশেষের মধ্য দিয়ে তাঁকে লুপ্ত বৌদ্ধ বিপ্লব করায় ইতিহাস, তথা ভারতবর্ষের অতীতই ইতিহাস খুঁজে বারকত্তে হচ্ছে অজ বৌদ্ধ তার মাতৃভুকিতে পর-দেশী হয়েছে, কিন্তু সকল বৌদ্ধ গ্রন্থেই বলা হইয়াছে এই পুন্য ভূমি জম্বুদ্বীপ ভিন্ন অন্য কোন দ্বীপ, অন্য কোন দেশে, বুদ্ধ জন্মায় না। তারক বাবুর কাব্যে সেই আপ্পক্কার কথা ব্যক্ত হয়েছে। তিনি প্রস্তাবনার আদিতেই বলিয়াছেন।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জম্বুদ্বীপ ভুবনের মাঝে
জননী ভারত বর্ষ যে দ্বীপে বিরাজে।
কোথা তুল্য তার সনে অমর নগর,
যাহার প্রভায় দীপ্ত ব্রহ্মাণ্ড নিকর।
যে ভারত জ্ঞান শক্তি প্রতিভার খনি,
যার নাম খ্যাত বিশ্বে রত্নপ্রসবিনী।
পরসনে যার পুত কনামাত্র জ্ঞান;
দেব ব্রহ্ম নর যক্ষ লভে নিরবাণ।

এই নেই—পৃথিবীর গৌরব কেতন ;
পবিত্র ভারত-ভূমি শান্তি প্রসবন।"

তারক বাবুর নাগ-লীলার রচনা সম্পূর্ণ আধুনিক ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট না হোক্, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা নিরর্থক হয় নাই। বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা এদেশের বৌদ্ধ শিক্ষিত মাত্রের করা কর্ত্তব্য। কেন না, এই ভাষা ও সাহিত্যের অতীত ইতিহাস আমরা যতটুকু জানি বৌদ্ধ সহজিয়া মতের গান ও দোঁহাগুলিই ইহার প্রথম নিদর্শন। উড়িষ্যা দেশের মহিমাধর্ম্ম পন্থী বৌদ্ধকবিদের রচিত "শূন্য-সংহিতা" "যশোমতী মলিকা" প্রভৃতি গ্রন্থই উড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম সমুজ্জ্বল রেখা। এইরূপ নেপাল, তিব্বত, কাশ্মীর, গান্ধার, তুর্কীস্থান, সিংহল, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, যে দেশে যাই না কেন, দেখিব বৌদ্ধগ্রন্থরাজি এবং ইহার অনুবাদগুলিই তৎ তৎ দেশের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি। আমি আশা করি তারক বাবু চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে তাঁহার কাব্য প্রতিভার আরও বিকাশ করিতে পারিবেন। প্রকৃত কবি মূলে ভক্ত ও সাধক। তাঁহার কাব্যের অনেক স্থলে এই ভক্তি ও সাধনার পরিচয় আমি পেয়েছি। তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া মাঝে মাঝে যে আদর্শ জগতের কল্পনা পরিস্ফুট হইয়াছে তাহার পশ্চাতে সুদীর্ঘ মানব চিন্তার ইতিহাস আছে। তিনি যমুনার শোভা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন :

অপরূপ শোভা অতি মনলোভা
ভারতে যমুনা নদী
ছয়ঋত সেথা বিরাজে সর্ব্বথা
সমভাবে যথাবিধি
তাহার দুকূলে প্রকৃতি মা খেলে
আপন সন্তান লয়ে ;

নিরানন্দ নাই সে অমৃত ঠাঁই

মলয় আনন্দ বয়ে।

জীব জন্তু যত অসূয়া রহিত,

পরস্পর পরশে ;

ভ্রাতৃভাব আনে সবাকার প্রাণে।

মরি কি মাধুরী ঝরে।

সিদ্ধিরস্তু শুভমস্তু

কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয়
৫ই অক্টোবর, ১৯২১

শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া এম, এ,
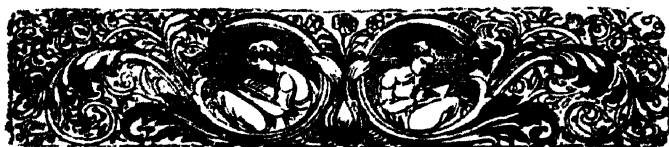
নাগ-লীলা।

প্রথম সর্গ।

বুদ্ধ-বন্দনা।

নমি দাস, পদাম্বুজে তব ভগবন !
জন্ম জরাব্যাধি মৃত্যু বিঘ্ন বিনাশন।
মায়া মোহ সংসারের ডুবি প্রলোভনে,
হারা'য়েছি তোমা হেন রত্ন অযতনে।
অসার সংসারে সার তুমি যে কেবল,
নিত্য সত্য তত্ত্ব মূর্ত্তি-জ্যোতিঃ নিরমল।
তুমি যে সবার বাঞ্ছা ব্রহ্মাদি অমর,
অনাদি অনন্ত তুমি ত্রিলোক ভিতর।

যে যা করে যে যা বলে ভরসা তোমায়,
পরাভব তব-ভব তুমি ভব-সার।
ভব পতি ভব গতি ভবের শরণ,
তোমা লাভে ছিন্ন হয় ভবের বন্ধন।
একমাত্র তোমা ভিন্ন গতি অন্য নাই
ভব-ঘুরে যত জীব তোমা নাহি পাই।
বুঝেও বুঝে না মন দেখেও দেখেনা;
অবিদ্যা ছলনা তাহা বুঝিতে দেয় না।
আঁধার হইতে ক্রমে গভীর আঁধারে;
ভুলা'য়ে ফেলি'ছে মোরে কুহক-গহ্বরে।
নীচ হ'তে নীচস্তরে এসেছি না'মিয়া;
উদ্ধারিতে তব-জ্যোতিঃ দাও প্রকাশিয়া।
লাভালাভ, যশাযশ, নিন্দা, প্রশংসায়;
সুখ দুখ অষ্টবিধ ধরমের ঘায়।
ইতস্ততঃ ঘুরি ফিরি অস্থির হইয়া;
হাহাকার করিতেছি জগৎ জুড়িয়া
তোমায় বিলা'ব হৃদি সে যতন নাই;
যশমান তরে প্রাণ ব্যাকুল সদাই।
অনিত্যের তরে নিত্য করি কত শ্রম;
নিত্য সত্য তব পদে কিন্তু নিত্য ভ্রম।
আমার, আমার—আমি! এই অহমিকা;
চিত্তের আধারে সুধু পূর্ণ বিভীষিকা।
অনিত্যের আশে মন মহাবেগে ধায়;
তাহাকে নিরস্ত করা বড়ই যে দায়।

ষড়রিপু সদা মোরে অনিত্যের দেশে
রাখিতে প্রবলতর যতন প্রকাশে।
কামিনী কাঞ্চনে সদা আসক্ত এ'মন ;
কেমনে হইবে নাথ! তব দরশন ?
আমি যে তোমারি প্রভু দয়ার ভিখারী ;
তোমারি করুণা শুধু সম্বল আমারি।
নিত্যকে ছাড়িয়া করি অনিত্য-সাধনা ;
সেই সাধনায় লাভ দুরন্ত বাসনা।
বাসনা করিয়া লাভ শুধু দুখ পাই,
সুখের একটু লেশ তাহাতে যে নাই।
প্রাণ চায় সুখ শান্তি প্রীতি, দুখঃ-লয় ;
তোমা বিনা কভু তাহা পাইবার নয়।
তাহা প্রভু তব কাছে র'য়েছে গোপন ;
মরতের নহে তাহা স্বরগ শোভন।
অলৌকিক ধন সেই কর মোরে দান,
বড়ই বাসনা প্রাণে দিই তারে স্থান।
অটুট অক্ষয় তাহা ধ্বংস নাই তার ;
চিরস্থির মধুময় সুধা পারাবার।
সংসার-বিষয়-সুখ বড় বিষময়,
তুমিই কেবল প্রভু চির শান্তিময়।
শুভমতি কর দান ওগো ভগবান :
তোমারি চরণ যেন সদা চাহে প্রাণ।
কাম, ভব বিভবাদি তৃষ্ণায় তৃষিত ;
বাসনা বিষয়-বিষ পানে ধী-বিকৃত।

এ সকল ছিন্ন করি, এমন শকতি ;
কোথা পা'ব তুমি নাহি দিলে লোকপতি ?
তুমি প্রভু দয়াময় করুণা সাগর ;
শান্তির আধার তুমি অমৃত নিঝর।
অনাথের নাথ তুমি বিপদ বারণ ;
আশ্রিতের সখা তুমি জগত-তারণ।
প্রাণের সুহৃদ তুমি দুঃখের সম্বল ;
জীবনের লক্ষ্য তব চরণ কমল।
পাপীর শরণ তুমি দুর্ব্বলের বল ;
শমন দমনকারি সুন্দর শীতল।
শোকেতে সান্ত্বনা তুমি নয়নের মণি ;
হৃদয় মাঝারে তুমি অমৃতের খনি।
অশান্তির তাপে তুমি শান্তির মলয় ;
সংসার গরল মাঝে তুমি সুধাময়।
তুমি সুখ তুমি তৃপ্তি চির সুমধুর
জন্ম জরাতীত তুমি, তুমি শান্তিপুর।
জ্ঞান তুমি, প্রজ্ঞা তুমি, তুমিই বিবেক,
তুমিই সকল বিভু সবে মিলি এক।
তোমার প্রকাশে হয় ত্রিলোক প্রকাশ ;
তোমার বিহনে পুনঃ সব হয় নাশ।
তুমি মাত্র অদ্বিতীয় সর্ব্ব শক্তিমান ;
আদি অন্ত সব তুমি ওগো ভগবান।
ত্রিলোক বাঞ্ছিত তুমি পূজ্য সবাকার ;
কোটী কোটী নমস্কার চরণে তোমার।

প্রস্তাবনা।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জম্বুদ্বীপ ভুবনের মাঝে
জননী ভারত বর্ষ যে দ্বীপে বিরাজে।
কোথা তুল্য তার সনে অমর নগর,
যাহার প্রভায় দীপ্ত ব্রহ্মাণ্ড নিকর।
যে ভারত জ্ঞান, শক্তি প্রতিভার খনি,
যার নাম খ্যাত বিশ্বে রত্ন প্রসবিনি!
পরশনে যার পুত কণামাত্র জ্ঞান;
দেব ব্রহ্ম নর যক্ষ লভে নিরবাণ।
এই সেই পৃথিবীর গৌরব কেতন;
পবিত্র ভারত-ভূমি শান্তি-প্রস্রবন।
এই খানে জনমিল যত ভগবান;
দুঃখক্লিষ্ট প্রাণিদের দুঃখ অবসান।
চতুরার্য্য সত্যধর্ম্ম জীবের কল্যাণে,
অমিয় দুন্দুভিনাদে নাদিল এখানে।
যত যত মহাবীর ভবে উপজিল;
সবাই এদেশে আসি জনম লভিল।
যেহেতু মানব আদি যত জীব গণে;
তারিতে তরণী ল'য়ে আইসে এখানে।
মানব পবিত্র কুল, মুকতি-সঙ্গমে;
স্বরগ নরক দুই জীবন সংগ্রামে।
উপনীত হয় জীব এই ভূমণ্ডলে;
কর্ম্মক্ষেত্র এই সেই ভারতের কোলে।

যখন দেবতা ব্রহ্মা ইচ্ছে নিরবাণ ;
অথবা আপন কর্ম্ম হ'লে অবসান।
তখনি হেথায় আসি জন্মে দেবগণ ;
মুকতি পরম ধন করিতে অর্জ্জন।
কৃষক উত্তম জমি উত্তম কর্ষিয়া ;
নানা বীজ তাহে যথা দেয় নিক্ষেপিয়া।
সুবীজে সুফল ফলে কুবীজে কুফল ;
বীজ অনুযায়ী যথা ফলে তার ফল।
সেইরূপ এ ভারত ভুবন ভিতর
জীবদের কর্ম্মক্ষেত্র বলে অনুত্তর।
সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম হেথা উভয় প্রধান ;
তাদের সঙ্গমে জীব সদা ভাসমান ;
একদিগে পূর্ণ শান্তি পূর্ণতার দ্বার
বিনির্মুক্ত, অন্যদিকে নিরয় অপার।
যাহার যেদিগে ইচ্ছা সেদিগে প্রয়াণ
কর্ম্ম অনুযায়ী গতি নিয়তি বিধান।
এ কারণে দেবগণ কর্ম্মচ্যুত হ'লে ;
কর্ম্ম হেতু কর্ম্মক্ষেত্রে জন্মে এ ভূতলে।
হেথায় সুকর্ম্ম লভি কুকর্ম্ম ত্যজিয়া ;
দানশীল পুণ্য কার্য্যে নিরত থাকিয়া।
অবশেষে বিদর্শন ভাবনার ফলে ;
জনমের হাত মুক্ত হয় কুতুহলে।
হেথায় কল্পান্তে কিংবা আরম্ভের সনে ;
জীবের আয়ুর হ্রাস বৃদ্ধি ক্ষণে ক্ষণে।

কখন নরের আয়ু অসংখ্যক হয় ;
আবার কখন আসি দশে উপজয়।
চঞ্চল তটিনী জল—বিজুলী যেমন ;
ততোধিক সুচঞ্চল তা'দের জীবন।
এ'কারণে জন্ম মৃত্যু বিষম বাতনা ;
সহজে সবার হৃদে সদা যায় জানা।
অন্য তিন দ্বীপে কিন্তু এইরূপ নয় ;
তা'দের জনম মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট সময়।
একই নিয়মে আসি জন্মে ধরাতলে ;
একই নিয়মে যায় আয়ু শেষ হ'লে।
হ্রাস বৃদ্ধি তাহাদের নহে কদাচন ;
আদিতে যেমন তার অন্তেও তেমন।
দান ধ্যান করি, শীল রাক্ষ সযতনে ;
দেব ব্রহ্ম লোকে জন্মে কর্ম্ম অবসানে।
জন্ম মৃত্যু বিষময় ভব আবর্ত্তনে ;
কভু দেব কভু ব্রহ্ম কভু নর সনে।
কর্ম্ম চক্রে ঘুরে ঘুরে মুকতি না পে'য়ে ;
অবশেষে এই দ্বীপে জনমে আসিয়ে।
সম্যক্ সম্বুদ্ধ, বুদ্ধ অরহত গণ ;
অসংখ্য অসংখ্য কত সাধু সুধীজন।
এ'কারণে জীবদের মুক্তির কারণ ;
এ'দেশে আসিয়া করে জনম গ্রহণ।
ষড়ঋতু ভ্রাতৃভাবে বিরাজে এখানে ;
সুখ দুখ সমভাবে জাগায় পরাণে।

সুখে-দুখ, দুখে-সুখ ইতে উপজয় ;
নিত্য মানবের হৃদে জাগে বিপর্য্যয়।
জন্মিলে মরিতে হবে মরিলে জনম ;
বুঝিয়া মানবগণ আচরে ধরম।
এ'কারণে এই দ্বীপ শ্রেষ্ঠ অবনীতে ;
কোথাও এমন স্থান নাই সীমা দিতে।
অদ্য হ'তে পঞ্চবিংশ শতাব্দির আগে;
যখন সমস্ত বিশ্ব বুদ্ধ-প্রেমে জাগে।
হিংসা দ্বেষ নাস্তিকতা নিষ্ঠুর আচার ;
জাগিতনা পরস্পর হৃদয় মাঝার।
হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা নীচতা ভুলিয়া ;
লৌকিক অলীক যত কুকর্ম্ম ত্যজিয়া।
জনম মরণ হাত এড়া-বার তরে ;
পুণ্য কর্ম্ম অনুষ্ঠানে রত সদা নরে।
লোভ, দোষ মোহ আদি অকুশল চয় ;
ষড়রিপু প্রলোভনে দহেনা হৃদয়।
সূর্য্যোদয়ে তামসীর তমসার মত ;
দিগান্তরে পাপ-ছায়া হ'ল অপসৃত।
দেব, ব্রহ্ম, নর, যক্ষ, অসুর, কিন্নর ;
পিশাচ, তির্য্যগ যত ভূচর খেচর।
সদ্ধর্ম্ম বিমল জ্যোতিঃ লভি জীবগণ ;
নিত্যামৃত পানে হ'ত আত্ম বিস্মরণ।
সবার একই আশা একই শরণ ;
একমাত্র লক্ষ্য জীবের মুকতি গ্রহণ।

সংসার কুহক ক্ষণ-সুখের আশয়ে
থাকিত না নরগণ মুকতি ভুলিয়ে।
শমনের নির্দ্দয়তা নিষ্ঠুর আচার ;
কল্পনায় হৃদি মাঝে জাগিত সবার।
সংসার অনিত্য বলি ধারণা হইত ;
আবাল বনিতা বৃদ্ধ ধরমে মাতিত।
যাহার বিমল এই জ্যোতিঃ নিরুপম ;
জীবের মুকতি পথ প্রধান ধরম।
সেই সে পরম গুরু ভবের কাণ্ডারী ;
যাহার চরণ-রজ মুকতির তরী।
অনাদি অনন্ত প্রভু করুণা সাগর ;
জীবের মঙ্গলে ভ্রমি দেশ দেশান্তর।
সংসারের তাপ ক্লিষ্ট যত জীবগণে,
প্রদানি অমিয় ধর্ম্ম শান্তি বরিষণে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে অনন্ত পরাণি ;
মহৎ হইতে ক্ষুদ্র পিপীলিকা শ্রেণী।
দয়া, ক্ষমা, মৈত্রী ভাব জাগাইলা প্রাণে
প্রায়শঃ হিংসিতে একে অন্যে নাহি জানে।
নিজ নিজ পুণ্য কার্য্যে রত জীবগণ ;
ভেদ জ্ঞানে নাহি করে নাসিকা কুঞ্চন।
এ'কারণে জীবগণ মরণের শেষে ;
অজর অমর পুরে উপজে হরিষে।
শমন-শাসনপুরী পাতকী-চারণ ;
ক্রমে ক্রমে হীন যবে নিরয় ভুবন।

শ্রাবস্তীর জেতবন প্রসিদ্ধ বিহারে ;
বঞ্চে সে সময় প্রভু হরিষ অন্তরে।
অনাথ পিণ্ডদ নামে শ্রেষ্ঠী একজন ;
মহাধন মহাভোগ ধার্ম্মিক সুজন।
স্বর্ণমুদ্রা ছিয়নব্বই কোটি করি ব্যয় ;
রমণীয় বিহার সে প্রস্তুত করয়।
ধনে মানে কারুকার্য্যে কিংবা বিস্তৃতিতে ;
কোথাও দুইটী আর নাই অতীতে।
প্রভুর বিহার হেতু রম্য সে বিহার ;
দান করি দিয়াছেন চরণে শাস্তার।
একদা পূর্ণিমা দিনে পাতকী তারণ ;
সমবেত পারিষদে করি পদার্পণ।
বুদ্ধবংশ পরম্পরা প্রথা অনুযায়ী,
ধর্ম্মাসনে বসি চিন্তে মুক্তি প্রদায়ী
বুদ্ধগণ ইহা ভাবি উপদেশ করে ;
সময়, বিষয়, পাত্র—ত্রিবিধ বিচারে।
ধর্ম্ম, উপদেশ-কাল বিষয় প্রধান ;
হইয়াছে কিনা তার সময় এখন।
তার পর কি বিষয়ে বলা যুক্ত হয় ;
কোন কথা বলিলেই হ'বে ফলোদয়।
দান, শীল ভাবনাদি ; আদীনব কাম—
স্বর্গ কথা, মোক্ষকথা, সকাম, নিষ্কাম।
উপস্থিত আছে কিনা তেমন সুজন ;
যা'দেরে প্রদানে ধর্ম্ম মঙ্গল সাধন।

অথবা আগত সঙ্ঘে কোন ধর্ম্মদানে ;
বুঝিতে সক্ষম আর প্রীতি পা'বে মনে।
ইত্যাদি বিষয় তিন ভাবি অবশেষে ;
বুদ্ধগণ পরিষদে ধর্ম্ম উপদেশে।
যাহাদেরে লক্ষ্য করি ধর্ম্ম প্রদানিবে ;
সভায় তা'দের সনে বুদ্ধ আলাপিবে।
আমাদের ভগবান সে দিনও তেমন ;
প্রজ্ঞানেত্রে হেরিলেন সবাকার মন।
অতঃপর তথাগত সকল জানিয়া ;
দায়ক দায়িকা গণে কহিলা ডাকিয়া।
"প্রিয় মম উপাসক উপাসিকাগণ ;
করেছ কি উপোসথ তোমরা গ্রহণ !
হাঁ প্রভু বলিয়া দিল সকলে উত্তর ;
মৃদুহাসি পুনরপি বলে অনুত্তর।
মাদৃশ আচার্য্য শ্রেষ্ঠ বুদ্ধের সদনে ;
উপোসথ করিতেছ আনন্দিত মনে।
ইহাই অত্যন্ত লাভ ভবে তোমাদের ;
বুদ্ধের সাক্ষাৎ-অতি দুর্ল্লভ জীবের।
মম উপদেশে থাকি শুচিশান্ত মনে ;
পুণ্য কর্ম্মে রত বটে আদিষ্ট জীবনে।
গুরু বিহনেও কিন্তু পুর্ব্ব বিজ্ঞগণ ;
করিতেন জ্ঞান বলে সদ্ধর্ম্ম পালন"।
ইহা বলি ভগবান নীরব হইলা ;
পরিষদ বৃন্দ পুন কহিতে লাগিলা।

"ওহে প্রভু ভগবান অনাথ জীবন ;
মোহ ক্লেশ পাপ তাপ বিঘ্ন বিনাশন।
অনাথ-শরণ প্রভো অনাথ পালন !
কৃপায় সবার কর বাসনা পূরণ।
অজ্ঞাত মোদের দেব অতীত কাহিনী ;
কিবা সেই কথা কহ কর্ণ ভরি শুনি"।
প্রার্থিত হইয়া বুদ্ধ তাহাদের হ'তে ;
অমিয় বীণার স্বরে লাগিলা কহিতে।
"শুন শুন ভক্তগণ সে অপূর্ব্ব কথা ;
কহিব অতীত জন্ম মধুর বারতা।
যাহা শুনে তাপিতের তাপ হয় শান্ত ;
ভব-জ্বালা ভু'লে যায় পাষণ্ড দুর্দ্দান্ত।
দৌর্ম্মনস্য চাঞ্চল্যাদি করি পরিহার ;
প্রফুল্ল হৃদয়ে তবে শুন একবার"।

আদি বিবরণ।

অতি পুরাতন কালে বারানসী ধামে ;
রাজ্য করে যবে রাজা ব্রহ্মদত্ত নামে।
অতুল ঐশ্বর্য্য পতি ধরণী ঈশ্বর ;
শান্ত অচঞ্চল ধীর পণ্ডিত প্রবর।

প্রাচীনের নীতিগত প্রথা অনুসারে ;
প্রকৃতি পুঞ্জেরে পালে বিহিত বিচারে।
ন্যায় ধর্ম্মে রাজ্য শাসি পুত্র নির্ব্বিশেষে ;
নিরাময়ে কাটে কাল নৃপতি হরিষে।
ছিল তার একমাত্র পুত্র প্রাণ-ধন ;
অনিত্য সংসারে নিত্য শান্তির জীবন।
এক ভিন্ন দুই নাই ভবে পুত্র যার ;
সন্তান বাৎসল্য কত সেই জানে তার।
সংসারে এমন সুখ কোথাও না মিলে ;
সন্তানের স্নেহ মাঝে যাহা নাহি মিলে।
হউক হাজার ধনে সেই মহাধন ;
কুবের বাঞ্ছিত হৌক তার দু'চরণ।
উঠুক আকাশভেদী প্রাসাদের চূড়া ;
তারি গানে জগতের প্রাণী হৌক সাড়া।
তার রাজ্যে চন্দ্র সূর্য্য অস্ত নাই যাক্ ;
কমলা অচলা হয়ে ঘরে বাঁধা থাক্।
রোগ শোক ক্লেশ তাপ জানে না কেমন ;
শান্তিময় শান্তিরাজ্য হউক ভবন।
তথাপি সে'জন সুখী না হেরি কোথায় ;
সুপুত্র রতনে যে'বা বঞ্চিত ধরায়।
পুত্র লাভাশায় জীব অসার সংসারে ;
অলীক উপায় কত উদ্ভাবন করে।
অসত্যকে সত্যরূপে কল্পনা করিয়া ;
সারকে অসার ভস্মে লুকা'য়ে রাখিয়া।

যজ্ঞ হোম বলিদানে রত কত জন ;
কিন্তু তা'তে প্রাণিগণ লভে কি সে'ধন ?
য'দও নরের ভাগ্যে পূর্ব্ব পুণ্য ফলে ;
পুত্র লাভ হ'য়ে থাকে এই ভূমণ্ডলে।
তথাপি সুপুত্র লাভ ঘটে ক'জনার ;
যা'র লাভ ভবে জন্ম সার্থক তাহার।
তেমন সুপুত্র লাভে আনন্দ হিল্লোলে ;
রাজা রাণী দুইজন ভাসে কুতূহলে।
মাতা পিতা উভয়ের স্নেহের অন্তরে ;
যৌবনেতে রাজপুত্র ক্রমে আসি পরে।
শিক্ষিত হইল পুত্র বিবিধ বিদ্যায় ;
বিশেষতঃ রাজনীতি আশ্চর্য্য শিক্ষায়।
লোকনীত ধর্ম্মনীতি জানিল বিস্তর ;
প্রচলিত শিল্পে হ'ল পণ্ডিত প্রবর।
এই দিগে নরপতি ভাবিলা অন্তরে ;
আগত জীবন মম তৃতীয় প্রহরে।
বাহুবলে এ সাম্রাজ্য করিতে শাসন ;
তেমন শক্তি মম নাহিক এখন।
ক্রমে ক্রমে হীন বল শরীর আমার ;
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভ্রান্তি ঘটে বারবার।
এ সময়ে উপরাজ্য পুত্রে প্রদানিব ;
অবশিষ্ট রাজ্য লয়ে আপনি রক্ষিব।
তাহা হ'লে মনে করি রাজ্যরূপ ভার ;
কতেক লাঘব হ'য়ে আসিবে আমার।

দ্বিতীয়তঃ পুত্র মম বিদ্যাবুদ্ধি বলে,
সমর্থ শাসনে রাজ্য স্বকর্ম্ম কৌশলে।
এ ভাবিয়া নরপতি পুত্রের তখন ;
উপরাজ্যে অভিষেক করে সম্পাদন।
রাজপুত্র রাজ্য পে'য়ে আনন্দিত মনে ;
সুবিচারে প্রজা পালে বিহিত বিধানে।
তাহার অপূর্ব্ব বুদ্ধি কার্য্য পটুতায় ;
অচিরে হইল রাজ্য শান্তির আলয়।
চোর দস্যু ভয় ক্রমে হ'ল অপহৃত ;
ঘুচিল তা'দের দুঃখ দীনদুঃখী যত।
প্রজাগণ বশীভূত হইল তাহার ;
সুখে সুখী দুখে দুখী সম আপনার।
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইল ভুবন ;
অন্নকষ্ট দূরে গেল আশ্চর্য্য কথন।
স্বহস্তে কমলা বসি সুবর্ণ আসনে ;
ধনাগার পূর্ণযেন করে নানাধনে।
ক্রমে ক্রমে রাজলক্ষ্মী রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ;
অতুল ঐশ্বর্য্যে তথা হ'ল বিভূষিত।
অত্যল্প দিবসে এত কহা নাহি যায় ;
রাজপুত্র অদ্বিতীয় হইল ধরায়।
সুযোগ্য অমাত্য ল'য়ে রাজার কুমার ;
বিপুল সম্পদসুখে আনন্দ অপার।
হেন কালে কর্ম্মযোগ কে খণ্ডাতে পারে ;
দীর্ঘদিন সেই সুখ অদৃষ্টে না ধরে।

উঠিল করাল মেঘ জীবন অম্বরে ;
সুখ-রবি ক্রমে ক্রমে ঢাকিল তিমিরে।
বিকল রসনা যথা রসের আধারে ;
বিধি বিড়ম্বনা হেতু আস্বাদিতে নারে।
না জানি সংসার এত কেনবা ভীষণ ;
অমৃতে গরল কেন করে উদ্গীরণ।
দয়া, স্নেহ, ভালবাসা, পবিত্রতা, মাঝে ;
কুটিলা রাক্ষসী কেন না জানি বিরাজে।
পবিত্র প্রনয়-ফুল্ল মানস-উদ্যানে ;
অপবিত্র কীট কেন ফিরে স্থানে স্থানে !
বিমলে সমল আছে আঁধারেতে আলো ;
সত্য আর কু'তে সু,—মন্দ মাঝে ভালো
তা' বলিয়া কে'বা ভবে এত কুলাঙ্গার ;
আত্মজ সন্তান প্রতি করে দ্বেষাচার !
হায় রে সংসার এই বিভীষিকাময় ;
আপাদ মস্তক ভেবে রোমাঞ্চিত হয়।
কপটের রঙ্গমঞ্চ কপটের মেলা ;
কপটের হাসি শুধু কপটের খেলা।
প্রাণ হ'তে শ্রেষ্ঠ যেই পুত্র আপনার।
ক্ষণ অদর্শনে যার সংসার আঁধার।
কতই যতন করে পালি'ছে যাহারে ;
সুখে সুখী দুখে দুখী নশ্বর সংসারে।
তেমন পুত্রের হেরি ঐশ্বর্য্য অপার ;
সুনাম সুযশ শুনি কর্ণে আপনার।

প্রাণ হ'তে শ্রেষ্ঠ যেই পুত্র আপনার,
ক্ষণ অদর্শনে যার সংসার আঁধার।
কতই যতন করে পালি'ছে যাহারে,
সুখে সুখী দুখে দুখী নশ্বর সংসারে।
তেমন পুত্রের হেরি ঐশ্বর্য্য-অপার,
সুনাম সুযশ শুনি কর্ণে আপনার।
বারানসী মহারাজ চিন্তিত হইল;
পরশ্রীকাতরতা হৃদয়ে জাগিল।
প্রদানিয়া রাজ্য পুন কেড়ে নিতে চায়;
যে রক্ষক সে ভক্ষক কি আশ্চর্য্য হায়!
নেহারিয়া কুমারের অতুল সম্পদ,
চিন্তিলা নৃপতি স্বীয় ভবিষ্য বিপদ।
"যদিও বা মম পুত্র হয় যশবান;
অতুল বিভব পতি রাজ্যের প্রধান।
তথাপি বিশ্বাস কিবা তাহাকে এখন;
সেও ত রাজস্ব ভোগী রাজা একজন।
ঐশ্বর্য্য সাম্রাজ্য মদে উন্মত্ত হইয়া;
যদি বা আমাকে দেয় রাজ্য-তাড়াইয়া?
তা'হলে তখন আমি তাহাকে কি করি;
অথবা এ বৃদ্ধ কালে কি করিতে পারি।
পিতা আমি, পুত্র সেই তবুও কি হয়?
ক'জনার সেই জ্ঞান সুখের সময়।
না-না, যথাযথ এ'র বিহিত বিধান;
করা সমুচিত এবে আমার কল্যাণ।

হৌক্ পুত্র তবু মম চরম অবধি;
'নিরাপদ করা হয় যথা রাজ-বিধি।"
অসম্ভব আশঙ্কায় ইত্যাদি অনেক ;
ডাকিয়া পাঠা'ল পুত্রে প্রতিহারী এক।
পিতার আদেশ প্রাপ্তে রাজার কুমার
পিতৃ পদে উপনীত হ'ল আপনার।
নমস্কার সম্ভাষণ আলিঙ্গন পরে,
একান্তে বসিয়া কহে নিবেদি পিতারে।
"বহুদিনে অভাগায় পরিয়াছে মনে,
কি আজ্ঞা দাসের প্রতি বলুন এক্ষণে।
সন্তানের মুখে শুনি সুমধুর স্বর,
ধীরে ধীরে ব্রহ্ম দত্ত করিলা উত্তর।
"শুন পুত্র বলিতেছি অনুচিত কথা,
ডাকা'য়ে এনেছি দিতে তব মন ব্যথা।
স্মরিলেও যেই কথা বিদরে হৃদয়,
করিতেছি সেই কায হইয়া নিদয়।
আমার আদেশ পালি ওহে প্রাণধন ;
পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর সম্পাদন।
রাজ্যময় শুনা যায় তোমার অখ্যাতি,
তেকারণে মনে মনে ব্যথা পাই অতি।
অতএব অদ্য হ'তে রাজ্য তেয়াগিয়া ;
বাস কর যথা ইচ্ছা স্থানান্তরে গিয়া।
সম্প্রতি শাসিব আমি রাজ্য সমুদায় ;
যাহাতে প্রকৃতিপুঞ্জ দোষ নাহি পায়।

রাজনীতি ধর্ম্মনীতি বিবিধ বিচারে ;
সুপণ্ডিত হও পুত্র এই অবসরে।
মম পরলোক প্রাপ্তী ঘটিবে যখন,
উত্তরাধিকারী সূত্রে শাসিবে তখন।”
পিতার এরূপ বাক্য শুনিয়া কুমার ;
মৌন হ’য়ে ভাবিলেন গতি আপনার।
“যদি বা প্রকৃতিপুঞ্জ আমার পালনে ;
সুখী নয়, অধিকন্তু দুখ পায় মনে।
তা’হলে আমার রাজ্যে থাকা শ্রেয় নয় ;
নির্জ্জনে কাটা’ব কাল ইহাই নিশ্চয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করি এই মনে ;
করযোড়ে কহিলেন পিতার চরণে।
তা’হলে চলিনু পিতঃ রাজ্য পরিহরি ;
অপরাধ ক্ষমাকর দাসে কৃপাকরি।
দুখ না ভাবিও মনে সেবক বিহনে ;
সুখে কাল কাট পিতঃ প্রজার পালনে!
আমি না থাকিলে যদি রাজ্য বাসীপ্রীত ;
আমা হেন শত পুত্রে তেয়াগ বিহীত।
আমার কারণে কেন প্রজা কষ্ট পাবে ;
মনঃকষ্ট, লক্ষ্মী ভ্রষ্ট, রাজ্য নষ্ট হবে ?
এ’ কারণে করি আমি রাজ্য পরিহার ;
সরল অন্তরে দিন্ বিদায় আমার।”
“যাও বৎস খেদ নাই মোদের কারণে ;
আবার আসিও ফিরি আমার মরণে।

তব হেতু রাখি যা'ব ছত্র নবদণ্ড ;
সিংহাসন ধনাগার সহ রাজ্যখণ্ড।"
এইরূপে পিতাপুত্রে সম্ভাষণ পর ;
বিদায় লইয়া চলে কুমার সত্বর।
মাতার চরণে গিয়া প্রণাম করিয়া ;
বিদায় গ্রহণ করে আশ্বস্ত করিয়া।
কি করিবে মাতা তার, রাজার আদেশ ;
পুত্রের বিদায় দিতে কাঁদিলা বিশেষ।
মাতা পিতা সম্ভাষিয়া চলিলা কুমার ;
অরণ্য-কুসুম মাত্র অরণ্য-মাঝার।
পারিষদ রাজামাত্য নাগরিক গণ ;
জানিল না কেহ কভু এই দুর্ঘটন।
গোপনে গোপনে কার্য্য সমাধা হইল ;
অবোধ তারক বলে পরে কি ঘটিল।

পলে পলে দিন যায় সময় বহিয়ে যায় ;
কারো পানে নাহি চায় ভবে।
বাধা বিঘ্ন নাহি মানে মিনতি শুনে না কানে।
পাছু পাছু নিয়ে যায় সবে।
মুছিবে জীবন রেখা কেবল রহিবে আঁকা
সংসার বৃহৎ চিত্র পটে ;
সুকৃত দুষ্কৃত দুই ভাসিয়া র'য়েছে ওই
দেখে দেখে সুখে যাও হেঁটে।

চলিলে ভিখারী বেশে কেজানে তোমার শেষে ;
না হইবে রাজ্য লাভ পুন ?
করিও না খেদ তাহে চল আপনার গেহে ;—
তম শেষে আলোর সৃজন।
প্রবঞ্চনা প্রতারণা মিছা মাত্র সে ধারণা,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা কে করিবে ?
যা' বিলা'বে তাই পা'বে যা' শুনা'বে তা' শুনিবে ;
প্রতিধ্বনী তুল্য সব ভবে।
স্বীয় কৃত পাপ ফলে দুখদৈন্য আসি মিলে ;
সুখের আশায় মাতে প্রাণ
পাপ কর্ম্ম গেলে দূরে কুসল আসিয়া পরে ;
সর্ব্ব দুখ হয় অবসান।
পবিত্র বাসনা ল'য়ে যদি তুমি যাও ধেয়ে ;
বাধা বিঘ্ন সমাকীর্ণ পথে ;
দেবতা করিবে হিত নিরাময় হবে পথ
ধার্ম্মিকের কিবা ভয় তা'তে ?
কারো বধ্য কেহ নাই শত্রু মিত্র নাই পাই ?—
ভেবে দেখ সব নিজে নিজে ;
ভ্রান্তিতে পরিয়া মোরা কুহকে আপন হারা ;
ডুবে থাকি ছার বাজে কাযে।
অদৃষ্টে নির্ভর করি সুকর্ম্ম সহায় করি,
চল জীব বক্ষ প্রসারিয়া ;
শমনের নাহি ভয় দুখ দৈন্যে কিবা হয়,
সব ক্লেশ যা'বে পলাইয়া।

অতুল ঐশ্বর্য্যপতি চলিলা দুখেতে অতি ;
রাজ্য হারা ধনহারা প্রাণে ;
কি করিবে কর্ম্মযোগ করিতে হইবে ভোগ,
অসমাপ্ত কাল প্রতিক্ষণে।
দুখের পসরা শিরে যাও তুমি ধীরে ধীরে
করিও না কিন্তু শোক তাহে ;
সোণায় সোহাগা যোগ হবে পুনঃ রাজ্যভোগ,
নিয়তির গতি মিথ্যা নহে।

রাজ পুত্রের পুরী ত্যাগ।

রাজপুত্র পুরী হ'তে হইয়া বাহির ;
চলিলেন অন্য মনে বদন গম্ভীর।
বিষাদের ছবি ল'য়ে বিষাদের প্রাণে,
ঝড়িল নীরবে বারি দুইটি নয়নে।
দুখ শোক কা'রে বলে না জানে যে জন ;
আতপের তাপ কভু স হেনি কেমন।
কুসুম যাঁহার শয্যা অমৃত সেবন ;
হস্তী অশ্ব চতুর্দ্দোলে নিয়ত ভ্রমণ।
কর্ম্ম বিপর্য্যয়ে আজ রাজ্য পরিহরি ;
পদব্রজে চলে সেই কি আশ্চর্য্য মরি।
এইরূপে রাজপুত্র বিষাদিত চিতে ;
অতিক্রমি জনপদ লাগিল চলিতে।
গ্রাম পল্লী নগরের প্রাকৃতিক শোভা
শ্যামা পিক বিহগের গীত মনোলোভা।

কিছুই নয়নে প্রাণে ভাল নাহি লাগে ;
সদাই বিমনা, সদা পূর্ব্ব স্মৃতি জাগে।
হৃদয় আঁধার যা'র এ ভব-ভবনে ;
অশান্তির ছায়া যা'র পড়ে'ছে জীবনে।
বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে তার পারে কি করিতে ;
মন সুখ বিনে, সুখ কোথা এ মহীতে !
হতাশ নৈরাশ্যে ক্রমে হইয়া অস্থির ;
আসি উত্তরিল যথা যমুনার তীর।
কল কল কল্লোলিনী বহে ধীরে ধীরে ;
চক্রবাক চক্রবাকী ভাসে কত নীরে।
অসংখ্য কমলা মুখী কমলের দল ;
বিতরি সৌরভ-সুধা হাসে ঢল ঢল।
কতশত জলজীব ক্রীড়া করে জলে ;
তাপিতের তাপ হরে ক্ষণেক হেরিলে।
প্রকৃতির লীলা-খেলা শান্তি-নিকেতন ;
যমুনা অবনী মাঝে অতুল্য রতন।

দুই কূলে সারি সারি বিটপীর শ্রেণী ;
সাজা'য়ে রেখেছে যেন প্রকৃতি জননী।
স্থানে স্থানে লতাপাতা জড়িত হইয়া ;
পান্থ হেতু পান্থশালা যেন বা বাঁধিয়া।
সরসী তরাগ কোথা নির্ম্মল সলিলা,
হেসে হেসে চাঁদ সনে নেচে করে খেলা।
তটে মাঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতি মনোহর ;
শ্যাম দুর্ব্বাদলে করে মোহিত অন্তর।

মালতী সেফালি জবা কেতকী মল্লীকা,
গন্ধরাজ স্থর্য্যমুখী গোলাপ যুথিকা।
এমন সুন্দর কত ফুলের কাননে ;
শান্তিময়ী শান্তিমাতা অচলা সেথানে।
কোকিল-কাকলি-মৃদুমধুর ঝঙ্কারে ;
বরষে অমিয় ধারা শ্রবণ বিবরে।
নাতি দূরে দাঁড়াইয়া অত্যুচ্চ পাহাড় ;
অনিমিষে রূপরাশি হেরে যমুনার।
আহা কি মধুর দৃশ্য নয়ন রঞ্জন ;
পাঠক কল্পনা নেত্রে কর দরশন।
নাহিভাব নাহিভাষা, বর্ণনে সে শোভা,
বিশ্বে বুঝি স্বরগের বন মনলোভা।
নেহারি অপূর্ব্ব শোভা রাজার কুমার
করিল ব্যথিত প্রাণে আনন্দ সঞ্চার।
ইতস্ততঃ পরিভ্রমি স্থির করে মনে ;
"পর্ণশালা নির্ম্মাইয়া রহিব এথানে।

নানাজাতি ফল আছে কানন মাঝার ;
অবাধে জীবন তা'তে চলিবে আমার।
ফলমূলাহারে কত যোগী ঋষিগণ ;
অরণ্যে বসতি করে কে করে গণন?
তেমতি করিব আমি বসতি এথানে ;
যমুনার শোভা হেরি প্রীতি পা'ব মনে।
তাপসের বেশে র'ব তপ আচরিব ;
ফলমূল একাহারে জীবন যাপিব।

ক্ষতি নাই জ্ঞাতি মিত্র কেহ নাই মম ;
অরণ্যের পশুপক্ষী তাহাদের সম।
মাতাপিতা প্রজা-তরে চিন্তা উপজিলে ;
ভুলিব তা'দের শোক পশু সনে খেলে।
মনোরম তট ভূমে করি বিচরণ ;
নগরের শোভারাশি করিব হরণ।
সুবিস্তীর্ণ বনভূমি সাম্রাজ্য আমার ;
অত্যুচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী প্রমোদ আগার।"
এইরূপে চিন্তি মনে নানা অপরূপ ;
একান্ত থাকিবে তথা স্থির করে ভূপ।
লতা পাতা কাষ্ঠ আদি কুড়া'য়ে আনিয়া
ক্ষুদ্র এক পর্ণশালা রচিল বাঁধিয়া।
দিবসেতে ইতস্ততঃ করি বিচরণ ;
ফলমূলাহারে করে জীবন যাপন।
ভুলিতে পূরব স্মৃতি এরূপে রাজন
নবীন সন্ন্যাসীরূপ করিল ধারণ।

যমুনার শোভা বর্ণন।

অপরূপ শোভা অতি মনলোভা,
ভারতে যমুনা নদী।
ছয় ঋতু সেথা বিরাজে সর্ব্বথা,
সমভাবে যথা বিধি।
তাহার দু'কুলে প্রকৃতি মা খেলে ;
আপন সাম্রাজ্য ল'য়ে ;
নিরানন্দ নাই সে অমৃত ঠাঁই
মলয় আনন্দ বয়ে।
জীবজন্তু যত অসূয়া রহিত
পরস্পর পরস্পরে ;
ভ্রাতৃভাব আনে সবাকার প্রাণে
মরিকি মাধুরী ঝরে।
চকোরের দল আনন্দে বিহ্বল ;
নেহারি জীবন পানে ;
কোথাও বা অলি ভুলিয়া সকলি,
বিভোর কমলে-ধ্যানে।
ফল ভরে নত তরুরাজী যত
মৌন ভাবে মুনি যত,
সুমন্দ অনিলে কমলিনী খেলে ;
সোহাগ জানায় কত।
কোকিল দুরন্ত বড়ই বিভ্রান্ত
শাখে শাখে উঁকি মেরে ;

প্রথম সর্গ।

কভু শতদলে চামেলী বা বেলে,
কুহুতানে ব্যঙ্গ করে।
হরিণ হরিণী গজ বাজী ফনী,
কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জ হ'য়ে ;
একে অন্য কাণে যেন প্রেম-প্রাণে
চুপে চুপে কিবা কহে।
সাবকের দল আনন্দে বিহ্বল
সদা ছুটাছুটি ক'রে ;
সে কুঞ্জ কাননে বিজলী ছলনে ;
নিমিষে লুকিয়া পরে।
সংসার ভ্রমিয়া শান্তি না লভিয়া
ভানু বিধু দুই জন ;
বুঝি নিশি দিনে যমুনা জীবনে,
ডুবে খেলে প্রীতমন।
হ'য়ে মুখোমুখী সূর্য্যো-সূর্য্যোমুখী
হাসে তথা পরস্পরে ;
নব অনুরাগে অব্যক্ত সোহাগে
হৃদি কাঁপে থর থরে।
শত্রু মিত্র ভাব কোথা অসদ্ভাব ?
বিরাজে অভিন্ন ভাবে ;
বায়স উলুকে কোলাকুলি দেখে
বিমোহিত হ'য়ে যা'বে।
পূর্ণ যৌবনেতে ভরাপুরা চিতে,
যমুনা পুলিনে বসি,

হংস হংসী সনে প্রেম আলাপনে
উছলে আনন্দ রাশি।
ভুবনে মিলে না তাহার তুলনা
তার মত স্থান কোথা?
দুখীর সন্তাপ আর্ত্তের বিলাপ
ক্ষণে শান্তি পায় যেথা।
সেই উপবনে শান্তি নিকেতনে;
যমুনা তটিনী কূলে,
রাজার কুমার ভুলিয়া সংসার
বাস করে কুতূহলে।
প্রকৃতি ভাণ্ডারে বনজ আহারে,
জীবন যাপন করে;
যাহা ইচ্ছা চায় তাহা মিলে তায়;
অভাব কিশের তরে?
নবীন তাপসে নবীন মানসে
বিজনে হইল প্রীত
এরূপে তাহার কানন মাঝার
কিছুকাল হ'ল গত।

রাজপুত্র ও নাগমাণবিকা।

গত হ'য়ে যায় কাল, ক্রমে এইরূপ;
তারপর কথা এক শুন অপরূপ।
সে সময়ে নাগলোকে নীরে যমুনার;
নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্র পুরীর মাঝার।

একটি বিধবানারী স্বামীর মরণে ;
দিবস যামিনী যাপে বিলাপ রোদনে।
কোথাও নাহিক শান্তি আহার বিহারে ;
সদাই বিমনা সদা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।
প্রথম যৌবনাগমে প্রণয় সঞ্চারে ;
অপূর্ণ বাসনা রাখি পতি গেল মরে।
ভব-স্পৃহা কাম-সুখ উন্মেষ সময়,
পতির বিরহজ্বালা পত্নীহৃদে বয়।
যৌবনেতে প্রাণীদের নির্ম্মল জীবনে,
অকথ্য অশ্লীল ভাব জাগে ক্ষণে ক্ষণে।
বিশেষতঃ পতিহারা রমণী জীবন।
তাহার জ্বলন্ত চিত্র—বিচিত্র কথন।
প্রতিবাসী সহচরী যত সখীগণে,
পতি সমাগমে, প্রিয় প্রিয়ার মিলনে।
প্রীতি সম্ভাষণ আর সোহাগ হেরিয়া,
বিধবা হইল মৃতা মরমে মরিয়া।
পতির বিরহে নারী সে সুখ সময়,
দিব্য নারলোক হেরে অন্ধকারময়।
বিমর্ষ বিমনাচিতে পুরী পরিহরি,
একদা যমুনা তীরে আসিল সুন্দরী।
ইতস্ততঃ তার তীরে করি বিচরণ,
যমুনার শোভারাশি করে দরশন।
রাজপুত্র যেই বনে কুঠির বাঁধিয়া ;
রহিয়াছে যৌবনেতে সন্ন্যাসী সাজিয়া।

হেনকালে অকস্মাৎ সে কুঞ্জ কাননে ;
আসি উত্তরিল নাগী বিষাদিত মনে।
তাপসের পদচিহ্ন হেরি বালুকায় ;
মাণবিকা মনে মনে চিন্তিল উপায়।
"মানবের পদচিহ্ন কেন বা এখানে ;
না হেরিত গ্রাম পল্লী এ বিজন বনে ?
তবে কি তাপস কোন তপ আচরণে ;
মনোরম স্থান পেয়ে নিরত এখানে ?
যা'হোক করিব আমি সন্ধান ইহার ;
কেবা সে মানব কোথা বসতি তাহার।"
এইরূপ চিন্তিমনে চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে ;
উপনীত তাপসের কুঠিরের দ্বারে।
সে সময় নবযোগী ফল অন্বেষণে,
গিয়াছিল স্থানান্তরে বিজন কাননে।
একমাত্র পর্ণশালা প্রত্যক্ষ নেহারী ;
নিশ্চয়কে সুনিশ্চয় করিতে সুন্দরী।
কুতুহ'লে প্রবেশিয়া দেখিল তখন,
করেছে তাপস তদা অন্যত্র গমন।
মানবের নিদর্শন পেয়ে সুবদনী ;
অভিনব প্রীতি হৃদে জাগিল অমনি ;
স্ত্রী স্বভাব সুলভতা কল্পনায় বলে ;
স্বকার্য্য সাধন পথ চিন্তিল কৌশলে।
আগারিক উপযোগী হেরি দ্রব্যচয়,
শয্যা আস্তরণ আদি বিবিধ বিষয়।

'ভাবিল এ নহে যোগী শ্রদ্ধায় কখন ;—
তা'হ'লে কেনবা সজ্জা সংসারি মতন।
যদিও বা হ'য়ে থাকে শ্রদ্ধায় তাপস,
কামনা রহিত কিন্তু হ'বে না মানস।
যদি বা কামনা সহ হবে সেই যোগী ;
নিশ্চয় লভিব তারে আমি মন্দভাগী।
অদ্যই তাহার আমি পরীক্ষা করিব,
ভাল মন্দ লাভালাভ প্রত্যক্ষ জানিব।"
এ ভাবিয়া সেথা হ'তে অন্তর্ধান হ'য়ে ;
নিমিষেতে নাগপুরে উত্তরিল গিয়ে।
সুগন্ধী কুসুম দিব্য কস্তুরী চন্দন,
নানাবিধ গন্ধদ্রব্য করি আহরণ।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিয়া তাপস কুঠিরে,
কুসুম চন্দন সব রাখি স্তরে স্তরে।
পারিজাতে শচীপতি-কমলা-কমলে ;
যেরূপ, সেরূপ শয্যা রচে অবহেলে।
কস্তুরী চন্দন বহু গন্ধ চূর্ণিকায়,
পর্ণশালা সৌরভিত করিল ত্বরায়।
শয্যা রচি মাণবিকা ভাবে মনে মন ;
"শ্রদ্ধায় তাপস যদি না হয় এ জন।
অবশ্য আমার এই রচিত শয্যায় ;
সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে শুইবে হেথায়।
গাত্রভারে বিমর্দ্দিত কুসুমের দল,
অবশ্য দেখিব কল্য প্রাতে অবিকল।

এইরূপে মাণবিকা ভাবী আশালয়ে ;
অদৃশ্য প্রণয় চিত্তে আসিল আলয়ে।
এই দিগে রাজপুত্র সন্ধ্যাসমাগমে,
আপন কুটিরে আসি উত্তরিল ক্রমে।
বিরচিত ফুলশয্যা বিবিধ কুসুমে ;
নেহারি বিবিধ স্মৃতি জাগিল মরমে।
"কেরচিল এই শয্যা কুসুম ভূষণে,
কার এত ভালবাসা এ বিজন বনে !
স্বর্গীয় সৌরভে করে বিমোহিত প্রাণ
আমার ব্যাথায় কার ব্যথিত পরাণ।
এ নহে মানবশয্যা অপূর্ব্ব রচনা,
এ কুসুম এ সৌরভ নরে সম্ভবেনা।
দেবী নাগী যক্ষী রক্ষী অসুরী কিন্নরী,
কাহার ছলনা এই আমার উপরি ?
কি সৌভাগ্যে তাহাদের প্রীতির ভাজন ;
হইনু না হয় কেন এশয্যা রচন।
বুঝিবা অতীত কৃত কোন পুণ্যফলে ;
দুঃখে সান্ত্বনিতে মোরে দেবতা আসিলে !
যদি বা আসিয়া থাক তেমন আমার ;
কৃপা করি দরশন দাও একবার।
নরনয় এ শোভার সম্পাদক কভু ;
বাসনা হেরিতে তার পাদু'খানি তবু।
রাজ্যহারা, ধনহারা জ্ঞাতিহারা হয়ে ;
পশিয়াছি এ কাননে জ্বলন্ত হৃদয়ে।

কেনবা এমন স্থানে সময়ে এমন ;
দহিতে দগধ হৃদি এ'লে কোনজন্।
ইত্যাদি চিন্তিয়া নানা, ফলাহার করি ;
অবসাঙ্গে শু'য়ে পরে শয্যার উপরি।
সৌমনস্থ জাত হৃদে নিদ্রাগত হ'ল ;
এইরূপে সুনিদ্রায় রজনী বঞ্চিল।
প্রভাতে উঠিয়া ভোরে রাজার কুমার ;
ফল হেতু প্রবেশিল কাননে আবার।
শয্যাতোলা সম্মার্জনী প্রাতকৃত্যচয় ;
কিছু না করিল সব পূর্ব্বমত রয়।
হেথা নাগ মাণবিকা প্রাতে নাগপুরে,
যামিনী যাপিয়া ভোরে উঠি শয্যা ছেড়ে।
প্রাতঃকৃত্য সমাপন করি অনন্তর ;
সুন্দরী মানবী বেশ ধরিয়া সত্বর।
ফুলদলে উত্তমাঙ্গ ভূষিত করিয়া ;
সুগন্ধি চন্দন বহু অঙ্গে প্রলেপিয়া।
ভাবিনী মোহিনী রূপে মোহিতে তাপসে ;
অলক্ষিতে চলে এ'ল তাপস আবাসে।
ধীরে ধীরে সে কুঠিরে প্রবেশ করিয়া ;
স্বীয়কৃত ফুলশয্যা মৃদু নিরখিয়া।
দলিত বিচ্ছিন্ন হেরি কমলের দল ;
তাপসের নিদ্রাহেতু জানিল সকল।
কল্পনার অনুকুলে লভি ব্যবহার ;
নবীন আশায় পূর্ণ হৃদয় তাহার।

"ভাবিল শ্রদ্ধায় যদি, তাপস এ'জন ;
তবে তার ফুল শয্যা কিবা প্রয়োজন ?
নিশ্চয় জানিনু আমি এই মহাজন ;
কামাদি বাসনা মুক্ত নহে কদাচন।
অশ্রদ্ধায় প্রবর্জিত পুরুষ রতনে ;
লভিতে বাসনা মম হইতেছে মনে।
হইবে মানস পূর্ণ ভাবি অবশেষে ;
বাসি শয্যা উঠাইয়া নিমিষে হরিষে।
পর্ণশালা চতুর্দ্দিকে পরিষ্কার করি ;
আবার নূতন শয্যা রচে তদুপরি।
ধূলাতৃণ ময়লাদি যা ছিল পড়িয়া ;
উঠাইল ক্ষিপ্র হস্তে সম্মার্জনী দিয়া।
পান হেতু কলসিতে দিব্য বাস পুরি ;
সুবাসিত করিরাখে যমুনার বারি।
প্রাতকৃত্য সমাপন করি মন সুখে ;
পুনরায় চলিগেল স্বীয় নাগলোকে।
ফল আহরণ করি নির্দ্দিষ্ট সময় ;
আপন কুঠিরে আসি রাজার তনয়।
নেহারি নূতন শয্যা বিচিত্র গঠন ;
অভিনব সাজ সজ্জা পূর্ব্বের মতন।
ভাবান্তর হ'ল তার প্রথম বিজনে ;
প্রেমের মধুর স্মৃতি জাগিল জীবনে।
অদৃষ্টেও এইভাব মানব হৃদয়ে,
আপনি উদয় হয় যৌবন সময়ে।

পরস্পর একে অন্যে শিখাইতে নয় ;
প্রকৃতির নীতি ইহা আসৃষ্টি প্রলয় ।
অলক্ষিতে প্রেম ফুল-মানস-উদ্যানে ;
প্রকৃতি ফুটা'য়ে দেয় কেহ নাহি জানে ।
প্রকৃতির বাধ্য জীব রাজার কুমার ;
অদৃশ্য প্রণয়ে মুগ্ধ আশ্চর্য্য কিতার ?
"কেবা এইজন হয় কিবা নাম তার ;
কি কারণে আসে যায় কুটীরে আমার ।
কোন্ জাতি সেইজন কিবারূপ ধরে ;
দেখিতে উচিত হয় এবার তাহারে ।
অবশ্য আসিবে কল্য এবার যেমন ;
গোপনে দেখিয়া ল'ব কেমন সেজন ।"
এইরূপে অপরূপ চিন্তি নানা চিতে ;
রজনী বঞ্চিয়া সুখে উঠিয়া প্রভাতে ।
শয্যাত্যাগি রাজপুত্র বা'হির হইয়া ;
অবিদূরে লতাকুঞ্জে রহিল লুকিয়া ।
হেনকালে মাণবিকা মানবীর বেশে ;
বিবিধ ভূষণে সাজি আসিল হরিষে ।
দুই করে ফুল দল বিবিধ বরণ ;
স্বর্গীয় সৌরভে করে বিমোহিতমন ।
কমল বরণা ধনি কমল বসনা ;
কুটিরে প্রবেশ করি হ'ল প্রীতমনা ।
যেহেতু শয়ন চিহ্ন ফুলশয্যোপরি
প্রকট পরিয়া আছে দেখিল সুন্দরী ।

ধীরে ধীরে বাসি শয্যা কুড়ায়ে তুলিয়া ;
রচিল নূতন শয্যা যতন করিয়া।
এরূপে দৈনিক তার কৃত্য সমাপিল ;
রাজপুত্র আড়ে থাকি দেখিতে লাগিল।
অপরূপ রূপরাশি করিদরশন ;
বিস্মিত হইল চিত্ত নাফিরে নয়ন।
এইরূপে বহুক্ষণ বিমোহিত চিতে ;
অলৌকিক রূপ তার দেখিতে দেখিতে
গুপ্ত পথে আসি ধীরে আশ্রমে পশিয়া,
মাণবিকা পুরোভাগে দাড়াইল গিয়া ;
ভস্ম আচ্ছাদিত মাত্র বহ্নির মতন ;
নবীন সন্ন্যাসী রূপ করিদরশন।
অকস্মাৎ মাণবিকা বিস্মিত হইল ;
হৃদয়ে চকিতে যেন বিজুলী খেলিল
ক্ষণেক লজ্জায় রহে অবনত মুখে ;
একটি বচন মাত্র নাফুটিল মুখে।
পরস্পর প্রতিদোহে রূপে মুগ্ধ হ'য়ে ;
প্রণয়-পয়োধি মাঝে পরিল ঝাপিয়ে।
এরূপে অনেক ক্ষণ গত হ'য়ে গেল ;
লজ্জা অনুরাগে দোহে অভিভূত হ'ল।
উঠিল প্রণয় ঢেউ মানস-সরসে ;
কাঁপিল হৃদয় পদ্ম আবেগ-বাতাসে।
অতিব্যস্তে মনোভাব করি সংগোপন
সুচতুর রাজপুত্র জিজ্ঞাসে তখন।

"কে তুমি সুন্দরি ! বল দেবী কি দানবী,
মানবীর বেশে কিবা এই বনদেবী ;
আলোকিয়া তপোবন দেহের প্রভায়,
তাপসের পর্ণাশ্রমে আসিলে হেথায় ?"
কুমারের এবং বিধ শুনিয়া বচন ;
মৃদু হাসি মাণবিকা বলিল তখন।
"দেবী বা দানবী প্রভু নহি আমি কেহ ;
সিন্ধু গর্ভে নাগ লোকে সেবিকার গেহ।
নাগ কুলে জন্ম, হই নাগের রমণী ;
সম্প্রতি এ বনে আসি ভ্রমি একাকিনী।
যমুনার তীরদেশে ভ্রমিতে ভ্রমিতে :
বালুকায় পদচিহ্ন পাইনু দেখিতে।
চিহ্ন মাত্র অনুসরি এসেছি এখানে,
অপরাধ করিয়াছি ক্ষম কৃপাদানে।
পরিচয় প্রতিদান পরিচয় চাই ;
যদি বা না থাকে বাধা শুনিবারে পাই।"
রাজার কুমার শুনি রমণী বচন;
পুনরপি জিজ্ঞাসিল তাহাকে তখন।
"পতিবিনে অবলার নাই অন্য গতি ;
পতি ধর্ম্ম পতি কর্ম্ম পতিই মুকতি।
পতি বিনা পথচলা যুক্তি যুক্ত নয়,
পতি ছেড়ে বনে কেন ভ্রম এ সময় ?"
শুনিয়া সলজ্জে বামা অবনত মুখে ;
প্রত্যুত্তরে ধীরে ধীরে কহিল তাহাকে।

"পতি ছেড়ে অবলার থাকা ভাল নয়;
পতিই সর্ব্বস্ব ভবে একথা নিশ্চয়।
কিন্তু প্রভু, স্বামী হীনা আমি মন্দভাগী;
পতি মোর স্বর্গবাসী অভাগিনী-ত্যাগি।
সধবা রমণীগণ পতির সোহাগে;
দিবস যামিনী যাপে মনের হরিষে।
দয়াময়! তাহাদের আনন্দ নেহারি;
ক্ষুণ্ণ মনে ভ্রমি হেথা পুরী পরিহরি।
নির্লজ্জা দাসীর বাঞ্ছা করহ শ্রবণ;
জীবন রতন পে'লে করিব যতন।
হইব তাহার পত্নী সে গৌরব নাই,
দাসী ভাবে পাদু'খানি পূজিবারে চাই।"
রাজ পুত্র শুনিতার এইরূপ কথা;
ইঙ্গিতে বুঝিয়া নিল মরমের ব্যথা।
আপনার পরিচয় প্রদানের ছলে;
অব্যক্ত মনের ভাব ব্যক্ত করি ফেলে।
"শুন তবে রূপবতী মম পরিচয়;
হই আমি ব্রহ্মদত্ত রাজার তনয়।
বারানসী নগরেতে প্রাসাদ আমার;
পিতার আদেশ করা রাজ্য পরিহার।
নির্ব্বাসন দণ্ডে পিতা দণ্ডিত করিল;
তে কারণে মনে বড় দুখ উপজিল।
অলঙ্ঘ্য পিতার বাক্য লঙ্ঘিতে নারিয়া;
বনে আসি ক্ষুণ্ণ মনে রাজ্য তেয়াগিয়া।

যমুনার শোভারাশি করি দরশন ;
নবীন সন্ন্যাসী বেশ করেছি গ্রহণ।
বাস করি পর্ণশালা নির্ম্মাইয়া হেথা ;
সুন্দরি ! ইহাই মম কহিনু বারতা।
না হয় শ্রদ্ধায় নহি সন্ন্যাসী কখন ;
এ বেশ কেবল মাত্র স্মৃতি বিস্মরণ।
রাজ্য-সুখ ধন-সুখ যৌবনের সুখ ;
সর্ব্ব সুখে বিধি মোর হয়েছে বিমুখ।
তুমি যদি এ সময়ে তবে দয়া ক'রে ;
ভাগ্যবশে অভাগার আসিলে কুঠীরে।
ভালবাসা প্রতিদানে বাঁচাও জীবন ;
তব রূপে হইয়াছে বিচলিত মন।”
এইরূপে মনোভাব জানি পরস্পরে ;
কালোচিত কার্য্য দোহে সমাপন করে।
গন্ধর্ব্ব-বিবাহ হ'ল তাদের তখন ;
দম্পতি যুগল তদা হইল সৃজন।
নানাবিধ প্রণয়ের সম্ভাষণ পর ;
মাণবিকা চ'লে গেল আপন নগর।
সেথা হ'তে দিব্যবস্ত্র দিব্য খাদ্য লয়ে ;
স্বামীর সদনে আসে প্রমোদিত হ'য়ে।
দিব্যভোগে তুষ্ট করি, দিব্য বাস দানে ;
তুষিল পতির মন বিবিধ বিধানে।
সেই হ'তে রাজপুত্র না যায় কানন ;
ফল হেতু মাণবিকা আসে সর্ব্বক্ষণ

স্বীয় নাগপুর হ'তে দিব্য আহারাদি ;
বনে দোহে মন সুখে বঞ্চে নিরবধি।
যথাকালে মাণবিকা গর্ভবতী হ'ল ;
সুন্দর তনয়কালে প্রসব করিল।
সাগরের কূলে জন্ম সন্তান রাজার ;
"সাগর ব্রহ্মদত্ত" নাম রাখিল তাহার।
যথাবিধি গতকাল—পরিপূর্ণ কালে ;
পরে এক কন্যারত্ন পুন জনমিলে।
মনোরমা দিব্যকান্তি করি দরশন
সিন্ধুতীরে নাগীগর্ভে জনম কারণ।
"সমুদ্রজা" নাম রাখে মন সুখে তার ;
পূর্ণ সংসারের সৃষ্টি হইল দোঁহার।
তাপসের তপাশ্রম গৃহাশ্রম হ'ল ;
তপঃশ্চর্য্যা বৈরাগ্যাদি কিছু না রহিল।
ভুলিগেল পূর্ব্বস্মৃতি রাজত্ব সন্ন্যাস ;
প্রমোদ-রাজত্বে পূর্ণ হ'ল বনবাস।
অবিদ্যার পূর্ণাধার রমণী জীবন ;
সুদীর্ঘ সংসার করে তাহারা সৃজন।
ভ্রূভঙ্গি কটাক্ষ মাত্র রমণী-ছলনে ;
শত বৎসরের তপ নষ্ট একক্ষণে।
এ হেতু নারীর প্রেমে মুগ্ধনহে জ্ঞানী ;
তুচ্ছ জ্ঞানে ত্যাগে তারে বিষবৎ জানি।
যাহোক এরূপে দিন যাইতে লাগিল ;
প্রীতমনে শুন সবে পরে কি হইল।

রাজা ব্রহ্মদত্তের স্বর্গপ্রাপ্তি।

বারানসী নগরের এক বনচর ;
একদা শিকারে পশি বনের ভিতর।
বন হতে বনান্তরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ;
উপনীত হল আসি যমুনা তীরেতে।
অতিক্রমি তীর ক্রমে কুঞ্জে প্রবেশিল ;
রাজপুত্র-পর্ণ শালা সম্মুখে হেরিল।
কৌতূহল পরবশ হইয়া তখন ;
পর্ণশালা অভিমুখে করিল গমন।
হেথায় কুঠিরে থাকি তাহাকে নেহারি ;
অগ্রসরি রাজপুত্র কহে ধীরি ধীরি।
"কেবা তুমি কোথা হ'তে তব আগমন ;
কিবা প্রয়োজনে বনে কহ বিবরণ ?
বহুদিন নরসঙ্গ হয়েছি বঞ্চিত ;
তব দরশনে আজি হইলাম প্রীত।"
বনচর অলৌকিক রূপরাশি তার ;
নেহারি হইল চিত্তে বিস্মিত অপার।
একি ইন্দ্র নাকি চন্দ্র অরুণ বরুণ ;
কুবের ধনাধিপতি কিংবা বৈশ্রবণ !
তপশ্চর্য্যা হেতু হ'বে বসতি হেথায় ;
মানব রূপেতে বুঝি মনে ভ্রম পায়।
যদিবা মানব হবে এই মহাজন ;
নিশ্চয় হইবে কোন রাজার নন্দন।

ইত্যাদি চিন্তিয়া মনে ভক্তিযুত চিতে ;
উত্তরিল রাজপুত্রে নমি চরণেতে।
"প্রভু আমি বারাণসী নগর নিবাসী ;
বনচর বনে বনে শিকার অন্বেষী।
সম্প্রতি পশিয়া বনে শিকার কারণ ;
ক্রমান্বয়ে আসিয়াছি এই তপোবন।
পরিচয় জিজ্ঞাসিতে মনে ভয় পায় ;
কৃতার্থ হইবে দাস শুনালে কৃপায়।"
"রাজপুত্র বলে তবে শুন বনচর ;
কহিতেছি পরিচয় তোমার গোচর।
হই আমি ব্রহ্মদত্ত রাজার কুমার ;
বারানসী রাজপুরে বসতি আমার।
পিতৃবাক্যে রাজ্যত্যাগি, হয়ে বনবাসী ;
করি কুঠিয়েতে বাস এই বনে আসি।
তৃপ্তিলাভ করিনাই পঞ্চামৃত পানে ;
এবে কিন্তু পরিতৃপ্ত ফলাদি ভোজনে।
অতৃপ্ত কোমল শয্যা কুসুম চন্দনে ;
প্রকৃতির তৃণশয্যা পর্য্যঙ্ক একণে।
যদি বারানসী রাজ্যে কখন যাইবে ;
পিতার চরণে মম বারতা কহিবে।"
কহিল সেবনচর এই কথা শু'নে ;
নির্ব্বাসন বার্ত্তা দাস শুনেছি শ্রবনে।
অদ্য মম শুভদিন দেখিনু চরণ ;
কৃতার্থ হইনু আজি সার্থক জীবন।

হেথা হ'তে দেশে গেলে রাজার সদনে ;
দিব এই সুসংবাদ প্রফুল্ল বদনে।
যদিও বা নির্ব্বাসিত করেছে তনয় ;
তথাপি ব্যথিত ধ্রুব পিতার হৃদয়।
বহুদিন নিরুদ্দেশ পুত্রের সন্ধানে ;
জ্বলন্ত হৃদয়ে শান্তি পাইবে রাজনে।"
এইরূপে বহুবিধ সম্ভাষণ পর :
বিদায় লইয়া পশে বনে বনচর।
সে সময়ে অকস্মাৎ দৈবের ঘটন ;
ব্রহ্মদত্ত নৃপতির হইল মরণ :
রাজ্যময় কোলাহল রোদনের ধ্বনি ;
বিষাদের ছায়ামাখা হইল ধরণী।
রাজা বিনে রাজ্যশূন্য অরাজক ময় ;
সিংহাসন শূন্য থাকা কভু শ্রেয়নয়।
মৃতের সৎকার করি মন্ত্রি বুদ্ধিমান ;
যথাবিধি প্রেতকার্য্য করে সমাধান।
অতপর প্রজাপুঞ্জে আহ্বানি বিশেষে ;
করিল বৃহতী সভা সপ্তম দিবসে।
"সভাসদে মন্ত্রীবর বলিল তখন ;
কি বিধান আমাদের বল প্রজাগণ।
রাজপুত্র ছিল যেই সেও নিরুদ্দেশ ;
সিংহাসন শূন্য আজি সপ্তম দিবস।
রাজা বিনে রাজ্যনষ্ট হয় নীতিনষ্ট ;
নীতিহারা রাজ্য সদা শ্রীসম্পদ ভ্রষ্ট।

তোমরা সকলে মিলি করহ বিধান;
কার হাতে করিবে এ রাজত্ব প্রদান।”
সমবেত প্রজাবৃন্দ এইকথা শুনি;
মন্ত্রীবরে সম্বোধিয়া বলিল তখনি।
“তা'হলে “মঙ্গলরথ” করিয়া প্রেরণ;
নির্ব্বাচন করিনিন্ রাজা একজন।”
এ স্থলে থামিয়া আমি বলিব সেকথা;
মঙ্গল রথের যেই অপূর্ব্ব ক্ষমতা।
অপূর্ব্ব মঙ্গলরথ মঙ্গল নিদান;
রাজার মঙ্গল তরে করে অবস্থান।
দেবতার রথ ইহা মানবের নয়;
দৈবশক্তি প্রাপ্ত রথ দেবপুরে রয়।
ব্রহ্মদত্ত মহারাজ যত উপজিল;
ধার্ম্মিক অথবা বুদ্ধ অংশে জনমিল।
তাহাদের উপকারে ব্রহ্মানিজহাতে
রাখিয়া দিয়াছে রথ এই পৃথিবীতে।
বিচিত্র রথের সজ্জা বিচিত্র গঠন;
সমুজ্জ্বল প্রভা যেন মধ্যাহ্ন তপন।
ক্ষণপ্রভা বেগ ধরে রথের গমন;
মুহূর্ত্তে করিতে পারে পৃথিবী ভ্রমন।
অপূর্ব্ব রথের এই অপূর্ব্ব কৌশল;
যা' বলিবে তা' করিবে পলে অবিকল।
যে কার্য্য মানব কভু সাধিবারে নারে;
নির্ব্বিঘ্নে সেকার্য্য ইহা সম্পাদন করে

রাজার অভাব হ'লে রাজ্যেতে কখন ;
করিত প্রজারা মিলি রথ বিসর্জ্জন।
দৈববলে বলী রথ জানিত সকল ;
কাহার অদৃষ্টে আছে রাজত্ব সম্বল।
অকস্মাৎ তারকাছে হ'য়ে উপনীত ;
সম্ভ্রমে সে' জনে ল'য়ে চলিয়া আসিত।
প্রজারা মঙ্গলরথে দেখিত যাহাকে ;
রাজ্য-সিংহাসন তারা প্রদানিত তাকে।
এবারও প্রজাগণ মন্ত্রীর বচনে ;
মঙ্গল রথের কথা বলে সে কারণে।
হেনকালে সভা মাঝে ঐ বনচর ;
কোথা হ'তে অকস্মাৎ আসিল সত্বর।
তাহাদের এইরূপ পরামর্শ শু'নে ;
করযোড়ে কহে গিয়া মন্ত্রীর সদনে।
"মন্ত্রীবর এ দাসের এক নিবেদন ;—
একদা শিকারে আমি প্রবেশিনু বন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বহুদূর দূরান্তরে ;
উপনীত হই গিয়া যমুনার তীরে।
দেখিলাম আমাদের রাজার কুমার ;
কুঠির বাঁধিয়া আছে সেবন মাঝার।
আমাকে দেখিবা মাত্র বড় প্রীত হ'ল ;
পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া পরিচয় দিল।
ফল মূলাহারে করে জীবন ধারণ ;
বড় দুখ উপজিল করি দরশন।

স্মরনীয় যথাযথ সম্ভাষণ পরে ;
রাজপুত্র এই বার্ত্তা দিলা এ দাসেরে।
"যদি তুমি যাও কভু আমার নগরে ;
কহিও এ সব কথা পিতার গোচরে।"
তাই আজ শুনিয়াই এ সব বারতা ;
আসিয়াছি কহিবারে তাহার বারতা।
বিহীত বিধান এবে করুন যা হয় ;
যমুনার বনে আছে রাজার তনয়।"
ইহা শুনি সবাকার ঘুচিল বিষাদ ;
হাতেতে পাইল যেন আকাশের চাঁদ ;
রাজপুত্র বেঁচে নাই সবার ধারণা ;
বহুদিন গত তার সন্ধান মিলে না।
হঠাৎ জীবিত বার্ত্তা শুনিয়া তখনি ;
জয় জয় বলি উঠে আনন্দের ধ্বনি।
সঙ্গে করি নাগরিক আর বনচর ;
আনিবারে রাজপুত্রে যায় মন্ত্রীবর।
যে বনে নাগিনী সনে রাজার কুমার ;
কুঠির বাঁধিয়া সুখে করিছে বিহার।
অনুক্রমে সেথা গিয়া উপনীত হ'ল ;
রূপান্তর রাজপুত্রে দেখিতে পাইল।
সচিব প্রকৃতি পুঞ্জে নেহারি নয়নে ;
রাজত্বের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিল জীবনে।
হরিষ বিষাদে ক্রমে জড়িত হৃদয়ে
পরস্পর প্রীত হ'ল প্রীতি সম্ভাষিয়ে।

প্রথম সর্গ

অতঃপর মন্ত্রীবর রাজপুত্র প্রতি ;
কহিলেন আছে মম একটি মিনতি ।
অষ্টম দিবস আজি পিতার তোমার ;
হইয়াছে কাল প্রাপ্তী শুন সমাচার ।
যথাবিধি করিয়াছি সংকার তাহার ;
কেবল ভূপতি বিনে রাজ্য অন্ধকার ।
সিংহাসন শূন্য র'ল মনে ভয় পায় ;
কে জানে কে আসি পাছে বিপদ ঘটায় ।
এ'কারণ শূন্য থাকা কভু শ্রেয় নয় ;
বিশেষত অরাজক রাজ্য নষ্ট হয় ।
বহুদিন লইয়াছি সন্ধান তোমার ;
কিন্তু কভু পাই নাই শুভ সমাচার ।
গতকল্য চরমুখে সংবাদ পাইয়া ;
তোমানিতে আসিয়াছি আমরা ছুটিয়া ।
বহুদিন বনে বনে পে'লে বহু ক্লেশ ;
এখন আনন্দে চল আপনার দেশ ।
রাজপুত্র রাজা হয়ে বস সিংহাসনে ;
সাম্রাজ্য শাসন কর পুলকিত মনে ।
বৃদ্ধ রাজা তব পিতা বিয়োগের দুখ ;
ভুলিবে প্রকৃতি পুঞ্জ হে'রে তব মুখ ।
অতএব বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন ;
শীঘ্রগতি চল যাই আপন ভবন ।
পিতার মরণ শুনি রাজার কুমার ;
মনে মনে হইলেন দুখিত অপার ।

আপনার পিতা তবু যদি বা নিদয় ;
এক রক্ত দুই হৃদে ভিন্ন ভাবে বয়।
পিতাপুত্রে বহুদিন বিচ্ছেদ দোঁহার ;
এ'বিচ্ছেদে হ'ল চির বিচ্ছেদ সঞ্চার।
মৃত্যুকালে না শুনিল অন্তিম বচন ;
পূজিবারে না পারিল কমল চরণ।
এ জনমে না হইবে দরশন আর ;
বিদায় জনম তরে হয়েছে তাঁহার।
ইত্যাদি বিবিধ দুঃখে রাজার নন্দন ;
নীরবে করিল শোকে অশ্রু বিসর্জ্জন।
"রোদন সম্বরি শেষে কহিল তখন,
যেতে যদি হয় পুন আপন ভবন।
নাগ মাণবিকা আছে গৃহিণী আমার,
জিজ্ঞাসা করিয়া জানি কিমত তাহার।"
এ বলিয়া রাজপুত্র পত্নী পাশে গিয়া ;
কহিলা এ বিবরণ মৃদু সম্ভাষিয়া।
"প্রিয়তমে কহি শুন দুখ সমাচার ;
অশুভ সংবাদ আজি শুনেছি আমার।
অষ্টম দিবস হ'ল পিতার মরণ ;
আমা নিতে আসিয়াছে মন্ত্রী পরিজন।
সিংহাসন শূন্য আছে মনে ভয় হয় ;
এ কারণে রাজ্যে মম যাইবারে হয়।
চল প্রিয়ে মম সনে বারাণসীপুরে ;
রাজরাণী হয়ে দোঁহে র'ব অন্তঃপুরে।

ষোড়শ মহিষী মাঝে তুমিই প্রধানা ;
তোমার অধীনে র'বে অন্য সর্ব্বজনা।
নানাবিধ সুখভোগে বঞ্চিব সেথায় ;
কেন বা কুটিরে আর থাকিব হেথায়।
আমার পিতার রাজ্য দ্বাদশ যোজন ;
তাহাতে করিব মোরা প্রভুত্ব স্থাপন।
মমসনে যেতে প্রিয়ে জীবন সঙ্গিনী ;
কেমন তোমার ইচ্ছা বল সুবদনী।"
পতির বচন শুনি পত্নীর হৃদয় ;
অনুতাপ চিন্তানলে দগ্ধিভূত হয়।
কহিল স্বামীর প্রতি সকরুণ বাণী ;
"অবলার অপরাধ ক্ষম গুণমান!
স্বামীই রমণী-ধন রমণী-জীবন ;
একমাত্র গতি পতি রমণী-রঞ্জন।
স্বামী বিনা সতীনারী সুখী নাহি হয় ;
স্বামীর বিরহে সতী জীবন তাজয়।
তপ; জপ, দান, শীল, পুণ্য কর্ম্ম যত ;
স্বামীর চরণে সব আছে বিধিমত।
স্বামী সুখে সতী পত্নী আনন্দিত হয়,
দুখে দুখী সর্ব্বকার্য্যে সমভাবে রয়।
যদিবা রাজত্বে তব জন্মে অভিলাষ ;
সিংহাসনে বসিবারে করিয়াছ আশ।
তা'হলে তোমায় নাথ করিব না মানা ;
তব সুখে এ অধিনী পাসরে আপনা।

যাও নাথ সুখে কর রাজ্য আপনার ;
চরণ দাসীরে কিন্তু ভুলনা তোমার।
তব ধ্যানে তব নামে জীবন যাপিব ;
কিন্তু নাথ তব সনে যাইতে নারিব।
যেইহেতু, প্রাণেশ্বর আমি যে নাগিনী ;
অতি বিষধর ক্রুর স্বভাব রূপিনী।
অল্প কারণেতে হই হুতাশন প্রায় ;
আপনা বিস্মৃতি নাথ সামান্য ব্যথায়।
ভাল মন্দ হিতাহিত অত্যল্প কারণে ;
সদা বিচলিত চিত্ত জাতীগত গুণে।
বহুল মানবী মাঝে আমি একজন ;
বসতি করিব কিসে বল প্রাণধন।
যদিবা কারণে কোন আত্মভাব জানে ;
বিষম বিভ্রাট সেথা না হবে কে জানে ?
ক্রুদ্ধ হয়ে যদি আমি চাহি কারো পানে ;
অমনি সে জন ভস্ম হ'বে ততক্ষণে।
বিশেষতঃ এতজন সতিনী সঙ্গেতে ;
একত্র বসতি আমি নারিব করিতে।
অতএব যাও নাথ পুত্র কন্যা ল'য়ে ;
বিদায় দিতেছি আমি সরল হৃদয়ে।"
পত্নীর বচন শুনি রাজার কুমার ;
সে রাত্রি বঞ্চিল সেথা সঙ্গে সবাকার।
পরদিন পুনরায় পত্নীকে তাহার ;
সঙ্গে যেতে অনুরোধ করে বারবার।

শুনিয়া পতির এত সকাতর বাণী ;
অশ্রুপূর্ণ লোচনেতে কহিছে নাগিনী।
"যদি প্রভু দাসী তরে এত স্নেহ থাকে ;
সুখী কর শেষ মম এ মিনতি রে'খে।
পুত্র কন্যা দুই মম হৃদয় রতন ;
তব সহবাসে তারা মনুষ্য নন্দন।
তথাপি আমার গুণে তাদের জীবন ;
রক্ষার সম্বল মাত্র, প্রধান জীবন।
জলক্রীড়া বিনে তারা অন্য নাহি জানে ;
তিল মাত্র নাহি থাকে উদক বিহনে।
সেহেতু তাদের তরে এ মম মিনতি ;
জলক্রীড়া আয়োজন কর প্রাণপতি।
রথোপরি নৌকা এক করিয়া প্রস্তুত ;
উদক ভরিয়া পূর্ণ কর যথাযথ।
তাহাতে সন্তান মোর ক্রীড়া ক'রে ক'রে
সুখে যাবে তব সনে তোমার নগরে।
সেথা গিয়া বারানসী রাজ অন্তঃপুরে ;
খনিবে পুকুর এক তাহাদের তরে।
তাহা হলে সুখে র'বে আমার সন্তান ;
ইহাই মিনতি মম ওহে দয়াবান।
আর কিছু নাহি চাই তোমার চরণে ;
দাসীর এ শেষ কথা রাখিও স্মরণে।"
এ বলিয়া স্বামী পদে প্রণিপাত করি ;
স্বামীর চরণ-রজ মস্তকেতে ধরি।

আপনার পুত্র দ্বয়ে বুকে জড়াইয়া ;
ঘন ঘন শির চুমি আশীষ করিয়া।
পতি হাতে তুলে দিয়া পুত্র কন্যা দ্বয়ে ;
কহিতে লাগিল অতি করুণ হৃদয়ে।
"যাও বাছা পিতা সনে সুখে কাট কাল ;
রহিল দুখিনী মাতা লইয়া জঞ্জাল।
পতি পানে চেয়ে সতী কহিলা কাঁদিয়া
যাও তবে প্রাণনাথ দাসীরে ছাড়িয়া
দুখ না করিব আর তোমার বিহনে ;
না হয় অধিনী সুখী তব সুখ বিনে।
ভগবান শ্রীচরণে প্রার্থনা হৃদয়ে ;
চির সুখে রাজ্য কর পুত্র কন্যা ল'য়ে।
অন্তিমের এ মিনতি কি কহিব আর ;
করিয়াছি যত দোষ ক্ষমহ আমার।"
এ বলিয়া পদে বন্দি রোদন করিয়ে ;
নাগপুরে চলে গেল অন্তর্ধান হ'য়ে।
পত্নীর বিয়োগে পতি বিষাদিত চিতে ;
পুত্র কন্যা লয়ে এ,ল মন্ত্রী সদনেতে।
কহিল সকল কথা বিস্তার করিয়া ;
পুত্র তরে অনাথিনী গেল যা কহিয়া।
শুনিয়া তাহার বাণী মন্ত্রী ততক্ষণে ;
আজ্ঞা দিল ভৃত্য গণে তরণী সৃজনে।
পেয়ে আজ্ঞা ভৃত্যগণ করি আয়োজন.
বৃহৎ তরণী এক করিল সৃজন ;

তার মাঝে জলাগার নির্ম্মাণ করিয়া ;
রাখিল ক্রিড়ার হেতু উদক ভরিয়া।
সজ্জিত হইল তরী বিবিধ রতনে ;
রথের উপরি অতি আশ্চর্য্য গঠনে।
পাথেয় প্রভৃতি যাহা আছিল যেথায় ;
স্থানে স্থানে সাজাইয়া রাখিল তাহায়।
অভিষেক ক্রিয়া তার বিহিত বিধানে ;
সংক্ষেপে হইল শেষ সে বিজন বনে।
পুত্র কন্যা মন্ত্রী আদি সঙ্গে অতঃপর ;
শুভক্ষণ হেরি করে যাত্রা নরবর।
যথা কালে বারানসী আসি উত্তরিল ;
ক্রমে ক্রমে বলি শুন পরে কি ঘটিল।

রাজ্য লাভ।

বারানসী মাঝে আজ আনন্দ লহরী ;
উছলে সবার হৃদে মরি কি মাধুরী।
নৃত্য গীত কোলাহলে প্রপূরিত ধরা ;
রাজপুত্র রাজা হ'বে সবে মাতোয়ারা।
মূহুঃ মূহুঃ হুলুধ্বনি দেয় বামাগণ ;
স্বর্গীয় সুস্বরে করে বিমোহিত মন।
বাজিছে বিবিধ বাদ্য বিবিধ বাদনে ;
না পশে একের কথা অন্যের শ্রবণে।

ধনী মানী দীন দুখী ভিখারীর দল ;
সবাই আনন্দে আজি হয়েছে বিহ্বল।
রাজ্যহারা রাজপুত্র ফিরি বনে বনে ;
যাপিল অনেক কাল দুখভরা মনে।
এখন বসিবে আসি পিতৃ সিংহাসনে ;
ভুঞ্জিবে অশেষ সুখ ধরিত্রী পালনে।
এ উৎসবে বারানসী আজি ভাসমান ;
কামনা করিছে সবে রাজার কল্যাণ।
সুগন্ধ কুসুম মালা কুঙ্কুম কস্তুরী ;—
যেন বারানসী আজ সৌরভের পুরী।
বালকের দল মিলি পথে ঘাটে মাঠে ;
কাঁপায় মেদিনী জয় স্তুতি গাথা পাঠে।
ভুলিয়া বিহগকুল আহার উড়ন ;
শাখে শাখে কলকণে করিছে কীর্ত্তন।
ধরণী সাজিল কিবা নবীন ভূষণে ;
যেন, কার প্রতীক্ষায়, প্রীতি-প্রতিদানে
হইল বিচিত্র শোভা বিচিত্র ধরণ ;
শান্তি পূর্ণ বারানসী শান্তি-নিকেতন।
উড়িছে পতাকাকুল সুমন্দ সমীরে,
শোভিছে মঙ্গল ঘট প্রতি গৃহদ্বারে।
তিথি লগ্ন নক্ষত্রাদি হেরি শুভক্ষণে ;
প্রীতমনে বসে রাজা পিতৃ সিংহাসনে
নাম হ'ল "ব্রহ্ম দত্ত দ্বিতীয়" তাঁহার ;
সমাপিল শুভকার্য্য যথা শাস্ত্রাচার।

দীন, দুখী, নিঃসহায়, ভিখারী, ব্রাহ্মণে
ভাণ্ডার খুলিয়া দান করে ততক্ষণে।
উদর ভরিয়া পে'ল ক্ষুধার্ত্ত আহার;
অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ হইল সবার।
আশাতীত ভিক্ষা লাভে ভিক্ষা জীবীগণ
রাজার মঙ্গল সবে করে আকিঞ্চন।
আনন্দের ধরা আজি আনন্দেতে সারা;
আনন্দে গিয়াছে সবে হ'য়ে আত্মহারা।
এইরূপে বিধি মতে কার্য্য করি শেষ
যথাকালে অন্তপুরে পশিল নরেশ।
ষোড়শ কামিনী ল'য়ে নৃত্যাদি কারিণী;
বঞ্চিলেন সেথা সুখে সপ্তম যামিনী।
নৃত্য গীত রঙ্গ রস, রমণী মায়ায়;
প্রমোদে প্রমাদে রাজা আপনা হারায়।
অত্যুচ্চ প্রাসাদ পরে সপ্ততলো পরি,
দেবেন্দ্র, গিরিন্দ্র শিরে যেমন বিহারী।
তেমন ঐহিক সুখে বঞ্চি সপ্তনিশী;
পরদিন বসিলেন সিংহাসনে আসি।
অতঃপর মন্ত্রীবরে সম্বোধি রাজন;
বলিলেন এই কার্য্য করিতে সাধন।
"পুকুর করিতে হবে অন্তপুর মাঝে;
যাহাতে গভীর স্বচ্ছ সলিল বিরাজে।
জলজ কুসুম নানা হইবে ভিতরে;
উদ্যান হইবে চারি পুষ্করিণী পাড়ে।

"ব্রহ্মদত্ত" "সমুদ্রজা" পুত্র কন্যা দ্বয় ;—
জল ক্রীড়া তরে ইহা করাইতে হয়"।
রাজ আজ্ঞা পে'য়ে মন্ত্রী আদেশিলা চরে ;
"পুকুর খনন এক কর অন্তপুরে।"
আজ্ঞা পে'য়ে চরগণ তাহাই করিল,
অবিলম্বে সেই কার্য্য সমাধা হইল।
রাজ পুত্র কন্যা দ্বয় তাহার ভিতর ;
নিরাপদে জলকেলি করে নিরন্তর।
হইল রাজার আজ্ঞা পুকুরের জলে ;
নানামে যেমন এই কেহ কোন কালে।
চারিধারে নিয়োজিল সশস্ত্র প্রহরী ;
ভয়ে কোন নর তার নাহি ছোঁয় বারি।
স্বচ্ছনীরে মনানন্দে মাতৃশোক ভুলি,
ভ্রাত'-ভগ্নী নিত্য নিত্য করে সেথা কেলি।
মানব ঔরসে জন্ম যদিও তা'দের।
তথাপি স্বভাব লাভ হইল মায়ের।
পিতৃগুণে হ'ল দোহে মানব মানবী ;
মাতৃগুণে ভিন্ন ভাবে হ'ল জলজীবী।
জাতির বিচিত্র গতি কহা বড় দায় ;
ভাবুক নিয়তি ভাবি, আপনা-বিলায়।

কুর্ম্মের কাহিনী।

দিন দিন জলকেলি করে দুই জনে ;
সুখ বিনা দুখ তারা কভু নাহি জানে।
একদা রজনী যোগে গভীর তিমিরে ;
কচ্ছপ আসিয়া এক নামে তার নীরে।
কেহ না জানিল তাহা প্রহরী সকল ;
তন্দ্রায় অবশ অঙ্গে আছিল বিকল।
পরদিন ক্রীড়াহেতু নামিলে জলেতে ;
অকস্মাৎ কুর্ম্ম তারা পাইল দেখিতে ;
ভীষণ দর্শন কুর্ম্ম তিমির আকার ;
বৃহৎ প্রস্তর যেন দিতেছে সাঁতার।
খর্জ্জুর তালের মত মস্তক তুলিয়া ;
আশে পাশে চাহে কভু ঘুরিয়া ফিরিয়া।
কভু ডুবে কভু ভাসে কভুবা সাঁতারে ;
ভীত হ'ল কুমারেরা নেহারি তাহারে।
সবিস্ময়ে দ্রুতগতি বাপী তীরে উঠি ;
উদ্ধশ্বাসে হাঁপাইয়া পলাইল ছুটি।
পিতার সদনে গিয়া কহিল সকল ;
ভীতি বিকম্পিত স্বরে, হইয়া বিকল।
"তুমি বাবা অন্তঃপুরে মোদের লাগিয়া ;
রাখিলে খেলিতে যেই পুকুর খনিয়া।
কিন্তু আজ বুক কাঁপে কহিতে সে কথা ;
কোথা হ'তে যক্ষ আসি বাস করে সেথা।

প্রকাণ্ড শরীর তার দেখি ভয় পায় ;
তাল গাছ সম দীর্ঘ মাথা বাহিরায় ।
কভু ডুবে কভু ভাসে চাহে চারি ধারে ;
যেন আমাদেরে বাবা চাহে খাইবারে ।
ভয়ে আসিয়াছি মোরা তোমার সদন ;
হয় নয় দেখ আসি সত্বর এখন ।”
পুত্রদের বাক্য শুনি চিন্তিত নৃপতি ;
সন্তান বাৎসল্য হেতু ক্রোধ হ'ল অতি ।
“কিবা সে কেমন যক্ষ, কি নাম তাহার ;
মম পুত্রে ভয়দানে এত অহঙ্কার ?
না জানি কেমনে আসি নামিল জলেতে ;
ছিল না প্রহরী তদা সেথা পাহারাতে ?
অথচ কি অলক্ষিতে পশিল পামর ;
বিঘ্ন হেতু জল ক্রীড়া পুত্রদের মোর !
যে হো'ক সে হো'ক শাস্তি করিব প্রদান ;
দেবতা হ'লেও তার নাই পরিত্রাণ ।
চল তবে বাছাগণ করিও না ভয় ;
এখনি তাহাকে আমি ধরিব নিশ্চয় ।”
এ বলিয়া মহারাজ জাত ক্রোধ হয়ে ;
পুত্র কন্যা ল'য়ে দোহে আসিল ধাইয়ে ।
সশস্ত্র প্রহরী বৃন্দ রাখি চারিধারে ;
আজ্ঞা দিলা অনুচরে জল সেচিবারে ।
যেন কোন মতে সেই নারে পলাইতে ;
আপনি রহিল রাজা দাড়া'য়ে তীরেতে ।

হীন কূর্ম্ম ধরিবারে এত আয়োজন ;
জানিল না নৃপ কিন্তু প্রকৃত কারণ।
রাজ-বুদ্ধি লুপ্ত প্রায় হাসি পায় মনে ;
কি করিতে পারে ক্ষুদ্র কূর্ম্মের জীবনে।
অথবা যদিও হয় দের যক্ষ কেহ ;
নর শক্তি কবে কোথা ধরিয়াছে কেহ ?
স্নেহ-মোহে আত্মহারা হ'ল নরবর ;
না ভাবিয়া না চিন্তিয়া কার্য্যে অগ্রসর।
এমন অনেক হয় সংসার কাননে ;
মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে ভুলে জ্ঞানীগণে।
"মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম" কি কহিব আর ;
শিশু বাক্যে হত জ্ঞান হইল রাজার।
আজ্ঞা মাত্র ভৃত্যগণ তাহাই করিল ;
দণ্ড পাঁচ ছয় পর জল নিঃশেষিল।
দেখিল পরিয়া আছে প্রকাণ্ড শরীর ;
তিমির বরণ কূর্ম্ম গুটাইয়া শির।
দেখা মাত্র শিশুগণ চেঁচা'য়ে উঠিল ;
"এই সেই যক্ষ পিতঃ মোদেরে ত্রাসিল।
শীঘ্র ধর তারে, নয় যা'বে পলাইয়া ;
পলাইলে ভয় পুনঃ দেখাবে আসিয়া।"
শিশুদের কোলাহলে রাজা দিল সায় ;
ভৃত্যগণ শীঘ্র তারে ধরিবারে যায়।
হাতে গলে দড়ি দিয়া বাঁধি লয়ে তারে ;
একের কি সাধ্য রাখে উঠাইতে পারে।

দশ বার জন ভৃত্য অতি কষ্ট পরে ;
কোন মতে তু'লে কুর্ম্মে পুকুরের পাড়ে ।
রাজ আজ্ঞা মতে পুনঃ অন্তঃপুরে নিল ;
কুর্ম্ম দেখিবারে মহা গণ্ডগোল হ'ল ।
কেহ ব'লে মার মার কেহ বলে কাট ;
কেহ বলে পুড়াইয়া ঘুচাও ঝঞ্ঝাট ।
মাংসাশী মানব যারা মাংস লোভ করে ;
কেহ কেহ বলে তারা সিদ্ধ কর এ'রে ।
হইবে ইহার মাংস বড়ই সুস্বাদ
ঘুচিবে সবার আজি মাংসের বিবাদ ।
কেহ বলে কুর্ম্ম নহে ইহা মনে লয় ;
কুর্ম্মরূপে হবে কোন দেবতা নিশ্চয় ।
চোখে দেখি নাই কভু শুনি নাই কাণে ;
কুর্ম্মাকৃতি দেব দৈত্য না'হবে কে জানে ।
কেহ বলে উদূকলে চূর্ণ কর হায় ;
তবেই হইবে শাস্তি উচিত ইহার ।
কেহ বলে, তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ ইহারে ;
ইত্যাদি শতেক জনে শত কথা পাড়ে ।
সর্ব্বশেষে জলভীরু জনৈক অমাত্য ;
"বলিলেন তোমাদের যুক্তি নহে সত্য ।
কেনবা তাহারে মোরা স্বহস্তে বধিব ;
কৌশলেতে কার্য্য সিদ্ধি শাস্তি প্রদানিব ।
যমুনার জলাবর্ত্তে নিক্ষেপ ইহারে ;
পাপী এ, পাপের শাস্তি ভুঞ্জিবে অচিরে ।

ঘূর্ণিপাকে পরি এই হারাইবে প্রাণ ;
আমার বিচারে হয় ইহাই বিধান।
ইহা ভিন্ন অন্য দণ্ড নাহিক ইহার”
শুনিয়া কচ্ছপ ধূর্ত্ত যুক্তি ক'রে সার।
“ইহাই উচিত হয় আমার পক্ষেতে ;
জীবন পাইলে পারি জীবন বাঁচাতে।
কপটে যদিবা আমি অস্বীকার করি ;
ভাবিয়া কঠোর শাস্তি নিক্ষেপিবে বারি।
এ ভাবিয়া ধূর্ত্ত কূর্ম্ম শিরা বাহিরিয়া ;
অমাত্যের প্রতি কহে কপট কাঁদিয়া :
“কেন প্রভু এ আদেশ কর, এত রোষ ;
এমন করেছি কিবা তব পদে দোষ।
ক্ষমা কর অপরাধ হ'য়ে থাকে যদি ;
কাতরে মিনতি করি পদে নিরবধি।
না জানিয়া জলে নামি দিয়েছি সাঁতার ;
লঘু পাপে গুরুদণ্ড, কেমন বিচার।
শাস্তি প্রদানিবে যদি অন্য শাস্তি দাও ;
ইহাতে মরণ মম জীবন বাঁচাও।”
ইহা শুনি মহারাজ স্থির করি মনে ;
ইহাই উচিত শাস্তি কূর্ম্মের জীবনে।
না শুনিয়া কচ্ছপের কপট বচন ;
কপটে-সরলভাবে গ্রহণি রাজন।
আদেশিলা ভৃত্য প্রতি, “যাও ভৃত্যগণ ;
যমুনার জলাবর্ত্তে করহ ক্ষেপন।”

আজ্ঞা মাত্র দাসগণ বান্ধি হাতে গলে ;
শীঘ্র তারে ফেলে গিয়া যমুনার জলে।

কূর্ম্মের দৌত্য।

যমুনার জলাবর্ত্তে পুরিয়া দুর্ম্মতি ;
হরষিত হ'ল অতি পাইয়া মুকতি।
এইরূপে ঘুর্ণিপাকে ঘুরিতে ঘুরিতে ;
সুতীক্ষ্ণ প্রবাহে গিয়া পরে আচম্বিতে।
ত্রিবেনী সঙ্গম হ'তে প্রবাহ ছুটিয়া ;
যমুনার অন্তস্থলে বহিয়া বহিয়া ;
নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্র-পাতাল ভবন।
গত সেই জলস্রোত ; অপূর্ব্ব কথন।
কচ্ছপ পরিয়া সেই দুর্নিবার্য্য স্রোতে ;
আপনা বাঁচাতে বড় লাগিল ভাবিতে।
প্রবাহের গতি সেই এতই ভীষণ ;
গিরিও নারহে স্থির তাহাতে কথন।
আপনার বলবীর্য্য প্রয়োগ করিয়া ;
তথাপিও কোন মতে উঠিতে নারিয়া।
অবশেষে অনুকূলে ভাবিতে ভাবিতে ;
শরীর ভাসা'য়ে দিয়া লাগিল যাইতে।
বহুদূর অগ্রসরি দেখিল তখন ;
অপরূপ নাগগণ করে বিচরণ।

সে সময়ে ধৃতরাষ্ট্র রাজার কুমার।
জলক্রীড়া হেতু আসে গর্ব্বে যমুনার।
কূর্ম্মহেরি রাজপুত্র সক্রোধে বলিল ;
কূর্ম্ম বেটা কি সাহসে এথানে আসিল ?
দেব দৈত্য রক্ষযক্ষ এই নাগ পুরে ;
পিতার আদেশ বিনা আসিতে না পারে।
এ বেটাত দেখিতেছি ভারি অহঙ্কারী ;
আজ্ঞাবিনা নিঃসঙ্কোচে চলে এলপুরী।
ভৃত্যগণ ধর তারে বধহ এক্ষণ ;
যেমন সাহস তার হউক তেমন।”
ইহা শুনি ধূর্ত্ত কূর্ম্ম ফাঁপরে পরিল ;
আপনার মুক্তি পন্থা খুজিতে লাগিল।
“বিপদ এড়া’য়ে এক পরি অন্যটিতে ;
ভীষণ সমস্যা হেরি এবার বাঁচিতে।
পরেছিনু বারানসী নৃপতির হাতে ;
কপট করিয়া কত মুক্তি পাই তাতে।
নরনহে দেবনহে, এ’রা নাগগণ ;
প’রিনু এ’দের হাতে বুঝিবা মরণ।
কপটে ছলিতে পারি মনে নাহিলয় ;
নাগগণ ক্রুরমতি অত্যন্ত নিদয়।
যা’হয় করিব কোন বিহিত ইহার ;
মৃত্যুত নিশ্চয় মম রক্ষানাই আর।
কপট করিয়া যদি পারি ছলিবারে ;
তাহাত যথেষ্ট মম জীবনের তরে।”

এ ভাবিয়া মনে মনে যুক্তি স্থির করি ;
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র প্রতি কহে ধীরি ধীরি।
"রাজপুত্র কেন তব অনুচিত কথা ;
দূত কভু বধ্য নহে গতি যেথা সেথা।
বারাণসী রাজদূত "চিত্রচূল" নাম ;
সংবাদ লইয়া আসি মহারাজ স্থান।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র হ'য়ে পাতালের পতি ;
কেন তব এই কথা ওগো মহামতি !
না জিজ্ঞাসি হিতাহিত, বল বধিবারে ;
রাজনীতি নহে কভু দূত মারিবারে।
শীঘ্র মোরে ল'য়ে চল রাজার সদন ;
মহারাজ কাছে মম আছে নিবেদন।
যেহেতু পাঠা'ল মোরে বারাণসী রাজা ;
কহিলে সকল কথা পাছে দিও সাজা।"
শুনি অপ্রতিভ হ'য়ে রাজার কুমার ;
আদেশিলা "লও এ'রে গোচরে পিতার
দূত বধিবারে সত্য না হয় উচিত ;
রাজার যেমন আজ্ঞা তেমন বিহিত।"
আজ্ঞা পে'য়ে চরগণ তাহাই করিল ;
কুর্ম্মলয়ে রাজ স্থানে উপনীত হ'ল।
চিত্রচূল নামে এক ছিল জল-পতি ;
প্রচণ্ড প্রতাপ তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অতি।
অবশেষে যদিও বা তাহার নামেতে ;
বিপদ হইতে পারে মুকতি পাইতে।

চিত্রচূল নাম বলা ইহাই উদ্দেশ্য ;
নহে, কূর্ম্ম চিত্রচূল কেবা কার দৃশ্য ?
যা'হোক কুর্ম্মের বৃত্ত রাজারে কহিল ;
"দেখো পিতঃ বারানসী রাজদূত এ'ল।"
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নেহারি তাহারে ;
"এ নহে দূতের যোগ্য কহিলা কুমারে।
ক্ষুদ্র দেহী, তা'তে কুর্ম্ম ঘৃণিত আকার ;
রাজদূত হ'তে নারে এই জানোয়ার।
ইহা শুনি ক্রোধে কুর্ম্ম বাহিরিয়া শির ;
কহিতে লাগিল, ভয়ে অথচ অস্থির।
"কেন প্রভু মহারাজ এত নিন্দ মোরে ;
দোষ যদি হ'য়ে থাকে ক্ষমিও দাসেরে।
তাল-বৃক্ষ মত কিংবা পর্ব্বত প্রমাণ ;
না হ'লে কি দূত-কর্ম্ম নহে সমাধান !
রাজনীতি মাঝে কিবা আছে ইহা স্থির ;
পর্ব্বত প্রমাণ হ'বে দূতের শরীর ?—
দূত ব'লে অভাগায় নিন্দা কেন তবে ;
উপযুক্ত নহি যদি চলে যাই এবে।"
কুর্ম্ম-বাক্য শুনি রাজা লজ্জিত হইয়া ;
কহিলা তাহার প্রতি ঈষৎ হাসিয়া।
"কেন হেন বৃথা মোরে করহ ভর্ৎসন ;
বলি বারাণসী পতি মনুষ্য রাজন।
তার কি মানব নাহি দূত করিবারে ;
নিয়োজিল দূত-কর্ম্মে কেনবা তোমারে ?
ইহাই জিজ্ঞাসা মম করহ উত্তর ;
সন্দেহ ঘুচা'য়ে কর প্রতীতি সত্বর।"

"ইহা শুনি কুর্ম্ম বলে সত্য মহামতি ;
আমাদের মহারাজ মনুষ্য ভূপতি।
শুধুস্থল শাসে ইহা নহে কদাচন ;
জল, স্থল শূন্যে তিনি করেন শাসন।
স্থল, জল আর শূন্য বিহারী প্রাণীরা ;
সকলেই মহারাজে কর দেয় তারা।
ত্রিদেশ সংবাদ হেতু ত্রিদেশের পতি ;
ত্রিজাতি প্রাণীরে দূত করে মহামতি।
স্থলবার্ত্তা জানিবারে দূত রাখে নর ;
আকাশে বিহগ,—জলে আমি নাগেশ্বর :
এই হেতু মহারাজ এই নাগপুরে ;
আমাকে পা'ঠা'ল তব মত জানিবারে।"
কুর্ম্মের অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া রাজন ;
"বলিলেন, বল তবে কেন আগমন ?
কিসের মন্তব্য মম জানিবার তরে ;
বারাণসী মহারাজ পাঠা'ল তোমারে ?"
"কুর্ম্ম বলে মহারাজ মোদের রাজন ;
অতুল ঐশ্বর্য্যপতি ভবে অতুলন।
জম্বুদ্বীপে বড় বড় যত রাজা আছে ;
সকলের সনে তিনি সখ্যতা করেছে।
সম্প্রতি তোমাকে চাহে মিত্র করিবারে ;
স্বীয় কন্যা সম্প্রদানে আনন্দ অন্তরে।
সমুদ্রজা নাম্নী তার কন্যা একজন ;
কি দিব রূপের তুলা ভবে অতুলন

সংসারে এমন রূপ কভু সম্ভবেনা ;
স্বর্গছে'ড়ে মর্ত্ত্যে বুঝি এল হরপ্রাণা।
নবীন অরুণ নিন্দে শ্রীঅঙ্গ বরণে ;
বিদ্যুৎ ঝলসে যেন বিশাল নয়নে।
হাসিতে অমিয় খেলে কিবা সে মাধুরী ;
শুভ্রকান্তি মুক্তাজিনি দন্ত দুই সারি।
সু-কর সু-উরু তার বিচিত্র গঠন ;
মানবী বলিয়া নহে প্রতীতি কখন।
শান্তা, শিষ্টা, সত্যনিষ্ঠা, প্রিয়ংবদা ; তাই ;—
মিথ্যা, নিন্দা, কুৎসা, হিংসা, তার কাছে নাই।
মহারাজ অলৌকিক তার রূপে গুণে ;
ব্যগ্র ভাবে নিশিদিন চিন্তে মনে মনে।
"আমার আত্মজা কভু না হয় মানবী ;
মনে হয় হ'বে কোন দেবী বা দানবী।
ইহার সুযোগ্য পাত্র নরে কভু নাই ;
কা'রে সম্প্রদানি কন্যাবাসনা পুরাই ?
বিশেষতঃ জম্বুদ্বীপে সব রাজা সনে ;
সম্বন্ধ করেছি আমি বিবিধ বিধানে।
আমার কন্যার যোগ্য নাই নরপতি ;
নাগলোকে একমাত্র আছে নাগপতি।
হইবে ইহার যোগ্য পাত্র সেই জন ;
তাহাকে করিব আমি কন্যা বিতরণ।
অধিকন্তু তা'হইলে মিত্রতা হইবে ;
এক কার্য্যে দুই কার্য্য সমাধা হইবে।

এ ভাবিয়া নরপতি পাঠাইল মোরে ;
মহারাজ তবমত জানিবার তরে ।
কি হয় তোমার মত বলহ এক্ষণ ;
শুভ কার্য্যে বিলম্বেতে কিবা প্রয়োজন !
সংশয় জন্মিয়া যদি থাকে এ'তে মনে ;
দূত পাঠাইয়া বার্ত্তাজান মম সনে ।
চিত্র চূল কুর্ম্ম যেই ব্রহ্মদত্ত দূত ;
তার মুখে মিথ্যা কথা অতীব অদ্ভূত ;"
শুনিয়া কুর্ম্মের বাক্য নাগের ঈশ্বর ;
হরিষ বিষাদে মগ্ন হ'ল অতঃপর ।
"বারাণসী মহারাজে ভাল মত জানি ;
কন্যা তার সমুদ্রজা আছে নাহি শুনি ।
যদিও বা থাকে কন্যা সখ্যতা করিবে ;
তবেত কুর্ম্মকে কেন এখানে পাঠা'বে ?
কুর্ম্ম ভিন্ন জলপ্রাণী অন্য নাহি আর !
দৌত্যে তবে কুর্ম্ম কেন একি ব্যবহার ?
কে'বা জানে প্রতারক নাহ'বে এ চর ;
কি বিশ্বাস তার বাক্যে করি অতঃপর ?
সমুদ্রজারূপে কিন্তু বিচলিত মন ;
উভয় সঙ্কটে ঘোর পরিনু এখন ;
অবিশ্বাস করি তবে কন্যা নাই পাই
বিশ্বাস ক'রেও যদি মর্য্যাদা হারাই ।
এরূপ চিন্তায় নানা রাজার হৃদয় ;
সংশয়ানুরাগে মগ্ন হ'ল অতিশয় ।

সমুদ্রজা রূপবার্ত্তা হৃদয়ে রাজার ;
থেকে থেকে তীব্র বেগে জাগে বার বার।
অবশেষে কন্যা লোভে মোহিত হইয়া ;
আদেশিলা চারিজন দূতে ডাকাইয়া।
"যাও মম দূতগণ কুর্ম্মের সহিতে ;
নরলোকে বারাণসী মহানগরীতে।
ব্রহ্মদত্ত মহারাজে কহিও কুশল ;
দূতমুখে বার্ত্তাতার শুনেছি সকল।
প্রীত হইলাম জানি মহানুভবতা ;
সমুদ্রজা কন্যাদান অপূর্ব্ব বারতা।
বলিও সম্মতি মম আছে এ বিষয়ে ;
'বস্তুত বারতা যেন পাই সুসময়ে।
শুভদিন শুভ লগ্ন করি নির্দ্ধারণ ;
তিথি পল নক্ষত্রাদি করিয়া গণন।
শুভকার্য্য কোনকালে হ'বে সমাপন ;
বিশেষ করিয়া যেন কহে বিবরণ।
যাও সবে দূতগণ এই বার্ত্তা লয়ে ;
অবিলম্বে কার্য্য সাধি আসিবে ফিরিয়ে।"
রাজ-আজ্ঞা পেয়ে তারা তাহাই করিল ;
কুর্ম্মসনে বারানসী যাইতে লাগিল।
ঋদ্ধিবন্ত নাগগণ ঋদ্ধির প্রভায় ;
পথের লাঘব-হেতু চিন্তিলা উপায়।
"যদি মোরা কুর্ম্মসনে চলি ধীরে ধীরে ;
অনেক বিলম্ব হ'বে পশিতে নগরে।

অতএব উড়ি গেলে পৌঁছিব সত্বর ;
উড়া'য়ে লইয়া যা'ব সঙ্গে কুর্ম্মচর।"
এ ভাবিয়া বলে তারা কুর্ম্মকে তখন ;
শীঘ্র হেতু যাব মোরা উড়িয়া এখন।
হস্তপদ বাঁধি তব কাষ্টে ঝুলাইয়া ;
দু'জনে দুদিগ্ ধ'রি যাইব লইয়া।
তাহ'লে নগরে মোরা পশিব সত্বর ;
না হয় সবার হ'বে বিলম্ব বিস্তর।
ইহাই মোদের ইচ্ছা ও হে দূতবর।
তোমার কেমন মত বল অতঃপর ?
শুনিয়া তাদের কথা কচ্ছপ হাসিল ;
ধূর্ত্ততায় কার্য্য সিদ্ধি অন্তরে ভাবিল।
জীবনের দুখবুঝি হ'ল অবসান ;
ইহাদের হাতে পাব এইবার ত্রাণ।
যুক্তি ঠিক করি ধূর্ত্ত কহিল তাদেরে ;
"আমার ও বাঞ্ছা ভাই শীঘ্র যাইবারে।
যদি অনুগ্রহ ক'রে যাও ব'য়ে লয়ে,
তা হ'লে ত শান্তি পাই দুর্ব্বল হৃদয়ে।
অতঃপর নাগগণ তাহাই করিল ;
হাত পা বাঁধিয়া কুর্ম্মে কাষ্টে তুলি নিল।
উড়িতে উড়িতে দ্রুত নাগ দূতগণ,
মুহূর্ত্তে ছাড়া'য়ে গেল পাতাল ভুবন।
যেই মাত্র নরলোকে আসি উত্তরিল ;
নিম্নে এক সরোবর কুর্ম্ম নেহারিল।

জল পদ্ম শত শত বিকশিত তা'তে ;
দেখিয়া চিন্তিল যেন পারে ফাঁকি দিতে।
মনে মনে স্থির করি বলিল তখন ;
নাগ দূতগণ প্রতি করুণ বচন।
"ওহে মিত্র দূতগণ অবধান কর,
নিম্নে দেখ রমনীয় এক সরোবর।
বিকশিত জল পদ্ম সুবর্ণ বরণে ;
অলির গুঞ্জন মৃদু পশিছে শ্রবনে।
শত শত শতদল শত ভানু যেন ;
উদিয়াছে সরোবরে মনে লয় হেন।
আহা কি মধুর দৃশ্য কত মনোরম !
ক্ষণেক বিশ্রামে সবে দূর কর শ্রম।
এসেছি অনেক পথ অল্প মাত্র আছে,
নিমিষে পৌছিব গিয়া সন্দেহ কি আছে।
বিশেষতঃ আমাদের রাজা আর রাণী,
শতদল ফুল মূলে বড় তৃপ্ত জানি।
যদি বা কয়টি ফুল আমূল সহিত,
ল'য়ে যাই রাজা রাণী হবে আনন্দিত।
অতএব বন্ধুগণ ক্লান্ত কলেবরে,
ক্ষণেক বিশ্রাম কর সরোবর তীরে।"
তাহারা কুর্ম্মের বাক্যে তাহাই করিল ;
উড়ন ত্যজিয়া সেথা নামিয়া আসিল।
মনোরম স্থান পেয়ে মনকুতূ হলে,
আরাম কারণে সবে বসে বৃক্ষ মূলে।

বিশ্বাসে বন্ধন খুলি দিল কচ্ছপেরে,
ফুলের ছলনে ধূর্ত্ত চলে সরোবরে।
জলের নিকটে গিয়া নাগগণে ডাকি,
মধুর বচনে কহে দিয়া মাত্র ফাঁকি,
'বন্ধুগণ যদি মম গৌণ হ'য়ে থাকে,
তোমরা চলিয়া যা'বে না খুঁজে আমাকে।
পদ্ম ফুল মূল লয়ে উচিত সময়ে,
উপনীত হ'ব আমি রাজার আলয়ে।
এ বলিয়া প্রবঞ্চিয়া প্রবেশিল জলে ;
জীবনেতে নিরাময় হ'ল এত কালে।
এই দিকে নাগগণ বিলম্ব হেরিয়া,
প্রবেশিল বারানসী কূর্ম্মকে ত্যজিয়া।

রাজা ব্রহ্মদত্ত ও নাগদূতগণ।

সিংহাসনে বসিয়াছে বারানসী রাজ,
চারিদিকে পাত্র মিত্র সচিব সমাজ।
হেন কালে উপনীত নাগদূত গণ ;
মায়ায় মানব রূপ করিয়া ধারণ।
নাগবলি তাহাদের কেহ না চিনিল,
সভাস্থলে দাড়াইয়া নৃপে প্রনমিল।
অকস্মাৎ আজ্ঞা বিনা এল চারিজন,
বিস্মিত হইয়া করে জিজ্ঞাসা রাজন।

"কে তোমরা ? কোথা বাস কিবা প্রয়োজনে
কেন মম আজ্ঞাবিনা আসিলে এখানে ?"
শুনিয়া রাজার বাক্য নাগদূতগণ
সকরুণে করযোড়ে বলিল তখন।
"নাগেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র যেই মহামতি ;
পাতালে যমুনা-গর্ভে যাহার বসতি।
মহারাজ তা'রি দূত মোরা চারিজন ;
বার্ত্তা ল'য়ে আসিয়াছি নৃপতি সদন।
নর নই, নাগ মোরা নররূপ ধারী,
নরলোকে আসিতাই নররূপ ধরি ;
আজ্ঞাবিনা আসিয়াছি ক্ষম অপরাধ,
আদেশিলে কহি এবে রাজার সংবাদ।"
দূতগণ বাক্য শুনি চিন্তিত নৃপতি,
না জানি নাগের কিবা দৃষ্টি মমপ্রতি।
নাগদূত এল কেন আমার আলয় ;
অমঙ্গল নাহি'বেত কোনরূপ তায়।
"দূতগণ বল তবে কি হেতু আসিলে ;
নাগরাজ মমপ্রতি কিবা বার্ত্তা দিলে।"
"ধৃতরাষ্ট্র ভালবাসা করুন গ্রহণ ;
নিরাময় জানিবারে ইচ্ছুক রাজন।
চন্দ্রচূল দূতমুখে শুনি তব বাণী
আপনার প্রতি বড় প্রীত হন তিনি।
বিহিত বিধান হেতু তাহার রাজন ;
পাঠা'য়ে দিয়াছে তাই মোরা চারিজন।"

শুনিয়াত মহারাজ ব্যাকুল হইল ;
আতঙ্কে হৃদয় যেন চমকি উঠিল।
কেবা সেই চিত্রচুল কোথা বাস তার ;
"চিত্রচুল" নামেদূত নাই যে আমার।
কেবা দিল কিবা বার্ত্তা ধৃতরাষ্ট্র স্থানে ;
বিষম বিভ্রাটে মোরে ফেলিল এক্ষণে।
বিবিধ সন্দেহে নৃপ কহে দূতগণে,
"চিত্রচুল" নামে দূত নাহি মম স্থানে।
কেবা সেই চিত্রচুল" কভুনাহি জানি ;
কি দিল সংবাদ সেই বল দেখি শুনি।"
"নাগগণ বলে নৃপে মিছে কেন ব্যঙ্গঃ—
আপনার দূত মুখে শুনেছি প্রসঙ্গ।
"চিত্রচুল" নামে কুর্ম্ম দূত একজন ;
গিয়াছিল বার্ত্তা ল'য়ে রাজার সদন।
কুর্ম্ম হেরি ব্যঙ্গ করি, বলে নাগপতি
এ নহে দূতের যোগ্য সভাসদ প্রতি ;
শুনি কুর্ম্ম দুখ ভরে কহিল রাজনে ;
"মহারাজ করকেন বিদ্রূপ অধীনে।
জল, স্থল ব্যোম এই ত্রিদেশের পতি ;
আমাদের ব্রহ্মদত্ত রাজা মহামতি।
স্থল বার্ত্তা জানিবারে রাখে নর দূত ;
আকাশে বিহঙ্গ বহে ; শুনিতে অদ্ভুত।
জল বার্ত্তা হেতু, তাই নিয়োজিলা মোরে ;
যেথা সেথা গতি মম উদক ভিতরে।

'চিত্রচুল' নাম মম ওহে নাগপতি ;
বারাণসী রাজবার্ত্তা আছে তব প্রতি।
আমাদের মহারাজা সবরাজা সনে ;
মিত্রতা করেছে স্থলে বিবিধ বিধানে।
বাকিমাত্র শক্তিশালী ধৃতরাষ্ট্র সনে ;
মিত্রতা করিতে সাধ আনন্দিত মনে।
"সমুদ্রজা"নাম্নী এক কন্যা মনোরমা ;
রূপেগুণে অদ্বিতীয়া শান্তির প্রতিমা।
তা'কে দিয়া তোমাসনে সম্বন্ধ স্থাপিতে ;
ইচ্ছুক রাজন, তাই পাঠা'ল এ দূতে।
তোমার কেমন ইচ্ছা বলহ সত্বর
দূত পাঠাইয়া নহে জানহ বিস্তর।"
"কুর্ম্মের ঈদৃশ বাক্য শু'নয়া রাজন,
তার সনে পাঠাইল মোরা চারিজন।
আসিবার কালে পথে সরোবর হেরি ;
কমল কারণে কুর্ম্ম পশে তার বারি।
নেহারি বিলম্ব তার মোরা চারি জন,
আজ্ঞামত আসিয়াছি রাজার সদন।
ইতিবৃত্ত মহারাজ বলিনু সকল ;
যা'হয় বিধান এ'তে কর মহাবল।"
দূতের ঈদৃশ বাক্যে চিন্তিত নৃমণি ;
সভাসদ্ স্তব্ধ শুনি অদ্ভুত কাহিনী।
অবিলম্বে জানিলেক এতেক প্রমাদ ;
কুর্ম্ম গিয়া ঘটায়েছে যতেক বিবাদ।

বিপরীত হ'ল তারে ফেলে যমুনায় ;
না হলে বা নাগলোকে কেমনে সে যায়।
মরিবার তরে ফেলি যমুনা-মাঝার ;
মরণ সমন কিন্তু পাঠাল আমার।
এতেক করিবে যদি আগে জানিতাম ;
তাহ'লে কি তারে কভু জলে ফেলিতাম!
নিজকৃত দুর্ব্বুদ্ধিতা স্মরিয়া রাজনে
মরমে মরিয়া ক্ষোভে কহে নাগগণে।
"নাগগণ তোমাদের মিথ্যা এ সংবাদ ;
বৈরীভাবে অরি কোন ঘটা'ল প্রমাদ।
নরবিনে দূত মোর নাহি অন্য জাতি ;
দূত-কর্ম্মে কুর্ম্মে কেন এই কোন্‌রীতি।
হীন প্রাণী মধ্যে সেই হীনবুদ্ধি ধ'রে ;
নরপতি দূত কভু কুর্ম্ম হতে নারে।
একবড় অদ্ভুত কথা অদ্ভুত শ্রবণে ;
কুর্ম্ম দূত নরে কেহ হেরেছে স্বপনে!
তোমাদের মুখে আজ শুনি নবকথা ;
হাসি পায়, কা'কে বলি বিষাদ বারতা।
দূতগণ ফিরে যাও স্বীয় নাগপুরে ;
সম্ভাষণ জানাইও মম নাগেশ্বরে।
দয়াগুণে বন্ধুভাবে দেখিলে আমায় ;
তা'তেই বাধিত হ'ব বলিও তাহায়।
না হয় তাহাকে আমি কন্যা প্রদানিয়ে,
নারিব করিতে মিত্র নাগে নর হয়ে।

বিভিন্ন জাতিতে দুই বিভিন্ন স্থানেতে ;
নাহয় সম্বন্ধ যোগ্য কভু হেনমতে ।
হয় নাই, হইবে না যাহা মমকুলে ;
করিব তেমন কর্ম্ম আমি বা কি বলে ।
"কুর্ম্মদূত" শুনি এক অদ্ভুত ব্যাপার ;
নাগেনরে সম্বন্ধ এ ততোধিক আর ।
ইহাতে দুখের কিছু নাই দূতগণ ;
কহিও রাজার কাছে এই বিবরণ ।
বৈরীভাবে কুর্ম্ম কোন যাইয়া সেথায় ;
মমনামে মিথ্যা এই ঘটনা রটায় ।
নর বিনা দূত কভু নাহি মমস্থানে ;
কুর্ম্মজাতি দৌত্যের সে কিবা মর্ম্ম জানে ;
হ'য়ে থাকে মনে যদি মিথ্যা সেধারনা ;
ত্যজ্য সে সঙ্কল্প, কন্যা দিতে পারিবনা ।
এ নহে অবজ্ঞা মম ধৃতরাষ্ট্র প্রতি ;
নাগেনরে কুটুম্বিতা নাহি কুলরীতি ।"
শুনিয়া রাজার বাক্য নাগদূত গণ ;
ক্রোধে প্রজ্জলিত যেন ঘৃতে হুতাশন ।
আপনার তেজবীর্য্য প্রকাশের ছলে ;
ভয় প্রদর্শন হেতু বলে হেনকালে ।
"কেন মহারাজ আগে দূত পাঠাইয়া"
প্রবঞ্চনা করিতেছ না হয় বলিয়া ?
নরহ'তে শ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র নাগপতি ;
তাহারে অবজ্ঞাভব হ'য়ে নরপতি !

এ নহে উচিত রাজা তোমায় কথন;
ধৃতরাষ্ট্র রুষ্ট হ'লে সংশয় জীবন।
মহাতপ বরুণের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র;
অন্য কেহ নহে মনে জানিও বিশিষ্ট।
কন্যা নাহি দিবে যদি বাত্তাদিলে কেন;
ডাকা'য়ে আনিয়া এবে বলিতেছ হেন।
কে তোমায় বলেছিল কন্যা প্রদানিতে;
দূত পাঠাইয়া কেন মিথ্যা বল তা'তে?
ভাবিতে উচিত ছিল পাঠা'বার কালে;
স্বেচ্ছাকৃত কার্য্য, এবে দোষ পরভালে!
এখনও বল নৃপ কন্যাদিবে দান;
মিষ্ট ভাষে বলি গিয়া মহারাজস্থান।
ইহাতে ও যদি তুমি কন্যা নাহি দিবে;
ধৃতরাষ্ট্র স্থানে গর্ব্ব খর্ব্ব হ'য়ে যা'বে।
ইন্দ্র চন্দ্র যম নহে নাগ সনে বাদ;
মনেতে জানিও রাজা ঘটিল প্রমাদ।"
ঈদৃশ সগর্ব্ব বাণী শুনেও তা'দের;
কথা মাত্র ফুটিলনা বদনে নৃপের।
বরঞ্চ বিক্ষুব্ধ চিত্তে বিরস বদনে;
বিষম ভবিষ্য চিন্তে বসি সিংহাসনে।
নাগগণ কন্যালাভে বঞ্চিত ভাবিয়া;
ক্রোধে সেথা হ'তে গেল পাতালে চলিয়া।
বারানসী-নাগপুর অনেক অন্তর;
ঋদ্ধিবলে উপনীত নিমিষ ভিতর।

বিরস বদনে গিয়া দূত চারিজনে ;
চরণ বন্দিয়া শিরে বলে ক্ষুণ্ণ মনে।
"নাগেশ! যে কার্য্য তরে পাঠালে মোদেরে ;
দাসেরা সে কার্য্য কিছু করিবারে নারে।
ক্ষমপ্রভু মহারাজ ভৃত্যদের দোষ ;
অশুভ সংবাদ শুন করিওনা রোষ।
গিয়াছিনু কূর্ম্ম সনে মোরা চারিজন ;
পথিমধ্যে সরোবর করিদরশন।
পদ্ম তুলি বারে কূর্ম্ম পশে সরোবরে,
বিলম্ব হেরিয়া মোরা গেনু রাজপুরে।
আপনার সমাচার বলিলে রাজারে ;
যা বলিল কহিতে তা হৃদয় বিদরে।
নর প্রাণে এতগর্ব্ব নাহি যায় সহা ;
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে বলে যাহা তাহা।
"নর হয়ে কোন জন নাগে কন্যা দিবে ;
শুনে ত এই কথা পৃথিবী হাসিবে।
কেবা সেই ধৃতরাষ্ট্র বসতি কোথায় ;
নাগ হ'য়ে নারী ইচ্ছে লজ্জা নাই তায়।
কি সাহসে আসিলিরে আমার সদনে ;
দূত হ'য়ে রক্ষা' নয় মরিতে জীবনে।
ধৃতরাষ্ট্র দূত হয়ে এসেছ হেথায় ;
যমদূত হয়ে যাও এবার সেথায়।
কহিও এসব বার্ত্তা ধৃতরাষ্ট্র স্থানে ;
নাগ হয়ে নারীবাঞ্ছা লজ্জা নাহি মনে ?

নরপতি হয়ে আমি নাগে কন্যাদিব ;
কি ছার সে ধৃতরাষ্ট্র সম্বন্ধ পাতিব !
আসিয়াছ বার্ত্তালয়ে, বার্ত্তালয়ে যাও ;
ধৃতরাষ্ট্র শক্তি কিবা করিতে জানাও।
আর কত মত নিন্দা করিল রাজনে !
কহিতে সে সব কথা না স্বরে বদনে।
তব আজ্ঞা বিনা কিছু করিতে নারিয়া ;
ইহা শুনি ক্ষুণ্ন মনে এসেছি ফিরিয়া
যে হয় বিহিত ত্বরা বল নাগেশ্বর ;
শীঘ্র সমুচিত শাস্তি দাও অতপর।
আদেশ পাইলে শীঘ্র বারানসীপুরী
ভস্মীভূত কবি, কন্যা, লয়ে আসি কাড়ি।"
দূত মুখে বার্ত্তা শুনি নাগগণপতি ;
দক্ষাপমানে যেন রুদ্র উমাপতি।
ক্রোধে হতজ্ঞান মুখে বাক্য নাহি স্বরে ;
মুহূর্ত্তে প্রলয়কারী ঘন শ্বাস ছাড়ে।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে ক্ষণে ভ্রান্ত মনে ;
বিকট চীৎকার ধ্বনি করিছে বদনে।
মধ্যাহ্ন ভাস্কর সম চক্ষু রক্তবর্ণ ;
অগ্নিশিখা যেন তা'তে হতেছে বিকীর্ণ।
ঘন ঘন পদাঘাত ধরণী উপর ;
ভূকম্পে যেমন পৃথ্বী কাঁপে থরথর।
অপমানে নাগেশ্বর ধৈর্য্য হারাইয়া ;
এরূপে অনেক কালে স্থিরতা লভিয়া।

দূতগণ প্রতি কহে তিরস্কার করি ;
"কোন্ প্রাণে এলি তোরা নাগলোকে ফিরি।
তোদের সম্মুখে তার এত বাহাদুরী ;
কেমনে শুনিয়াছিলি বুঝিতে না পারি।
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ তোদের জীবনে ;
আমার অবজ্ঞা কথা শুনিলি শ্রবণে ?
ক্ষুদ্রনর তার নাকি এত অহঙ্কার ;
দেব নহে দৈত্য নহে মোরে তিরস্কার ;
হয়েছে ভেকের বাঞ্ছা বুঝি ব্যাঘ্র জয়ে !
কাকের গরুড় নিন্দা সহেনা হৃদয়ে।
জানে না যে ধৃতরাষ্ট্র কত শক্তি ধরে ;
একটি নিশ্বাসে যাবে ভস্ম হয়ে উড়ে।
দেখ তবে ধৃতরাষ্ট্র কতশক্তি মান,
ব্রহ্মদত্ত আর তোর নাই পরিত্রাণ।
এ বলিয়া দূতপ্রতি করিল আদেশ ;
শীঘ্র মম সৈন্যগণ কর সমাবেশ।
সুমেরু নিবাসী মম মাতৃবংশধর ;
নাগগণে বল হেথা আসিতে সত্বর"।
রাজ বাক্যে দূতগণ তাহাই করিল ;
অসংখ্য উরগসৈন্য সাজিতে লাগিল।

রাজ বাক্যে নাগ যত　　হইতেছে সম্মিলিত ;
দলে দলে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে ;
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি　　সাজ সজ্জা পরিপাটি
সুমেরু নিবাসী আসে ধেয়ে।

প্রচলিত সংখ্যা যত ; গণনা না যায় তত
অসংখ্য উরগ সৈন্যগণ ;
সিন্ধু-বালি ব্যোম-তারা পিপীলিকা সংখ্যা তা'রা
ততোধিক অপূর্ব্ব কথন।
শাল তাল গিরিমত প্রকাণ্ড শরীরী কত,
ভীষণ দর্শন নাগগণে ;
বিকটদশন যেন হরের ত্রিশূল হেন
দেখি ভ্রম, ভয় পায় মনে।
লক্ লক্ জিহ্বা করে যেন সৃষ্টি ধ্বংস তরে ;
নগ্নাতারা অসুর সমরে ;
বদনের সে ব্যাদান যেন ভারি গুহাবন,
রাহু চাহে চাঁদে গ্রাসিবারে।
নাসারন্ধ্র যেন খোল উঠে প্রলয়ের রোল
নিশ্বাসের ঝঞ্চা ভয়ঙ্কর ;
গিরি শির সমপ্রায় ফণা বাহিরিয়া তায়,
দশদিক ছাইল অম্বর।
কেহ ধরে শত ফণা কেহ বা সহস্রগণা
ইচ্ছারূপী ইচ্ছামত করে ;
বিন্দু মাত্র চরাচরে স্থান নাহি নাগপুরে
জলে স্থলে সৈন্য নাই ধরে।
জয় ধৃতরাষ্ট্র জয় ঘোষিয়া ভুবন ময়
সতত ভীষণ নাদ ছাড়ে,
বুঝি বা প্রলয় কাল নাগপুরে মহাকাল
মহারোলে এ'লো মূর্ত্তি ধরে।

কেহ নীল কেহ পীত   কেহ কাল কেহ সিত
কেহ বা ধূসর কেহ লাল
সূর্য্য সম দীপ্তিমান   কোন নাগ তেজবান
তিমির বরণ পালে পাল।
বিচিত্র আকৃতি কেহ   কেহ দীর্ঘ হ্রস্ব কেহ
সিন্ধুবৎ উদর কাহার,
কাহারো মস্তকোপরি   হতে পারে গিরি বাড়ী
যোজনেক দীর্ঘ লেজ কার।
সৈন্যদের মিশা মিশি   আলো নাই পরকাশি
দিন হ'ল রাত্রি ভয়ঙ্কর ;
ভয়ে পশু পাখী যত   আলয় কুলায় গত
স্তব্ধ সবে হ'য়ে জড় সড়।
সুমেরু পর্ব্বত বাসী   নাগগণ রাশি রাশি
বাকী না রহিল একজন,
পাতালে হইল থানা   বাল-বৃদ্ধ নাহি মানা
সকলে করিল আগমন।
অতঃপর নাগপতি   কহে সবাকার প্রতি
শুন শুন্ ওহে নাগগণ ;
"নরলোকে আজি সবে   বারানসী যেতে হবে
ব্রহ্মদত্ত রাজার ভবন।
মানবী গ্রহণ তরে   ইচ্ছা হ'ল মমান্তরে,
ব্রহ্মদত্ত রাজার কুমারী,
বিশেষতঃ কন্যাদানে,   স্বেচ্ছায় সে মম স্থানে,
কুর্ম্ম দূত পাঠায় তাহারি,

জানিবারে মম মত হ'ল তার অভিমত
দূত মুখে শুনিয়া কাহিনী,
মম দূত চারিজন পাঠাইনু তেকারণ
কুর্ম্ম সনে সেথায় তখনি।
গেলে পরে মম দূত বলিল সে যে অদ্ভুত,
সে কথা বলিতে পাই ব্যথা;
কন্যা নাই দিবে মোরে আর যত গালি পাড়ে
সে সকল অকথ্য বারতা।
বড় রূপে গুণে-ধন্যা সমুদ্রজা নাম্নী কন্যা,
শুনিয়াছি আছে নাগগণ;
বলে ছলে কোন ভাবে তাহাকে আনিতে হবে,
তা না হলে বিফল জীবন।
তোমরা যাইয়ে সেথা, জলে স্থলে যেথা সেথা
পথি মধ্যে গাছে ঘরে দ্বারে;
কলেবর বৃদ্ধি করে ভীষণ মুরতি ধরে
বিকট নিনাদ হুহুঙ্কারে।
ভয় প্রদর্শন সেতু,— রাজকন্যা লাভ হেতু
গিয়া ইহা কর বারানসী;—
কিন্তু শিশু গর্ভবতী সমুদ্রজা রূপবতী;
বৃদ্ধ আর নগর নিবাসী,
মনেতে রাখিও হেন নষ্ট নহে কেহ যেন;
ইহাতে হইবে সাবধান।
নিজে আমি সপ্তপাকে বারানসী চারিদিকে
দীর্ঘ দেহে বেড়িয়া আপন;—

রাজ সিংহদ্বারে গিয়ে রহিব প্রহরী হ'য়ে
দেখাব বিবিধ ভয় তারে ;
মোদের সে হুহুঙ্কারে অবশ্য সে ত্রাস ভরে
সমুদ্রজা প্রদানিবে মোরে।
যদিও না দেয় তাতে যাহা হয় বিধিমতে
পশ্চাতে করিব সম্পাদন ;
আমার এ আজ্ঞামত যাও মম সৈন্য যত,
শীঘ্র গিয়া কর সমাপণ।"
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞা পেয়ে নাগগণ আসে ধেয়ে,
পিপীলিকা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে ;
নাগলোক শূন্য করি এল বারানসী পুরী
দশদিক অবনী জুড়িয়ে।
দিবা হ'ল রাত্রি প্রায় ভানু নাহিদেখা যায়,
অকস্মাৎ হ'ল এ'ক দায়,
ভয়ে নাগরিক যত রাজদ্বারে উপনীত ;
ত্রস্ত ভাবে রাজাকে জানায়।
"একি হেরি নরনাথ! দিবা কেন হ'ল রাত
অন্ধকারে পুরিল ভুবন,
চারিদিকে শোঁ শোঁ ধ্বনি শুনি শুধু নরমণি
কি হইল কহ বিবরণ।
তোমার রাজত্বে প্রভু না জানি কি করে বিভু
জীবন সংশয় মনে বুঝি ;
দেখ নাথ বাহিরিয়া গেল বিশ্ব আঁধারিয়া
বারানসী রসাতলে আজি।"

প্রজাদের আর্ত্তনাদে নাগের বিকট নাদে,
বসুন্ধরা কম্পান্বিতা যেন.
জলধি, প্রলয় কালে যেন মহারোল তোলে
বারানসী হ'ল আজি হেন।
নাগগণ লিকিলিকি দশ দিকে ঝিকিমিকি
মুহূর্ত্তেকে এ'ল বারানসী ;
যে যেথানে উত্তরিল সে সেথানে পরির'ল,
ফণা ধরি যেন সর্ব্বনাশী।
শাখী শাখে গৃহচূড়ে পথে ঘাটে মাঠে দ্বারে ;
প্রান্তরে কাননে সব ঠাঁই ;
প্রকাণ্ড শরীর হ'য়ে নাগগণ স্তূপ হ'য়ে,
নাগ শূন্য বিন্দু স্থান নাই।
নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্র হইয়া অত্যন্ত রুষ্ট
আপনি রহিল সিংহ দ্বারে :
এ বড় আশ্চর্য্য বাসি দ্বাদশ যোজন কাশী
তত হয় আড়ে পরিসরে,
বৃহৎ এ রাজ্য জুড়ি সপ্তবার পুচ্ছে বেড়ি ;
ফণা তুলি উপর আকাশে,
অন্তঃপুর মুখী হ'য়ে ধৃতরাষ্ট্র চৌকি রহে
যেন রাজ্য গিলিবার আশে।
নিশ্বাসে অনল রাশি বাহিরিয়া দশদিশি
শূন্য মার্গে জ্বলিতে লাগিল ;
বিষের বিষম জ্যোতিঃ বিবিধ বরণে ভাতি ;
নীল.পীত লোহিত ছুটিল।

লতা পাতা তরু যত শুষ্ক হয়ে গেল কত,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী মরে কত।
নীড়ে ছিল যত পাখী কেহ ন' মেলিল আঁখি
কেহ ভস্ম কেহ অর্দ্ধ মৃত।
ধুম্রময় অগ্নিময় হ'ল বিশ্ব আজিলয়,
নরগণ ত্রাসে উভরড়ে ;
কেহ গেল রাজদ্বারে কেহ বা রহিল ঘরে ;
কবাট বাঁধিয়া দৃঢ় করে।
শিশুদের কোলাহল রমণী ক্রন্দন রোল
হাহাকারে পুরিল মেদিনী,
যুবা বৃদ্ধ নর যত প্রাণ ভয়ে জ্ঞান হত
কার মুখে নাহি স্বরে বাণী
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞামতে নর নারী প্রতি তা'তে
না করিল বিষের প্রয়োগ ;
না মারিল নরগণে শুধু ভয় প্রদর্শনে
নাগগণ করিল নিয়োগ।
সপ্তদ্বার বন্ধ করে প্রবেশিয়া অন্তঃপুরে
ব্রহ্মদত্ত ভাবিতে লাগিলা ;
বুঝিল সমস্ত রাজা, অবোধিনী সমুদ্রজা
কিন্তু এ'র কিছু না জানিলা।
রহিল সে অন্তঃপুরে যেথা চন্দ্র সূর্য্য করে
না পায় যাহার দরশন ;
এতেক প্রমাদ হল কেহ তারে না বলিল
পাছে তার ভয়ের কারণ।

মহারাজ অন্তঃপুরে পাত্র মিত্র চারিধারে,
মন্ত্রণা করিছে নানা মত ;
ভাগ্য বিপর্য্যয় হল নাগরাজ কোপ প'ল
বুঝি নাই উদ্ধারের পথ।
"কি করিব মন্ত্রিগণ বল সবে এই ক্ষণ.
মম দোষে রাজ্য হ'ল নষ্ট,
প্রজাগণ মমদোষে নষ্ট হবে বুঝি শেষে
ভয়ঙ্কর এ'লধৃতরাষ্ট্র।
কন্যা দিলে যাবে চলে নাগরাজ সৈন্য দলে
বুঝি কোন ক্ষতি না করিবে ;
কিবা এ'তে যথাযথ বল সবে অভিমত
তোমাদের যাহা রুচি হবে।'
মন্ত্রিগণ ইহা শুনি বলে ওহে নরমণি
কি বলিব মোরা আর তা'তে :
কন্যা ভিন্ন গতি নাই ভীষণ নাগের ঠাঁই
রক্ষা নাই আর কোন মতে।
তারা নানা মায়া জানে ক্ষুদ্র এই নর প্রাণে
কি করিতে পারি তাহাদের ;
অসংখ্য নাগের দল দেখ চেয়ে জলস্থল
চরাচর ছাইল অম্বর।"
শুনিয়া মন্ত্রীর বাণী সবিশেষ নরমণি
চিন্তি শেষে কহে দূতপ্রতি ;
ধৃতরাষ্ট্র মহাতেজে কহ গিয়া নাগরাজে
মম বাণী এই তার প্রতি।

"ক্ষোভ ত্যজ মহারাজা দিব কন্যা সমুদ্রজা
ভয়ে ভীত না করি মানবে ;
ত্রিগাহুত স্থান ছাড়ি নাগগণ সঙ্গে করি,
নিবাস করুক গিয়া সবে।
মন্ত্রী নিজে কন্যালয়ে সেথা উপনীত হয়ে,
প্রদান করিবে বিধিমত ;
নাগরূপ পরিহরি যেন নর-রূপধরি ;
থাকে সবে মম এই মত।"
রাজ বাক্য শুনি চর প্রণমিয়া অতঃপর
নাগরাজে দিতে সমাচার ;
চলে ধৃতরাষ্ট্র স্থান হৃদি কিন্তু কম্পমান
ভয় পাছে কোপে নাগেশ্বর।

ধরা আজি কম্পান্বিতা নাগ কোলাহলে :
প্রলয়ের কালে যেন পয়োধি উথলে।
অন্তরীক্ষে দেবগণ নেহারি ভাবিল ;
ধরায় অদ্ভুতকাণ্ড এই কিবা হল।
নরলোক হল দেখি নাগলোক প্রায় ;
পাতাল উঠিয়া বুঝি এ'ল বসুধায়।
কালান্তক যম সম নাগগণ হেরি ;
বিকট দর্শন যেন বিশ্বনাশ কারী।
সবহ্নি গরল রাশি*কবে উদ্গিরণ ;
অগ্নিকুণ্ডে পরিপূর্ণ হইল ভুবন।

মুহুর্ম্মুহু নাগদের ভীষণ চীৎকার ;
পরাজয়া জীমূতের তুচ্ছ হুহুঙ্কার।
ত্রাসপায় অমরও হেরি নাগগণে ;
কি করিতে পারে ক্ষুদ্র মানবের প্রাণে।
অসংখ্য বিষাক্ত জিহ্বা ঝিকিমিকি করে ;
প্রাবৃটে চপলা যেন গগন বিদরে।
আস্ফালন উল্লম্ফন তর্জ্জন গর্জ্জন,
ভয়ে ভীত হয়ে সেথা না বহে পবন।
উত্তপ্ত হইল ক্ষিতি দেহের ঘর্ষণে ;
জ্বলিতে বিলম্ব নাই হেন লয় মনে।
কোথাও বা ধূলিরাশি হয়ে জ্বালাময় ;
ধূধূ মরিচীকারূপে জন্মায় প্রত্যয়।
ব্যোম বায়ূ জলস্থল ঘেরি নাগগণে ;
কাশী, যথা রামপ্রাণা অশোক কাননে।
দেবাসুর রণে কিংবা রাঘব রাবণে ;
এত সৈন্য সমাবেশ শুনিনাই কানে।
আসিল এতেক সৈন্য রুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র ;
পৃথিবী সহিত কাঁপে লোকপাল অষ্ট।
এতেক প্রমাদ পাড়ে গিয়া রাজ দ্বারে
ভয়ে রাজা ব্রহ্মদত্ত দ্বার নাহি ছাড়ে।
নীরব র'হল ক্ষোভে কিছুনাই কয় ;
হেরি ধৃতরাষ্ট্র হ'ল রুষ্ট সাতিশয়।
মন্ত্রিগণে সম্বোধিয়া বসি মন্ত্রণাতে ;
ইহার উপায় কিবা লাগিল ভাবিতে।

মন্ত্রিগণ বল ইথে কি হয় বিহিত;
মুহূর্ত্তে করিতে পারি কাশী ভস্মীভূত।
কিন্তু তা'তে সমুদ্রজা রত্নপাই কোথা,
এত আশা পরিশ্রম সব হয় বৃথা।
কন্যালাভাশায় করা এত আয়োজন;
না হয় এতেক শ্রমে কোন প্রয়োজন।
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত মম চর পাঠাইলে;
আপনি আসিয়া থাকি তবে কিবা বলে।
কি করিব মন্ত্রিগণ বল অতঃপর;
কন্যারত্ন যা'তে পাই তাই স্থিরকর।
বিশেষতঃ কুল গর্ব্বে গর্ব্বী-কাশীরাজা;
তাই তার কন্যালয়ে দিতে হবে সাজা।"
ইত্যাদি মন্ত্রণা করে ধৃতরাষ্ট্র যেথা;
হেনকালে কাশীদূত উপনীত সেথা।
প্রণমিয়া মহারাজে কহে যোড়করে
বার্ত্তালয়ে আসিয়াছি নাগেশ গোচরে।
অবধান কর রাজা কাশীদূত আমি:
আজ্ঞাদিলে কহি বার্ত্তা ওহে নাগ-স্বামী।
বিষাদে হরিষ চিত্তে শুনি এই বাণী;
ধৃতরাষ্ট্র বলে বার্ত্তা কিবা কহ শুনি।
দূত বলে নাগরাজ! মোদের রাজন্;
কন্যাদিবে মহারাজে করেছে মনন।
হেরিয়া নাগেশ তেজ প্রীত সাতিশয়;
কিন্তু তা'তে কথা এক আছে দয়াময়

এই হ'তে ত্রিগাছুত পরিহরি স্থান ;
শিবির স্থাপনে করা হয় অবস্থান।
ছোট বড় নাগসৈন্য আছে তব যত ;
নররূপে যেন সবে থাকে অবস্থিত।
ব্রহ্মদত্ত রাজ আজ্ঞা ইহাই রাজন ;
তা হইলে করিবেন কন্যা অরপন।"
দূতবাক্য শুনিরাজা ক্রোধ ত্যজি মনে ;
আনন্দে কহিল বার্ত্তা পাত্র মিত্রগণে।
অদ্ভুত আনন্দ-স্রোত মানসে বহিল ;
সার্থক ভাবিয়া শ্রম বিমোহিত হ'ল।
আপনা আপনি নিধি আলয়ে প্রবেশে ;
ততোধিক সুখ আর হ'তে পারে কিসে ?
হৃদয়ের শতগ্রন্থী প্রীতিময় হয়ে ;
আনন্দ জোয়ার খেলে উজান বহিয়ে।
হউক উত্তপ্তদেহ ক্লান্ত রবিকরে ;
মুহূর্ত্তে মলয়ানিল শান্তি দান করে।
প্রজ্বলিত নাগেশের হৃদি যে কারণ ;
হ'ল সে মরম বহ্নি শান্ত প্রস্রবণ।
আশার ভবিষ্য বাণী জীবগণে মোহে ;
ধৃতরাষ্ট্র মুগ্ধ হবে কি আশ্চর্য্য তাহে।
ভাবী-প্রেম-মদিরায় হৃদি গেল গ'লে ;
থাকে কি বিদ্বেষ ভাব অনলে সলিলে ?
প্রজ্বলিত হোক গৃহ গগণ বিদরি'
মুহূর্ত্তে নিভাতে পারে যদি পায় বারি।

মাতোয়ারা আশা-মোহে হয়ে নাগ মণি
দূত প্রতি কহে তথা সকরুণ বাণী
"যাও দূত বল গিয়া রাজার সদন ;
শুনি হইলাম সুখী তাহার বচন।
তাঁহার অনুজ্ঞা মতে সৈন্যগণ লয়ে
চলিলাম ত্রি গাহুত স্থান ছাড়াইয়ে।
নাগরূপ পরিহরি নররূপে সবে ;
অদ্য হতে সব সৈন্য বসতি করিবে।
কহিও রাজারে মম এই সম্ভাষণ ;
অবিলম্বে কার্য্য যেন করে সমাপন।
নাগপুর শূন্য করি আসিয়াছি সবে ;
তেকারণে যথা শীঘ্র যাইতে হইবে।"
এ বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র নীরব হইল ;
ইহা মাত্র শুনি দূত যাইতে উঠিল।
নাগেশ্বরে প্রণমিয়া চলিল সত্বর,
সকলি কহিল গিয়া রাজার গোচর।
ব্রহ্মদত্ত দূত মুখে এই বাক্য শুনি ;
সম্বিত পাইয়া চিন্তে ভবিষ্য নৃমণি
এইদিকে ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত মনে ;
সৈন্যগণে নিয়োজিলা নগর নির্ম্মাণে।
ত্রিগাহুত স্থান দূরে সিংহদ্বার হ'তে ;
বিচিত্র আবাস স্থান করে নানা মতে।
মুকুতা মাণিক্য কত বিবিধ রতন ;
হীরক রজত স্বর্ণ কেকরে গণন।

দলে দলে ভারে ভারে নাগ সৈন্যগণ ;
ধৃতরাষ্ট্র পুরী হ'তে করে আনয়ন।
গন্ধজাত দ্রব্যকত বিবিধ বরণে ;
সুদুর্লভ যাহা এই মনুষ্য ভুবনে।
আনিল এমন কত সংখ্যা নাহি তার,
সুগন্ধে করিল পূর্ণ বিশ্ব চারিধার।
স্বর্ণ সৌধ নির্ম্মাইল প্রাণ মাতোয়ারা ;
সূর্য্যকান্ত শৃঙ্গ তার নীলমণি ঘেরা।
কি আশ্চর্য্য রতনের চোথ ধাঁধাঁ জ্যোতিঃ ;
তার কাছে কোথা লাগে মিহিরের ভাতি।
নিমিষে হইল পুরি বিচিত্র গঠন ;
মর্ত্ত্যে হ'ল যেন নব অমর ভুবন।
কৃত্রিম সরসি কত সৃজে চারিধারে
মঞ্জুল নিকুঞ্জ পুঞ্জ স্থানে স্থানে গড়ে।
অভিনব রাজপুরী সুরপুরী প্রায় ;
নয়ন না পালটিতে হ'ল বসুধায়।
বিবিধ বাজনা বাজে শ্রুতি প্রীতিকর,
মহোৎসবে মত্ত যেন ত্রিদিব ঈশ্বর।
তামসী রজনী হ'লো দিবসের প্রায়,
তাহাদের ভেদাভেদ নারহিল তায়।
শত সূর্য্য সমকান্তি বিবিধ রতনে
দিয়াছে কবরী পরি সর্ব্বরী রতনে।
বলিব এমন কত সংখ্যা আর তার ;
ভাবুক কল্পনা নেত্রে হের একবার।

মোহনী ভাবিনী সনে প্রমোদ আগারে ;
নাগেশ বিলাস স্রোতে পড়িয়া সাঁতারে।
কেহবা অপ্সরী সাজে কেহ বা কিন্নরী ;
রম্ভা তিলোত্তমা কেহ মানবী সুন্দরী।
ইচ্ছারূপী নাগীগণ ইচ্ছারূপ ধরে ;
যৌবনের মত্ততায় প্রমত্ত অন্তরে।
ভুলাতে পুরুষ হৃদি রমণী হৃদয়,
যত মায়া জানে তত কিছুতেই নয়।
ব্রহ্মদত্ত বাঞ্ছা নাগ নররূপ ধরা,
নাগেশ আদেশে তাই পড়ে গেল সাড়া।
দেব অংশে নাগগণ দেবমায়া জানে ;
মায়ায় মানবরূপ ধরে ততক্ষণে।
দুর্জ্জয় বীভৎসদেহী যত নাগগণ ;
নিমিষে হইল নর সুন্দর গঠন।
এইরূপে ক্রমে বহু বিলম্ব হইল ;
ব্রহ্মদত্ত কন্যা তবু পাঠায়ে না দিল।
ধৃতরাষ্ট্র ঘন ঘন চাহে পথপানে ;
কতদূরে সমুদ্রজা আসিল এক্ষণে।
ধৈরয না ধরে রাজা যথা শিশুগণ ;
বিলম্ব না সহে ক্ষণ হইলে রন্ধন।
তেমতি চঞ্চল মতি হইয়া রাজন,
দূতে বলে জানি আস কি করে রাজন।
পত্র এই লয়ে যাও নৃপ হাতে দিবে ;
যে দেয় উত্তর ত্বরা শুনিয়া আসিবে

পত্র লয়ে দূত গেল রাজ-দরবারে
ব'সিয়া নৃপতি যেথা সিংহাসনোপরে।
পত্র হস্তে দূত গিয়া রাজে প্রণমিল ;
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞা পত্র হাতে তুলে দিল।
পত্র খুলে নরপতি দেখে অতঃপর ;
ইহাই লিখিত ছিল তাহার ভিতর।
"মহারাজ কর ত্বরা কন্যা সম্প্রদান ;
বিলম্ব না সহে কার্য্য হো'ক সমাধান।
ভাল মন্দ নাহি জানি, হয়ে রাজ্য ছাড়া ;
বহুদিন গত হ'ল যেতে হবে ত্বরা।"
পত্র পাঠে নরপতি দূতে আদেশিল,
যা'ও দূত মন্ত্রী মম কন্যা নিবে বল।
আজ্ঞা পেয়ে প্রণমিয়া দূত গেল চ'লে ;
প্রকোষ্ঠে প্রবেশি রাজা ভাসে নেত্র জলে।
এই ছিল অভাগার করমের ফল ?
রাজ্য ছত্র নবদণ্ডে আছে কিবা ফল।
রাজা হয়ে শক্তি নাই দুহিতা রক্ষণে,
হীনজাতি নাগহাতে ধিক্ এ জীবনে।
এইটুকু শক্তি মম ছিলনাক যদি ;
রাজ্যখণ্ড তবে কেন প্রদানিলা বিধি।
অন্ধেরে দর্পন দানে যেমন ভাড়ায় ;
বিধিও করিল বুঝি তেমন আমায়।
কি ফলঅমিয়দানে রসনা বিকল ;
কি গৌরব রাজ্যধনে না থাকিলে বল।

নীরশূন্য সরোবর কোন কাজে লাগে ;
কর বিনা আদিত্যেরে কোনজন মাগে ;
ভোগা কেন দিল প্রভু কাঁদা'বার তরে ;
যদিবা বাসনা হীন করিল আমারে ?
পুত্র কন্যা রক্ষা হেতু শক্তি দিয়া তারি ;
অবস্থা বদলে কেন না ক'ল ভিখারী।
দিবস যামিনী খাটি তাহ'লে আলয়ে ;
ভুলিতাম সব দুখ পুত্র কন্যা লয়ে।
বিধিবাদী মমপ্রতি এত কেন হায়!
না জানি করেছি কত অপরাধ পায়।
ওহে কন্যা সমুদ্রজা প্রাণসমা মম ;
জানিও তোমার পিতা রাক্ষসের সম।
তাই তোমা সঁপে দিল নাগরাজ হাতে,
পিতা হ'য়ে কন্যা দেয় না ভাবিও তা'তে।
পিতা নহি শত্রু আমি প্রাণের কুমারী ;
বৈরীনারে যাহা, তাহা আমি কিন্তু পারি।
এই কি তোমার ছিল প্রাক্তনের গতি ;
ব্রহ্মদত্ত কন্যা হ'য়ে পাতালে বসতি!
নর নহে নাগগণ, ভীষণ আকার ;
না জানি কেমনে সেথা করিবে বিহার।
কচ্ছপ হইল যত অনর্থের মূল ;
পরাণে না বধে তারে হইয়াছে ভুল।
অথবা তাহারে দোষী হ'বে কিবা আর ;
সকলি করম ফল অদৃষ্ট আমার।

ভাবিতে ভাবিতে রাজা অশ্রু স্রোতে বহে ;
সন্তান বাৎসল্য-বহ্নি মন প্রাণ দহে।
ক্ষণে উঠে দীর্ঘ শ্বাস ক্ষণে অচেতন ;
শর্য্যায় বিভ্রান্ত রোগী প্রলাপে যেমন।
কি করিবে করিবার আর কিবা আছে ;
যত শক্তি ছিল সব ফুরাইয়া গেছে।
দিতেই হইবে কন্যা এ'তে নাহি ভুল ;
না হয় একের তরে সবংশে নিম্মূর্ল।
বহুক্ষণ চিন্তি নৃপ স্থির করি মন ;
অন্তঃপুরে কন্যাপাশে করিলাগমণ।
সহচরী সনে নানা খেলে সমুদ্রজা ;
হেনকালে সেথা গিয়া উপনীত রাজা।
অন্তঃপুরে কন্যা পিতৃপদে প্রণমিল ;
কি মানসে আসা পিতঃ ! জিজ্ঞাসা করিল
বহুদিনে শুনি মৃদু মধুর বচন ;
সস্নেহে করিল রাজা কন্যাকে চুম্বন।
মনোভাব গুপ্তরাখি বিষাদিত মনে ;
সমুদ্রজা প্রতি কহে করুণ বচনে।
প্রাণসমা সমুদ্রজা অন্ধের নয়ন ;
একবার মম সনে কর আগমন।
দেখিবে বিচিত্রপুরী বিচিত্র গঠন ;
অভিনব পুরী যাহা করিল সৃজন।
এ বলিয়া প্রাসাদের অত্যুচ্চ শিখরে ;
উঠিলেন কন্যা লয়ে সপ্ততলোপরে।

অঙ্গুলী নির্দ্দেশে রাজা বলিল তখন ;
ধৃতরাষ্ট্র মায়াপুরী করায়ে দর্শন ।

মায়াপুরী দর্শান।

দেখ চেয়ে সমুদ্রজা কি অপূর্ব্ব মহাতেজা
অনুপম নূতন ভবন।
রতনের কিবা শোভা হের মন প্রাণ লোভা
দীপ্ত যেন মধ্যাহ্ন তপন।
অভিনব স্বর্গ যেন মনে ভ্রম পায় হেন ;
তুচ্ছ তার সনে যমপুরী ;
স্বর্ণ হীরক মণি রত্নরাজী কিরীটিনী ;
অট্টালিকা গগন বিদারি।
বিশ্বকর্ম্মা নিজ করে যেন এই পুরী গড়ে
ভুবনে দ্বিগুণ মনোহর।
বিকশিত কুঞ্জবন হের কত প্রস্রবণ,
চারিদিকে কত সরোবর।
ধৃতরাষ্ট্র মহাতেজা এই ভবনের রাজা
অদ্বিতীয় শক্তিশালী ভবে ;
সুরবালা সমপ্রায় যত নারী দেখা যায়
সে সকল তার রাণী হবে।
লক্ষ লক্ষ দাস দাসী ধনরত্ন রাশি রাশি ;
কত তার কে করে গণন ;

ঐ শুন শঙ্খধ্বনি বামাদের হুলুধ্বনি
নানা বাদ্য বাজে ঘন ঘন।
পুণ্যফলে মহাতেজা এত ধনে হ'ল রাজা;
তার সম কেবা আছে ভবে;
ধন্য ধৃতরাষ্ট্র তাকে ধন্য সেই নরলোকে
যার তেজে মুগ্ধ আজি সবে।
তোমা পাইবার তরে আসিল সে মমপুরে
নির্ম্মাইল অপূর্ব্ব ভবন;
তুমি হবে তার রাণী ধৃতরাষ্ট্র মহারাণী
সমুদ্রজা মম প্রাণধন।
আজি তোমা মন্ত্রীসনে পাঠাইব তার স্থানে:
সম্প্রদান করিব তোমায়;
ই'থে না ভাবিও দুখ ভুঞ্জিবে পরম সুখ
সযতনে রক্ষিবে সেথায়।
আছে শত শত রাণী তুমি হবে পাঠরাণী
ও সবার কর্ত্রীপদে র'বে;
তুমি হবে অন্নদাত্রী তারা তব কৃপা প্রার্থী;
অন্য রাণী মুখাপেক্ষী সবে।
সমুদ্রজা প্রাণ মোর চিন্তা কিবা আছে তোর:
বরঞ্চ সৌভাগ্য ভাব চিতে;
রাজাধিরাজের রাণী র'বে ইহা ভাগ্য মানি:
তার সম নাহি পৃথিবীতে।
মোদের লাগিয়া যবে প্রাণে ব্যথা উপজিবে;
তখনি আসিবে মমালয়ে;

বাধা বিঘ্ন নাহি তাতে দুখ না ভাবিও চিতে
হবে সদা প্রফুল্ল হৃদয়ে।
জগতের রীতি যাহা কেমনে খণ্ডাব তাহা ;
কেমনে রাখিব তোমা ঘরে ;
রমণী হইয়া যবে আসিয়াছ এই ভবে
তখনই গাত পর ঘরে।
বলিতে বলিতে রায় আত্মহারা হ'ল প্রায়,
শোকাবেগ সম্বরিতে নারে ;
নীরবে নয়নবারি গণ্ডভেসে পরে তারি
মায়া মোহে কাঁদিলা অন্তরে।
"ওহে মম প্রাণ কন্যা লক্ষ্মী সরস্বতী-ধন্যা
রূপে গুণে, তোমার সদন ;
ইহা কহিবার তরে ডাকিয়া এনেছি তোরে ;
মনে দুখ ভাবনা কখন।"
এ বলিয়া মহারাজা বুকে চাপি সমুদ্রজা
ঘন ঘন শিরচুমি তায় ;
প্রাণে চাপি মর্ম্ম ব্যথা পাড়ি অন্য নানা কথা,
কন্যা প্রতি সোহাগ জানায়।
শুনিয়া পিতার বাণী সমুদ্রজা সুবদনী
নীরবে ফেলিল আঁখি জল ;
বহুদিনে রাজ্য ছাড়ি যেতে হবে পর-বাড়ী
ভেবে হৃদি হইল বিকল।
"এই রাজ্য এই ধন এই পুরী সুশোভন
এখানেই বসতি আমার ;

এই মম পশু পাখী সদা চোখে চোখে রাখি
খেলিয়াছি আনন্দ অপার।
প্রিয় সহচরী সনে কত শত নিশি দিনে
ভুঞ্জিয়াছি বিমল আনন্দ ;
লতা পাতা সরোবরে, কত প্রীতিদে অন্তরে ;
ফুল রাজি দেয় মকরন্দ।
যেন ফুল অলিকুল আমা বিনা বেয়াকুল ;
বিষাদ বদনে সবে ভাসে ;
আমি গেলে পুষ্পোদ্যানে যেন কত প্রীতি প্রাণে
শান্তি জলে নেচে নেচে হাসে।
সরসি বিমল জলে প্রাণে শান্তি-সুধা ঢালে
তুষিয়াছে কতই সজনী ;
সুধাংতে সুধাতর যার অন্ন মিষ্টতর ;
জীবে দেয় বসুধা জননী।
যাহার মলয়ানিলে শত শ্রান্তি যায় চলে
এমন আছেবা কোথা আর ;
তা সবারে পরিহরি যেতে হবে রাজ্য ছাড়ি
একি ছিল অদৃষ্টে আমার।
মাতা পিতা পুরবাসী তেয়াগিয়া প্রতিবেশী
ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন ;
ছিন্ন করি স্নেহ পাশ জানকীর বন বাস
যেন হ'ল জন্মের মতন।
বর্ত্তমান ভাবনায় প্রাণে বড় ব্যথা পায়
সমুদ্রজা রমণী রতন ;

নীরবে চলিল ধীরে পিতৃসনে অন্তঃপুরে
বিষাদে ঝ'ড়িল দু'নয়ন।

সমুদ্রজার সম্প্রদান সজ্জা।

এইরূপে পিতা কন্যা বিষাদিত মনে ;
অন্তঃপুরে প্রবেশিল সজল নয়নে।
রাণীগণে ব'লে দাও কন্যা সাজাইয়া ;
বিবিধ রতন বাসে ভূষিত করিয়া।
বিলম্ব না হয় যেন যেতে হবে ত্বরা ;
রাজলক্ষ্মী সমুদ্রজা হবে রাজ্য ছাড়া।
আজ্ঞা পেয়ে রাণীগণ সকলে আসিল ;
বিবিধ রতনে কন্যা সাজাতে লাগিল।
সজল নয়নে শত শতমা তখন ;
সাজাইল সমুদ্রজা মনের মতন।
গোলাপ চিকুরে বেণী বিনাইয়া দিল ;
কমল কোরক মালা পরে পরাইল।
মৃণাল নিন্দিত করে শো'ভল বলয় ;
খচিত কুসুম মালা মেখলা উদয়।
পরিহিত রত্ন-বস্ত্র কোমল শ্রীঅঙ্গ ;
গলে দোলে মুক্তাহার তুলিয়া তরঙ্গ।
সীতাশিরে সিন্দুরের ফোটা মাখাইয়া ;
হীরকের কর্ণ ফুল কর্ণে দোলাইয়া।

স্নেহ ভরে পাটরাণী চুম্বিয়া বদন ;
বলিল কন্যার প্রতি মধুর বচন।
"ওহে কন্যা সমুদ্রজা দুখিনী জীবন ;
তুই যে মোর আশালতা শান্তির ভবন।
প্রাণ যে কেমন করে কি বলিব তায় ;
এতদিন পরে মাগো ছেড়ে যাবি মায়!
শূন্য ঘর হ'ল মোর ফুরাইল সুখ ;
আর কারে কোলে ল'ব চুম্বি চাঁদ মুখ।
ঘন ঘন মা বলিয়া কে ডাকিবে আর ;
কে ক'বে সান্ত্বনা বাক্য দুখেতে আমার।
ভাল ভাল খাদ্য দ্রব্য ক্ষুধার সময় ;
কার মুখে তুলিদিয়া জুড়া'ব হৃদয়।
কি উপায় করি মাগো কেমনে রাখিব ;
মানবের গতি ইহা কেমনে লঙ্ঘিব।
চিরদিন সুখে থাক স্বামীর আগারে ;
আশীষ,—জামাতা যেন স্নেহ চোখে হেরে।
হাতের অক্ষয় যশে পাল দশজনে ;
নিশিদিন সুখে বঞ্চ স্বামীর চরণে।
সুপুত্র রতন মাগো লভি স্বামী কুলে ;
অক্ষয় সিন্দুর যেন পর পাকা চুলে।
যাহা ভালবাসে স্বামী জানিয়া যতনে ;
সম্পাদান করিবে তা সদা হৃষ্ট মনে।
কভুও স্বামীর বাক্য করোনা লঙ্ঘন ;
পতির অবাধ্য পত্নী বিষের মতন।

যদি পতি করে কভু কুপথে গমন ;
হঠাৎ বলনা যেন অপ্রিয় বচন।
বিপরীত হয় তায় ঘটে অমঙ্গল ;
দিন দিন কমে যায় প্রণয় সম্বল।
ছিদ্র কলসিতে স্থিত উদকের মত ;
ক্রমে ক্রমে একেবারে হয় নিঃশেষিত।
করিবারে পতি-কদাচার নিবারণ ;
ধর পন্থা,—ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতি সম্ভাষণ।
প্রিয়ের চরিত্র কথা শুনেও শুননা।
বিমল প্রণয় সহ করিবে কামনা।
তার পরে সুকৌশলে সময় মতন ;
প্রাণপতি করে কর করিয়া ধারণ।
মিষ্টভাষে মৃদুহাসে মন্দরীতি যত ;
উত্থাপন কর হ'বে হৃদয় দুখীত।
সলাজে করিবে ত্যাগ কুরীতি অমনি ;
পতিকে সুমতি দিতে ঔষধি রমণী।
গুরুজন প্রতি ভক্তি রাখিবে সতত ;
ছোট জনে স্নেহ দানে পালিবে নিয়ত।
যাও মাগো সুখে রও হয়ে রাজরাণী ;
আর কি বলিবে তোর দুখিনী জননী।
রহিল দুখিনী তোর বিষণ্ণ হৃদয়ে,
মা ব'লে মা মনে কর সময়ে সময়ে।"
এইরূপে সমুদ্রজা বিদায় লইয়া ;
বেশ ভুষা অলঙ্কারে শোভিত হইয়া।

একে একে সবাকারে করি প্রনিপাত
রাণীমাতা সকলের লয়ে আশীর্ব্বাদ।
আচলে চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে;
উপনীত হ'ল গিয়া পিতৃচরনেতে।
বদনে না স্বরে বাণী ঝরে দুনয়ন;
অবনী লোটায়ে কাঁদে ধ'রি দুচরণ।
কন্যা স্নেহে মহারাজ হইয়া কাতর;
করেতে ধরিয়া কন্যা তুলিল সত্বর।
দুই হাতে চক্ষুজল মুছাতে মুছাতে;
আপনার শোকবেগ নারিল রাখিতে
বহুক্ষণে সমুদ্রজা মুখপানে হেরে;
বলিলেন সকরুণ গদগদ স্বরে।
"স্নেহময়ী মা আমার সমুদ্রজা ধন্যা;
তোমার জনমে হ'ল বসুমতী ধন্যা।
আঁধারের আলোতুই, আমার কপালে;
অন্ধকার করি পুরী নিতান্ত চলিলে।
সম্বরিতে নারি আর হৃদয় বেদন;
তোমার বিহনে কি, মা রহিবে জীবন।
কে বেড়াবে আলোকরি আধার আগারে;
বাবা বলে কে ডাকিবে আর অভাগারে।
উড়ে যায় প্রাণ মোর বিদায় যে দিতে;
পাইব তোমায় মাগো কখন দেখিতে।
চলিলেত আমাদের করি পরিহার;
শেষকয় কথা মনে রাখিও পিতার।

নারীর পরমগুরু পতি প্রাণধন ;
সেবিবে তাহার পদ করিয়া যতন।
যাহাতে স্বামীর মনে দুখ উপজয় ;
কখন সে কায যেন করিতে না হয়।
সত্য বাক্য, সরলতা মধুর বচনে,
করিবে সতত তুষ্ট পতিপ্রাণ ধনে।
পূজিবে স্বামীর পদ ভক্তি দুর্ব্বাদলে ;
সর্ব্ব পুণ্য লাভ হয় স্বামীরে সেবিলে।
স্বামীই পরম গুরু স্বামীই দেবতা ;
স্বামী কার্য্যে সতী নারী না হয় দুখিতা।
শ্বশুর শ্বাশুরী অতি ভকতি ভাজন ;
পিতা মাতা সমদোহে করিও যতন।
ভাসুরে করিবে ভক্তি সরল অন্তরে ;
স্নেহের অনুজ তুল্য দেখিবে দেবরে।
সহচরীগণে সদা ভগিনীর ভাবে ;
নিজ ক্ষতি সহ্য করি কলহ এড়াবে।
অতিথি আসিলে দ্বারে যথা যোগ্য মতে
সম্ভাষা করিবে সদা আনন্দিত চিতে।
সুশীলতা, প্রিয়ভাষ, সতীত্ব, সরম ;
রমণীর অলঙ্কার অতি মনোরম।
ভূষিত করিবে বপু এই অলঙ্কারে ;
থাকিবে সুখ্যাতি চির অসার সংসারে।
বেলা যায় বিলম্বেতে নাই প্রয়োজন ;
ভগবানে স্মরি মাতঃ করহ গমন।”

এই মাত্র বলি নৃপ চাহে মুখ পানে,
গণ্ড বেয়ে পড়ে অশ্রু অন্তর রোদনে।
বহুক্ষণে সমুদ্রজা শোক সম্বরিয়া ;
কাতরে পিতাকে বলে জড়ায়ে ধরিয়া।
"বিদরে হৃদয় পিতঃ! বুক ফেটে যায় ;
কোথা চলিলাম আজি ছাড়ি বাপ মায়।
সরোদনে চলিলাম চরণ ছাড়িয়া ;
অকুলে ভাসায়ে কিন্তু থেক না ভুলিয়া।
যত শীঘ্র পার পিতঃ আনিও আমায়
পথ চেয়ে র'ব আমি দিন গণনায়।
তরুজাত নিত্যাশ্রিত বল্লীর মতন ;
তোমাদের পদে বাঁধা রহিল জীবন।
চলিলাম শূন্য প্রাণে সকলি ছাড়িয়া ;
মাসে মাসে গিয়া পিতা আসিবে লইয়া।
"তমার গলাধ'র ব্যাকুল অন্তরে ;
কাঁদিলেন সমুদ্রজা—পাষাণ বিদরে।
মা আমারে মনে কর আমি অভাগিনী ;
না হেরে তোমার মুখ হ'ব পাগলিনী।
কোথা যাই কেমনে মা থাকিব সেথায় ;
পিতারে বলিও মোরে আনিতে ত্বরায়।
এরূপে বিলাপি বহু রাজার নন্দিনী ;
অবনী লোটায়ে বন্দে জনক জননী।
সহিতে না পারি, শোক মনের বেদনা ;
"শত মা বলিল বাছা কেঁদনা কেঁদনা।

হেরিয়া তোমার কান্না বুক ফেটে যায় ;
কিছুদিন পরে মাগো আনিব তোমায়।
সেই ঘর সেই দ্বার কর চিরদিন ;
কাঁদিও না মুখ তব হয়েছে মলিন।
কোল শূন্য রাজ্য শূন্য শূন্য এ ভবন ;
তোমার বিহনে হবে শূন্য এ জীবন।
আপনার পদ ধূলি লয়ে ডান করে ;
সমুদ্রজা শিরে দিল অভিস্নেহ ভরে।
যাও মাগো শোক চিন্তা করিওনা আর ;
পরম সুখেতে থাক জামাতা আগার।”
এইরূপে সমুদ্রজা লইয়া বিদায় ;
রাজা-লক্ষ্মী রাজ-লক্ষ্মী কেঁদে কেঁদে যায়।
মনোহর সিংহদ্বার বিদরি অম্বর ;
দাড়াইয়া উর্দ্ধমুখে যেন শৈলেশ্বর।
তুভেন্ত ভীষণ এই নগর তোরণে ;
বাহিরিলা সমুদ্রজা ধীরে মন্ত্রী সনে।
তারক জিজ্ঞাসে মাতঃ ! কেন কাঁদ বল ;
ফলিবে তোমার ভাগ্যে সদুর্লভ ফল।

সমুদ্রার রূপ বর্ণন।

জয় ঘণ্টা বাজে বারানসী মাঝে,
আজি অপরূপ কিবা ;

নাগ-লীলা।

পতাকা সমীরে উড়িছে অম্বরে,
মরিকি অপূর্ব্ব শোভা।
মাঙ্গলিক গাথা কত গীত গীতা;
উচ্ছারে নগর বাসী;
বন্দি স্তুতি করে কল্যাণের তরে,
সমুদ্রজা সুরূপসী।
জয় জয় জয় রাজকন্যা জয়
হইল ভুবন ময়;
হউক শ্রীবৃদ্ধি সাধন সমৃদ্ধি
করুক মঙ্গল ময়।
সজ্জিত তোরণে বিবিধ রতনে
বিবিধ বরণে কত;
মঙ্গল কলসী শোভে রাশি রাশি
পাশে রম্ভা তরু যত।
সমুদ্রজা কন্যা রূপে গুণে ধন্যা
বাহিরিলা সেই দ্বারে;
কৈলাস বাসিনী কৈলাস নন্দিনী;
যেন বা কৈলাস ছাড়ে।
মধ্যাহ্নের ভানু জিনি দীপ্ত তনু
দশ দিক পরকাশি;
গভীর নিশিতে গভীর জীমুতে
যেন বা চপলা-হাসি।
কাল বেণী ঘন যেন নব ঘন,
পৃষ্ঠে দোলাইয়া পরে;

যুগল নূপুরে কোলা কুলী ক'রে,
চরণে চুম্বিছে ধীরে।
আঁখি শরাসনে বিমল বদনে
খেলিছে খেলন্ত আঁখি
কমল গঞ্জিত রক্তাভ মণ্ডিত,
শ্রীগণ্ড দিতেছে উঁকি।
সরস অধরে জবা রাগ ধরে
অমিয় বিহরে তায়;
মৃদুল নিশ্বাসে স্বর্গীয় সুবাসে
ফুলরাণী লাজ পায়।
চিবুক সুগোলে অৰ্দ্ধচন্দ্র খেলে
বিপুল সুষমাধরে;
বিধি নিজ করে যেন বা আদরে
দিয়াছে মোহন গড়ে।
ভুজদ্বয় গোল নিতান্ত নিটোল
কোমল মৃণালে গড়া;
নিন্দি শতদল শোভে করতল
নখ যেন মুক্তা-ছড়া।
অমিয় দশন অমিয় দর্শন
ধবল চন্দ্রমা-পাতি;
হেরি সুধামুখে ক্ষপাকর দুখে;
ক্ষয় পায় রাতি রাতি।
"মন্থর গমনে পদ সঞ্চালনে
মরি কি মাধুরী তায়,

কবিগণ ভণে, মরাল বারণে
সেই হেতু ধীরে যায়
কিরূপ মাধুরী এমন সুন্দরী
পরী কি কিন্নরী হ'বে
মরতের নয় হেন মনে হয়
নরে কভু না সম্ভবে।
সাবিত্রী সরমা সীতা মনোরমা
নহে তার সমতুল;
লক্ষ্মী সরস্বতী শচী কিবা রতি
লাজ পায় সতীকুল!
নবীন যৌবনে অঙ্গের বরণে
লোভে ভ্রমে অলিকুল
মলয় অনিলে হেল প'ড়ে গালে
দোলায়ে কানের দুল।
চলে সমুদ্রজা দেখে সব প্রজা,
বিষাদ অন্তরে বলে;
আজ বারানসী হ'ল অমানিশি
রাজ্য লক্ষ্মী যায় চলে।
চন্দ্রমা তপন যাহার বদন;
নাই হেরে দিন রাত;
রাজ্য ছেড়ে যায় সেই নাকি হায়
গণ্ড বেয়ে অশ্রুপাত
যাও মাগো যাও চির জীবী হও
সুখে কর ঘরকন্না;

আঁধার করিয়া,— আঁধার নাশিয়া
পতিগৃহে হও ধন্যা।
শুভাশীষ বাণী মাঙ্গলিক ধ্বনি
করে নাগরিকগণ;
কেহ উপহার দেয় ফুলহার
লাজ বৃষ্টি ঘন ঘন।
কস্তুরী চন্দনে মলয় পবনে;
সুবাসিত হ'ল পুরী;
স্তব্ধ অলিকুল কোথায় এ ফুল
ভাবিয়া ব্যাকুল ঘুরি।
পান্থ ছাড়ে পথ নেহারি অদ্ভুত;
উড়ন ভুলিল পাখী;
কেহ তাকাইয়া কারো কাঁপে হিয়া,
কারো কাঁদে দুই আঁখি।
রাজার নন্দিনী, রাজার ঘরণী
হইবে, রহিবে সুখে।
ভাবী রাজ মাতা হবে, কেন বৃথা
তবে আর কাঁদ দুখে।
কেঁদনা কেঁদনা ওলো সুলোচনা;
শোক কর পরিহার;
দেবের দেবতা যিনি ভব ত্রাতা
তুমিহবে মাতা তার।
হবে মহামতি গোলকের পতি
তোমার আত্মজ সুত

ভ্রান্ত মতিহীন তারক অধীন,
কহে গোলকের সুত।

মন্ত্রী কর্ত্তৃক কন্যা সম্প্রদান।

এইরূপে কন্যা লয়ে অমাত্য প্রধান;
উপনীত হ'ল গিয়া ধৃতরাষ্ট্র স্থান।
বসিয়াছে নাগপতি নরপতি রূপে;
পরিষদ চতুর্দ্দিকে বেষ্টিয়া প্রতাপে।
হেনকালে সভাস্থল অঙ্গের কিরণে
আলোকিয়া সমুদ্রজা উদিল সেখানে।
প্রভাময় প্রভাকর গগণের ভালে;
দশদিশি পরকাশি যেন দেখা দিলে।
মূর্ত্তিমতি সরলতা স্বভাবের ভরে;
যৌবন সুষমা তাহে উছলিয়া পড়ে।
যেমনি আসিল কন্যা সমন্ত্রী সভায়,
অমনি সবার চোখে বিজুলী খেলায়।
একি অপরূপ শোভা! হেরি মুখচাঁদে;
বহিল সুখের উৎস ধৃতরাষ্ট্র-হৃদে।
এ রত্ন পা'বার আশে আশালতা মূলে;
ঢালিয়াছে দিবাযামী কামনা সলিলে।
এতদিনে ফলবতী হইল হেরিয়া;
আনন্দ পয়োধিনীরে পড়িল ঝাঁপিয়া।

"সত্যইত যা শুনেছি কচ্ছপের মুখে ;
কল্পনায় যা হেরেছি আছে আঁকা বুকে।
ততোধিক রূপবতী দেখি এ কুমারী ;
বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি মরি কি মাধুরী "।
পরস্পর সভাসদ করে কানাকানি ;
একি রতি অরুন্ধতি শচী কি রোহিণী!
কি ছার নাগের মায়া এ'র রূপ মাঝে ;
শুভ্র চন্দ্রালোকে যেন খদ্যোত বিরাজে।
ধরণীরে জাগাবারে নাশিতে তিমির ;
উদয় অচলে যেন উদিল মিহির।
স্তব্ধ ধৃতরাষ্ট্র হেরি স্তব্ধ নাগগণ ;
গভীর আনন্দ স্রোতে হৃদয় যেমন।
সফল হইল শ্রম সার্থক জীবন ;
কোন্ পুণ্যফলে ভবে এ হেন রতন ?
নাহি জানি ব্রহ্মদত্ত কোন পুণ্যফলে
তোমা হেন জ্যোতিস্ময়ী দুহিতা লভিলে।
ধন্য ধৃতরাষ্ট্র তব আরো ভাগ্য মানি ;
এ হেন অমূল্য নিধি হবে তব রাণি!
এইরূপে মনে মনে নানা তর্ক করে,
হেনকালে সমুদ্রজা ধরি করে করে।
প্রণমিয়া ধৃতরাষ্ট্রে কহে মন্ত্রীবর ;
"আজ্ঞা কর মহামতি ওহে শক্তিধর।
আসিয়াছি সমুদ্রজা কন্যা দিতে দান ;
মহারাজ পাঠাইলা মোরে তবস্থান।

আসিতে নারিবে রাজা মনে পাবে দুখ ;
প্রাণের কন্যার হেরে অশ্রুপূর্ণ মুখ।
রাজ প্রতিনিধি রূপে করিব প্রদান ;
সন্দেহ নাহিক কিছু ই'থে কন্যাদান।"
শুনিয়া মন্ত্রীর বাক্য ধৃতরাষ্ট্র রায় ;
এতক্ষণে মোহ ছেড়ে এল চেতনায়।
মন্ত্রিগণ প্রতি বলে যে হয় কল্যাণ ;
রাজার যেমন বাঞ্ছা তেমন বিধান।
শু'ন মন্ত্রী ধৃতরাষ্ট্র করে কর দিয়া ;
যথাবিধি সমুদ্রজা কন্যা প্রদানিয়া।
"রেথমা মোদেরে মনে ভাবিও না দুখ ;
জামাতা আলয়ে রহ ভুঞ্জি চির সুখ।
চিন্তা না করিও কভু মোদের কারণে ;
স্বামীপদ দিবানিশি সেবিবে যতনে।
শ্বশুর শ্বাশুরীগণ পিতা মাতা সম ;
ভাসুর দেবর পাবে সোদর প্রতিম।
দাসদাসী সহচরী সংখ্যা নাই কত ;
দুখ করিবার তব কিবা আছে মাতঃ!"
ইত্যাদি প্রবোধ বাক্যে প্রবোধি তাহারে ;
রাজাকে সম্ভাষি মন্ত্রী ব্যথিত অন্তরে।
সভাস্থল ছাড়ি ধীরে হইল বাহির ;
বুক ভেসে দরদরে পড়ে নেত্রনীর

মায়াপুরী প্রবেশ।

রাজকন্যা প্রদানিয়া গেল মন্ত্রিগণ ;
অন্তঃপুরে প্রবেশিল বিষাদিত মন।
সুচতুরা সমুদ্রজা সতী শিরোমণি ;
অশ্রুবেগ সম্বরিয়া পতিকে তখনি।
প্রণাম করিয়া পায়, ভূমিতে পড়িয়া ;
নতমুখে একপাশে র'ল দাঁড়াইয়া।
অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র প্রিয়া সম্বোধনে ;
তু'ষিলেন সমুদ্রজা রমণী রতনে।
সরস মধুর বাক্যে সান্ত্বনিতে তারে ;
পাঠাইলা অন্তঃপুরে বিলাস আগারে।
যথায় রূপসীকুল গুমানে ব্যাকুল ;
যৌবনে আপনাহারা হৃদয় আকুল।
আপনাকে ভাবে যেন শ্রেয় রূপবতী ;
রূপে গুণে অদ্বিতীয়া লক্ষ্মী সরস্বতী।
স'খসনে সমুদ্রজা অতুল্যা ললনে ;
উপনীত সেথা মৃদু পাদ সঞ্চালনে।
শিখিনী শকুনি মাঝে হইলে উদয় ;
গৃধিনী তথিনী যথা তিমিরে বিলয়।
শুক্লপক্ষ সীমন্তিনী চন্দ্রমা যামিনী ;
তেমতি উদিলা আসি রূপসী ভাবিনী।
যার তেজে রাণীগণ আভাহীন প্রায় ;
চন্দ্রালোকে খদ্যোতাভা যেমতি লুকায়।

রাণীগণ হেরিরূপ মোহিত অন্তরে;
"একি দেবী! পরস্পরে কানাকানি ক'রে।
মানবী এমন রূপ য'দবা পাইবে;
দেবীর দেবীত্ব কোথা বজায় রহিবে?
কি ছার রূপসী মোরা তুচ্ছ এ'র কাছে;
আপনাকে রূপবতী ভাবি শুধু মিছে।
সে ধারণা সে কল্পনা করিব না আর;
যেচে পরিবনা গলে সে গরিমা-হার।
বিমলা কমলা বুঝি স্বর্গ ছেড়ে এ'ল;
এত দিনে গর্ব্ব সব খর্ব্ব হয়ে গেল।
অন্তরে সতিনী দ্বেষ, মুখে কিন্তু হাস;
সমুদ্রজা প্রতি কহে সকরুণ ভাষ।
এস এস কাছে বস জীবনের সই;
বহুদিন তব পানে চেয়ে মোরা রই।
পূরণ হইল আজি মনের বাসনা;
তোমাধনে পেয়ে মোরা প্রীত সর্ব্বজনা।
নিদ্রা নাই যায় রাজা তব ভাবনায়;
দিবস যামিনী যাপে বিষম চিন্তায়।
পোহাল দুখের নিশা, চিন্তার তিমির;
দূরে গেল, হৃদে সুখ উদিল মিহির।
তোমার কপাল বড় বড় ভাগ্য মানি;
কি অভাব প্রাণেশের হবে পাটরাণী।
কিসের ভাবনা তব আছে মনোরমা;
তুমি ভিন্ন অন্য তার নাহি প্রিয়তমা।

বিপুল সাম্রাজ্যেশ্বরী হ'লে সুবদনী ;
পায়ের নূপুর তব কোহিনুর মণি।
চেয়ে দেখ অভ্রভেদী রতন মণ্ডিত ;
স্বর্ণ সৌধাবলী কত আছে সুশোভিত।
যতেক প্রমোদাগার, বিলাস ভবন ;
আজি হ'তে সব তব খেলার প্রাঙ্গন।
চিন্তা ত্যজ সুবদনী ক্ষোভ ত্যজ মনে ;
'পত্রালয় হ'তে সুখে রবে শতগুণে।'
বলিতে বলিতে ইহা রাজরাণীগণ ;
সমুদ্রজা করে কর করিয়া ধারণ।
চলিল দ্বিতল হ'তে সপ্ততলোপরি ;
দেখাইয়া পুরী শোভা বিচিত্র মাধুরী।
বিচিত্র পর্য্যঙ্ক শোভে বিচিত্র ভূষণে ;
সুবাসিত করিয়াছে কুসুম চন্দনে।
নবনীত বিনিন্দিত কোমল শয়ন ;
রতন ঝালর ঝুলে ধাঁধিয়া নয়ন।
যেথায় প্রকোষ্ঠ মাঝে সমুদ্রজা তরে ;
বিনির্ম্মিত সেথা আসি বসে তদুপরে।
চিন্তায় অবশ অঙ্গ আরাম কারণ ;
সমুদ্রজা করিলেন পর্য্যঙ্কে শয়ন।
কোমল পরশে শয্যা কোমলাঙ্গ মন ;
ধীরে অবসন্ন রামা মুদিল নয়ন।
সমুদ্রজা নিদ্রাভাব জানি রাণীগণ
অন্তঃপুর মাঝে সবে করিল গমন।

পাতাল গমন।

নিদ্রাগেল সমুদ্রজা পর্য্যঙ্ক উপরে ;
সখীগণ পাখা করে পাখা লয়ে করে।
ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ আপনি আসিয়া ;
দেখিল জায়ার নিদ্রা মোহিত হইয়া।
বহুক্ষণ অনুরাগ নবরাগ চিতে ;
প্রিয়ার সে চন্দ্রানন লাগিল দেখিতে।
দাম্পত্য প্রণয়ে হৃদি ভাসিয়া উঠিল ;
অব্যক্ত অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল।
"ধন্য মম পরিশ্রম ধন্যই জীবন ;
বহুদিনে পাইলাম এহেন রতন।
সিন্ধু সেচিবার আশা যে রমার আশে ;
বিধির ইচ্ছায় তাহা আসে নিজাবাসে।
পুলকে আপনহারা হইয়া রাজন ;
ভাবিল এহেন কালে উচিত গমন।
অলক্ষিতে সমুদ্রজা রাণীকে লইয়া ;
সসৈন্যে পাতাল পুরে যাইব চলিয়া।
ঘুমঘোরে না জানিবে কিছুই ইহার ;
হবেনা পাতাল বলি ধারণা তাহার।
না জানিবে নাগরাজ হ'ল তার পতি ;
বিপুল ঐশ্বর্য্য হেরি মনে পাবে প্রীতি।"
ভাবিয়া চতুর রাজা ধীরে অতি ধীরে ;
প্রকোষ্ঠ ছাড়িয়া শীঘ্র আসিল বাহিরে।

আজ্ঞা দিল যতছিল সব নাগগণে;
"আপনার রাজ্যে এবে চল সঙ্গোপনে।
এমনি ভাবেতে যাবে, এমনই ত্বরা;
সমুদ্রজা রাণী যেন নাহি পায় সাড়া।
নীরবে চলিবে যেন না বহে পবন;
বিঘ্ন হবে সমুদ্রজা হইলে জাগণ।"
রাজ আজ্ঞা মতে সবে তাহাই করিল;
মুহূর্ত্তেকে মায়াপুরী কোথা লুকাইল।
মায়া করে নাগগণ মায়ারূপ ধ'রে;
সমুদ্রজা ল'য়ে এল পাতাল ভিতরে।
নিদ্রামোহে অন্তঃপুরে পর্য্যঙ্কে রাখিল;
যেমন আছিল পূর্ব্বে তেমনি রহিল।
না জানিল দেশান্তর ঘুমঘোরে তার;
পাতালের ভাবান্তর কিসে হবে আর।
আজ্ঞা দিল নাগেশ্বর যত আছে চর;
জানাও এ বার্ত্তা মম রাজ্যের ভিতর।
"অদ্য হ'তে সবে যেন নাগরূপ ছাড়ে;
মায়ায় মানবরূপে সদা বাস করে।
সমুদ্রজা নাগরূপ হেরিলে কখন;
যে দেখাবে বল তার বধিব জীবন।
সাবধান এ'তে যেন ভুল নাহি হয়;
এ বিধি ঘোষণা শীঘ্র কর রাজ্যময়।
আজ্ঞামাত্র তৎক্ষণে ভেরীর নিনাদে;
ঘোষিত হইল বার্ত্তা শীঘ্র জনপদে।

যথাছিল নরলোকে তথা নাগপুরে ;
মুহূর্ত্তে সকল নাগ নররূপ ধ'রে।
হেথা সমুদ্রজারাণী নিদ্রাভঙ্গ পর ;
দেখিলেন অপরূপ সজ্জিত নগর।
যে প্রাসাদে নিদ্রাগত সে প্রাসাদ নাই ;
সে প্রকোষ্ঠ সে পর্য্যঙ্ক বিভিন্ন সবাই।
সেই রাজ্য সেই কাশী সেই পিত্রালয় ;
হয়েছে সকল যেন কল্পান্তে বিলয়।
অভিনব সাজসজ্জা অভিনব পুরী ;
বিচিত্র নির্ম্মিত, হের তাহার মাধুরী।
সমুদ্রজা জিজ্ঞাসিলা সহচরী স্থান ;
"কহ সখী কার পুরী বিচিত্র নির্ম্মাণ ?
অমর বাঞ্ছিত বুঝি স্বরগ ভুবন
অপরূপ হেরিরূপ হেনলয় মন।
মানব দুর্লভ স্থান মম পিত্রালয় ;
তাহতে শতেক গুণে শ্রেয়ঃ এই হয়।
আছে পিত্রালয়ে কত বিবিধ রতন ;
কিন্তু কভু দেখি নাই এমন কথন।
নিদ্রা গিয়াছিনু সই স্বামীর আগারে ;
পিত্রালয় বারানসী প্রাসাদের দ্বারে।
চিহ্নমাত্র নাই আর তাহার সজ্জন ;
কোথা গেল কৃপা করি কহ দেখি শুনি
কহ সখী হল বুঝি কিবা যুগান্তর ;
ক্ষণেক নিদ্রায় হেরি একি রূপান্তর !"

সমুদ্রজা বাণী শুনি সহচরী কয় ;
"এই ত তোমার সই স্বামীর আলয়।
বিবাহ করিতে তোমা কাশী গিয়াছিল ;
তাই কাশী রাজদ্বারে পুরী নির্ম্মাইল।
পরিণয় হ'লে শেষ নিদ্রা গেলে তুমি ;
তোমা লয়ে নিজদেশে আসিলেন স্বামী।
যদিও তোমার স্বামী মানুষ রাজন ;
কিন্তু তেজে পরাক্রান্ত দেবের মতন।
ঋদ্ধি বলে আসিয়াছে এখানে সত্বর ;
বারানসী ইহা হ'তে অনেক অন্তর।
এ দেশেতে নরনারী যতই দেখিবে ;
মহাপুণ্যবন্ত বলি সকলে জানিবে।
কেন না হ'লেও ইহা মনুষ্য ভুবন ;
অল্পপুণ্য কর্ম্মীনারে আসিতে কখন।
বহু জনমের তব সুকৃতির ফলে ;
এহেন ভবন আর এ পতি লভিলে।"
চতুরতা-চতুর্গুণ রমণীর মন ;
দুই গুণে সরলায় ভুলাল তখন
চিন্তায়, অবলা রাণী কোমল হৃদয় ;
এ'তে ভাবান্তর মনে না হল উদয়।
যা বলিল তা শুনিল সরল মানসে ;
নরলোক,—নরপতি আসিল বিশ্বাসে।
বিবিধ রতন-শোভা বিবিধ বরণ ;
বিচিত্র প্রাসাদ রাশি করি দরশন।

চিন্তার হৃদয়ে রাণী প্রীতি পায় মনে;
পূর্ব্ব অনুতাপ সব ভুলে ক্ষণে ক্ষণে।
যাহা চায় তাহাপায় কিছুর অভাব;
নাহি তার সে ভবনে সবার সদ্ভাব।
দেবতার ভোগ্য বস্তু ভোগে দিন যামী;
দেবতা বাঞ্ছিত লভি গৌরবের স্বামী।
পতি পরায়ণা সতী পতি সোহাগিনী;
পতিসহ সুখেবঞ্চে দিবস যামিনী।
পিতা মাতা যা বলিল আসিবার কালে;—
স্মরিয়া স্বামীর পদসেবে কুতূহলে।
সতিনী সবারে বড় ভগিনী মতন;
স্নেহ ভক্তি চোখে সদা করে দরশন।
ঈর্ষা, নিন্দা, কুৎসা, ঘৃণা, জানেনা কেমন;
না করে তাদের সনে কলহ কখন।
যাহা বলে তাহা শুনে সরল অন্তরে;
দাস দাসীগণে সদা স্নেহ চোখে হেরে।
ছোট ছোট শিশুদের ভাই বোন মত;
সোহাগে যতন করি পালেন সতত।
গুরুজনে ভক্তি আর সহচরীগণে;
তোষেন সতত পূত ভালবাসাদানে।
অসূয়া বিহীনা হয়ে বঞ্চে সুখে সতী;
মৈত্রী ভাব রাখে সর্ব্ব জীবগণ প্রতি।
ভ্রমে নাহি চায় পর পুরুষের পানে;
কুধারণা কুকল্পনা মানসে না আনে।

প্রবঞ্চনা প্রতারণা জানেনা কেমন ;
শঠতা কুষ্টতা নাই সে হৃদে কখন।
নিত্য সরলতা মনে, মুখে সুধাভাষ ;
উদারতা সদা তার বদনে প্রকাশ।
অপরূপ গুণে তার সর্ব্বজন তুষ্ট ;
অধিকন্তু রূপেগুণে মুগ্ধ ধৃতরাষ্ট্র।
এইরূপে সতী পতি বক্ষে নাগলোকে
স্বর্গীয় আমোদ উৎস বহে শত মুখে।
রাজার হইলে শান্তি রাজ্যে শান্তি হয় ;
সমুদ্রজা গুণে শান্তি হ'ল রাজ্যময়।
প্রকৃত সুন্দরী তুমি গুণে লক্ষ্মী জিনি
ধন্য সমুদ্রজারাণি সতী শিরোমণি।

দ্বিতীয় সর্গ।

পুত্রলাভ।

এরূপে পাতালে বঞ্চে দম্পতি যুগল ;
শশী কলা সমবাড়ে প্রণয় সম্বল।
বহুদিনে আশালতা হ'ল ফলবতা ;
নবরাণী সমুদ্রজা হ'ল গর্ভবতী।
যথাকালে-কালে কালে রমণী রঞ্জন ;
প্রসবিলা চারিজন অপত্য রতন।
সমুদ্রজা গর্ভজাত ধৃতরাষ্ট্র সুত ;
হইল অপূর্ব্ব শ্রী প্রভাকর মত।
বল, বীর্য্য, মৈত্রী প্রেম, জ্ঞানের আধার ;
হইবে কাস্তিতে করে মহিমা প্রচার।
শিশুগণ মাতৃক্রোড়ে অন্তঃপুরে বাড়ে ;
সুধামাখা হাসি আর নাধরে অধরে।
অপর সন্তান মত—নাই কদাচার ;
মলমূত্রে লিপ্ত দেহ নাহয় কাহার।

ঘৃণিত দুর্গন্ধ ত্যাজ্য যত কিছু আছে ;
নাছোঁয় নাষায় ভ্রমে কভু তার কাছে।
যথা রাখে তথা পড়ি হাসি হাসি খেলে ;
বিগত জনমে যেন কান্না এল ফেলে।
শিশুকালে হেরি ভাব মুনির মতন ;
ভবিষ্য জীবনে মুগ্ধ নহে কার মন ?
দেবত্ব সাধিতে জন্ম পাতালে যাদের ;
উরগ হলেও তাতে কিক্ষতি তাদের।
দিন দিন বাড়ে প্রায় চন্দ্রমার মত ;
দেখিতে দেখিতে হ'ল শিশুকাল গত।
অপরূপ আশাতীত লভি পুত্রগণ ;
আনন্দ সাগরে মগ্ন রাজ-রাণী-মন।
ভিক্ষুক ভিখারী আর্ত্তে করে বহুদান ;
পুত্রদের নিরাময় কামনা কল্যাণ।
বন্দী গৃহে আমরণ বন্দী যত ছিল ;
রাজার আদেশে সবে মুকতি লভিল।
রাজ্যময় ব্যাপি উঠে আনন্দ ঘোষণা ;
রাজপুত্রদের শুভ সবার কামনা।
প্রত্যেক সন্তান জন্মে প্রতি একবার ;
সপ্তদিন ব্যাপি মুক্ত রাজার ভাণ্ডার।
অভাবের হাহাকার রোদনের ধ্বনি ;
রাজপুত্রদের জন্মে ঘুচিল অমনি।
বড় পুণ্যবতী সতী রমণী রতনে ;
পাতাল হইল স্বর্গ তব আগমনে।

দুখ দৈন্য দূরে গেল জন্মের মতন ;
চিরজীবী হও সুখে লয়ে পুত্রগণ।
ভিখারী কাঙ্গালগণ সমুদ্রজা প্রতি ;
ইত্যাদি আশীষ বাক্যে জানাইছে প্রীতি।
নামকরণের দিনে রাজার আহ্বানে ;
আসিল পণ্ডিত কত পাতাল ভবনে।
মনোহর রূপ কান্তি করি দরশন ;
প্রথম পুত্রের নাম রাখে "সুদর্শন"।
জ্ঞান, সাম্য, করুণার আদর্শ রতন ;
শ্রেষ্ঠ সত্য উপদেষ্টা নেহারি প্রাক্তন।
নাশিবে অজ্ঞানতমঃ জ্ঞান রশ্মি দানে ;
দ্বিতীয়ের' "দত্ত" নাম রাখে সে কারণে।
মোদের মুকতি তরে যেই অনুত্তর ;
বুদ্ধরূপে আসিলেন অবনী ভিতর :
তিনিই বুদ্ধত্ব লাভে বোধ্যঙ্গ পূরণে ;—
"দত্ত" নামে জন্মিলেন নাগের ভবনে।
মহা ভোগী সুখসেব্য প্রাক্তন হেরিয়া ;
তৃতীয়ের নাম রাখে "সুভোগ" বলিয়া॥
চতুর্থ নন্দন যেই সবার কনিষ্ঠ :
আদরে তাহার নাম রাখিল "অরিষ্ট",
মরি কি অশ্চর্য্য ইহা বুঝিতে না পারি ;
সমুদ্রজা না জানিল তবু নাগপুরী।
এইরূপে এত কাল গত হয়ে গেল ;
ক্রমে ক্রমে এই চারি পুত্র প্রসবিল।

তথাপি পাতালে বাস, নাগরাজ পতি ;
নাজানিল নাশুনিল অদ্ভুত প্রতীতি ।
দেখালনা ভ্রমে কেহ নাগের স্বরূপ ;
নাজানি কেমন করে রেখেছিল ভূপ ।
মানবী হইয়া করে উরগ প্রসব ;
দেখিল না বিপরীত বুঝি এই সব ।
পিত্রালয় হ'তে আসা জন্মের মতন ;
ফুরাল যাবার আশা,—অগস্ত্য যেমন ।
বাস্তব' হলেও বটে ইহা ভাবিবার ;
সম্প্রলাপের ভয়ে করি পরিহার।
স্বমত স্থাপনে গ্রন্থ অপলাপ ময় ;
হউক তেমন মম অভিলাষ নয় ।
মূলে যাহা করিব তা পয়ারে প্রচার ;
বৃদ্ধবাক্যে অলঙ্কারে নাই অধিকার ।
বিভ্রান্ত লেখক তাই ক্ষান্ত হ'ল তাতে ;
সুধীজন বুঝ ভাবি যাহা লয় চিতে ।

নাগলোক ধারণা ।

ভাঙ্গিল সুষুপ্তি-ঘোর বহুকাল গতে,
সমুদ্রজা জাগরিতা হ'ল মোহ হ'তে
শিশুগণ ক্রিয়া করে সহচর দলে ;
রাজাজ্ঞায় নাগরূপে বঞ্চিত সকলে ।

একদা অরিষ্ট সনে খেলিতে খেলিতে ;
গ্রাম্য শিশু একজন লাগিল হারিতে।
জিনিতে নারিয়া দুখে কহিল তখন ;
আমায় জিনিল আজি মানবী নন্দন।"
শুনিয়া অরিষ্ট রুষ্ট হয়ে অতি দুখে ;
কেন ভাই বৃথা নিন্দ জিজ্ঞাসিল তাকে ;
"পিতা মম ধৃতরাষ্ট্র পাতালের সার ;
নাগ কন্যা সমুদ্রজা জননী আমার।
মানবী নন্দন কেবা কাহাকে হেরিলে ;
সত্য বল নৈলে শাস্তি পিতাকে কহিলে।"
শুনিয়া অরিষ্ট বাক্য ভয়ে সেই কয়,
"কেন ভাই রাগ কর ক্ষমহ আমায়।
তোমার পিতাকে ভাই বলো না কখন,
শুনিলে একথা মম বধিবে জীবন।
কত প্রীতি পাইতেছ নিতি নিতি খেলে ;
হইবে না দুখ তব আমারে মারিলে ?
খেলিবে কাহার সনে গলাগলি করে,
সত্য বলি শুন ভাই সরল অন্তরে।
মাতা তব বারানসী রাজার দুহিতা ;
সুন্দরী হেরিয়া বিয়া করে তব পিতা।
তোমার পিতার আজ্ঞা হ'ল রাজ্য ময়
কেহ যেন নাগ-রূপ কভু নাই লয় ;
তব মাতা নাগ-রূপ দেখিলে কখন ;
যে দেখাবে তবে তার বাধবে জীবন

তাই মোরা নর-রূপে করি অবস্থান ;
নাহি জানে তব মাতা এতেক সন্ধান।
সত্য কহিলাম ভাই এতদিন পরে ;
যেন কিন্তু ইহা তব না বল পিতারে।"
অরিষ্ট ভাবিল শুনি এতেক বারতা ;
জানিব কেমন মাতা মানব দুহিতা।
অতঃপর খেলা শেষ করিয়া তখন ;
ভাবিতে ভাবিতে এল আপন ভবন।
অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া জননীর কোলে
বসিলা বিরস মনে স্তন্যপান ছলে।
আদরে জননী তার স্তন দিয়ে মুখে,
সোহাগ জানায় কত বিবিধ কৌতুকে।
কিঞ্চিৎ জননী পরে হ'লে অন্যমনা ;
ধরিল নাগের রূপ প্রকাশিয়া ফণা।
মুখে স্তন রাখি পুচ্ছ বাড়াইয়া দিল,
অংসের উপর দিয়া পৃষ্ঠে দোলাইল।
হিমস্পর্শে শিহরিয়া চাহিবে যেমনি ;
সমুদ্রজা চমকিয়া উঠিল তখনি।
একি ? বলি চেঁচাইয়া বাস্ত সহকারে !
স্তনে ধরি ভূমে শিশু ফেলিল আছাড়ে।
এক লাফে সেথা হ'তে উঠিয়া পড়িল
সভয় বিহ্বল চিত্তে কাঁপিতে লাগিল।
হঠাৎ চীৎকার শব্দ শুনিয়া তখন ;
ব্যস্তভাবে সহচরী এ'ল সর্ব্বজন।

কি হ'ল কি হ'ল বলি জিজ্ঞাসে সকলে ;
ভীতি বিকম্পিত স্বরে সমুদ্রজা বলে।
"স্তন্য পান করে কোলে অরিষ্ট আমার ;
হঠাৎ দেখিনু তার নাগের আকার।
সর্পরূপ হ'ল কেন আমার নন্দন ;
ভূমে ফেলি ভয়ে তাই দেখ সখীগণ।
ইহার কারণ কিছু বুঝিতে না পারি ;
মাথা ঘুরিতেছে আন সুশীতল বারি"
এ বলিয়া সমুদ্রজা মূৰ্চ্ছিতা হইল ;
অন্তঃপুরে উঠে শীঘ্র মহা কোলাহল।
ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ হাহাকার শুনি ;
ত্বরিত গমনে সেথা আসিলা অমনি।
দেখিলা ধুলায় পড়ি সমুদ্রজা রাণী ;
মূৰ্চ্ছিতা কমল মুখে নাই স্বরে বাণী
সখীগণ নানা জন নানাদিকে দৌড়ে ;
শিরে জল ঢালে কেহ কেহ পাখা করে।
এতেক হেরিয়া রাজা বিস্ময় ব্যাকুল ;
আপনি শুশ্রূষা করে হয়ে চিন্তাকুল।
এইরূপে সমুদ্রজা বহুক্ষণপরে,
চেতনা লভিয়া উঠে অতি ধীরে ধীরে।
কিঞ্চিৎ সুস্থির হ'লে রাণীর অন্তর
বিস্ময় বিমূঢ় চিত্তে কহে নাগেশ্বর।
অকস্মাৎ এ কি ভাব হেরি তব রাণী ;
ইহার কারণ কিবা বল দেখি শুনি।

ভয় শোক রোগ বিনা ভ্রমেও কখন,
না হয় জীবের ভাব এমন ভীষণ।
কে তোমারে প্রদানিল ভয় কিবা শোক;
অথবা পূর্ব্বের কোন ছিলনাত রোগ?
বল প্রাণপ্রিয়া শীঘ্র ইহার কারণ;
নেহারি এ দৃশ্য তব স্থির নহে মন।
রাণী বলে তাহা কিছু নহে প্রাণনাথ,
রূপান্তর হেরি হই মূর্চ্ছিতা হঠাৎ।
প্রাণের অরিষ্ট মম কনিষ্ঠ নন্দন;
কোলে বসি স্তন্যপান করিল এখন।
অকস্মাৎ কোথা হ'তে ভুজঙ্গ হইল;
স্তন্যপায়ী শিশু মোর কোথা লুকাইল?
ভয়ে নাগে আছাড়িয়া ফেলিয়াছি দূরে;
প্রাণনাথ প্রাণপুত্র কোথা কহ মোরে।
একি স্বপ্ন নাকি মোহ কিবা ইন্দ্রজাল;
অথবা দেবের মায়া কহ মহীপাল?
কিছুই বুঝিতে নারি কার এ ছলন;
হায়রে দুখের বুঝি অধিনী জীবন!
ধৃতরাষ্ট্র শুনি ইহা সকলি বুঝিল;
এতদিনে গুপ্ত যাহা ব্যক্ত হয়ে গেল।
যত অনিষ্টের মূল অরিষ্ট আমার;
প্রমাদ পাড়িল ধরি নিজের আকার।
যাহোক প্রথমে করি রাণীকে প্রবোধ;
পশ্চাতে করিব প্রাণ অরিষ্টের বধ।

জাতক্রোধ হয়ে রাজা অরিষ্টের প্রতি ;
রাণীকে সান্ত্বনা বাক্যে কহে নাগপতি
শুন প্রিয়তমা ইহা নহে দেব মায়া ;
স্বপ্ন ইন্দ্রজাল-ইথে নাই কোন ছায়া।
আশ্চর্য্য ভেবনা কভু স্থির কর মন ;
বহুদিনে কহি প্রিয়ে আত্ম বিবরণ।
কোথায় বসতি তব কোন জাতি পতি ;
এ যাবত নাহি কিছু জান গুণবতী।
স্বরূপ কহিব আজি তোমার সদন ;
স্বীয় শক্তি বলে যাহা করেছি সাধন।
ব্রহ্মদত্ত তব পিতা মনুষ্য রাজন ;
রাজ্যশাসে বারাণসী দ্বাদশ যোজন।
পৃথিবীতে যত রাজা আছে সবসনে ;
মিত্রতা করিয়া তিনি বিবিধ বিধানে।
অবশেষে ভাবিলেন পাতালের পতি ,
দেব অংশে জন্ম ধৃতরাষ্ট্র মহামতি।
বিপুল ঐশ্বর্য্য তার অসীম ক্ষমতা ;
উচিত তাহার সনে করিতে মিত্রতা ;
ভাবিয়া পাঠান এক কুর্ম্ম দূত হেথা ;
দূত মুখে শুনিলাম সকল বারতা।
"বারাণসী মহারাজ কন্যা দিবে দান ;
শীঘ্র মহারাজ সেথা করহ প্রয়াণ।"
তোমার পিতার আজ্ঞা পাইয়া তখন ;
সসৈন্যে মনুষ্য লোকে করিনু গমন।

দেব অংশে জন্ম নাগ দেবশক্তি ধরে ;
নির্ম্মাইল মায়াপুরী কাশী রাজ-দ্বারে।
অতি মনোহর পুরী হইল ভুবনে ;
বারানসী রাজপুরী হ'তে শত গুণে।
তোমার পিতার আজ্ঞা হইল তখন ;
নাগেরা মানব রূপ করিতে ধারণ।
তুমি যেন নাহি জান নাগ তব পতি ;
প্রাণেশ্বরী হও তব জনকের মতি।
তদবধি সবে মোরা ধরি নররূপ,
তোমার বিবাহ দিল সে প্রাসাদে ভূপ।
যবে তুমি নিদ্রা ঘো'রে অচৈতন্য হ'লে ;
অলক্ষিতে লয়ে তোমা এসেছি পাতালে।
এই মম পরিচয় শুন এত দিনে ;
নাগ-স্বামী বলে দুখ করিওনা মনে।
তোমার পিতার রাজ্য দ্বাদশ যোজন ;
পঞ্চশত যোজনিক পাতাল ভুবন।
আমার বিস্তীর্ণ এই রাজ্য-অধিশ্বরী ;
হ'লে তুমি কিবা দুখ ওহে প্রাণেশ্বরি !
দৈবশক্তি—পরাক্রম—বিবিধ রতন ;—
মানব হইতে শ্রেষ্ঠ হয় নাগগণ।
দুখ না ভাবিও কান্তা অপূর্ব্ব শ্রবণে ;
কি অভাব আছে তব আমার ভবনে।"
শুনিয়া অদ্ভুত বাণী অদ্ভুত মানিল ;
নীরব হইয়া রাণী ভাবিতে লাগিল।

ক্ষত্রকুলে জনমিয়া রাজার ভবনে;
নারী হয়ে পড়িলাম নাগের বদনে।
ইহাই অদৃষ্ট গতি ছিল হে আমার;
নরলোকে জন্ম লয়ে পাতালে আগার!
যাহোক ভাবিয়া আর কোন প্রয়োজন;
হইল তেমন, ছিল অদৃষ্টে যেমন;
করমের লেখা কেহ খণ্ডাইতে নারে;
সুখ দুখ ভোগে জীব কর্ম্ম অনুসারে।
ইত্যাদি ভাবিয়া রাণী স্থির করি মন;
বলিলেন ধৃতরাষ্ট্র পতিকে তখন।
"অভাগীর ছিল যাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত;
বহুদিনে তাহা আজি জানাইলে নাথ!
তাতে কিছু দুখ আর মনে নাহি আনি;
করমের ফল ভোগে দেবব্রহ্ম প্রাণী।
হৃদয়ের বদ্ধমূল সন্দেহ ঘুচিল;
বহুদিনে কৌতূহল নিবারণ হ'ল।
দুখ করিবার এ'তে কি আছে এখন;
যেহোক সেহোক পতি রমণী-রতন।
যেই দিন সপে পিতা তোমার চরণে;
সেই হ'তে জানি তুমি জীবনে মরণে।
তোমা বিনা অন্য মম কিবা আছে আর;
ধরম করম মোক্ষ তুমিই আমার।
সপেছি জীবন দেহ তোমার চরণে;
সতী নারী পতি ভিন্ন অন্য নাহি জানে।

নাগ হও নর হও পতি ই'ত মম ;
অন্যথা ভেবনা ওহে জীবন প্রতিম।
স্নেহের কনিষ্ঠ বাছা অরিষ্ট আমার ;
কোথা গেল প্রাণনাথ দেখি একবার।
এ বলিয়া যথা রাণী যাইবে উঠিয়া ;
দেখিলা প্রকোষ্ঠ কোণে ধূলায় পড়িয়া।
চক্ষু হ'তে রক্তধারা বারিধারা প্রায় ;
বহিতেছে অবিরল অজস্র ধারায়।
দূরে নিক্ষেপিতে তারে সভয়ে তখনি
নখাঘাতে চক্ষুনষ্ট জানে নাই রাণী।
এখন দেখিয়া তার দুর্দ্দশা এমন ;
এ'ক ! বলি কোলে তুলি লইল নন্দন।
হেনকালে মহারাজ রাণীকে বলিল ;
"যতই অনিষ্ট মম অরিষ্ট করিল।
পুত্র হ'য়ে পিতৃ আজ্ঞা করিল লঙ্ঘন ;
কুলাঙ্গার—নহে এই আমার নন্দন।
নূতন শাসন যাহা করেছি প্রচার ;
তাহার লঙ্ঘনে প্রাণ ব'ধব ইহার।"
এ বলিয়া পুত্র স্নেহে দিয়া বিসর্জ্জন ;
ক্রোধিত হইয়া ডাকে প্রহরী রাজন।
শুনিয়াত সমুদ্রজা হইল ফাঁপর ;
পুত্র স্নেহে ভুলি গেল যথা পূর্ব্বাপর।
হউক মায়ের প্রাণ পাষাণ কঠিন,
সন্তান বাৎসল্যে হয় নিমিষে বিলীন।

ক্রোধ বিগলিত ভাব হেরিয়া রাজার ;
লোটায়ে পড়িল রাণী চরণে তাহার।
ক্ষমাকর প্রাণ নাথ আমার নন্দনে ;
নিতান্ত অবোধ শিশু কিছু নাহি জানে।
শিশু জ্ঞানে অপরাধ করিয়াছে যাহা ;
আমি ক্ষমিয়াছি নাথ ক্ষম তুমি তাহা।
অভাগী থাকিতে যদি পুত্রকে বধিবে ;
তাহইলে দাসী কভু জীবিত নারবে।
প্রাণ নাথ পুত্র যদি দোষী শত দোষে ;
তথাপি জননী তারে কভু নাই রোষে।
কুষ্ঠ ব্যাধি গ্রস্ত শত হউক ঘৃণিত ;
করুক নিন্দিত কর্ম্ম পৈশাচিক যত।
তথাপি মায়ের কাছে সন্তান কখন ;
ঘৃণিত নিন্দিত নহে বিদ্বেষ ভাজন।
আদর করিয়া পুত্রে বুকে রাখে মায় ;
সন্তান অমূল্য রত্ন দুর্লভ ধরায়।
দাসীর মিনতি নাথ চরণে তোমার ;
এইবার ক্ষমাকর বাছাকে আমার।"
কাতর মিনতি বাক্য শুনিয়া রাণীর ;
ক্রোধ পরিহরি রাজা হইলা সুস্থির।
"রাণীযবে ক্ষমিতেছে আমিও ক্ষমিব ;
তাহার অপ্রীতিকর কার্য্য না করিব।"
ভাবিয়া রাণীকে বলে ক্ষমিলাম আমি ;
প্রিয়েতব যাহা ইচ্ছা সুখী হও তুমি।"

এ বলিয়া মহারাজ স্বস্থানে চলিল;
আশ্বস্ত হইয়া রাণী পুত্র কোলেনিল।
বিবিধ বিধানে রাণী বিবিধ যতনে;
নষ্ট চক্ষু ক্ষত ভাল করে বহুদিনে।
সে হতে জানিলা রাণী পাতালে বসতি;
নাগ পূর্ণ নাগলোক, নাগপতি পতি।
দক্ষিণাক্ষী নষ্ট হ'ল বলিয়া অরিষ্ট;
তদবধি নাম তার হ'ল কানারিষ্ট।

অভিষেক।

এইরূপে ক্রমে কাল যাইতে লাগিল;
শিশুগণ ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হ'ল।
জন প্রতি একজন নিয়োগি পণ্ডিত;
বিদ্যাশিক্ষা করাইলা যথা বিধিমত।
সাময়িক সর্ব্বজ্ঞান বিজ্ঞান দর্শনে;
হইলা কুমারগণ বিখ্যাত ভুবনে।
পাতালের প্রচলিত বিদ্যাছিল যত;
একে একে সমুদায় হ'ল অধিগত।
বাল্যকাল গত প্রায় আগত যৌবন;
জীবন সঙ্গমে হ'ল শিক্ষা সমাপন।
বিদ্যালাভে পুত্রগণ হইল শোভিত;
বিশেষতঃ দত্ত মহা পারগূ পণ্ডিত।

এতই অত্যল্প কালে শিক্ষা সমাপন ;
হেরি রাজা ধৃতরাষ্ট্র আনন্দে মগন।
যতই কঠিন প্রশ্ন দর্শন সম্মত ;
রাজ সভামাঝে যাহা হ'ত উত্থাপিত।
অপারগ বিজ্ঞগণ যদুত্তর দানে ;
সর্ব্বজনে তোষে, দত্ত তদুত্তর দানে।
বিজ্ঞগণ মনে ভাবে আশ্চর্য্য ব্যাপার ;
এই দত্তনহে কভু নাগের কুমার।
নাগ উদ্ধারিতে বুঝি কোন দৈববল ;
নাগ হয়ে পাতালেতে জন্ম গ্রহনিল।
নাহয় কোমল মতি অত্যল্প জীবনে ;
দুর্ব্বোধ্য জটিল প্রশ্ন বুঝে কোন জ্ঞানে ?
তদবধি দত্ত-বাক্য দৈববাক্য মত ;
বিনাবাক্যে নতমুখে সকলে মানিত।
হইল দত্তের বহু সুযশ সুখ্যাতি ;
সমুদ্রজা মা'র মনে নাহি ধরে প্রীতি।
সেই হ'তে দত্ত হেতু রতন মণ্ডিত ;
ধর্ম্মাসন সভাতলে পর্য্যাপ্ত থাকিত।
একদা দত্তকে সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র লয়ে ;
উপনীত বিরুপাক্ষ রাজার আলয়ে।
মহাতেজবন্ত রাজা ভবে অতুলন ;
পশ্চিমে থাকিয়া করে জগত পালন।
সপুত্রক ধৃতরাষ্ট্রে হেরি আগমন ;
অভ্যর্থনা করিদিল বসিতে আসন।

স্মরণীয় সম্ভাষণ হ'লে অবসান ;
পরস্পর জিজ্ঞাসিয়া রাজ্যের কল্যাণ।
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন সম্বোধি রাজন ;
চেয়ে দেখ এই মম দ্বিতীয় নন্দন।
তোমা সম্ভাষণে পুত্র আসিয়াছে দ্বারে ;
কল্যাণ হউক রাজা আশীষ তাহারে।
প্রথমের সুদর্শন দ্বিতীয় এ দত্ত ;
তৃতীয় সুভোগ নাম অরিষ্ট চতুর্থ।
এই মম চারি পুত্র হৃদয় রতন ;
অভাগা জীবনে সুখ-শান্তির জীবন।
শুনিয়া লোকাধিপতি, হয়ে আনন্দিত ;
আলাপিল দত্তসনে যথা শাস্ত্রমত।
বিজ্ঞান দর্শন শাস্ত্র বিবিধ বিধানে ;
বিচার, মীমাংসা প্রশ্ন করিয়া যতনে।
জানিলেন বিরূপাক্ষ অন্তরে তখন ;
এ দত্ত সামান্য প্রাজ্ঞ নহে কদাচন।
হেরিয়াছি কত শত বিজ্ঞ দার্শনিক ;
করিয়াছি কত তর্ক সহিত তার্কিক।
গভীর পয়োধি সম জ্ঞানের সাগর ;
কত আছে এ সভায় পণ্ডিত প্রবর।
কিন্তু কভু দেখিনাই পারগ্ এমন ;
আমার সভায় নাই এহেন রতন।
যতই দুর্বোধ্য প্রশ্ন কঠিন বিস্তর ;
কি আশ্চর্য্য নিঃসঙ্কোচে করে তদুত্তর ?

এইরূপে বিমোহিত হয়ে দত্ত প্রতি ;
আন্তরিক জানাইলা বহুবিধ প্রীতি।
"বলিলেন মাসে মাসে আমার ভবন ;
আসিবে গ্রহণ কর এই নিমন্ত্রণ।
এ ব'লয়া বিরূপাক্ষ আনন্দ অন্তরে ;
নিমন্ত্রণ করে দত্তে চিরদিনতরে।
অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র প্রতি সম্বোধিয়া ;
কহিলেন মহারাজ প্রমোদিত হিয়া।
"বড় তুষ্ট দত্তপ্রতি হইনু রাজন ;
তার তরে তব কাছে এই নিবেদন।
প্রতি মাসে দেখা যেন পাই আমি তার ;
জীবন কৃতার্থ ইথে করিও আমার।
ইত্যাদি উভয়ে নানা সৌজন্য প্রকাশে ;
সম্ভাষণ সমাদর প্রত্যুত্থান শেষে।
পরস্পর পরস্পরে বিদায় লইয়া ;
পুত্র লয়ে ধৃতরাষ্ট্র আসিলা চলিয়া।
তদবধি প্রতিমাসে বুদ্ধাঙ্কুর দত্ত ;
বিরূপাক্ষ রাজপুরে গমন করিত।
কূট প্রশ্ন মীমাংসিয়া সত্যতত্ত্ব দানে ;
তুষিতেন সভাসদে ধর্ম্মামৃত পানে।
শুনিতেন মহীপতি বিমোহিত চিতে ;
ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন ; পূজিত পণ্ডিতে
এই দিকে ধৃতরাষ্ট্র যৌবন সময় ;
পুত্রদের যথাযথ দিল পরিণয়।

পঞ্চশত যোজনিক পাতাল ভুবন ;
শতেক যোজনে করি পঞ্চাংশ তখন।
চারিভাগ রাজ্য দিল পুত্র চারিজনে ;
পাইল যোজন্ শত রাজ্য প্রতি জনে।
পরিচর্য্যা তরে দিল তাদের রাজন ;
ষোড়শ সহস্র করি রমণী রতন।
অবশিষ্ট একশত যোজন লইয়া ;
আপনি রহিল রাজা রমিত হইয়া।
পুত্রগণ রাজ্য লাভে আনন্দিত মন ;
সকলে চলিয়া গেল যার যে ভবন।
পিতা মাতা শ্রীচরণ করিতে পূজন ;
বারেক করিয়া মাসে আসে পুত্রগণ।
কিন্তু বুদ্ধাঙ্কুর প্রতি পনর দিবসে ;
জনক জননীপদ পূজিবারে আসে।
দ্বিতীয়তঃ যত প্রশ্ন সভায় থাকিত ;
অমীমাংসিত দত্ত মীমাংসা করিত।
এইরূপে বহুকাল গত হয়ে গেল ;
মন দিয়া শুন সবে পরে কি হইল।

প্রকৃত পূজা।

লোক পাল বিরূপাক্ষ যশস্বী রাজন ;
একদা বিরলে বসি করিলা চিন্তন

"তেজস্বী পারগ্ দত্ত অবনী ভিতর;
শাস্ত্রজ্ঞ নাহিক প্রাজ্ঞ যাহার দোসর।
আমার স্নেহেতে বাঁধা হয়ে নিজগুণে;
আসে যায় প্রতি মাসে আমার ভবনে।
কি দিয়ে তুষিব কিন্তু তাহার অন্তর;
কি আছে এমন মম তার যোগ্যতর।
অথবা করিব কিসে প্রকৃত সম্মান;
যাহাতে হইবে তার যথাযোগ্য দান।"
ইত্যাদি ভাবিছে রাজা বসি সিংহাসনে;
হেনকালে দত্ত গিয়া উপজে সেখানে।
আগত দত্তকে হেরি মোহিত রাজন;
সমাদর করি দিলা বসিতে আসন।
সদাচার সদালাপ করিয়া যতনে;
অবশেষে তুষিলেন দিব্যাহার দানে।
পারিষদ সহ দত্তে লইয়া রাজন;
স্বরগ অমরাপুরী করিল গমন।
ত্রিদশ আলয়ে যেথা ত্রিদশের নাথ;
অমর বেষ্টিত যেন নভে তারানাথ।
হেনকালে সেথা গিয়া উপনীত হল;
সসমাজে বিরূপাক্ষ ইন্দ্রকে বন্দিল।
আগন্তুক অভ্যর্থনা করিয়া তখন;
সুরেন্দ্র বসিতে দিলা রত্ন সিংহাসন।
বহুদিনে সমাগত হেরি লোকপালে;
স্মরণীয় সম্ভাষণ করে কুতুহলে।

শচীপতি বলে বন্ধো! বহুদিন পরে
আসিয়াছ দীনধামে কি মানস করে।
পৃথিবীর কিবা বার্ত্তা ;—ধার্ম্মিক সুজন ;
প্রাণিগণ নিরাময়ে যাপেত জীবন ?
নাইত সাধুর কোন বিঘ্ন অমঙ্গল ;
জলেস্থলে চরাচরে সবেত কুশল ?”
বিরূপাক্ষ বলে নাথ ত্রিদিব ঈশ্বর ;
বিশেষ বিপত্তি নাই ধরণী উপর।
প্রাণিগণ নির্ব্বিবাদে সুখে কাটে কাল ;
সাধুর উপর নাই বিপদ জঞ্জাল।
নূতন সংবাদ এই শুন সুরপতি ;
ধৃতরাষ্ট্র রাজা যেই পাতালে বসতি।
দত্ত নামে তার এক দ্বিতীয় নন্দন ;
বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ অতি পণ্ডিত সুজন।
জ্ঞানবান, দার্শনিক তাহার সমান :
পাতালে বা মর্ত্ত্যধামে নাই কোন স্থান।
ধৃতরাষ্ট্র সভা কিংবা আমার সভায় ;
যতই কঠিন প্রশ্ন উথাপিত হয়।
অপর পণ্ডিতগণ মীমাংসিতে যাহা,
নারে কভু ;—দত্ত দেয় মীমাংসিয়া তাহা।
নেহারি তাহার এই আশ্চর্য্য শকতি ;
অদ্বিতীয় বিজ্ঞ তীক্ষ্ণ প্রত্যুৎপন্ন মতি।
করিবারে আপনার মানস রঞ্জন ;
আসিয়াছি সঙ্গে লয়ে তাহারে রাজন।

এই সেই দত্ত রাজা পরম পণ্ডিতে ;
জিজ্ঞাস্য থাকিলে কিছু পারেন বলিতে।"
এ বলিয়া বিরূপাক্ষ দত্ত গুণগানে ;
তুষিলেন ইন্দ্র-মন বাক্যামৃত দানে।
গুণান্বেষী দেবরাজ ধার্ম্মিক সুজন ;
দত্তের প্রশংসাবাদে ডুবে গেল মন।
হেন কালে প্রীতহবে শুনি এ বচন ;
সোনায় সোহাগা যোগ অপূর্ব্ব ঘটন।
ইন্দ্রপারিষদ্ মাঝে পণ্ডিত মহলে ;
প্রশ্ন এক লয়ে মহাগণ্ডগোল চলে।
সুরগুরু বৃহস্পতি করি বিজ্ঞগণ ;
যত আছে দেবলোকে করিলা চিন্তন।
কেহই মীমাংসা কিন্তু করিতে নারিল,
বিষম সমস্যা-হ্রদে সংশয় জন্মিল।
নানাজনে নানামতে নানামত পাড়ে ;
প্রকৃত উত্তর কিন্তু কেহ দিতে নারে।
প্রশ্ন লয়ে বিজ্ঞগণ দ্বন্দ্বে পড়ি গেল ;
বিহিত বিচার কিবা ভাবিতে লাগিল।
অবশেষে দেবরাজ চিন্তিলেন মনে ;
দত্তকে করিব প্রশ্ন দেখি কিবা ভণে।
এ ভাবিয়া পারিষদে দত্তকে আনিয়া ;
সম্ভ্রমে করিলা প্রশ্ন মধুর ভাষিয়া।
শুন দত্ত প্রশ্ন এক জটিল হইল ;
কেহই উত্তর তার করিতে নারিল।

পড়েছি বিষম মোরা সংশয়ে এখন
কৃপাকরি কর তুমি সন্দেহ ভঞ্জন।
তোমার সুখ্যাতি গাথা শুনেছি শ্রবনে;
অবশ্য পারিবে তুমি হেন লয় মনে।"
এ বলিয়া দেবরাজ দত্তকে ত্বরিত,
কহিলা সভায় যাহা হ'ল উত্থাপিত।
আদিষ্ট হইয়া দত্ত বসি ধর্ম্মাসনে,
পারিষদে সুধাভাষে মৃদু মৃদু ভণে।
জটিল দুর্ব্বোধ্য প্রশ্ন সরল করিয়া;
উপমায় নানাভাবে দিল বুঝাইয়া।
বুঝিতে র'লনা বাকি কারও সেথায়;
গুণী জ্ঞানী বাল বৃদ্ধ বুঝিল সবায়।
আশ্চর্য্য হইয়া সবে বিস্ময় মানিল,
এ দত্ত সামান্য নহে অন্তরে জানিল!
উৎসাহে পণ্ডিতগণ নিজ অভিপ্রায়;
একে একে সভাস্থলে সকলে জানায়।
যাহার যেমতে ছিল সন্দেহের লেশ,
অমনি জিজ্ঞাসি তাহা ঘুচাইল ক্লেশ।
বৃহস্পতি হ'তে গুরু নাই দেব লোকে;
সে বিজ্ঞ বিনত বসি দত্তের সম্মুখে।
কি কব তাহার এত সুযশঃ হইল;
মুহূর্ত্তে অমরাবতী ব্যাপিয়া উঠিল।
গন্ধবহ বহে যথা কুসুম সুবাস;
তেমনি দত্তের নাম হইল প্রকাশ।

তর্ক প্রশ্ন মীমাংসাদি প্রমোদিত হৃদে ;
আপনি বসিয়া ইন্দ্র শুনে পারিষদে।
সত্যতা ন্যায়তা তার সাধুতা নেহারি ;
সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ তীক্ষ্ণ মেধা স্মরি।
বিস্মিত হইয়া ইন্দ্র চিন্তে মনে মনে ;
অসামান্য এই দত্ত ত্রিবিধ ভুবনে।
দেব নর নাগ ব্রহ্মে এ হেন মিলে না ;
একাধারে সর্ব্বগুণ কভু সম্ভবে না।
ভাবী বুদ্ধ সম্বুদ্ধাদি হবে এই যেন ;
বোধিসত্ত্ব রূপে দত্ত মনে লয় হেন।
হইনু পরম সুখী ইহার দর্শনে ;
সার্থক জনম মম হ'ল এতদিনে।
পূজিব তাহায় আমি বিবিধ বিধানে ;
পবিত্র স্বরগ আজি যার পদার্পণে।"
এ ভাবিয়া ইন্দ্র দিব্য সুগন্ধি চন্দনে ;
নন্দনের পারিজাত কুসুম চয়নে।
দিব্য রত্ন বিমণ্ডিত আসনে তখন ;
বসায়ে পূজিল দত্তে প্রমোদিত মন।
ভাবী বুদ্ধ দরশন মনে ভাবি, অতি
আনন্দে আপনাহারা হ'ল শচীপতি।
করযোড়ে দেবরাজ কহিলা তখন ;
তব আগমনে মম সার্থক জীবন।
এই রত্ন সিংহাসন এই সভাসদ ;
অদ্য হ'তে সকলই তব পারিষদ।

সময়ে আসিয়া দত্ত বসি এ আসনে ;
কৃতার্থ করিও দেবে ধর্ম্মামৃত দানে ।
হইনু তোমার গুণে মোহিত অপার ;
ইহাই মিনতি মম চরণে তোমার ।
তোমা পূজিবার ধন আমার ভাণ্ডারে ;
কিছু নাহি যাহে যোগ্য পূজা হতে পারে ।
বিপুল প্রজ্ঞায় দত্ত তোমার সমান ;
ত্রিলোকে না হেরি, সবে তুমিই প্রধান ।
অযোগ্য আমার জানি অযোগ্য ভূষণ ;—
এই ক্ষুদ্র উপচার করহ গ্রহণ ।
আজি হতে, উদ্ভাসিত স্বীয় প্রজ্ঞালোকে ;
"ভূরিদত্ত" নামে হও বিখ্যাত ত্রিলোকে ।
সেই হ'তে বোধিসত্ত্ব পূর্ণ মনস্কামে ;
ব্রহ্মাণ্ডে হইল খ্যাত ভূরিদত্ত নামে ।
অতঃপর ইন্দ্রসহ করি সম্ভাষণ ;
বিরূপাক্ষ আসিলেন আপন ভবন ।
ভূরিদত্ত আসি পিতা মাতার চরণে ;
কহিলা এ সব বার্ত্তা আনন্দিত মনে ।
জানিয়া ইন্দ্রাদি দেবে, পুত্রকে পূজিল ;
দম্পতি যুগল সুখ সাগরে ডুবিল ।
তদবধি বোধিসত্ত্ব সময়ে সময়ে ;
ধর্ম্মদানে যাইতেন ত্রিদশ আলয়ে ।
ইন্দ্রসভা মাঝে বসি উপেন্দ্র মতন ;
তুষিতেন স্বর্গবাসী অমরের মন ।

বৈজয়ন্ত প্রাসাদের মনোরম শোভা;
নন্দন কানন আরো অতি মনোলোভা।
এমন অসংখ্য কত বিভব বিপুল;
অতুলন হেরি চারু অপ্সরার কুল।
ভাবিলেন বুদ্ধাঙ্কুর একদা বিরলে;
প্রাণীদের স্বর্গলাভ অতি পুণ্যফলে।
ধার্ম্মিক সজ্জন ভিন্ন জীবেরা কখন;
নালভে এমন স্থান এহেন রতন।
আহা কি সুন্দরপুরী প্রাণ মাতোয়ারা;
তাপিতের তাপহরা নিত্য সুখধারা।
অশান্তির হাহাকার পীড়িতের ব্যথা;
না পশে হৃদয়ে কভু না বিরাজে হেথা।
পাতালের বিভীষিকা মর্ত্ত্যের ক্রন্দন;
কলুষিত নাহি করে এমন ভুবন।
শান্তি নিকেতন স্বর্গ প্রীতির-আধার;
এখানে জন্মিতে মম নাহি অধিকার?
মণ্ডুক ভক্ষণে করি পাতালে বসতি;
স্বর্গলাভ কামনায় করিব নিয়তি।
সযতনে উপোসথ করিব পালন;
কালান্তে এখানে যেন করি আগমন।
এইরূপে বোধিসত্ত্ব রমিত হইয়া;
কর্ম্মহেতু কর্ম্মক্ষেত্রে আসিল চলিয়া।

উপোসথ।

স্বরগের সুখ শান্তি চিন্তিতে চিন্তিতে ;
একদা গেলেন দত্ত পিতৃ আলয়েতে।
জনক জননী পদে চাহিতে এ ভিক্ষা ;
স্বর্গ-হেতু উপোসথ করিবারে রক্ষা।
অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া বিনত আননে ;
অবনী চুম্বিয়া বন্দে মায়ের চরণে।
ভূরিদত্ত এল মাতা হেরি বহুকালে ;
বুকে জড়াইয়া চুমি বসাইলা কোলে।
আদরে অধর ধরি সোহাগ জানায় ;
যাদুমণি ভাল আছ ? জিজ্ঞাসিলা মায়।
বহুদিন হেরি নাই তোমার বদন ;
পুড়িতেছে দিবারাতি অভাগীর মন।
এতদিনে মার কথা পড়িয়াছে মনে,
তাই বুঝি আসিয়াছ মাতৃ সম্ভাষণে !
মাতা পুত্রে পরস্পর মিলনের পর ,
স্বর্গীয় আনন্দে মগ্ন দোঁহার অন্তর।
ভূরিদত্ত বলে মাতঃ শুন এক কথা,
আদেশ লইতে তব আসিয়াছি হেথা।
গতকল্য পুনরায় ইন্দ্রের আহ্বানে,
গিয়াছিনু স্বর্গধামে ধরম প্রদানে।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব হেরি দেবের দেবত্ব ;
বিবিধ রতন রাজি স্বরগ মাহাত্ম্য।

শান্তি নিকেতন স্বর্গ সুখ-পারাবার,
মানসে উপজে মম আনন্দ অপার।
ইচ্ছা নাই হয় পুন আসিতে পাতালে,
শান্তির আলয় ছাড়ি অশান্তির কোলে ;
কিন্তু মাতঃ কি করিব জন্ম মম হেথা ;
জন্ম বিনা কেহ নারে বঞ্চিবারে সেথা
অতএব বর্ত্তমান জনমে আমার ;
না হইবে স্বর্গ বাস কদাচন আর।
স্বর্গলাভ করি যেন ভবিষ্য জনমে ;
সম্পন্ন করিতে তাই কুশল করমে।
ভাবিয়াছি উপোসথ করিব পালন ;
অনুমতি দাও মাতঃ এই নিবেদন।"
শুনিয়া পুত্রের এই সঙ্কল্প তখন ;
সাধুকার্য্যে সাধ্বী মাতা আনন্দে মগন।
"উপোসথ কর বাছা পরম হরিষে ;
সঙ্কল্প সাধন তব হউক বিশেষে।
করুক মঙ্গলময় বাসনা পূরণ ;
শুভকার্য্যে হও বাছা প্রীত অনুক্ষণ।
আশীর্ব্বাদ হৃষ্ট মনে করি অহরহঃ ;
চিরজীবী হও সুখে সুবাসনা সহ।
প্রাসাদের সন্নিহিত শূন্য বিমানেতে ;
উপোসথ রক্ষাকর প্রমোদিত চিতে।
ছাড়িয়া আপন রাজ্য যেওনা বাহিরে ;
যেহেতু নাগের ভয় অন্য জাতি করে।

উপোসথ পালনের পাছে অন্তরায় ;
হতে পারে তাই অন্য যেওনা কোথায়।
পাইয়া মাতার আজ্ঞা বন্দিয়া হরিষে ;
'তথাস্তু' বলিয়া গেল পিতার সকাশে।
প্রণমিয়া জনকের চরণ যুগলে ;
আদ্যোপান্ত মনোভাব প্রকাশিয়া বলে।
যাহা যাহা বলিলেন মায়ের সদন ;
একে একে পিতৃ পদে করে নিবেদন।
শুনিয়া জনক, পুত্রে হরিষে বিশেষ ;
মাতৃ আজ্ঞামতে সব দিলা উপদেশ।
"সাধুপুত্র ভূরিদত্ত ত্রিলোক মণ্ডলে ;
তোমাহেন পুত্রলাভ বহু পুণ্য ফলে।
দেবাদি অমর যার বাঞ্ছা করে ধ্যানে ;
সেই তব পিতা আমি সার্থক জীবনে।
তোমার সুযশঃ বাছা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিল ;
বিরূপাক্ষ ইন্দ্র করি তোমারে পূজিল।
সুজন সুখ্যাতি সহ কর উপোসথ ;
আশীর্ব্বাদ করি হও পূর্ণ মনোরথ।
ধর্ম্মবীর নাম তব ঘোষিবে ত্রিলোকে ;
যাও বাছা উপোসথ কর মনসুখে।"
এইরূপে পিতা মাতা দিলা হে'র সায় ;
বিদায় মাগিয়া দত্ত নিজালয়ে যায়।
অন্তঃপুরে জায়াস্থানে করিয়া গমন ;
কহিলেন ভূরিদত্ত ইতি বিবরণ।

"সরল মানসে প্রিয়ে দাও অনুমতি ;
জীবনের ভাবীসুখে জীবনের সাথী।
অনুজ্ঞা পাইলে তব ওহে প্রাণেশ্বরি !
শূন্য বিমানেতে থাকি উপোসথ করি।"
পতি পরায়ণা সতী রমণী রতন ;
পতি সুখ দুখে অর্পে আপন জীবন।
শুনিয়া পতির এই উত্তম বাসনা ;
হাসিমুখে অনুমতি দিলা পতিপ্রাণা।
"যাও নাগ উপোসথ করহ পালন ;
স্বরগলাভের সেই হউক কারণ।
কিন্তু নাথ তোমা গত দাসীর জীবন ;
ভুলিয়া থেক না যেন এই নিবেদন।
পূজিবারে শ্রীচরণ সদা যেন পাই ;
প্রাণেশ ! চরণে তব এই ভিক্ষা চাই।"
এইরূপে পত্নী স্থানে অনুমতি নিয়া,
শুভদিন শুভযোগ নির্দ্ধার্য্য করিয়া।
প্রাসাদ সান্নিধ্যে শূন্য বিমান উপরে।
উপোসথ অধিষ্ঠানে হরিষ অন্তরে।
প্রবাদ বচনে যথা ; রাম অযোধ্যায় ;
অথবা অযোধ্যা সেই শ্রীরাম যেথায়।
নিরঞ্জন ভাবিদত্ত শূন্য বিমানেতে ;
উপোসথ করিবারে গেল হৃষ্টচিতে।
ছিল পূর্ব্বে শূন্য এবে শূন্য পরিপূর্ণ ;
অবিলম্বে নিরঞ্জন হ'ল জনাকীর্ণ।

সেথায় গমন কাল অবধি তাহার;
কোলাহল সমাকীর্ণ হইল আবার।
প্রতিদিন শত শত নাগকন্যাগণ;
বঞ্চেগিয়া ভূরিদত্ত সেবার কারণ।
নৃত্য গীত করে তার শান্তি উৎপাদনে;
অশান্তির হেতু কিন্তু হ'ল তা জীবনে।
উপোসথ অধিষ্ঠান সত্য ভাবনাদি;
নিয়মিত সম্পাদিতে নারে তদবধি।
কোলাহল মগ্ন হ'ল দাসদাসী গণে;
বোধিসত্ব শান্তিভঙ্গ ঘটে ক্ষণে ক্ষণে।
বিমান পূর্ণিত হেরি জন সমাগমে;
একদা ভাবিলা দত্ত পীড়িয়া মরমে।
উপোসথ করিবারে নারিব এখানে;
যেতে হবে স্থানান্তরে যথা নিরজনে।
না জানিবে দাসদাসী পুরবাসীগণ
হইবে এমন স্থানে করিতে গমন।
না দেখিব দাস দাসী রমণী সেথানে;
না হেরিব নৃত্য, গীত না শুনিব কাণে।
অনন্য মানসে বসি অবিচল হয়ে;
অপার্থিব শান্তিযত লভিব হৃদয়ে।
উপোসথ অধিষ্টান করিব যতনে;
না হইবে বাধাবিঘ্ন স্বকর্ম্ম সাধনে।
পাতালে এমন কোথা নাহিহেরি স্থান;
যেথা ইহাদের হাতে পাই পরিত্রাণ।

নরলোকে আছে স্থান যমুনার কুলে ;
নিরজন সুবৃহৎ ন্যগ্রোধের মূলে।
নাহি জন সমাগম নাহি সাড়াশব্দ ;
সুশীতল ছায়াতল নীরব নিস্তব্ধ।
যাইতে উচিত হয় সেথায় আমার ;
বৃথা এ আবাসে কিবা প্রয়োজন আর।
কিন্তু মম পিতা মাতা করিয়াছে মানা ;
রাজ্যছেড়ে কভু যেন বাহিরে যাইনা।
অতএব না বলিব তাদেরে এখন ;
জিজ্ঞাসিতে গেলে যেতে দিবেনা কখন।
পত্নী ভিন্ন আর যেন কেহ নাহি জানে ;
কহিব তাহার কাছে অতি সঙ্গোপনে।
তা'হলে হইবে মম কার্য্য সম্পাদন ;
অনুমতি ল'ব এই করিয়া যতন।
ভাবিতে চিন্তিতে দত্ত মধ্যাহ্ন সময়ে ;
অন্তঃপুরে প্রবেশিল বিষাদ হৃদয়ে।
আপন পত্নীর পাশে করিয়া গমন ;
বসিলেন ভিন্নাসনে বিষাদিত মন।
সরস পতির মুখ নিরস নেহারি ;
পদতলে বসি সতী জিজ্ঞাসিলা ধীরি।
"কেন নাথ! আজি তব বিরস বদন ;
কিসের অভাবে মনে পেয়েছ বেদন।
অকস্মাৎ কিছুথেতে এই ভাব হেরি ;
বিদরে হৃদয় মম কহ কৃপা করি।"

ভূরিদত্ত বলে প্রিয়ে কিছুর অভাব ;
নাই মম বিমানেতে সবার সম্ভাব।
কিন্তু মনে জন্মিয়াছে ইহাই বেদন ;
উপোসথ করিবারে নারি কদাচন।
নির্জ্জন ভাবিয়া আমি গেলাম বিমানে ;
নারহিল কিন্তু তাহা আমার গমনে।
শত শত দাস দাসী হাস্য পরিহাসে ;
নর্ত্তকীর নৃত্য গীত বাদ্য রঙ্গ রসে।
নীরব সরব হ'ল কোলাহল ময় ;
না পাই নিশান্তে ক্ষণ নীরব সময়।
অন্তঃপুরে রসরঙ্গে ছিলাম যেমন ;
সেথানেও প্রানেশ্বরী এখন তেমন।
উপোসথ রক্ষাহেতু গিয়াছি নির্জ্জনে ;
যদিবা নারিব তাহা কেন বা বিমানে ;
অতএব করিয়াছি সঙ্কল্প অন্তরে ;
উপোসথ করিবারে যাব স্থানান্তরে।
নরলোকে নিরজন যমুনার ধারে ;
বন উপবনে তার কত শোভা ধরে।
জন প্রাণী সাড়াশব্দ কিছু নাই সেথা ;
শান্তি-নিকেতন স্থান ভুলে ব্যথী ব্যথা।
সুবৃহৎ বনষ্পতি আছে তার কূলে ;
বিরাজে বল্মীক স্তুপউচ্চ, তার মূলে।
উপোসথ রক্ষা হেতু রহিব সেথায় ;
ইহা যেন অন্য কেহ জানিতে নাপায়।

মম সেবা হেতু যদি তোমার অন্তর ;
ব্যথিত হইবে তবে শুন অতঃপর।
প্রাতে সূর্য্যোদয় পূর্ব্বে প্রত্যহ উঠিয়া ;
গন্ধ পুষ্পমালা সদা গ্রহণ করিয়া।
দশজন দাসী সনে যাইও সেথায় ;
পূজিয়া লইয়া পুন আসিতে আমায়।
দুখ না ভাবিও মনে ওহে সুলোচনা ;
কমল কোমল প্রাণে পেওনা বেদনা।
দিনেতে বঞ্চিব দোহে আপন ভবনে ;
রজনী যাপিব মাত্র যমুনা পুলিনে।
অতএব দুখ ভুলি প্রফুল্ল মানসে ;
মঙ্গল সাধনে দাও বিদায় হরিষে।
শুনিয়া পতির বাক্য পতিপ্রাণা সতী ;
সাধু কার্য্যে প্রাণেশের দিলা অনুমতি।
"যাও নাথ সদাচারে করিবনা মানা ;
কিন্তু মনে জন্মিয়াছে একটি ভাবনা।
নাগলোক নহে, সে'ত মনুষ্য ভুবনে ;
মানুষ ভীষণ শত্রু নাগের জীবনে।
অতএব আশঙ্কায় নিবেদি চরণে ;
শত্রুপুরে শত্রুমাঝে থাকিবে কেমনে।
বুদ্ধাঙ্কুর বলে প্রিয়ে কি হইবে মম ;
সাধুকার্য্যে শত্রু হয় মিত্র অনুপম।
নাভাবিও দুখ, কর কামনা কল্যাণ ;
নিরাময় করিবেন প্রভু ভগবান।"

এইরূপে পত্নীস্থানে লইয়া বিদায় ;
শুভকালে নরলোকে আসে যমুনায়।
যেখানে ন্যগ্রোধ বৃক্ষ তার তল দেশে,
বল্মীকের স্তূপ যেই আছে মূল পাশে।
সেথা গিয়া বোধিসত্ত্ব সায়াহ্ন সময়,
উপোসথ করিবারে উপনীত হয়।
হলাগ্র প্রমাণ করি দেহ কমাইয়া,
লাঙ্গুষ্ঠে বল্মীকোপরে কুণ্ডলী করিয়া।
সঙ্কল্প করিলা মনে সাধু ভূরিদত্ত,
"এই দেহে আছে অস্থি চর্ম্ম স্নায়ু রক্ত।
এই চতুর্ব্বিধে যেবা ইচ্ছা করে যাহা,
করুক গ্রহণ ; তারে দিব আমি তাহা"
চতুরঙ্গ উপোসথ শীল অধিষ্ঠান,
করিয়া বল্মীকোপরি রহিল শয়ান।
পরদিন প্রাতে সূর্য্য উঠিবার কালে,
গন্ধ মাল্য বিভূষিত নানা ফুলদলে।
দশজন পরিবৃতা রমণী রতনে ;
আসিলেন বোধিসত্ত্ব জায়া সেইখানে।
দিব্য গন্ধপুষ্পে পূজি পতির চরণ ;
অবনী লোটায়ে শিরে করিয়া বন্দন।
নৃত্য গীত রঙ্গে ভঙ্গে আমোদিত চিতে,
বোধিসত্ত্বে সঙ্গে করি গেলা পাতালেতে।
এইরূপে প্রতিদিন আসে আর যায়,
উপোসথ করে সুখে থাকিয়া সেথায়।

প্রতিপক্ষে গিয়া পিতা মাতার চরণ
বন্দিয়া আসেন সদা প্রমোদিত মন।
জানিল না পিতা মাতা কিন্তু এ ঘটন,
নরলোকে উপোসথ করে প্রাণধন

তৃতীয় সর্গ।

—— ০:০ ——

সপুত্রক নিষাদ ব্রাহ্মণ।

সে সময় কাশী বাসী জনৈক ব্রাহ্মণ
মৃগয়া করিয়া করে জীবন যাপন।
সোমদত্ত নামে ছিল তাহার নন্দন,
কিন্তু কভু পিতৃতুল্য নহে সে স্বজন।
প্রাণী হিংসা প্রাণীবধে পিতা আনন্দিত
নেহারি তাহার কর্ম্ম পুত্র বিষাদিত।
হয়েও নিষাদ পুত্র পাপী দুরাচার,
বাল্যাবধি জীবেদয়া অন্তরে তাহার।
পিতার সুমতি দানে বিস্তর বুঝায়,
কিন্তু তাহা ব্যাধ-মনে স্থান নাহি পায়।
আজন্ম সঞ্চিত পাপে ব্রাহ্মণ হৃদয়;
হইয়াছে পরিণত যেন যমালয়।
পাপেতে জনম যার পাপে তার আশ;
চোরের বাসনা সদা আঁধারে নিবাস।

নাগ-লীলা।

অমাবস্যা অন্ধকারে গভীর নিশিতে ;
ক্ষুদ্র জোনাকীর আলো পারে কি করিতে।
বিন্দু বিন্দু করি সিন্ধু পরিপূর্ণ হ'ল ;
পিঁপড়ার পানে তার কি হইবে বল।
যতই বুঝায় তাহা ব্রাহ্মণ অন্তরে ;
শূন্যে ভস্ম রাশিবৎ ব্যর্থ হয়ে উড়ে।
দুরন্ত ক্ষেপিলে থুথু বায়ু প্রতিকূলে ;
আপনার গায়ে আসি পড়ে অবহেলে।
পুত্রের বিভিন্ন মত জানিয়া ব্রাহ্মণ,
অনৈক্য মতের শুনি সুনীতি বচন ;
রুষ্ট হয়ে মাঝে মাঝে দুষ্ট দুরাচার ;
সাধু পুত্র সোমদত্তে করিত প্রহার।
"আমার সন্তান হয়ে আমারে পড়ায় ;
আবার আমারে সেই সুনীতি শিখায়।
পুত্র হয়ে না রাখিবে আমার সুখ্যাতি ;
নাহি এ দুষ্টের ইচ্ছা বংশে দিতে বাতি।
কুপুত্র আমার কুলে এলি কুলাঙ্গার ;
এই মতে আর কত করে তিরস্কার।
"ভগবান তব পদে চাই এই দান ;
আমার সন্তানেকর সুমতি প্রদান।"
সোমদত্ত যত কিছু হিতবাক্য বলে ;
ফলে কিন্তু ফল তার বিপরীত ফলে।
কঠিন ব্রাহ্মণ হৃদি হতে ও পাষাণ ;
কিছুতেই মনে তার নাহি পায় স্থান।

কি করিবে সোমদত্ত পুত্র বৈত নয় ;
ক্ষুণ্ণ মনে দিবারাতি যাপে অতিশয়।
কতই যতন আহা ! মিনতি করিল,
পিতার অন্তর তবু ফিরাতে নারিল।
কঠোর পিতার আজ্ঞা নারিয়া লঙ্ঘিতে ;
পিতৃ সনে যেত বনে মৃগয়া করিতে।
গৃহ হতে সোমদত্ত যাবার সময় ;
ডাকি বলে মনে মনে "ওহে মনোময় !
দেখিলে যতেক আমি আয়াস করিনু,
তবুও পিতার মন ফিরাতে নারিনু।
অবশেষে পিতৃ আজ্ঞা নারিয়া লঙ্ঘিতে,
আমাকেও প্রাণী বধে হইল যাইতে।
কিছু নাহি জানি উপলক্ষ্য মাত্র আমি ;
যা হয় বিধান তুমি কর অন্তর্যামী"।
এইরূপে মনোময়ে ডাকি মনে মনে ;
ব্যাধবেশে ব্যাধসনে যাইত কাননে !
বন্য পশু পক্ষী যবে সম্মুখে যাহেরে ;
অমনি ব্রাহ্মণ তারে শরে বিদ্ধ করে।
পিতা পুত্রে দোহে তাহা নগরে আনিয়া ;
জীবিকা অর্জ্জন করে যাপায় বেচিয়া।
একদা শীকার হেতু নিষাদ ব্রাহ্মণ ;
পুত্র লয়ে প্রবেশিল যমুনার বন।
সারাটি দিবস দোহে ঘুরি বনে বনে ;
না পাইল পক্ষী মাত্র খুজি কোন স্থানে।

সন্ধ্যা সমাগতা প্রায় গত হেরি দিন;
পুত্রকে বলিল ব্যাধ বিষাদে মলিন।
ওহে তাত! পক্ষী মাত্র না পাই কাননে;
রিক্ত হস্তে গৃহে ফিরি যাইব কেমনে।
অন্ততঃ খাবার যোগ্য নাই নিয়ে গেলে;
তাত! তব মাতা রুষ্ট হইবে তা হ'লে।
আর কিছু দূর চল দেখি অগ্রসরি,
অদৃষ্টে থাকিলে পাছে যদি পেতে পারি।
এইরূপে ক্ষুণ্ণ মনে চলি কিছুক্ষণ;
ন্যগ্রোধের নাতি দূরে আসিল দুজন।
যমুনাবতীর্ণ মুখী মৃগাঙ্ক হেরিয়া;
ব্রাহ্মণ পুত্রের প্রতি বলে সম্বোধিয়া।
'দেখ তাত! পদচিহ্ন যমুনা সৈকতে;
জল পানে মৃগ বুঝি আসে এই পথে।
সূর্য্য অস্ত গতপ্রায় সায়াহ্ন সময়;
মৃগগণ জল পানে আসিবে নিশ্চয়।
বন অভিমুখে তুমি দাড়াও ফিরিয়া;
শর হস্তে থাকি আমি গোপনে লুকিয়া।"
এ বলিয়া শর লয়ে ব্রাহ্মণ তখন;
ন্যগ্রোধের অভিমুখে করিল গমন।
ঝোপ আড়ে লতাকুঞ্জে রহিল লুকিয়া;
শীকারের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া।
নিয়তির গতি বল কে করে বারণ;
কর্ম্ম অনুযায়ী ফল ভোগে জীবগণ।

তৃষ্ণার্ত্ত হরিণ এক সন্ধ্যা সমাগতে ;
হেন কালে জলপানে আসিল সে পথে ।
বলিতে বিদরে হৃদি ব্রাহ্মণ পাষাণ ;
অমনি অব্যর্থ শর করিল সন্ধান ।
বিধিল বিষম শেল মৃগের শরীরে ;
ক্ষীপ্ত হয়ে ছুটে মৃগ রক্ত পড়ে ধারে ।
আহা কি যাতনা তাতে বলিতে না পারি
কিছু দুর গিয়া গেল ভূমিতলে পড়ি ।
বিদ্ধশর যাতনায় করে ধড় ফড় ;
আসন্ন চীৎকারে অহো বিদরে অন্তর !
বহিল রক্তের শ্রোত তিতিয়া ভুবন
জনমের মত মৃগ মুদিল নয়ন ।
নাহি জানি ব্রাহ্মণের একি ব্যবহার ;
নিরীহ জীবের প্রতি এত অত্যাচার ।
জীব হিংসা ব্যাধ বৃত্তি করে যেই জন ;
কে বলে ব্রাহ্মণ তারে চণ্ডাল সে জন ।
ইহা যদি ব্রাহ্মণের হইবে আচার ;
পিশাচ বলিব কারে ভবে তবে আর !
অনন্তর ডাকি পুত্রে নিষাদ ব্রাহ্মণ ;
মৃগের পতিত স্থানে করে আগমন ।
খড়্গাঘাতে খণ্ড খণ্ড করি কলেবর ;
যত পারে তত মাংস লইল বিস্তর ।
তখন বিগত সন্ধ্যা নিশা সমাগতা ;
ব্রাহ্মণ পুত্রের প্রতি বলিল একথা ।

দেখ তাত দিবাগত হইল অচিরে ;
ঢাকিল সমস্ত বিশ্ব রজনী তিমিরে।
পথ ঘাট মাঠ কিছু দেখা নাহি যায় ;
গৃহে যাইবার আজি না দেখি উপায়।
দ্বিতীয়তঃ বন ভূমি বিপদের স্থান ;
ব্যাঘ্র সিংহ হিংস্র জন্তু আছে স্থানে স্থান।
নগর হইতে বেশী এখানে আঁধার ;
নিঃসহায়ে এ সময়ে পথ চলা ভার।
অতএব চল দোহে আজিকার রাতি,
করি গিয়া এই বৃক্ষ উপরে বসতি।"
এ বলি ন্যগ্রোধ বৃক্ষ দেখায়ে আঙ্গুলে,
মাংস পুত্র লয়ে ব্যাধ গেল তার তলে।
মাংস ভার রাখি এক ঝোপের ভিতর,
পিতা পুত্রে উঠে দোহে গাছের উপর।
সুবৃহৎ বনস্পতি অতি পুরাতন,
ভাগ্যে তাই মাঝখানে প্রকোষ্ঠ মতন।
আনন্দিত দোহে হেরি প্রবেশিল তায়,
রজনী বঞ্চিবে সুখে ভাবিল উপায়।
শুষ্ক তৃণ লতাপাতা কুড়ায়ে আনিয়া,
বিছানা পাতিয়া সেথা রহিল শুইয়া।
প্রভাত হইল, গত তামসী রজনী
উষার বিমল করে হাসিল ধরণী।
কুজনিল মধুসখা দয়েল ডাকিল,
ফুলরাজি উপবনে নয়ন মেলিল।

মনসুখে দুর্ব্বাদল হাসে ধরাতলে ;
মধুলোভে মত্ত অলি ভ্রমে ফুলে ফুলে।
মৃদু মৃদু সমীরণ বহিল হরিষে,
জাগে ভুরিদত্ত তার কোমল পরশে।
নিদ্রা ত্যজি শয্যা ছাড়ি উঠিয়া তখন ;
হেরিলা উষার দৃশ্য নয়ন রঞ্জন।
উৰ্দ্ধে নীলাকাশ-শোভা যমুনা সম্মুখে ;
বিমোহিত ভুরিদত্ত হেরে মনসুখে।
হেনকালে সখীগণে হয়ে পরিবৃতা,
উত্তরিল সেথা আসি তাহার বনিতা।
কুঙ্কুম কস্তুরী দিব্য কুসুম চন্দন ;
সঙ্গে আনিয়াছে কত দুর্ল্লভ রতন।
সখীগণ দিব্য ফুলে দিব্যাসন পাড়ে।
মনসুখে বিধুমুখে কেহ মালা গড়ে।
ক সুন্দর মনোহর কুসুমের হার ;
ফুলরাণী কমলিনী মরি কি বাহার।
চারিধারে নাগেশ্বরে শোভাকরে কত ;
জবা জাতি চাঁপা যুথী তিল বেল যত।
স্তরে স্তরে শোভা করে টগর মল্লিকা,
মাঝে মাঝে গন্ধরাজে হাসে সেফালিকা।
গাঁথে মালা রূপে আলা বিধুমুখীগণ ;
দেখিহার হৃদি-তার কাঁপে ঘন ঘন।
কুসুম চন্দনাসন সাজাল ত্বরায় ;
নরের দুর্ল্লভ যাহা বিচিত্র ধরায়।

আসন হেরিয়া দত্ত আসন ছাড়িল,
আপনার সর্পদেহ নিমিষে ত্যজিল।
শোভিল অপূর্ব্ব দেহ দিব্য অলঙ্কারে ;
দিবাকর বিমণ্ডিত যেন স্বীয় করে।
অমর বেষ্টিত যথা ইন্দ্র দিব্যাসনে,
তেমতি বসিলা দত্ত আসি পুষ্পাসনে।
সখীগণ ফুল মালা গলায় দোলায় ;
পদতলে বসি সতী পূজা করে পায়।
সুমধুর স্তুতি গীত আরম্ভে গায়িকা ;
নৃত্য করে তুর্য্যধ্বনি—নর্ত্তকী নায়িকা।
চরণে নূপুর মৃদু রুণু ঝুণু বাজে ;
গলে দোলে কণ্ঠহার কেয়ুর দ্বিভুজে।
তিলোত্তমা রম্ভা জিনি সুহাসিনীগণে ;
সৃজিল নবীন স্বর্গ যমুনা পুলীনে।
বাজায়ে মধুর বাদ্য চিত্ত দ্রবকর ;
ফুলাসনে ভূয়িদত্ত মোহিল অন্তর।
আহা কি মোহিনী শোভা শোভিল ধরায় ;
যাহার প্রভায় ধনী উষা লাজ পায়।
উৎকর্ণ হইয়া সেথা বৃক্ষের উপরে ;
শীকারের সাড়া শব্দ শুনিবার তরে।
বহুক্ষণ জাগরিত হয়েছে ব্রাহ্মণ ;
পশিল শ্রবণে তার মধুর নিক্কন।
শয়নে ভাবিল ব্যাধ উষা জাগরণে ;
আমি কি ত্রিদিব বাদ্য শুনিতেছি কানে ?

ঐ বুঝি অপ্সরার মধুর সঙ্গীত ;
শুনাযায় কানে মোর মরি কি ললিত !
স্বরগ বাজনা আহা কত মধুময় ;
রাগ রাগিণীর তানে ব্যাকুল হৃদয়।
অসম্ভব যাহা অতি মানব জীবনে ;
সার্থক জীবন আজি শুনি তাহা কানে।
কোন দৈববলে বলী এ তরু জানি না ;
শুনাল স্বরগ-গীত স্বরগ বাজনা।
বুঝি বা এমন কোন ঔষধির গুণ,
আছে ইথে যাহে শ্রুত স্বরগ বাদন।
নিয়ত আসিয়া আমি হেথায় বঞ্চিব,
দুর্ল্লভ নরের যাহা সুলভে শুনিব।
কেনবা শুইয়া আমি উঠিয়া বসিনা ?
স্পষ্ট স্বরগের বাদ্য শুনাযায় কি না।"
ভাবিয়া তন্ময় চিত্তে নিষাদ ব্রাহ্মণ,
বিছানা ছাড়িয়া উঠি বসিল তখন।
শয়নে অস্পষ্ট ধ্বনি উর্দ্ধে শুনেছিল,
এখন সে স্পষ্ট বলি নীয়ে বোধ হ'ল।
ভাবিয়া ভূমিতে দৃষ্টি করিবে যখনি।
নেহারি বিস্মিত হল ব্রাহ্মণ তখনি।
একি দৃশ্য ! অপরূপ ন্যগ্রোধের মূলে,
এই কি স্বর্গের শোভা যমুনার কুলে !
এতক্ষণ ধরি যাহা শুনিতেছি কানে,
এই বুঝি স্বর্গ হতে নামিল এখানে ?

ঐ বুঝি পুষ্পাসনে বসি শচীপতি ;
পদতলে বসি পূজে সাধ্বী শচী পতি।
নাচিছে অপ্সরী যারা দিব্য সাজে সাজি ;
মেনকা ঘৃতাচি রম্ভা তিলোত্তমা বুঝি।
ষোড়শী রূপসী-গানে 'নর্ত্তকীর ভাবে,
মনে হইতেছে ইন্দ্র নেমে এ'ল ভবে।
বিলাসে সুরেন্দ্র, লয়ে বিলাসিনী গণে ;
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সুখে নন্দন কাননে।
ঊষার বিমল শোভা করিতে দর্শন,
কৌতুহলে এল বু'ঝি যমুনার বন।
অথবা নিশ্চয় হ'বে যমুনায় স্নানে ;
আসিয়াছে ঊষাকালে জায়া শচী সনে।"
ভাবি অপরূপ কত নিষাদ তখন ;
যাইতে তাদের কাছে করিল মনন।
"যে হোক সে হোক তারা দেব দৈত্য নয়,
দেবেরা দয়ালু জানি তাতে কিবা ভয় ?
দীন আমি দীন ভাবে যাইব সেথায় ;
দেখিব কি বলে তারা হেরিয়া আমায়।"
এ ভাবিয়া সোমদত্তে ডাকিল বিস্তর,
নিদ্রায় বিভোর সেই নাদিল উত্তর।
অনেক ডাকিয়া পুত্রে জাগাতে নারিয়া,
ভাবে পুত্র ক্লান্ত হয়ে আছে ঘুমাইয়া।
আচ্ছা সে ঘুমুক তবে আর কিছুক্ষণ ;
একা গিয়া দেখি আমি আসিব এখন।"

এ বলিয়া বৃক্ষ হতে নামিয়া চলিল,
ভূরিদত্ত সম্মুখেতে উপনীত হ'ল।
যেমনি ব্রাহ্মণ ব্যাধ যাইবে সেথায়,
নাগীগণ হেরি তারে অমনি লুকায়।
নিমিষে মায়ায় নাগমাণবিকাগণ;
অদৃশ্য হইয়া গেল পাতাল ভুবন।
সবেমাত্র ভূরিদত্ত শীল ভঙ্গ ভয়ে,
না লুকায়ে পুষ্পাসনে রহিলা বসিয়ে।
ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্য হেরি বিস্মিত অন্তরে;
জিজ্ঞাসিল বোধিসত্ত্বে নিম্নোক্ত প্রকারে।
"নূপুর কঙ্কণ হার কুন্তল ভূষণে
পুষ্পমালা পরিবৃতা বিবধ রতনে,
বল তুমি কেবা, সেই দিব্যাঙ্গনাগণে;
প্রমোদিত হইতেছ এ বিজন বনে?
কোথায় রূপসী কুল লুকাল হঠাৎ;
মম আগমনে বুঝি ঘটিল প্রমাদ।
কেবা তারা কেবা তুমি বুঝিতে না পারি
অদ্ভুত মানিনু মনে অদ্ভুত নেহারি।
ঘৃত সিক্ত প্রজ্জ্বলিত অনলের প্রায়;
বন ভূমি আলোকিছ দেহের প্রভায়।
স্বর্গীয় কুসুমাসনে দেবকি দানব;
যক্ষ নাগ হবে বুঝি মহাঅনুভাব।
অথবা তাদের কেবা, জিজ্ঞাসি তোমায়;
প্রকাশিয়া ঋদ্ধিবন্ত বলহ আমায়?"

ব্রাহ্মণের এবংবিধ শুনিয়া বচন ;
বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন নীরবে তখন।
" ইন্দ্রাদি বলিয়া যদি দিই পরিচয় ;
বিশ্বাস করিবে আজি এজন নিশ্চয়।
কিন্তু কভু পারিবনা মিথ্যা প্রকাশিতে ;
সত্যই আমাকে আজি হইবে কহিতে
করিয়াছি চতুরঙ্গ শীল অধিষ্টান ;
নারিব মিথ্যায় যদি যায় থাক্ প্রাণ।
সত্যই বলিব কিন্তু নিজের শকতি ;
প্রকাশি ইহার মনে প্রদানিব ভীতি।
যদিও বা আত্মশ্লাঘা নিতান্ত ঘৃণিত ;
বিপদ মুকতি তরে করাই বিহিত।
বিনা মনে, মুখে শুধু বিপদ এড়াতে ;
আত্মশ্লাঘা প্রদর্শনে দোষ নাই তাতে।
যাহা হোক দিব আমি আত্ম পরিচয় ;
উপোসথ করমের যাতে বিঘ্ন নয়।"
বোধিসত্ত্ব নানাবিধ চিন্তিয়া অন্তরে ;
মৃদু সুগভীর স্বরে কহিলা তাহারে।
" সত্যই কল্পনা ওহে মানব তোমার ;
ঋদ্ধিবন্ত নাগ কুলে জনম আমার।
নাগগণ অদ্বিতীয় তেজশালী ভবে ;
জানিও মোদের শক্তি অদম্য ত্রিভবে।
জাত ক্রোধ হয়ে আমি যদিবা কখন ;
সুবৃহৎ জনপদ করি আক্রমণ।

তা' হলে মুহূর্ত্তে পারি ভস্ম করিবারে ;
কেহই প্রভাব মোর নিবারিতে নারে।
পিতা মম ধৃতরাষ্ট্র নাগলোক পতি ;
সতী শিরোমণি মাতা সমুদ্রজা সতী।
চারি সহোদর মোরা তাঁদের নন্দন ;
প্রথম পুত্রের নাম শুন সুদর্শন।
দ্বিতীয় সে 'ভূরিদত্ত ত্রিলোক বিখ্যাত ;
দেব যক্ষ রক্ষ যার পদে হয় নত।
তৃতীয় সুভোগ আর অরিষ্ট চতুর্থ ;
পাতাল নিবাসী ধারী শকতি অব্যর্থ।
হে মানব পরিচয় করহ শ্রবণ ;
আমি সেই ভূরিদত্ত দ্বিতীয় নন্দন।
সম্প্রতি পাতাল ছাড়ি আসিয়া এ বনে ;
উপোসথ করিতেছি জীবের কল্যাণে।
ব্রাহ্মণ বলিয়া তোমা হেন মনে লয় ;
বল তবে বনে কেন ছাড়ি লোকালয় ?"
শুনি বুদ্ধাঙ্কুর বাক্য ব্রাহ্মণ তখন ;
প্রকাশিল ব্যাধ বৃত্তি আত্ম বিবরণ।
ব্রাহ্মণ নিষাদ ! ইহা শুনি অকস্মাৎ ;
মনে মনে বোধিসত্ত্ব গণিল প্রমাদ।
"ব্রাহ্মণ হইয়া যেবা ব্যাধ বৃত্তি করে ;
সে কভু সামান্য দুষ্ট নহে চরাচরে।
কোথা তার ব্রাহ্মণত্ব পশুত্বে বিগত ;
সচ্চরিত্র হিংসা লোভে হয়েছে বিক্রীত

কুপ্রবৃত্তি জিঘাংসাদি যত কদাচার ;
সেই সব ব্রাহ্মণের দেখি অলঙ্কার।
স্বকর্ম্ম ভুলিয়া যেই পাপী দুরাচার ;
প্রাণী হনে সদা সেত নর কুলাঙ্গার।
এই ত ব্রাহ্মণ নহে ছদ্ম বেশে কাল ;
না জানি ঘটায় এই পাছে কি জঞ্জাল।
দয়া মায়া সুপ্রবৃত্তি নাই যার প্রাণে ;
তাহার অসাধ্য পাপ আছে কেবা জানে।
ব্রাহ্মণ নিষাদ এই নহেত সুজন ;
অপিচ মক্ষিকা ধর্ম্মী যতই কুজন।
লোকালয়ে গিয়া যদি কহে এ ব্রাহ্মণ ;
কোন সাপুড়িয়া কাছে মম বিবরণ।
তাহলে ঘটিবে পাছে অমঙ্গল তায় ;
উপোসথ পালনের হবে অন্তরায়।
অতএব প্রলোভন দেখায়ে ইহাকে ;
যদি নিয়ে যেতে পারি মম নাগলোকে।
তা হলে সন্দেহ কিছু নারহিবে আর ;
অন্যকেহ নাজানিল সংবাদ আমার।
করাই উচিত ইহা ভাবি মনে মনে ;
অতঃপর বোধিসত্ত্ব কহিলা ব্রাহ্মণে।
"হে ব্রাহ্মণ তব বাক্যে দুখ পাই আমি ;
জীবিকা অর্জ্জনে বনে ভ্রম দিনযামী।
করম বৈগুণ্য যদি হয় প্রাণীদের ;
অবস্থা বৈষম্যে দুখ ভোগে সংসারের।

তোমারও দশা তাই হয়েছে এখন ;
তা'নাহয় বনে কেন করিবে ভ্রমণ।
তব দুখে প্রাণে হ'ল ব্যথার সঞ্চার ;
ঘুচাতে তোমার দুখ বাসনা আমার।
এই হ'তে গৃহে তব না করি গমন ;
মম সনে নাগলোকে কর আগমন।
না রহিবে দুখ দৈন্য অভাব পীড়ন ;
দিবস রজনী সুখে করিবে যাপন।
রাজ্যধন দাসদাসী দিব বহুতর ;
থাকিতে প্রাসাদ দিব রমণী বিস্তর।
বিপুল রাজত্ব মম হেরিবে কীদৃশ ;
নিরবধি সুখে রবে দেবতা সদৃশ।
নাহি সেথা দুখদৈন্য অভাবের লেশ ;
যাহা চা'বে তাহা পা'বে করিলে আদেশ
কোথা গৃহ কোথা জায়া কোথা পরিজন
সামান্য জীবিকা তরে কাননে ভ্রমণ ?
কিবা সুখ কিবা শান্তি আছে বল তায়
আমি ত সুখের মুখ না দেখি সেথায়।
জীবন এরূপে যদি যাপিতে হইল ;
তাহ'লে ভবের সুখ কি আমায় বল।
কাহিনী শুনিয়া তব বিদরে অন্তর ;
অনুরোধ চল যাই আমার নগর।"
অযাচিত অভাবিত সুভ সমাচারে ;
আহ্লাদে ব্রাহ্মণ ধূর্ত্ত আপনা পাসরে।

ভুলে গেল গৃহপল্লী যত পরিজন ;
পত্নীর কথাও ক্ষণে হ'ল বিস্মরণ।
"গাছে কাটাল গোপে তেল" প্রবাদ যেমন ;
সুখ আশে ব্রাহ্মণও হইয়া তেমন।
"বলিল তোমার বাক্যে প্রীত অতিশয় ;
সোমদত্ত নামে আছে আমার তনয়।
জিজ্ঞাসি তাহারে ইহা আসিব আবার ;
কি দেয় উত্তর দেখি কি মত তাহার।
যদিবা সে যায় সঙ্গে যাইব নিশ্চয় ;
জানিও ইহাতে কিছু নাহিক সংশয়।
বৃক্ষের উপরে এই আছে সে শয়ান ;
জিজ্ঞাসিয়া ভূরিদত্ত আসি তার স্থান।
এ বলি ব্রাহ্মণ ব্যাধ উদ্যত যাইতে ;
পুনরায় বোধিসত্ত্ব লাগিলা কহিতে।
মায়াকরি ভূরিদত্ত আপন নগর ;
ব্যাধের দৃষ্টির পথে আনিল সত্বর।
"হে ব্রাহ্মণ চেয়ে দেখ নগর আমার ;
রতন সৌন্দর্য্যে কিবা মাধুরী বিস্তার।
নিরন্তর শব্দায়িত গভীর সাগরে ;
সুবেষ্টিত মমপুরী প্রাচীর প্রাকারে।
তার মাঝে সুবৃহৎ দেখ সরোবর ;
নীল জলে সারি সারি শোভিছে নগর।
কেলিপরহংস হংসীকেলী করে জলে ;
বিকশিত শতদল সমীরণে দোলে।

তা'সব বেষ্টিত ওই হের সৌধাগার ;
বন উপবন কুঞ্জে শোভে চারিধার।
ময়ূর ময়ূরী ক্রৌঞ্চে মুখরিত তায় ;
মুনিনাদে নিরন্তর জীবন জুড়ায়।
হেরিতেছ যে প্রাসাদ পরশি গগন ;
মণ্ডিত যাহার শোভা বিবিধ রতন।
সেই দিব্যাবাস মম প্রাসাদ ব্রাহ্মণ ;
সে প্রাসাদে করি আমি জীবন যাপন।
তোমার তরেও স্থান করিব তেমন ;
যাও তব পুত্র লয়ে আসগে এখন।
ভয় পাইওনা মনে সাগর হেরিয়া ;
মায়ায় নিমিষে আমি যাইব লইয়া।"
হেরিয়া নগর শোভা বিচিত্র দর্শন ;
আনন্দে অধীর ব্যাধ বিচলিত মন।
তাড়াতাড়ী উঠে গিয়া গাছের উপরে ;
উঠ উঠ সোমদত্ত বলি ডাক ছাড়ে।
ভাঙ্গিল তাহার ঘুম চেতন পাইল ;
পুত্রে সম্বোধিয়া ব্যাধ কহিতে লাগিল।
একগুণে শতগুণ করিয়া বিস্তার ;
পুত্রস্থানে দিল এই শুভ সমাচার।
একে একে ইতিবৃত্ত আদ্যোপান্ত যত ;
ঘটিল তা'সব সুখে করিল বিবৃত।
"ঐ দেখ নীচে তাত যমুনার কূলে ;
বসিয়া সে মহাজন ন্যগ্রোধের মূলে।

আমার একান্ত ইচ্ছা সেই নাগলোকে ;
পিতাপুত্রে দোহে গিয়া বঞ্চিমন সুখে।
আসিয়াছি তব মত করিতে গ্রহণ ;
আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে সেজন।
সুপ্তোত্থিত সোমদত্ত চকিত মানসে ;
পিতার এসব বার্ত্তা শুনিল হরিষে।
অকস্মাৎ ভাবান্তর পিতার জীবনে ;
নেহারিয়া প্রমোদিত ভাবে মনে মনে।
"এত দিনে হ'ল বুঝি বিধি অনুকুল ;
জীর্ণোদ্যানে শুষ্ককাষ্ঠে ফুটাইল ফুল।
মৃত গাঁয়ে জলস্রোত প্রবাহিত হ'ল,
মৃগতৃষ্ণিকায় উৎস ভাসিয়া উঠিল।
ইহাপেক্ষা আনন্দের কিবা আছে আর ;
কৃতার্থ হইল আজি জীবন আমার।
পিতার মুকতি দানে দেবের সদন ;
সভক্তি কামনা মম হইল পূরণ।
করিব পিতার সনে পাতালে গমন ;
তা হ'লেও প্রাণী হত্যা যদি নিবারণ।
এ ভাবিয়া সোমদত্ত বিনত হইয়ে ;
যাইতে সম্মতি দিল আনন্দ হৃদয়ে।
মত পেয়ে পুত্র সনে ব্রাহ্মণ তখন ;
ভূরিদত্ত সন্নিকটে করে আগমন।
পূর্ব্বাপর ভুলি ব্যাধ বলে কুতূহলে ;
মোদেরে লইয়া চল যাইব পাতালে।

ইহা শুনি নিরাময় ভাবিয়া জীবনে ;
বোধিসত্ত্ব লভিলেন আনন্দ জীবনে।
যোগবলে স্বীয়শক্তি করি অধিষ্ঠান ;
নিমিষে তাদেরে লয়ে করিলা প্রয়াণ।
কিরূপে বসুধা সিন্ধু ভেদিয়া আসিল ;
পিতাপুত্র কিন্তু তাহা জানিতে নারিল।
বিনাশ্রমে কর্ম্মগুণে দেখিল তখন ;
মুহূর্ত্তে পাতালপুরী নয়ন রঞ্জন।
একৈক প্রাসাদ যেন রবি জ্যোতিম্ময় ;
নেহারি প্রমুগ্ধ চিত্তে মানিল বিস্ময়।
নদনদী সরোবর বন উপবনে ;
মূর্ত্তিতে প্রকৃতি মাতা বিরাজে সেখানে।
শুকসারি ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণী ;
বিরহীর সমাগমে যথা বিরহিনী।
মধুসখা নিরন্তর মধুমাস আনে ;
সুসৌরভ বহে নিত্য মৃদু সমীরণে।
উদ্যান-বিহীন স্থান মধু বিনা ফুল ;
কোথাও নাহিক মরি মত্ত অলিকুল।
দুর্ল্লভ পার্থিব রত্ন সপ্তরতনাদি ;
পরস্পর সমভাবে বঞ্চে নিরবধি।
অতুলা বিমলা নাগ নাবিকাগণ ;
সুখতারা সম, রূপে এক এক জন।
রূপসী আরসি মুখে চাঁদ ভেসে যায় ;
দুষ্ট রবিকর ভয়ে চপলা [illegible]য়।

কামভূমি নাগলোক কামের আধার;
কামে মত্ত প্রাণীদের সুখ পারাবার।
কাম পিয়াসায় জীব বাঞ্ছা করে যাহা;
অনায়াসে সে ভুবনে লাভ করে তাহা।
দ্বিতীয় স্বরগ যেন মনে ভ্রম পায়;
কে বলিবে দেবসুখ কবি কল্পনায়?
এরূপ পাতাল শোভা করি সন্দর্শন;
পিতাপুত্রে হ'ল দোহে আনন্দে মগন।
বোধিসত্ত্ব তাহাদের বসতির তরে;
বৃহৎ প্রাসাদদ্বয় প্রদানে অচিরে।
পরিচর্য্যা হেতু দিল বহুদাস দাসী;
পত্নীভাবে চারিশত করিয়া রূপসী।
অতঃপর বোধিসত্ত্ব রাখিয়া দু'জনে;
যথা কালে আসিলেন যমুনার বনে।
উপোসথ করি নিত্য আনন্দ হৃদয়ে;
পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষে যেত পিত্রালয়ে।
বন্দিয়া তাঁদের পদে কুসল জানিয়া;
আসেন স্বগৃহ হয়ে পত্নী সম্ভাষিয়া।
আসিবার কালে পুন নিষাদ ব্রাহ্মণ;
সোমদত্ত সনে আর করি আলাপন।
কিবা চাই তোমাদের কি অভাব বল;
ইত্যাদি বিবিধরূপে জিজ্ঞাসি কুশল।
উপোসথে হয়ে অতি আনন্দে মগন
অতপর নিজস্থানে করিত গমন।

নরলোক নরসুখ ভুলিয়া সকলে ;
এইরূপে পিতাপুত্র রহিল পাতালে।

কুশল কর্ম্মের হ্রাস।

যতদিন পুণ্যকর্ম্ম থাকে বলবান,
ততদিন প্রাণী-হৃদি আনন্দ নিদান।
নাহি ভাবে দুখদৈন্য অভাব বেদন ;
কল্পনে মানসাকাশে না হেরে কখন।
প্রদীপে সলিতা বহ্নি যদিও থাকিলে ;
যতক্ষণ তৈল থাকে ততক্ষণ জ্বলে।
তৈল বিনা মিঠে মিঠে নিভে যায় দীপ ;
আবার আঁধার আসি ঘেরে চারিদিগ।
সেইরূপ পুণ্যকর্ম্ম ফল অবসানে ;
নানা অকুশল ডাকে আপন জীবনে।
চিত্ত বিমলতা ক্রমে সমলে ডুবায় ;
ক্রমে অধোগতি চোখে দেখিবারে পায়।
সদ্ভাবে অভাব ভাবে, সুখে ভাবে দুখ ;
ভাবে সে কি হ'তে যেন হয়েছে বিমুখ।
কি যেন পূরবে ছিল, হারায়েছে এবে ;
মধুময় মনে হয় গত পূর্ব্ব সবে।
কর্ম্মবাদী জীবগণ করমের দাস,
করমের ক্রীড়াভূমি-করম আবাস।

কুশল দেবতা আর রক্ষঃ অকুশল ;
জীব কর্ম্মভূমে দোহে খেলে অবিরল।
কুশল দেবতা সদা সুখ শান্তি লয়ে,
মনোহর দেহ ক্ষেত্র রাখে সাজাইয়ে।
খেলায় তাহার কভু পরাজয় হ'লে ;
দুখ দৈন্য সহ আসে রক্ষঃ অকুশলে।
ছিন্ন ভিন্ন করি ফেলে সাজানো বাগান ;
শান্তি ক্ষেত্র কর্ম্মক্ষেত্রে অশান্তি প্রয়াণ।
ভাবাভাব সুখদুখ বিভীষিকাময়,
ব্যতিব্যস্ত করিতোলে জীবের হৃদয়।
তখন নয়ন পথে মনোহর বেশে ;
দুখরাশি সমুদিত হয় অবশেষে।
মরনের কালে কিবা পতনের কালে ;
জীবের বিকৃত চিত্ত হয় তাই বলে।
সুখের আশায় মাতে দুখেতে পরাণ ;
সুধাভ্রমে বিষপানে করে সে প্রয়াণ।
ব্রাহ্মণের সেই দশা হইল এক্ষণে ;
গৃহ-ব্রাহ্মণীর কথা পড়ে গেল মনে।
যতই পূণ্যের হ্রাস হইতে চলিল ;
ততই হৃদয় জ্বালা বাড়িয়া উঠিল।
বৎসরেক বঞ্চি সুখে পাতাল ভুবনে ;
বৎসরান্তে এইভাব উপজিল মনে।
ক্ষণে ক্ষণে মনে উঠে ব্রাহ্মণীর কথা ;
মধুময় ভালবাসা-প্রেমের বারতা।

ততোধিক ব্যাধবৃত্তি যমুনার বন ;
ধৈরয ধরিতে আর নারিল ব্রাহ্মণ।
নাগলোক লোকান্তর নরকের প্রায় ;
প্রাসাদ প্রকোষ্ঠ যেন বন্দীগৃহ ন্যায়।
অলঙ্কৃত নাগকন্যা যত সুহাসিনী ;
তখন প্রতীয়মান যেন বা যক্ষিনী।
সুধাসম ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য-পেয় আদি,
গরল বলিয়া বোধ হয় ততবধি।
পাপিষ্ঠ পাপার্দ্ধি আশা ত্যজিতে নারিয়া,
বলিল পুত্রের প্রতি উদ্বিগ্ন হইয়া !
"ওহে তাত সোমদত্ত জিজ্ঞাসি এখন,
দেশে যাইবারে তব হয়েছে কি মন ?
মাতা ভগিনীর কথা পড়েছে কি মনে ?
বৎসর হইল গত পাতাল ভুবনে।"
"সোমদত্ত বলে পিতা জিজ্ঞাসিছ কেন ;
হয়েছে কি তব মনে ভাবোদয় হেন ?
পুত্র প্রতি বলে ব্যাধ হয়ে বিষাদিত ;
সত্যই হয়েছি আমি অত্যন্ত চিন্তিত।
বহুদিন হ'ল গত না জানি কাহার ;
তব মাতা ভগিনীর শুভ সমাচার।
মৃগয়া করিতে আসি যমুনার বনে ;
না বলিয়া আসিয়াছি হেথায় দুজনে।
নাহি জানে আমাদের পাতাল নিবাস।
না জানি অন্তরে কত হয়েছে হতাশ।

ব্যাঘ্র সিংহ হিংস্র জন্তু খেয়েছে মোদেরে;
ইহাও তাহারা মনে করিবারে পারে।
অথবা মৃগয়া ভিন্ন যা'দের দিনেক ;
চলেনা, কেমনে তারা বঞ্চে বৎসরেক।
অতএব সেকারণে অন্তর আমার,
হইয়াছে ব্যতিব্যস্ত কি বলিব আর।
দেশে যাব দুইজন করিয়া যতন ;
ইহাই হয়েছে মম অন্তরে এখন।
শুনি ব্রাহ্মণের কথা সোমদত্ত হাসে;
বিষাদের ছবিপ্রায় বিষাদেতে ভাসে।
সুখের লাগিয়া পিতা গৃহ পরিহরি,
পাতালে আসিয়া দোহে অবস্থান করি।
নাহি জানি দুখ দৈন্য কিছু নিরানন্দ :
দিবানিশি ভুঞ্জিতেছি পরম আনন্দ।
তবে কেন তব মন কাতর এমন ;
অপার্থিব সুখ ভোগে হ'লে বিস্মরণ।
হাতে পেয়ে ছাড়ে কেবা আকাশের চাঁদ ;
যাইবনা দেশে পিতা সাধিওনা বাদ।
পুত্রের বচন শুনি নিষাদ দুখিত।
মনেভাবে হ'ল একি হিতে বিপরীত।
কি আশ্চর্য্য ! আজ্ঞাবহ পুত্রের হৃদয়
পাতালে আসিয়া হ'ল অবাধ্য নিদয়।
সোমদত্ত ! কি কঠিন হৃদয় তোমার ;
সুখে পড়ে ভুলিলে কি মায়ে আপনার।

দেশে গেলে তব বার্ত্তা জিজ্ঞাসিলে আমি ;
কহিব কেমনে ইহা পাতালেতে তুমি।
ইচ্ছা হয় পুনরায় আসিও এখানে,
সম্প্রতি রাখিতে মোরে চল মম সনে
যদি তুমি না যাইবে আমার সহিত,
নারিব যাইতে আমি গৃহে কদাচিৎ।
না জানি কেমনে হৃদি পাষাণে গড়িলে ;
পিতার অবাধ্য পুত্র কখন হইলে।
জানি তুমি পিতৃভক্ত সাধু সদাচার—
পিতৃ মনে কষ্ট দাও একি ব্যবহার।
এস বাছা মমসনে গৃহে এই বেলা ;
পরাণ হয়েছে মম বড়ই উতলা।
পিতা হেতু সে সঙ্কল্প কর পরিহার ;
পিতৃ হত্যা পাপ নহে লাগিবে তোমার।
অতএব এ মিনতি রাখ যাদুমণি ;
গৃহে চল দেখিবারে তোমার জননী।
দিন দিন ক্রমে দিন যাইতে লাগিল ;
ব্রাহ্মণ বাতুল প্রায় হইয়া উঠিল।
পিতার ঈদৃশ দশা তখন নেহারি ;
পীড়াপীড়ি নৈমিত্তিক এড়াইতে নারি।
ক্ষুণ্ণ মনে সোমদত্ত পিতাকে তখন ;
অনিচ্ছার সঙ্গে করে সম্মতি জ্ঞাপন।
এতদিনে পুত্র মত পাইয়া নিষাদ ;
সুখী হ'ল বটে কিন্তু গেলনা বিষাদ।

ভাবে ব্যাধ এই গেল প্রথম বন্ধন ;
আছে কিন্তু ভয়ঙ্কর দ্বিতীয় বন্ধন।
তাহাই কঠিন অতি হতেও পাষাণ ;
তাহা হ'তে মুক্ত হই তবে বাঁচে প্রাণ।
আনিয়াছে ভূরিদত্ত পাতাল ভিতর ;
প্রদানিল সুখশান্তি ঐশ্বর্য্য বিস্তর।
যদি বা সে অনুমতি নাহি দেয় যেতে ;
তবেত বিষম ঠেকা ঠেকাইল তাতে।
পথ নাহি জানি মোরা যাব কি প্রকারে ;
বিশেষতঃ নাগপুর হ'তে মর্ত্ত্যপুরে।
জানিলেও বিনাদেশে নারিব যাইতে ;
পড়িলে নাগের কোপে রক্ষা নাই তা'তে।
বলিলেও মনোভাব করিয়া প্রকাশ ;
যে'তে দিবে বলি মনে না হয় বিশ্বাস।
আঁটিব উপায় এক দেখি এই মতে ;
তোমামোদে পাশ মুক্ত পারি কিনা হ'তে।
বোধিসত্ত্ব আসিলেন যবে নিজ গৃহে ;
একদা নিষাদ ধূর্ত্ত কাছে গিয়া কহে।
''মহারাজ ভূরিদত্ত কর অবধান ;
বহুদিনে নিবেদন আছে তব স্থান।
অনুচিত দোষ কিন্তু না লইও মনে,
ক্ষমিও অযোগ্য বাক্য ক্রীতদাস জ্ঞানে।
রাজ্য সুখৈশ্বর্য্য ধন সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া ;
উপোসথ রক্ষা তুমি কর বনে গিয়া।

মোদের কারণে দুখ করিছ সম্বল ;
পরকষ্টে—পরধনে ;—বল কিবা ফল ?
মোদেরে প্রদানি সুখ, দুখ কৈলে সার ;
মোদের কি উপোসথে নাই অধিকার !"
ইহা শুনি বোধিসত্ত্ব চিন্তিলা অন্তরে ;
পূর্ব্বস্মৃতি জাগে বুঝি ব্যাধের অন্তরে।
সম্ভবতঃ গুপ্তভাব ভাসিয়া উঠিল ;
নহে এতদিনে কেন এ কথা বলিল।
হলেও জীবের ত্যজ্য স্বভাব কখন ;
কিন্তু সে অত্যজ্য চির স্বভাবের ধন।
লভিলেও স্বর্গ সুখ বিষ ফল ফলে ;
যদি স্বভাবের তাহা হয় প্রতিকূলে।
ব্রাহ্মণের হ'ল বুঝি কর্ম্ম অবসান ;
উদ্বিগ্ন পাপের পথে করিতে প্রয়াণ।
ভাবিয়া বলিলা ব্যাধে কেন হে ব্রাহ্মণ ;
দেশে যেতে হয়েছে কি ব্যাকুলিত মন ?
ইঙ্গিতে হইল ব্যক্ত মনের বেদন ;
নকলে আসল ভাব হ'ল প্রকটন।
আকারে প্রকারে যদি মনোভাব পায় ;
ততোধিক আনন্দের কি আছে ধরায়।
অব্যক্ত মনের কথা বোধিসত্ত্ব মুখে ;
শুনিয়া ব্রাহ্মণ হ'ল আটখানা সুখে।
যদি বা মনের ভাব জানিল আমার ;
ন হইবে কার্য্যসিদ্ধি কেন তবে আর ?

করিব তাহার কিছু মাহাত্ম্য বর্ণন ;
তাহাতেও আর যদি গলে যায় মন।
এ ভাবিয়া ধূর্ত্ত বিপ্র স্তুতি আরম্ভিল ;
ধূর্ত্তের ধূর্ত্ততা ভবে যাতে প্রকাশিল।

পুরী শোভা।

সম কোন অপরূপ ওহে ভুরিদত্ত ভূপ
তোমার এ বিচিত্র ভুবন।
মুকুতা রজত স্বর্ণ কণিকায় সমাকীর্ণ
সমতল রূপে অতুলন।
বিচিত্র বরণে কত পতঙ্গাদি শত শত
হরিদ্রাভ তৃণের উপর ;
উড়ে বসে ঘন ঘন জুড়ায় নয়ন মন ;
হেরিতে কেমন মনোহর।
কিবা শোভা মনোলোভা সুরম্য নিকুঞ্জ শোভা ;
বন উপবনে হাসে পুরী ;
কুঞ্জে কুঞ্জে চৈত্যকত নানায়ত্নে সুরঞ্জিত
করিতেছে বিস্তার মাধুরী।
কেতকী মাধবী সেবী বন মাতা বন দেবী ;
পাইয়াছে পরম পিরীতি ;
পুষ্পোদ্যানে পুষ্পোদ্যানে দোলাইয়া সমীরণে ;
লোটায়ে চরণে করে নতি।

শোভিছে সরসী কত স্বচ্ছ নীল বারিপূত
বিকশিত শত শতদল ;
চিত্রিত যেমন আঁকা বিচিত্র বরণে পাখা
শোভে বন্য হংস হংসী দল।
কোথাও বা নির্ঝরিণী কল কল নিনাদিনী
করিতেছে সুধা বরিষণ ;
ইচ্ছাহয় কভুমনে এজীবন সেজীবনে
বিনিময় করি চিরন্তন।
অষ্টস্তম্ভ সুশোভিত নীলকান্ত বিনির্ম্মিত
ভূরিদত্ত তোমার প্রাসাদ ;
এইরূপ শত শত সৌধ বিহারিণী কত
রূপবতী সেবে তব পদ।
নাই দৈন্য নাহি দুখ নাই পরিতাপ শোক
নৈরাশ্যেরে অসহ্য বেদন ;
নাই বিপদের ছায়া বিষাদে ঢাকেনা কায়া
অভাবের নাহিক রোদন।
অপার্থিব সুখ যত ভুঞ্জিতেছ অবিরত ;
সুখের নাহিক অবশেষ ;
উপোসথ কর্ম্মগুণে প্রমোদিত এবিমানে
দুখতব হইয়াছে শেষ।
ইন্দ্রের অমরাপুরী তুচ্ছ সনে তব পুরী
কিবা সেই বৈজয়ন্ত ধাম ;
নাহি ইচ্ছ তুমি তাহা লভিয়া পাতালে যাহা
হইয়াছ পূর্ণ মনস্কাম।

এই ধন এই জন এই রাজ্য পরিজন
এই শান্তি এই সুখ যেবা;
অনায়াসে এই ভবে লভিয়া ইন্দ্রত্ব লাভে
বলপুন বাঞ্ছা করে কেবা?
তোমার জনম ধন্য ত্রিভুবনে তুমি ধন্য
বরেণ্য সবার দেবনর;
তুমিবড় পূণ্যবান তোমা হেন ভাগ্যবান
নাসম্ভবে ত্রিলোক ভিতর।
রূপসী অপ্‌সরা জিনি সরদেন্দু নিভাননী
সুহাসিনী সুভাষিণী সনে;
যেই সুখ বিধুমুখে ভুঞ্জিতেছ মনসুখে
কোথাতার তুলনা ভুবনে।
শুনিয়া ব্রাহ্মণ বাণী বোধিসত্ত্ব নাগমণি
কহিলেন বিষাদে তখন;
"না বলিও হেন কথা ওহে বিপ্র শুধু বৃথা
অযৌক্তিক তোমার বচন।
স্বর্গ সনে মম ঠাঁই তুলনা করিতে নাই
অসম্ভব ইন্দ্রের নগর;
শান্তির ত্রিদিব কোথা ভূতল পাতাল কোথা
ভেবেদেখ অনেক অন্তর।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব সনে তুলনায় মম সনে;
মেরুসনে সর্ষপের প্রায়;
কিছার তাহার কাছে সুখ যশ কিবা আছে
তুচ্ছ আমি তার তুলনায়।

গিয়াছিনু সুরপুরে ধরম দেশনা তরে
হেরিয়াছি তাদের সম্পদ্;
সে অবধি বসুধায় স্বর্গলাভ কামনায়
রক্ষা করিতেছি উপোসথ।
ঋদ্ধিবান জ্যোতিষ্মান অদ্বিতীয় পূণ্যবান
পরিচর্য্যাকারীরও সনে;
ষোলাংশের এক অংশ তুলনায় অংশাংশ
না হইবে আমার জীবনে।
কল্পনাও: কদাচিৎ করা ইহা অনুচিত
সুখ ভোগীদেবদের স ঙ্গ
তুলনাত অসম্ভব অতুল্য দেবেরা সব
অবক্তব্য কথার প্রসঙ্গে।
রাজ্য সুখ পরিহরি গিয়া সেই মর্ত্ত্য পুরী
উপোসথ করি অধিষ্ঠান;
অচঞ্চল ভাবে আমি বল্মীকে যাপিয়া যামী
লভিবারে বৈজয়ন্ত ধাম।
কিরূপ দেবের সুখ প্রীতিহৃদি প্রীতিমুখ
প্রীতির প্রতিমা খানি যেন;
শুধু শান্তি কোলাহল অশান্তির হলাহল
নাহি সেথা মনে লয় হেন।”
বুদ্ধাঙ্কুর এই বাণী নিষাদ সাগ্রহে শুনি
মনে মনে আনন্দিত অতি;
ভাবিল আপন পথ নিষ্কণ্টক, মনোরথ
পূর্ণ হ’ল পাইব মুকতি।

সাধিতে আপন কাজ সত্যতায় দিয়ে ব্যাজ
ধূর্ত্ত ব্যাধি ধরিল ছলন ;
বিড়াল তপস্বী হবে মাছ মাংস না খাইবে
উপোসথ করিবে পালন।

পাতিল ধূর্ত্ততা ফাঁদ নিষাদ ব্রাহ্মণ ;
মিথ্যা বাক্যে সত্য ধর্ম্মে দিয়া বিসর্জ্জন।
ভূরিদত্ত মহারাজ ! করি নিবেদন ;
আমারও উপোসথে হয়েছে মনন।
শুনিয়া তোমার মুখে স্বরগ-কাহিনী
নরসুখে ইচ্ছা নাই আমার এখনি।
অনুমতি কর যদি গিয়া নিজ দেশে ;
উপোসথ রক্ষা করি পরম হরিষে।
মৃগয়ার্থে সপুত্রক পশিয়া কাননে ;
কেহ নাহি জানে মোরা এসেছি এখানে
গৃহ ছাড়ি আসিয়াছি গত বহুদিন ;
জ্ঞাতি মিত্র পত্নী পুত্র বিষাদে মলিন।
আজ্ঞা পেলে তাহাদের সহ দরশনে ;
স্বজাতি-সহিত শীল পালিব ভুবনে।"
শুনিয়া ব্যাধের বাক্য বোধিসত্ত্ব কহে ;
"বাঞ্ছা হ'লে যেতে পার আপনার গৃহে
বাধা নাহি দিব তা'তে না করি নিষেধ.
কিন্তু করিতেছ তুমি সুখ প্রতিষেধ

আমার এ নাগলোকে আছ যেই সুখে
পাবে না এমন সুখ কভু নরলোকে।
ভুঞ্জিয়াও এতাদৃশ সুখ নিরবধি ;
হেথা বাসে অনিচ্ছুক হয়ে থাক যদি।
স্বচ্ছন্দে যাইতে পার না করিব মানা ;
ইচ্ছার বিরুদ্ধে তব অশান্তি দেবনা।
করমের উর্দ্ধগতি ছিল যত দিন।
ভুঞ্জিয়াছ সুদুর্ল্লভ সুখ তত দিন।
পূর্ব্বকৃত শুভাশুভ নারে জীবগণে ;
কদাচিত অতিক্রম করিতে জীবনে।"
এ বলিয়া বোধিসত্ত্ব ভাণ্ডার হইতে।"
অত্যাশ্চর্য্য মণিখণ্ড আনিলা ত্বরিতে।
ষড়জ্যোতিঃ বিমণ্ডিত দুর্ল্লভ রতন ;
হাতে লয়ে ব্রাহ্মণেরে বলিলা তখন।
"ওহে বিপ্র একান্তই যাবে যদি দেশে ;
শেষ কথা এই মম শুন অবশেষে।
আসিয়াছ বহুদিন পাতাল ভিতর ;
ভুঞ্জিয়াছ কাম সুখ বিবিধ বিস্তর।
জ্ঞাতি মিত্র দরশনে গিয়া নিজ দেশে ;
না কহিবে এই বার্ত্তা তাদের সকাশে।
উপোসথ করি আমি যমুনার তীরে ;
না বলিবে বল কভু ইহাও কাহারে।
তাহা হ'লে এই মণি করহ গ্রহণ ;
সব মন বাঞ্ছা তব হইবে পূরণ।

যাহা চা'বে তাহা পাবে মণির সদন;
সর্ব্ব বাঞ্ছা সিদ্ধিকারী অমূল্য রতন।
না থাকিবে রোগ,ক্লেশ ইহার প্রভাবে ;
নিরন্তর সুখে রবে দুখ দূরে যাবে।"
কথা শুনে ধূর্ত্ত ব্যাধ সাধু হয়ে গেল ;
অন্তর দহিছে মুখে লাজ প্রকাশিল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল গেল যমালয়ে ;
কতই সাধুতা যেন জাগিল হৃদয়ে।
"কি করিব ভূরিদত্ত নিয়া তব মণি ;
তাতে প্রয়োজন মম নাহি নাগমণি !
ভুঞ্জিয়াছি সুখ দুখ অশেষ প্রকার ;
সংসারের ভাল মন্দ বুঝেছি এ বার।
বৃদ্ধ হইয়াছি আমি বিগত যৌবন ;
মিথ্যা কাম সুখে আর নাহি মজে মন।
সংসারের প্রলোভনে ডুবিবনা আর ;
করিয়াছি ব্রহ্মচর্য্য সঙ্কল্প এবার।
কাম সুখে প্রলোভিত না করে আমায় ;
আশীর্ব্বাদ কর হই সুখী তপস্যায়।
বোধিসত্ত্ব বুঝিলেন ব্রাহ্মণের মতি ,
তথাপিও স্নেহভাবে বলে তার প্রতি।
"ওহে বিপ্র সাধু বাঞ্ছা হউক পূরণ ;
সাধু কার্য্যে সাধু হও সুখী চিরন্তন।
শ্রেষ্ঠ ব্রত ব্রহ্মচর্য্য কর উদ্যাপন ;
শ্রেষ্ঠ পথে চল ভুলি মিছার ছলন।

কিন্তু বলি তবু যদি কভু পুনরায়,
ভুলে থাক সংসারের অলীক মায়ায়।
সত্যধন ব্রহ্মচর্য্য করি পরিহার;
কাম সুখ ভোগে ইচ্ছা কর পুনর্ব্বার।
তা হ'লে আসিও তুমি আমার সদন,
প্রদানিব মূল্যবান বিবিধ রতন।"
তথাস্তু বলিয়া ব্যাধ বাক্যে দিল সায়;
"বাসনা জন্মিলে পুন আসিব হেথায়।
অধিকন্তু কুশলই মম অভিপ্রেত;
অকুসল কামসুখ লাগে বিষবৎ।"
পাতালের সুখ শান্তি অমূল্য রতনে:
সম্প্রতি রুচির নাশ হেরিয়া ব্রাহ্মণে;
একান্তই দেশে যাবে অভিলাষ দেখি
চারিজন নাগপ্রতি আদেশিলা ডাকি।
"দূতগণ সপুত্রক ব্রাহ্মণেরে লয়ে,
নরলোক কাশীরাজ্যে আসহ রাখিয়ে।"
আজ্ঞা পেয়ে নাগচারি তাহাই করিল,
সপুত্র ব্রাহ্মণ ব্যাধে লইয়া চলিল।
যমুনা উত্তীর্ণ হয়ে হোর নরলোক;
নাগগণ রাখি সেথা গেল নাগলোক।
এই ভাব ব্যক্ত হেতু বুদ্ধ ভগবান;
জেতবনে কহিলেন পরিষদ স্থান।
"এ বলিয়া বোধিসত্ত্ব চারি নাগদূতে,
আদেশিলা ব্রাহ্মণেরে শীঘ্র লয়ে যেতে।"

ব্রাহ্মণীর স্বামী পূজা।

অতুল পাতাল শোভা রতন খচিত,
নয়ন না পালটিতে হ'ল অন্তর্হিত।
নাগ সুখ চিরন্তরে অবসান হ'ল,
নিমিষে মনুষ্য লোকে আসি উত্তরিল।
বারানসী অবিদূরে রাখিয়া দুজনে ;
নাগচারি পাতালেতে গেল সেই ক্ষণে।
যে বনে করিত পূর্ব্বে মৃগয়া ব্রাহ্মণ ;
হঠাৎ দেখিল ব্যাধ এই সেই বন।
নাগলোকে নাগ সুখে বৎসরেক গতে ;
বহুদিনে পুনরায় আসিল সে পথে।
আনন্দিত হ'ল ব্যাধ পূর্ব্ব কর্ম্ম স্মরি,
পাপতৃষ্ণা বলবতী পূর্ব্ব দৃশ্য হেরি।
পুত্রে সম্বোধিয়া ব্যাধ বলে অতপর ;
এই সেই বারানসী বন মনোহর।
স্মরণ কি আছে তাত সেই শুভদিন ;
বিজন বিপিন কর্ত্তা ছিলাম যেদিন।
যেথানে বৎসর পূর্ব্বে মৃগয়া কারণে ;
পিতা পুত্রে প্রীত মনে ঘুরিয়াছি দিনে।
এবারও হেথা আসি মৃগয়া করিব,
নিত্য নিত্য পশু বধে জীবন যাপিব।
কি অভাব ততদিন এবন থাকিতে,
যতদিন রবে তাত ধনুশর হাতে।

যথেচ্ছা ভ্রমিব সুখে স্বাধীন জীবনে ;
পরাধীন স্বর্গবাস শ্রেয় কোন গুণে ?
না ভাবিও দুখ বাছা নাগ সুখ তরে ;
শত সুখ তাহা হ'তে এ হেন কান্তারে।"
ইহা বলি বন ভূমি ভ্রমি কিছুক্ষণ ;
মার্গ পেয়ে কাশী মুখে চলিল দুজন।
চলিতে চলিতে পথে গিয়া কিছু দূরে,
উপনীত হ'ল এক পুকুরের তীরে।
পথশ্রমে ক্লান্তদেহে বিশ্রাম কারণ !
সুশীতল তরুছায়ে বসিল দুজন।
ধবল স্ফটিকবৎ স্বচ্ছবারি হেরে ;
স্নান হেতু সোমদত্ত বলিল পিতারে।
স্বেদ সিক্ত কলেবরে চলি দীর্ঘ পথে,
বড়ই দুর্ব্বল পিত না পারি চলিতে।
স্নান করি স্বচ্ছ জলে সুশীতল হয়ে,
পশ্চাতে চলিয়া যাব আপন আলয়ে।
পিতা পুত্রে এইরূপে করি আলাপন,
আভরণ অলঙ্কার করে উন্মোচন।
রাজ পরিচ্ছেদ ছিল অঙ্গের ভূষণ ;
নানাচিত্রে বিচিত্রিত অমূল্য রতন।
যাহা পরি রাজ সুখ পাতালে ভুঞ্জিল ;
উত্তরীয় দিয়া তাহা গাঁটুরী করিল।
নাগপতি-পরিচ্ছেদ রাখি তরুতলে ;
স্নানার্থে নামিল দোঁহে পুকুরের জলে।

কায় মনোবাক্যে জীব বাঞ্ছা করে যাহা ;
বাঞ্ছা অনুযায়ী ফল ফলে তার তাহা।
কল্পতরু সমপ্রায় জীব চিত্ত চয় ;
যাহা চায় তাহা পায় নাহিক সংশয়।
নিশ্চিতই সতে সত, অসতে অসত ;
ঊর্দ্ধ অধঃগতি তাই ভুঞ্জে জীব যত।
নিম্বপাক করি কোথা দুগ্ধ পায় খেতে ;
কৃতকার্য্য ফলাফল হবেই ভুঞ্জিতে।
পশেকি মিহির কর জলধি অতলে :
স্থান ছেড়ে ইন্দু কভু আসে কি ভূতলে ?
যমালয় হয় কিহে ধার্ম্মিক আগার ;
নারকীর স্বর্গলাভে কোন অধিকার ?
স্নান করে অস্ত মনে দোহে নামি জলে ;
নাগবাস নাগলোকে গেল হেনকালে।
ব্যাধ যোগ্য নহে তাই চলে গিয়ে বস্ত্র ;
বিনিময়ে উপজিল পূর্ব্ব অস্ত্র শস্ত্র।
অসতের সংসর্গতে সত ও অসত ;
নিম্ব সংসর্গতে যথা আম্র তিক্তজাত।
স্নান করি উঠি দোহে পুকুরের পাড়ে ;
খুঁজিয়া না পায় বস্ত্র গেল কোথাকারে।
যেখানে রাখিয়াছিল সেখানে এখন ;
দেখিল পড়িয়া আছে শর শরাসন।
বিস্ময়ে বিমূঢ় প্রায় নিরখি দুজন ;
একি অকস্মাৎ পুন হ'ল সংঘটন।

পরিধানে সিক্ত বস্ত্র যাছিল দোহার ;
দেখিতে দেখিতে হ'ল গেরুয়া আকার।
অসম্ভব অত্যাশ্চর্য্য এই কিবা হ'ল ;
সোমদত্ত ভাবি মনে, কাঁদিয়া উঠিল।
"বুঝি পিতঃ অমঙ্গল চিহ্ন ইহা হেরি ;
পরিধেয় নহে কেন যাবে পরিহরি।
অশুভ লক্ষণ আমি দেখিতেছি ইথে ;
ধনু অস্ত্র নহে কেন আসে নিজ হ'তে।
যেমন সঙ্কল্প তব হয়েছে তেমন ;
মনবাঞ্ছা পিতা তব হইল পূরণ।
এতদিনে পুন হায় বিনাশের পথে ;
কেন আসিলাম আমি সর্ব্বনাশ হ'তে।
প্রীত মনে সুখ ভোগে না রহি সেথায় ;
কেন বা মরিতে আমি আসিনু হেথায় !
হায় পিত ! কি করিলে বুঝিতে পারিনু
তোমাতরে চিরতরে বিনাশ পাইনু।"
এ বলিয়া সোমদত্ত কাঁদিতে লাগিল ;
কিছুক্ষণ নিষাদও বিষাদ ভাবিল।
কতক্ষণ থাকে ঢেলা শূন্যে নিক্ষেপিলে ;
তিলেকে জলের রেখা মিশে পুনঃ জলে।
নিষাদের সে বিষাদ চপলার মত ;
তেমনি হৃদয় হ'তে হ'ল অন্তর্হিত।
পুত্রকে সান্ত্বনা বাক্যে বুঝায় বিস্তর ;
"কেঁদনা কেঁদনা বাছা চল যাই ঘর।

কিবা ভয় নাগবাস নাগাবাসে গেল ;
মোদের আছে বা তাতে কিবা অমঙ্গল
যতদিন নাগলোকে ছিলাম দুজন ;
গিয়াছিল ততদিন কোথাও বসন ?
পাতাল ছাড়িয়া মোরা আসি নরলোকে
তাই বলি নাগবাস গেল নাগলোকে।
অধিকন্তু দেখ তাত কি সৌভাগ্যোদয় ;
বিনাশ্রমে ধনু অস্ত্র হইল উদয়।
খুঁজিতে হলনা তাহা আয়াস করিয়া ;
নাগ বুঝি রেখে গেল সদয় হইয়া।
আপনিই পরিধেয় উপযোগী হ'ল ;
ইত্যধিক সৌভাগ্যের কিবা আছে বল।
অমঙ্গল চিহ্ন ইহা নহে কদাচন ;
ইহাতে কি হতে পারে বিপদ কখন ?
উঠ বৎস কাঁদিওনা ক্ষোভ ত্যাগ মনে ;
বেলা যায় চল তব মাতৃ সম্ভাষণে।”
ইত্যাদি প্রবোধ বাক্যে বুঝায়ে বিস্তর
পুত্র লয়ে যায় ব্যাধ আপনার ঘর।
কিছুক্ষণে নিজগ্রামে গিয়া উত্তরিল ;
পতি পুত্র আগমন ব্রাহ্মণী শুনিল।
বৎসরেক দেখা নাই পতি পুত্র মুখ ;
নিরন্তর দিবানিশি মনে বড় দুখ।
হঠাৎ তাদের দেখা পেয়ে বহুদিনে ;
বহিল আনন্দস্রোত ব্রাহ্মণীর প্রাণে।

মৃত গাঁয়ে জলস্রোতে পল্লীর যেমন,
ব্রাহ্মণীর হৃদয়ও হইল তেমন।
আহ্লাদে অধীরা হয়ে পতি পুত্র দোহে ;
আশু বাড়াইয়া নিল আপনার গৃহে।
পথ শ্রমে ক্লান্ত হেরি, ক্ষুধা পিপাসায় ;
র'াধা হেতু রান্না ঘরে গেল ক্ষিপ্রকায়।
স্মরণীয় বার্ত্তা সব জিজ্ঞাসিবে পরে ;
ক্ষুধায় কাতর কায় বাক্য নাই স্বরে।
যথা শীঘ্র আহারীয় প্রস্তুত হইল ;
পিতা পুত্র প্রীত মনে আহারে বসিল।
খেয়ে আচমন মাত্রে নিষাদ ব্রাহ্মণ ;
বিশ্রামার্থে ক্লান্ত দেহে করিল শয়ন।
নিদ্রা গেল সুখে ব্যাধ নিশ্চিন্ত হইয়ে ;
মাতা পুত্র কথা কহে আনন্দ হৃদয়ে।
"এতদিন কোথা ছিলে জিজ্ঞাসে জননী ;
বৎসর হইল গত কহ যাদুমণি।
পিতা পুত্রে মৃগয়ার্থে প্রবেশিয়া বনে ;
না বলিয়া গিয়া'ছলা কোথায় দু'জনে।
লোক পাঠাইয়া আমি বন উপবন ;
তন্ন তন্ন করায়েছি তোদের কারণ।
খুঁজিয়া নগর গ্রাম না পাই সন্ধান ;
রোদনে দিবস যামী করি অবস্থান।
কহ কহ যাদুমণি কণ্ঠস্বরা শুনি ;
বহুদিনে হেরিতব চাঁদ মুখ খানি।"

"সোমদত্ত বলে মাতা কি কব সে কথা ;
মোদের সে বিবরণ অপূর্ব্ব বারতা।
ইচ্ছা যদি হয়ে থাকে শুনিতে জননী ;
মনদিয়া শুনভবে বলি সে কাহিনী।"
এবলিয়া গৃহত্যাগ হ'তে অদ্যাবধি ;
আদ্যোপান্ত মাতৃপদে বলে যথাবিধি।
যাভোগিল জীবনেতে শুভাশুভ ফল ;
একে একে বিস্তারিয়া বলিল সকল।
"ভূরিদত্ত কথা মাগো কি কহিব আর ;
তার সম গুণী নাহি ত্রিলোক মাঝার।
"মাতাবলে জানিলাম ইতি বিবরণ ;
ভূক্তিয়াছ বহুসুখ পাতালে দুজন।
বুঝিলাম ভূরিদত্ত দয়ালু সুজন ;
আনিয়াছ কিবাধন কহ বাছাধন ?"
"সোমদত্ত বলে মাত নাকরিও রোষ ;
আনিনাই কোন রত্ন ক্ষম এই দোষ।
"পুনরায় বলে মাতা কেন যাদুমণি ;
এতদিনে কিছুই কি তথায় পাওনি।
অথবা কি ভূরিদত্ত দয়ার সাগর ;
ধন রত্ন কিছু নাই দিল তোমাদের।
"পুত্র বলে কেন মাত জিজ্ঞাস সেকথা ;
যদি তাহা বলি তব মনে পাবে ব্যথা।
মানবের সুদুর্ল্লভ বিবিধ রতন ;
কত আছে নাগলোকে কে করে গণন।

মাম নাহি জানিতার সংখ্যা আছে কত ;
এমনকি বালুকাও সুবর্ণ রঞ্জিত।
আনিতে নিষেধ নাই মোদের কারণ ;
সুবর্ণ রজত মণি কে করে বারণ।
মহারাজ ভূরিদত্ত বলিলা পিতারে ;
যতইচ্ছা ততধন লয়ে যাও ঘরে।
ঘুবে দারিদ্র্য দুখ অভাব-পীড়ন ;
শান্তিসুখে চিরদিন যাপিবে জীবন।
পিতার অন্তর কিন্তু না জানি কেমন ;
কোনই রতন তার না কৈল গ্রহণ।
পিতার অমত জানি কিকব জননী ;
দুখিত হইল "ভূরিদত্ত" নাগমণি।
অবশেষে ক্ষুণ্ণমনে ভাণ্ডার হইতে ;
অত্যাশ্চর্য্য মণি এক আনিয়া ত্বরিতে।
প্রদানি বলিল ইহা করহ গ্রহণ ;
সর্ব্ব বাঞ্ছা সিদ্ধিকারী অমূল্য রতন।
যাহা চাবে তাহা পাবে মণির সদন,
ইহার প্রভাবে হবে দুখ বিমোচন।
বিদরে হৃদয় মরি এই দুখে মাতা ;
এমন রতন তবু না লইল পিতা।
"মাতা বলে কেন বাছা আনিল না মণি,
কবা বলে তব পিতা কহ দেখি শুনি।
সোমদত্ত বলে মাতা কি বলিব আর ;
ধন হেতু ভূরিদত্ত বুঝায় আবার।

কেন ব্যাথ ধন নিতে ভাবিতেছ দুখ,
রতন পাইয়া কেবা যতনে বিমুখ।
প্রানান্ত আয়াসে জীব সম্পদের তরে ;
দিবা 'নশি খাটে কত দেখ চরাচরে।
বিনাশ্রমে ঘরে বসি পাইয়া সে ধন ;
তাহাতে উপেক্ষা তব হ'ল কি কারণ।
পিতা বলে ভুরিদত্ত না ভাব অন্যথা,
ধননিতে পুন পুন বলিওনা বৃথা।
সংসারের সুখ শান্তি ভুগেছি বিশেষ ;
এখন সে ইচ্ছামম হইয়াছে শেষ।
ব্রহ্মচর্যা করিয়াছি সঙ্কল্প জীবনে,
সম্প্রতি সে সাধুব্রত পালিব নির্জ্জনে।
ধন রত্ন ভোগস্পৃগা নাহি মম আর ,
কি করিব ভুরিদত্ত রতনে তোমার ?
ইত্যাদি বলিয়া পিতা আনে নাই মণি ;
বলিব তোমার কাছে কি আর জননী ;
শুনিয়া ঈদৃশ বাক্য সন্তানের মুখে,
আরক্ত হইল চক্ষু বলে মন দুখে।
সত্যই কি প্রব্র্জিত হইবে ব্রাহ্মণ ;
এত সাধু সদাচারী হইল কখন ?
পুত্র কন্যা কার হাতে সঁপে গিয়াছিল ;
কেবা তাহাদের এই বৎসর পালিল।
চুরি ক'রে পলাইয়ে গেল নাগলোকে ;
পুত্র কন্যা সহ মোরে ফেলি মহাদুখে।

এতদিনে আসি হবে ধার্ম্মিক সুজন ;
কেবা তার পুত্র কন্যা ক'রবে পালন।
ভরণ পোষণ কেবা করিবে মোদের ;
জানা নাই কি আকেল দেখত মিন্সের।
ব্যাধ বৃত্তি করি যার জীবন যাপন ;
বাহবা ! রতনে তার কিবা প্রয়োজন ?
পোড়ামুখো কথা শুনে মনে হাসি ধরে ;
ধন না লইয়া দুষ্ট কেন এল ঘরে।
খেতে নাহি জুটে অন্ন কি ঠাট কথার ;
লোক কাছে ধরে আর ভাণ সাধুতার।
এ বলি ব্রাহ্মণী ক্রোধে মুষল লইয়া ;
সুপ্ত ব্রাহ্মণের পিঠে মারে আছাড়িয়া।
"ওহে দুষ্ট ধনে যদি নাহি তোর আশ ,
গৃহে কেন এলি তবে পালগে সন্ন্যাস।
তর্জ্জন গর্জ্জন আর মুষলের ঘায়ে ;
তাড়াতাড়ি শয্যাছাড়ি উঠে ব্যাধ ভয়ে।
সত্রাসে ব্রাহ্মণ ধূর্ত্ত হাঁপাতে লাগিল ;
হঠাৎ সুখের ঘুমে এই কিবা হ'ল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল হ'ল গণ্ডগোল ;
সেদিন বুঝিল ব্যাধ পৃথিবী যে গোল।
অকস্মাৎ কি প্রমাদ বুঝিতে নারিয়া ;
ব্যস্তে ব্রাহ্মণীর পায়ে ধরে জড়াইয়া।
"কি কর কি কর বলি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ;
রাগ ত্যজ কিবা দোষ বলহ আমারে।

"মতিভ্রম হ'ল নাকি প্রেয়সি তোমার;
ঘুমঘোরে মিছামিছি করিলে প্রহার।
"ব্রাহ্মণী বলিল ক্রোধে ওরে দুরাচার
দিতেছি প্রকৃত শাস্তি যেমন যাহার।
মতিভ্রম নহে মম মতিভ্রম তোর :
তাই তোর চোখে দিন রাত হল ঘোর।
বৎসর মোদেরে ছাড়ি কোথা গিয়াছিলি;
বল্ দেখি এতদিনে কি ধন আনিলি।
পত্নী পুত্র আছে নাই জানিলি সংবাদ;
শূন্য হস্তে ঘরে কেন আসবার সাধ।
ধনে নাহি প্রয়োজন লইবি সন্ন্যাস
দূর হয়ে পোড়ামুখো যা'গে বনবাস।"
এতাদৃশ ব্রাহ্মণীর ভৎসনা শুনিয়া;
কাতরে ব্রাহ্মণ কহে বিনম্র হইয়া।
"মনোরমা দাও ক্ষমা অধীনে তোমার;
করিবে কতই আর বল তিরস্কার ?
অরণ্যে থাকিতে পশু ধনুশর হাতে;
ভরণ পোষণে কিবা চিন্তা কর তাতে।
ধন আনি নাই দোষ ক্ষমহ আমারে
মৃগয়া করিয়া আমি পালিব সবারে।
যেমনি অদৃষ্ট লিখা হইবে তেমনি;
ভৎর্সিলে কি হবে আর কহ সুবদনি!"
ব্রাহ্মণের এতাদৃশ মিনতি দেখিয়া;
ব্রাহ্মণী ক্ষমিল তবে সদয় হইয়া।

তদবধি প্রতিদিন জীবিকা কারণ ;
পুত্র লয়ে মৃগয়ার্থে প্রবেশে কানন।
"যার কর্ম্ম তারে সাজে" কথা মিথ্যা নয় ;
স্বর্গ লাভে নিষাদের কিবা সুখোদয় ?

গরুড় ও তাপস।

হেন কালে ভক্তগণ শুন মন দিয়া ;
অপরূপ কথা এক যাইব কহিয়া।
পক্ষী জাতি গরুড় যে কত শক্তি ধরে ;
এ সূত্রে সংক্ষেপে কিছু জানাব সবারে।
কল্পস্থায়ী মহাতরু সিম্বলী নিবাসী ;
ক্ষুধায় গরুড় এক ঘুরে দশ দিশি।
প্রকাণ্ড উদর তার প্রকাণ্ড শরীর ;
কোথাও তেমন খাদ্য না পাইল বীর।
ক্ষুণ্ণমনে বিশ্বময় ভ্রমিয়া হতাশে ;
দক্ষিণ সাগর তীরে গেল অবশেষে।
পথশ্রমে অনশনে বসি সিন্ধুকূলে ;
ভাবিতে লাগিল বীর খাদ্য কোথা মিলে।
গরুড়ের সর্প জাতি প্রধান আহার ;
তাহা বিনা নাই মিঠে প্রবৃত্তি ক্ষুধার।
ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে স্থির করে মন ;
সর্প হেতু করিবে সে পাতালে গমন।
উচ্চ গিরিখণ্ড প্রায় প্রকাণ্ড শরীরী ;
কেমনে সমুদ্র গর্ভে পশিবে সে পুরী।

ইহাই প্রধান হঙ চিন্তার বিষয় ;
জলপথ পক্ষীদের সুগম না হয়।
নাহি জানি কোন পথ পাতালে যাইতে ;
সুড়ঙ্গের কথা শুনি কবি কল্পনাতে।
পাতাল অবনীতলে এই মাত্র জানি ;
কিন্তু যে কেমনে সেথা যায় নাহি জানি।
যা হৌক প্রকৃত আমি বর্ণিব তেমন্ ;
ইতি বৃত্ত গ্রন্থে যথা আছে বিবরণ।
পুরানাদি রামায়ণে গরুড়ের কথা ;
শুনিয়াছ সাধুগণ অসীম ক্ষমতা।
মতলব আঁটি এক সুপর্ণ সুবীর ;
চেয়ে দেখে সিন্ধুপানে ভীষণ গভীর।
তরঙ্গ পাহাড় তুল্য উঠে আর পড়ে ;
নিরন্তর শব্দ যেন মেঘে ডাক ছাড়ে।
কৃষ্ণবর্ণ জলরাশি দেখি ভীমকায় ;
সাহসে অপর কেবা যাইতে সেথায়।
ইতস্তত: কিছুক্ষণ ভ্রমি সিন্ধুকূলে ;
লাফ দিয়া উঠে বীর গগন মণ্ডলে।
ঢাকিল রবির কর বৃহৎ পাথায় ;
আঁধারে ভুবন যেন ঘোর বরিষায়।
দীর্ঘদেহ প্রসারিল সুমেরু মতন ;
শূন্যোপরি হ'ল যেন নূতন ভুবন।
বিস্তারিয়া পক্ষদ্বয় প্রকাশিয়া বল ;
তুলিল গভীর ধ্বনি ধরা টলমল।

পক্ষ-বাতে ঝঞ্ঝাবাত বহিল সাগরে ;
কূল ভাসাইয়া জল উছলিয়া পড়ে।
হাঙ্গর কুম্ভীর কূর্ম্ম জলজন্তু যত ;
শঙ্কপেয়ে স্তম্ভয়ে সবে স্থান চ্যুত।
সমুদ্র মন্থন করে দেবাসুরে মিলি ;
সবার অধিক বলধরে মহাবলী।
ঘন পক্ষ সঞ্চালনে গভীর হুঙ্কারে ;
বায়ু বিতাড়িত সিন্ধু দ্বিধা হয়ে পড়ে।
এইরূপে পক্ষ-বাতে সিন্ধু করি ভাগ ;
পাতালে প্রবেশে বীর ধরিবারে নাগ।
কিন্তু যে কেমনে হয় ধরিতে উরগে।
বীর পক্ষীরাজ তাহা নাহি জানে আগে।
একেত ক্ষুধিত তাহে আয়াসে আবার ;
হৃদয় হইল যেন জ্বলন্ত অঙ্গার।
অস্থির শরীর আর ঘূর্ণিত লোচনে ;
ধরে গিয়া এক নাগরাজে ততক্ষণে।
ভয়ে ভীত নাগপাতগরুড় দেখিয়া ;
পারিষদ ছিল যত গেল পলাইয়া।
নানামায়াধর নাগ বহু শক্তি ধরে ;
সে সব গরুড় কাছে ব্যর্থ হয়ে পড়ে।
কতই করিল নাগ প্রাণ বাঁচাইতে ;
কতবার ছিনাইয়া যায়ধৃত হ'তে।
হায়রে জীবন তরে ছুটে ক্ষিপ্ত প্রায় ;
শৃঙ্খল কাটিতে যেন বদ্ধ পাখীচায়।

যত শক্তি সব ব্যর্থ গরুড় সমীপে ;
পুনরায় ধরে গিয়া ভীষণ প্রকোপে।
গরুড় ধরিলে নাগে পালাইতে নারে ;
জানেনা বলিয়া তাই ধরে বারে বারে।
মস্তকে ধরিয়া শেষে ঝুলায়ে লইয়া ;
পূর্ব্ব পথে অবনীতে আসিল চলিয়া।
পাতাল হইতে বীর উঠি সিন্ধু কুলে ;
হিমাচল অভিমুখে চলে কুতুহলে।
সুমেরু উড়িল যেন পৃথিবী ছাড়িয়া ;
পাছে দোলে ধুমকেতু জ্যোতি প্রকাশিয়া।
জগত হইল স্তব্ধ, অদ্ভুত নেহারি ;
গগনে না বহে বাত ভয়ে ভীত বারি।
ত্রাস পেয়ে জীবগণ কাঁপিতে লাগিল ;
ধরায় অদ্ভুত কাণ্ড এই কিবা হ'ল।
স্থান ছাড়ে স্থলচর জলচর জল ;
সিংহ ব্যাঘ্র বন্য জন্তু ভয়েতে বিহ্বল।
উর্দ্ধ করে বলে সবে ওহে ভগবান ;
প্রলয়ের কাল বুঝি কর পরিত্রাণ।
ব্যোম বায়ু জল স্থল অবনী মণ্ডল ;
কাঁপাইয়া হিমালয়ে গেল মহাবল।
প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ এক পাদদেশে তার ;
গিরিশৃঙ্গ সম শাখা করিয়া বিস্তার ;
নেহারি বৃহৎ তরু বিশ্রামের তরে ;
ধীর পক্ষ সঞ্চালনে বসে তদুপরে।

তরুনিম্ন উপত্যকা অতি মনোরম;
তার পাশে শোভে এক তাপস আশ্রম।
সে সময় কাশীবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ
ঋষি প্রব্রজ্যায় করি প্রব্রজ্যা গ্রহণ।
মনোরম স্থান লভি তপ আচরণে;
পর্ণশালা নির্ম্মাইয়া বঞ্চে সেই বনে।
এই সেই ব্রাহ্মণের পবিত্র আশ্রম;
হিমালয় পাদদেশে শান্তি নিরূপম।
আশ্রমের পার্শ্বদিয়া চক্রমণ বীথি;
তার শিরে সুবৃহৎ শোভে বনস্পতি।
তাপস বিহরে দিনে সেতরু শিকড়ে;
গরুড় বসিল আসি তাহার শিখরে।
প্রাণ ভয়ে নাগরাজ মৃতের মতন;
অধোগত সোজালেজে ঠেকিল ভূবন।
গরুড় বিটপীশিরে, জানিয়া অন্তরে;
মুক্তি আশে দীর্ঘ লেজে বেড়িল তাহারে।
এমনি বেষ্টিল বৃক্ষ নাহি বিন্দু স্থান;
ছাড়িবেনা কদাচন যায় যাবে প্রাণ।
নাজানিল পক্ষীরাজ কিন্তু এব্যাপার;
দৃঢ়ধৃত শির যবে কি সন্দেহ আর।
কিছুক্ষণ তরুশিরে বিরাম লভিয়া;
নববলে ফুল্লমনে চলিল উড়িয়া।
কিকব শকতি তার মনে লাগে ত্রাস;
এমনি যে বেগে বীর উঠিল আকাশ;

মর্ম্মরিয়া তরুরাজ আমূল সহিত ;
তৃণবৎ তীব্র টানে হ'য়ে উৎপাটিত।
বায়ুবেগে বায়ুপথে বদ্ধ হয়ে লেজে ;
পশ্চাতে চলিল নাহি জানে পক্ষীরাজে।
কি আশ্চর্য্য মনে ভাবি দেখ বিচক্ষণ ;
বীরের অজ্ঞাত ইহা অদ্ভুত কথন।
ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডমাত্র ঠেকিলে শরীরে ;
ভারবোধে বারে বারে দেখি পাছুফিরে।
গিরিখণ্ড সমপ্রায় তরুসহ উড়ে ;
অথচ নাজানে দেখ কত শক্তিধরে।
অদ্বিতীয় শক্তিশালী গরুড় ত্বরিত ;
সিম্বলী বিমানে গিয়া হ'ল উপনীত।
ততক্ষণে নাগরাজ শ্বাস রুদ্ধ হয়ে ;
উপনীত জীবনের আসন্ন সময়ে।
ক্রমশঃ দেহের গ্রন্থি শিথিল হইল ;
অজ্ঞাতে ন্যগ্রোধ বৃক্ষ খসিয়া পড়িল।
পড়িতে পড়িতে তরু বিদরি গগণ
তুলিল পবন পথে প্রলয় পবন।
মহাশব্দ করিতরু পড়িতে ভুবনে।
সুপর্ণের সেইশব্দ পশিল শ্রবনে।
সিম্বলী বিমানে বীর কান্ত কলেবরে ;
ক্ষুধায় অনন্যমনেরত নাগাহারে।
হঠাৎ এহেন ধ্বনি শুনিয়া শ্রবণে ;
কিসের এ শব্দ বলি চাহে ধরা পানে।

গরুড় দর্শন শক্তি এতযে প্রবল ;
সিম্বলী বিমানে থাকি দেখে ধরাতল ;
তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতায় দেখে মহাবীরে ;
প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ এক পড়ে ঘুরে ঘুরে।
ভাবিতে লাগিল বীর এ কি কারণ ;
"শূন্য হ'তে বৃক্ষ কোথা পড়িবে ভূবন।
আসিবার কালে আমি বিরামের তরে ;
বসেছিনু হিমালয়ে বনস্পতি শিরে।
নাগদ্বারা কোনরূপে আক্রান্ত হইয়া ;
তাহাবাকি মূল সহ আসিল উঠিয়া ?
যদ্যপি হইবে তাহা তবে ভয় পাই ;
যেই হেতু তাপসের আশ্রম সে ঠাঁই।
তাপস তাহার তলে ছিল তপস্যায় ;
নাহি জানি তপঃ যদি ভঙ্গ হয়ে যায়।
তবে ত তাহার পদে করি মহাদোষ ;
অভিশাপ দিতে পারে পাছে করি রোষ
পড়িলে নিস্তার নাই ঋষি কোপানলে ;
নিমিষে পাষাণ ভস্ম জলে অগ্নি জ্বলে।
ক্ষুধা শান্তি করি পাছে যাইব সেথায় ;
যদি তাই হয় তবে ক্ষমা চা'ব পায়।"
চঞ্চুতে বিদরি বক্ষ নাগের তখন ;
মেদমজ্জা পরিপূর্ণ করিয়া ভক্ষণ।
দক্ষিণ সাগর জলে অস্থি ফেলি দিয়া ;
ধরাতলে নামে বীর সিম্বলী ছাড়িয়া।

নামিতে নামিতে আসি আশ্রমের পথে ;
দেখিল আশ্রম কিন্তু বৃক্ষ নাই তাতে।
তরু উৎপাটিত স্থান সমান কারণ ;
নিরত তাপস সেথা মলিন আনন।
বাস্তবিক তাপসের এই বনস্পতি ;
বড় উপকারী ছিল প্রিয় বস্তু অতি।
দিবা বিহারের তার শান্তির আশ্রয় ;
নষ্ট হ'ল ব'ল মনে অশান্তি উদয়।
গরুড় অনতিদূরে নেহারি সকল ;
ছদ্মবেশে বিপ্ররূপে সেথা উপজিল।
প্রণমিয়া তাপসেরে ব'স সন্নিধানে ;
জিজ্ঞাসে বিনত ভাবে আনত আননে।
"কিসের এস্থান প্রভো ! গর্ত্তময় কেন ;
নিজকৃত কার্য্য নিজে নাহি জানে যেন !
শুনিয়া গরুড় বাক্য তাপস তখন ;
নরজ্ঞানে আদ্যোপান্ত বলে বিবরণ।
"উপাসক ছিল হেথা এক বনস্পতি ;
সুশীতল ছায়াযুক্ত মনোরম অতি।
করিতাম তারতলে দিনে অবস্থান ;
লভিতাম শান্তি সুখ জুড়াইত প্রাণ।
ক্ষুধিত গরুড় এক মহানাগ ল'য়ে ;
তাহার শিখরোপরি বসিল আসিয়ে।
ভয়ে ভীত নাগরাজ মুক্তির আশায় ;
লেজ দিয়া দৃঢ়রূপে জড়াইল তায়।

হেনকালে পক্ষীরাজ উড়িল অম্বরে ;
তারি বেগভরে তরু উপাড়িয়া পড়ে।
উরগ বিটপী লয়ে গেল মহাবীর ;
আশ্চর্য্য শকতি তার প্রকাণ্ড শরীর।
আশ্রম সান্নিধ্যে তাই সমতল করি ;
দ্বিতীয়তঃ দিনে হেথা তপশ্চর্য্যা করি।
শুনিয়া তাপস বাক্য গরুড় কহিল ;
"তবে কি তাহার প্রভো! অকুসল হ'ল ?
"ইহার কারণ যদি সুপর্ণ না জানে ;
প্রয়োগ না করে শক্তি তরু উৎপাটনে।
তাহা হ'লে অকুসল হয় নাই তার ;
যেহেতু চেতনা বিনা নহে পাপাচার।"
"তা'হ'লে কি নাগেরও পাপ নাহি হয় ?
সেবকে সদয় হয়ে কহ দয়াময়।"
"ধরে নাই সে ইহা কভু উৎপাটনে ;
সভয়ে বেড়িল বৃক্ষ মুক্তির কারণে।
অতএব তাহারও নহে অকুসল ;
ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্যে নাহি ফলাফল।
কর্ম্ম করে প্রাণিগণ যে যেমন ভাবে ;
বাঞ্ছা অনুযায়ী তাহা ভোগে নানাভাবে।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি করি ফলে যেই ফল ;
অভাব যাহার যাহা না ভোগে সে ফল।
ইন্দ্রিয় শকতি নাই জন্মাবধি যার ;
জিতেন্দ্রিয় বলি আখ্যা হ'তে নারে তার।

কায় মনে যা করিবে কুশলাকুশল ;
অবশ্য ভুঞ্জিতে হ'বে কালে তার ফল ;
চেতনার বৈপরীত্যে করমের ফল,
সতে, পাপ নাহি ফলে, অসতে কুশল।
না পাইবে শুভকর্ম্মে অশুভের ফল,
অকুসল করি কোথা কুশল সম্বল ?
কায়মনো বাক্যে সব পাপ পুণ্য যাহা ;
জানিতে হইবে আর ভিন্ন নাহি তাহা।
ভক্তি, যোগ কর্ম্ম বিনা মুক্তি নাহি জানি ;
ভক্তি-রথে যোগ-মার্গে কর্ম্ম করে জ্ঞানী।
সুতরাং অচেতনে নাহি জন্মে ভাব ;
অভাবে বিপাক নাই ভাব প্রতি লাভ।"
শুনি তাপসের এই হিতবাক্য চয় ;
আনন্দে বিহগপতি দিল পরিচয়।
"আমিই গরুড় সেই নীচ দুরাশয় ;
দাসের অজ্ঞানা দোষ ক্ষম দয়াময়।
প্রজ্ঞা সমন্বিত তব উপদেশ পেয়ে ;
বহিল আনন্দ স্রোত আতঙ্ক হৃদয়ে।
খেচর জাতীয় মোরা নিতান্ত অজ্ঞান ;
নাহিক এমন শক্তি দিতে প্রতিদান।
দয়া করে নিজগুণে যদ্যপি ক্ষমিলে ;
দাস জ্ঞানে তুষাতোষ স্নেহপুত জলে।
একাকী অরণ্যে বাস কর তপোধন ;
বাধা বিঘ্ন কত শত আছে অগণন।

সিংহ ব্যাঘ্র হিংস্র জন্তু কত শত্রু আছে;
বিশেষতঃ সর্প ভয় দিবারাতি পাছে।
নিদ্রিতে জাগ্রতে সদা আহার বিহারে;
কে জানে কখন আসি পরমাদ পাড়ে।
আমি এক মন্ত্র জানি সর্পবশ কারী;
দিতেছি গ্রহণ কর প্রভো কৃপাকরি।
উরগ জাতির ভয় রবেনা কখন;
হীনবল নাগবল মন্ত্রের সদন।
অদম্য নাগের তেজ ভুবন মাঝার;
ইহা বিনা মহৌষধ নাহি দমিবার।”
তাপস বলিল শুনি গরুড় বচন;
“পক্ষীরাজ মন্ত্রে মম নাহি প্রয়োজন।
গৃহ সুখ পরিহরি তপঃ আচরণে;
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি এসেছি কাননে।
সর্প ব্যাঘ্র ভক্ষ্যরূপে যদি গ্রহণিবে;
সেত নিয়তির গতি, বল কে রোধিবে।
কারো বধ্য কেহ নহে কেহ কারো ভক্ষ্য;
কৃত কর্ম্মফল ভোগে দাতা উপলক্ষ্য।
প্রতিধ্বনি তুল্য এই ভব চরাচর;
সব নিজে কেহ নহে আপন বা পর।
অজ্ঞান জীবের মনে আঁধারের ভাগে;
তুমি আমি আত্মপর ভেদ জ্ঞান জাগে।
হর্ত্তা, কর্ত্তা, ভোক্তা, দাতা, নিজেই নিজের;
আমি করি আমি ভোগী বিপাক কর্ম্মের।

যা আছে প্রাক্তন লিখা ভূঞ্জিব তা সব ;
পক্ষীরাজ কি করিব মন্ত্র লয়ে তব ?”
এতেক কহিলা ঋষি গরুড়ে তখন ;
কিছুতে তাহার কিন্তু প্রীত নহে মন ।
করিবে তাপসে ধ্রুব মন্ত্রৌষধি দান ;
এ বাসনা কিছুতেই নহে প্রত্যাখান ।
যতই তাপস তাহে অনিচ্ছা জানায় ;
ততই বিহঙ্গরাজ নিবেদয়ে পায়।
অবশেষে কোন মতে এড়াতে নারিয়া ;
একান্তই সুপর্ণের বাসনা জানিয়া ।
মনস্তুষ্টি সম্পাদনে করিল গ্রহণ ;
হইল বিহঙ্গরাজ আনন্দে মগন ।
প্রদানিল মন্ত্র আর বনৌষধি যত ;
উপযোগী চিনাইয়া দিল যথাযথ ।
কেমন মন্ত্রের গুণ ভেষজ কেমন ;
বিস্তারিত সবিশেষ কহি বিবরণ ।
সুপর্ণ, ঋষির নমি কমল চরণে ;
আনন্দে চলিয়াগেল সিম্বলী বিমানে ।

ঋণী ব্রাহ্মণ ।

বৃদ্ধাঙ্কুর জন্ম কথা অপূর্ব্ব কথন ;
মন দিয়া একে একে শুন ভক্তগণ ।
বিবিধ ঘটনা পূর্ণ বিবিধ কাহিনী ;
ভবরোগ শান্তি কারী মৃত-সঞ্জীবনী ।

উপন্যাস নহে ইহা নহে রমান্যাস ;
নাটকের নাই হেথা রস রঙ্গ-ভাষ।
আপাতঃ সরস মিথ্যা মোহজ মধুর ;
কিছু নাই, অধিকন্তু মধুরে মধুর।
নীরস ধরম বাণী জ্ঞানীর অন্তরে ;
সুধা হ'তে সুধাধারা বরিষণ করে।
কষ্ট বিনা ইষ্টলাভ নহে কদাচন ;
অতি কষ্টে দীন করে তীর্থ দরশন।
দুর্গম বন্ধুর অতি উচ্চ গিরি শিরে ;
যে কোন রকমে যদি উঠিবারে পারে।
তাহ'লে ভূতল-শোভা অতুল দর্শনে ;
শ্রান্তিহারী শান্তিবারি লভে সে জীবনে।
বিবিধ কাহিনী পূর্ণ বিবিধ ঘটনা :
ইহারও অঙ্গে আছে যত আবর্জ্জনা।
ধৈরয ধরিয়া যদি শুন ভক্তগণ ;
তাহ'লে লভিবে পাছে শান্তির জীবন।
সে সময় কাশীবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ ;
দীন দুখী বহুঋণী চিন্তায় মগন।
পুত্র কন্যা ব্যয়ভার চালাতে নারিয়া ;
ঋণ ভয়ে গৃহ হ'তে গেল পলাইয়া।
ভাবিল কি ফল আর বাঁচিয়া জীবনে ;
মরিব প্রবেশ করি বিজন কাননে।
উত্তমর্ণ বারে বারে জ্বালাতন করে ;
অথচ সন্তানগণ অনাহারে মরে।

বাছাদের বিমলিন হেরেও বদন ;
আজিও জীবিত আছি ! ধিক্‌রে জীবন !
বড়ই কঠিন মম পাষাণ হৃদয় ;
তানাহ'লে বাঁচিয়াও কেন এ সময়।
আর না, সহিতে নারি হৃদয়ের দুখ ;
উপবাসে বাছাদের জীর্ণ চাঁদ মুখ।
হায়রে বিধাতা মোর এই ছিল ভালে ;
কাঁদাবারে অভাগায় পুত্র কন্যা দিলে।
শকতি না দিলে যদি ভরণ পোষণে ;
কেন ভাড়াইলে তবে অন্ধেরে দর্পনে !
দারাসুত পরিহরি স্বদেশ স্বজন ;
শেষে হল বনে যেতে ত্যজিতে জীবন ?
এতই নিয়তি গতি ! থাকে যদি ভালে ,
যাক্ তবে মরি গিয়া কি হবে ভাবিলে ?
স্বদেশ বিদেশ মম, বিদেশ স্বদেশ ;
যথারণ্য তথাগৃহ গরীবের শেষ।"
ভাবিতে ভাবিতে বিপ্র উন্মত্ত হইয়া ;
গৃহ ছাড়ি ঘোরারণ্যে প্রবেশিল গিয়া
ক্ষুণ্ণমনে ক্রমান্বয়ে চলিতে চলিতে ;
উপনীত হিমালয় গভীর বনেতে।
কত নদ কত হ্রদ অরণ্যানী কত ;
অতিক্রমি গেল উচ্চ গিরি শত শত।
হিংস্র জন্তু সাড়াশব্দ না শুনিল কানে ;
না হেরিল বন্য জন্তু কুত্রাপি নয়নে।

অভাগা মরিতে পশে নাহি ভয়ত্রাস ;
বনের পশু ও বুঝি গেল বনবাস।
হিমালয় পাদদেশে চিত্ত বিনোদন ;
তাপসের যেথা সেই শান্তি নিকেতন।
শৈল মালা কিরীটিনী গভীর কান্তার ;
প্রকৃতি বিরামে যেন নীরব পাথার।
উর্দ্ধে স্থির অধিত্যকা চেয়ে নভপানে ;
নিম্নে উপত্যকা ধীর মিশি কুঞ্জ প্রাণে।
সমীরণ ধীরে যায় নীরবে বহিয়া ;
লতা পাতা তরুরাজী কুসুম চুমিয়া।
শির নোয়াইয়া সবে করে প্রতিদান ;
ধীরে ধীরে অতি ধীরে ঢালিয়া পরাণ।
নূতন মুকুল কেহ দেয় পুরস্কার ;
কেহবা পরায় গলে গন্ধ-প্রেমহার।
গন্ধবহ বহি তাহা সকলে বিলায় ;
কুজনি উঠিল পাখী মোহিয়া কুলায়।
উচ্ছিষ্ট পিরীতি-রসে মুগ্ধ নহি অলি ;
গুঞ্জরি কুসুম পাশে আসে শীঘ্র চলি।
করভ করভী প্রেমে মত্ত কুঞ্জে কুঞ্জে ;
ছুটাছুটী করে কত হয়ে পুঞ্জে পুঞ্জে।
সুরঙ্গিনী কুরঙ্গিনী রঙ্গ রসে মাতি ;
নির্ঝরিণী কুলে কুলে ভ্রমে দিবারাতি।
সিংহ সিংহী ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রী ভ্রমি গিরি শিরে ;
নানাবিধ বীরত্বের অভিনয় করে।

নাপশে মিহির কর যে ঘোর গহ্বরে ;
অনন্ত অনন্ত যেথা কভু বা বিহরে ।
লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী পরাণি নিচয় ;
সে স্থানে বসতি করে কে করে নির্ণয় ।
অথচ সেথায় নাই ঘোর হাহাকার ;
সতত নীরব যেন শান্তি পারাবার ।
হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ হ'লেও সে স্থান ।
জটিলতা কুটিলতা নাহি পায় স্থান ।
মানুষের সঙ্কীর্ণতা নীচতা হইতে ;
শত শ্রেয় সেই বন এই অবনীতে ।
হিংসা, নিন্দা, কুৎসা, ঘৃণা মানুষের মত ;
সর্ব্বকালে যেথা নাহি থাকে বিরাজিত ।
কালে বা অকালে তারা কারণ বিহনে ;
মানুষের মত মত্ত নহে রক্ত পানে ।
সংসারের কোলাহল নাপশে যেথায় ;
প্রকৃতি রমিত ধ্যানে লতায় পাতায় ।
অযত্ন রক্ষিত ক্ষুদ্র বৃহৎ সরসী ;
অন্তঃর্জলে ভানু বিধু খেলে দিবানিশি ।
কমল কুমুদী হাসে লভিয়া যৌতুক ;
শাখে ব'স পিক যেথা করিছে কৌতুক ।
একাকী তাপসী সেই সে বিজন বনে ;
নির্ম্মাইয়া তপাশ্রম তপঃ আচরণে ।
সংসারের দুখ রাশি করিতে হরণ ;
নিশিদিন ধ্যানে রত মুদিয়া নয়ন ।

অবশেষে সেথা আসি উপনীত হ'ল ;
তাপসে নেহারি বিপ্র আশ্বস্ত হইল।
ধীরে ধীরে কুঠিরেতে প্রবেশ করিয়া ;
প্রণমে যুগল পদে বিনম্র হইয়া।
ক্লান্ত মনে একপাশে বসিল ব্রাহ্মণ ;
অতিথি নেহারি ঋষি করে সম্ভাষণ।
"উপাসক কোথা বাস কিবা প্রয়োজনে ;
হেথা আসিয়াছ কহ কি সঙ্কল্প মনে ?
গৃহ লোকালয় ছাড়ি কিসের কারণ ;
ঘোরারণ্যে পশিয়াছ বিরাগী মতন।
কোন দুখে পরিহরি এসেছ আগার ;
বিমলিন হেরি কেন বদন তোমার ?"
এতাদৃশ তাপসের শুনি সুবচন ;
ব্রাহ্মণ কাতরে বলে আত্ম বিবরণ।
আদ্যোপান্ত সংবার্ত্তা ঋষির সদনে
একে একে জানাইল বিষাদিত মনে।
বিপ্রের এতেক শুনি দুখ বিবরণ।
স্নেহ রসে অভিভুত হ'ল ঋষি মন।
অনেক প্রবোধ বাক্যে বুঝায়ে বিস্তর ;
বলিল তাপস থাক আশ্রম ভিতর।
ফলাহারে করি আমি জীবন যাপন ;
তাতে তোমারও হ'বে জীবন যাপন।
ভোগিতে করম ফল আসিয়াছ ভবে ;
চিন্তা শোক করা বৃথা এখন তা সবে।

যেমন নিয়তি গতি ভোগিবে তেমন ;
চিন্তা ত্যজি তপোবনে বঞ্চহ এখন।
তাপসের উদারতা হেরিয়া অপার ;
কথঞ্চিত হ'ল প্রাণে আশার সঞ্চার।
তদবধি যথাবিধি তাপসের সনে ;
না গৃহী না যোগী ভাবে বঞ্চে তপোবনে।
যথা কালে ঋষি সেবা করি সম্পাদন ;
হ'ল বিপ্র তাপসের প্রীতির ভাজন।
এরূপে তাহার প্রায় গত বহু দিন ;
চিন্তায় দিবস যামী তনু হ'ল ক্ষীণ।
মায়ায় মানব হৃদি, মায়ার নিদান ;
পুত্র কন্যা দারা স্নেহ আহুতি প্রদান।
থেকে থেকে মনে উঠে পুত্র কন্যাগণে।
ধিকি ধিকি জ্বলে প্রাণ অন্তর আগুণে।
অবস্থার শেষ গতি যদি হয় কার ;
তার চোখে ধরাধাম দিবসে আঁধার।
সে জানে কেমন দুখ ভবে অভাবের ;
বদন বাদান বৈত নয় অপরের।
ব্যথিতের ব্যথা যদি বুঝিত সকলে ;
শান্তিময় বিশ্বরাজ্য হইত তা হ'লে।
অবস্থার প্রতিকারে না থাকিলে বল,
জীবনেতে আছে আর কিবা সুখ বল।
হায়রে নিয়তি তোর পড়িয়া কবলে,
সোনার সংসার কত গেল রসাতলে।

ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণের বিবর্ণ শরীর ;
গৃহ দারা পুত্র কন্যা চিন্তায় অস্থির ।
দিন দিন তনু ক্ষীণ হেরিয়া তাহার ;
তাপসের মনে হ'ল দয়ার সঞ্চার ।
"ভাবিলা এ দ্বিজ মম বড় উপকারী ;
কিবা প্রতিদান আমি করিব তাহারি ।
দিবাবিভাবরী মম সেবার কারণে ;
সহিতেছে বহু ক্লেশ বিজন কাননে ।
কি দিয়ে তুষিব আমি তাহার অন্তর,
অধিকন্তু ধনে তার ইচ্ছা নিরন্তর ।
অনুক্ষণ মনে করে গৃহ পরিজন ;
নহেত সন্ন্যাসী সেই আমার মতন ।
আকিঞ্চন হেতু তার আকিঞ্চন ধনে ;
কিন্তু আমি ধন কোথা পাব তপোবনে !
সুপর্ণ প্রদত্ত এক মন্ত্র মাত্র জানি ;
তাহাই প্রদান তারে করিব এখনি ;
তা'তেও যদি বা কিছু ধন লাভ করে,
দরিদ্রতা ক্লেশ কিছু ঘুচিবে সংসারে ।
ভাবিয়া তাপস ইহা স্থির করি মনে ;
অবশেষে মন্ত্র দিল ডাকিয়া ব্রাহ্মণে ।
বহুদিন হে ব্রাহ্মণ আছ তপোবনে ;
তুষ্ট হইয়াছি তব শিষ্ট আচরণে ।
ধন রত্ন কোথা পাব তাপস জীবনে ;
সংসার সর্ব্বস্ব ত্যজি এসেছি বিপিনে ।

গৃহী তুমি ধন লাভে অভিলাষ কর ;
সম্পদ সম্বল কিন্তু কিছু নাই মোর।
সাপুড়িয়া মন্ত্র এই করহ গ্রহণ ;
দিয়াছিল ইহা মোরে বিনতা নন্দন।
বাঞ্ছাপূর্ণ হবে ই'থে না ভাবিও হেয় ;
বরঞ্চ তোমার পক্ষে এই উপাদেয়।
তাপসের এই বাণী করিয়া শ্রবন ;
অনিচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বে করিল ব্রাহ্মণ।
কিন্তু পাছে পুনরায় অবস্থার দায়ে ;
গ্রহণ করিল মন্ত্র আশার হৃদয়ে।
মন্ত্র দিয়া ঋ'ষ তাকে বলিল তখন ;
অলম্পায় নাম তব হইল ব্রাহ্মণ।
এ বলি ভেষজ সেই দেখাইয়া দিল ;
পক্ষীরাজ যাহা যাহা শিখাইয়া গেল।
মন্ত্র পেয়ে ঋণীবিপ্র ভাবিল অন্তরে ;
সর্প নৃত্য করাইব নগরে নগরে।
তা'হলে হইবে মম যেই ধন লাভ ;
তাহা দিয়া উত্তমর্ণ হাতে ত্রাণ পাব।
অধিকন্তু পুত্র কন্যা ভরণ পোষণ ;
কোন মতে কষ্টে শিষ্টে হ'বে সমাপন।
ইহা ভাবি কিছুদিন বঞ্চিয়া সেথানে ;
বিদায় প্রার্থনা করে তাপস সদনে।
"বহুদিন হ'ল প্রভু আছি তব স্থান ;
দারা কন্যা পুত্র তরে দহিছে পরাণ।

দ্বিতীয়তঃ বাত রোগ হইল আমার,
গৃহে যেতে ভিক্ষা চাই চরণে তোমার।
না জানি ভকতি পূজা অবোধ ব্রাহ্মণ;
দোষ করিয়াছি যত ক্ষম তপোধন।
আনন্দ পাইব মনে ওহে শুদ্ধমতি;
গৃহে যাইবারে যদি পাই অনুমতি।
আশ্রয় বিহীন দীনে আশ্রয় প্রদানে,
যা করিলা উপকার অশোধ্য জীবনে।
কেবল রহিল মম এই দুখ মনে;
নারিলাম মনোমত সেবিতে চরণে।
শুনিয়া তাপস ইহা জানি মনোগতি।
হাসিমুখে ব্রাহ্মণেরে দিলা অনুমতি।
আদেশ পাইয়া বিপ্র প্রণমিয়া পায়,
আশ্রম ছাড়িয়া চলে লইয়া বিদায়।
যমুনার কুলে কুলে পল্লী অভিমুখে,
মৃত মন্ত্র সধ্যায়নে যায় মন সুখে।
সবে মাত্র সে সময় গত বিভাবরী;
ঊষা আসি সমুদিতা লইয়া মাধুরী।
মৃত বনে হ'ল পুন প্রাণের সঞ্চার;
বিবিধ কুজন সহ জাগিল আবার।
ফুটিল নিকুঞ্জ-শোভা মঞ্জু সুহাসিনী;
মুদিল সরমে সরে যত কুমুদিনী।
বনশিরে স্বর্ণাসনে বন বিনোদিনী,
সম্ভাষে কৌতুকে সাথে ঊষা সুবদনী।

নাগ-লীলা।

ভূচর খেচরগণ গহ্বরে শেখরে ;
বিগত জীবনী সবে ভাষে পরস্পরে।
নবীন বয়সে দিবা নবীন হরষে ;
সাজিল মনের মত মোহিনীর বেশে।
আভাময়ী প্রকৃতির আভা মেখে গায়,
ব্রাহ্মণ আনন্দ মনে ধীরে ধীরে যায়।
হেনকালে নাতিদূরে যমুনা পুলিনে,
হেরিল অপূর্ব্ব দৃশ্য উষার কিরণে।
সহস্রেক নাগ কন্যা ভুবন মোহিনী ;
রূপবতী জ্যোতিষ্মতি জিনি সৌদামিনী।
সুচারু চিকুর দামে বেনী বিনাইয়া ;
নৈশনভে শশী শোভে যেন বা বাসয়া।
উজলি যমুনা তীর দেহের প্রভায় ;
দ্বিগুণ মোহিনী বেশে সাজাল উষায়।
রক্তাভ অধর প্রায় নধর বদনে,
উছলিয়া পড়ে রূপ নয়ন দর্পনে।
সহস্র প্রতিমা যেন হীরক মণ্ডিত ;
চক্রাকারে বিনাসূত্রে ফুলমালা মত।
তার মাঝে ধরাতলে মণি শোভা পায় ;
বাঞ্ছাকল্পতরু-কান্তি মিহিরের প্রায়।
দয়াময় ভূরিদত্ত দয়ার কারণে,
যাহা আগে দিয়াছিল নিষাদ ব্রাহ্মণে।
সে মণি লইয়া সুখে সহস্র নাগিনী ;
যমুনার কূলে আসি বঞ্চিল যামিনী।

মণিখণ্ড রাখি তীরে তাহার প্রভায়,
সারারাত্রি জল কেলী করে যমুনায়।
প্রভাত হইলে ধীরে সুখের রজনী,
বিরামে বসিল সবে বেষ্টিয়া সে মণি।
মন্ত্র অধ্যায়ন কারী ব্রাহ্মণ তখন,
ধীরে ধীরে সেই স্থানে করে আগমন।
ভয়ে ভীত হয়ে বিপ্র অপরূপ হেরে,
পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চৈস্বরে উচ্চারণ করে।
মন্ত্র শব্দ শুনি নাগ মাণবিকা গণ,
ভাবিল গরুড় বুঝি করে আগমন।
সুপর্ণ বিষম শত্রু নাগের জীবনে;
সেই ভিন্ন কারে নাই ডরে ত্রিভুবনে।
গরুড় বলিয়া তাই ত্রাসিত হইয়া,
নিমিষে পাতালে গেল অদৃশ্য হইয়া।
ব্যস্ত ভাবে নাগীগণ পলাইয়া গেল;
ভুলে মণিরত্ন সেথা পড়িয়া রহিল।
জ্যোতিম্ময় মণি হেরি ভাবিল ব্রাহ্মণ;
বুঝি বা মন্ত্রের ফল ফলিল এখন।
ঋষি বলেছিল ইথে ধন লাভ হবে;
অব্যর্থ তাহার বাণী বুঝিলাম এ'বে
লোকে বলে একমণি সাত নৃপ ধন,
বাহাবা কপাল কার আমার মতন!
এ বলিয়া হৃষ্টচিত্তে ভূমণ্ডল হ'তে,
যতনে রতন বিপ্র তুলি নিল হাতে।

দেখিতে দেখিতে তাহা চলিতে লাগিল ;
হেনকালে ব্যাধসনে পথে দেখা হ'ল।
সোমদত্ত পুত্র লয়ে সেদিন ব্রাহ্মণ,
রজনী না হ'তে গত আসে সেই বন।
দূর হ'তে মণি দেখি ব্রাহ্মণের হাতে ;
গোপনে পুত্রকে ব্যাধ লাগিল কহিতে।
"চেয়ে দেখ না হয় কি এই সেই মণি ?
পথিকের হাতে ওই ওহে যাদুমণি।
যাহা আগে ভূরিদত্ত আমাদের দিয়া ;
সাধিল লইতে বহু মিনতি করিয়া।"
"সোমদত্ত হেরি তাহা বলিল তখন,
"হবে পিতা এই সেই অমূল্য রতন।"
তাহা যদি হয় বাছা নিশ্চয় এবার ;
ইহারে ঠকায়ে মণি নিতেছি আমার ;
নীরবে চাহিয়া থাক আসুক সে জন,
লইব করিয়া তার অগুণ কীর্ত্তন।"
"সোম দত্ত বলে পিতা না বল সে কথা ;
যে ঠকায় সেই ঠকে না হয় অন্যথা।
পরেরে বঞ্চনা বাঞ্ছা পোষে যেই জন ;
আপনি বঞ্চিত আগে হয় সেই জন !
ভূরিদত্ত দিয়াছিল অযাচিত ভাবে,
কেন লইলেনা মণি সে সময় তবে ?
এখন পরের কাছে হেরিয়া রতন ;
ঈর্ষা লোভে ঠকাইতে করেছ মনন।

না হয় উচিত পিতা করা কু ধারনা ;
লোভ সংবরন কর ত্যজ কু কামনা।"
নিষাদ পুত্রের মুখে শুনি হিত বাণী ;
কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে কহিল তখনি।
"দেখ ভবে কে কাহারে ঠকাইতে পারে ;
কিছু না বলিও তুমি থাক চুপ করে।
ক্রমে অলম্পায় "সেথা উপনীত হ'ল।
নিষাদ ব্রাহ্মণ সনে মিলিত হইল।
নিরজনে জন পেয়ে আনন্দ হৃদয় ;
পরস্পর পরস্পরে দিল পরিচয়।
নিশ্চয় কে সুনিশ্চয় করিবার তরে ;
অথবা আপন কার্য্য সিদ্ধি বাঞ্ছা করে।
অতপর অলম্পায়ে নিষাদ ব্রাহ্মণ,
জিজ্ঞাসে কপট হাসি হাসিয়া তখন।
"হে ব্রাহ্মণ অলম্পায় জিজ্ঞাসি তোমায়।
সুলক্ষণ মণি এই পাইলে কোথায় ;
কে দিল তোমারে ইহা কেমন সেজন ;
কোথা হ'তে আসিতেছ কহ বিবরণ।"
অলম্পায় বলে ব্যাধে গত ঊষাকালে,
আসতে দেখিনু পথে যমুনার কুলে।
লোহিতাক্ষী সমন্বিত সহস্র রমণী ;
যমুনার কুলে বসে বেষ্টিয়া এ মণি।
স্ত্রী-অঙ্গ বরণে আর মণির কিরণে ;
সহস্র অরুণ যেন উদিল ভুবনে।

হঠাৎ আসিনু সেথা পেয়ে মম সাড়া,
নিমিষে কোথায় গেল লুকাইয়া তারা।
মণিটি রহিল মাত্র পড়িয়া সে স্থানে;
কুড়াইয়া আনিলাম তাই সযতনে।"
নিষাদ বলিল পুন ছলিতে তাহায়;
ইহার কাহিনী তবে শুন অলম্পায়।
এমণির গুন আমি জানি ভাল মতে;
জাননা বলিয়া তাই হইল কহিতে।
রূপে রত্নে অদ্বিতীয় অমূল্য যেমন;
গৌরব সম্মান হয় করিতে তেমন।
নিত্য নিত্য শুচিভাবে শুচি বস্ত্র দিয়া;
পূজিতে হইবে শুচি আধারে রাখিয়া।
বিধিমতে নিত্য পূজা হইলে ইহার;
ভ্রমে যদি নহে কভু ত্রুটি অনাচার।
তাহা হ'লে সেবকের মঙ্গল সাধক;
কিন্তু ব্যতিক্রমে কিন্তু জীবন নাশক।
দোষে গুণে উভয়েই হুতাসন প্রায়;
হয় সুখে নয় দুখে, ফেলে ঘোর দায়।
জানিবেনা তুমি কভু পূজন ইহার;
পড়িলে ত্রুটীর কোপে রক্ষা নাই আর।
সেকারণে অবহিতে বলিতেছি আমি
অন্যথা কিছুই ইথে ভাবিওনা তুমি।
শত ভরি স্বর্ণ দিব করহ গ্রহণ;
বিনিময়ে মণি দাও আমার সদন।"

মণির ক্ষমতা জানে নিষাদ পাপিষ্ঠ ;
তাই তারে স্বর্ণ দিতে বলেছিল দুষ্ট ।
না হয় তাহার ঘরে সুবর্ণ কেমন ;
দেখে নাই চোখে, যদি স্বপনে কখন ।
মাত্র তাম্র খণ্ড যার দুর্ল্লভ জীবনে ;
আশ্চর্য্য ! সুবর্ণ দিতে বলে সে বদনে ।
ভেবেছিল ব্যাধ ইহা অন্তরে তাহার ;
"সুবর্ণের লোভে যদি মণি পাই তার ।
তা'হলে করিয়া স্নান পবিত্র শরীরে ;
ধৌত করি ধরি মণি মস্তক উপরে ।
প্রার্থনা করিব পাছে তাহার সদন ;
দাও মোরে শত ভার সুবর্ণ রতন ।
নিশ্চয় করিবে মণি তবে সোণা দান ;
তাহাই ব্রাহ্মণে পাছে করিব প্রদান ।"
জ্ঞাত ছিল নিষাদের মণির ক্ষমতা ;
বীরদর্পে বলেছিল তাই এই কথা ।
কিন্তু তাতে না হইল কোন ফলোদয় ;
নিষাদের বাক্য শুনি অলম্পায় কয় ।
"শত ভরি স্বর্ণে কিংবা অন্য কোন ধনে ;
বিনিময় হ'তে নারে মম মণি সনে ।
রূপে গুণে সুদুর্ল্লভ এ হেন রতন ;
হেন রত্নে বিক্রেয় সে না হয় কখন ।"
ভেবেত নিষাদ ভাবি বিষাদ হরিষে ;
লোভ সম্বরিতে নারি পুনরায় ভাষে ।

"স্বর্ণ রৌপ্যাদিতে বিপ্র বলি পুনরপি,
বিক্রয় বা বিনময় না হয় যদ্যপি।
তা হ'লে করিবে কিসে বল বিনিময়;
অথবা কি করিবেনা কিছুতে বিক্রয়?
"অলম্পায় বলে পুন সম্বোধি ব্রাহ্মণ;
বিনময় হবে কিসে করহ শ্রবন।
ঋদ্ধিবন্ত জ্যোতিষ্মান মহাবলধর;
দূর অতিক্রম তেজে অতি ভয়ঙ্কর।
যেজন এমন নাগ দেখাইতে পারে,
বিনামূল্যে এই মণি প্রদানিব তারে।"
ইহা শুনি সবিস্ময়ে নিষাদ বলিল;
কে তুমি হে অলম্পায় সত্য করি বল।
ছদ্মবেশে বিপ্ররূপে ভক্ষ্য অন্বেষণে;
পক্ষীরাজ গরুড় কি ভ্রমিতেছ বনে?
ব্যাধের বচন শুনি অলম্পায় হাসে;
সবিশেষ পরিচয় যথাযথ ভাষে।
"ওহে বিপ্র নহি আমি গরুড় কখন;
জীবনে দেখিও নাই গরুড় কেমন।
বিষের ঔষধ মাত্র তবে আমি জানি;
সর্পদ্রংষ্ট প্রাণীদের ঔষধ প্রদানি।
অতএব ই'থে কভু অন্য না ভাবিবে,
সর্পবৈদ্য বলিয়াই আমাকে জানিবে।
নিষাদ বিষাদ প্রাণে বলে পুনরায়,
ইহাতেই কি শকতি আছে বা তোমায়।

কোন্ বিদ্যা আছে তব কোন্ গুণধর ;
কার বলে বলী হয়ে নাগে নাহি ডর।
ভীম দরশন নাগ মহাতেজবান ;
কিসে করিতেছ তুমি এই হেয় জ্ঞান?
প্রকাশিতে প্রাপ্ত বল তবে অলম্পায়,
অকপটে আদ্যোপান্ত ব্রাহ্মণে জানায়।
"শুন তবে মনদিয়া কারণ ইহার,
যে হেতু নাগের ভয় নাহিক আমার।
জনৈক কৌশিক ঋষি বহুদিন হ'তে,
পর্ণশালা নির্ম্মাইয়া আছে অরণ্যেতে ;
একদা গরুড় আসি তাঁর সন্নিধান ;
অনন্তর বিষ মন্ত্র করিল প্রদান।
ঋদ্ধিবন্ত বনবাসী ঋষির সমীপে,
ইনি অন্যতম সেই অরণ্যের মাঝে।
দীনতায় প্রপীড়িত হইনু যখন ;
ব্রহ্মচারী হয়ে সেথা ছিলাম তখন।
অতন্দ্র ভাবেতে থাকি দিবস যামিনী,
পূজিয়াছি ভক্তিভাবে তাঁর পাদুখানি।
আমার পূজায় কিংবা অদৃষ্টে, তাহার ;
অনুভবে হ'ল বুঝি দয়ার সঞ্চার।
তাই সেই ঋষিবর অযাচিত ভাবে ;
মন্ত্রৌষধি শিখাইল মোরে নিজ ভাবে।
তাহাই সম্বল মম শুনহে শিকারী ;
তাহার সহায়ে আমি নাগে নাহি ডরি।

সাপুড়িয়া গুরু হই তারি ক্ষমতায় :
জানিবে সে হেতু মম নাম অলম্পায়।”
এতেক শুনিয়া ব্যাধ মনে মনে ভাবে ;
“যেই দেখাইবে নাগে সেই মণি পাবে।
তাহা যদি হয় তবে কিবা চিন্তা আর,
সোনায় সোহাগা যোগ হ'ল ত আমার।
শ্রম বিনা ধন লাভ বড় ভাগ্য গণি ;
ভূরিদত্তে দেখাইয়া গ্রহণিব মণি।
ইহা ভাবি অকৃতজ্ঞ নর কুলাঙ্গার ;
সোমদত্ত প্রতি কহে আনন্দ অপার।
“ওহে বৎস শুনিলেত বিপ্রের বচন ;
যে দেখাবে নাগে, মণি পাইবে সেজন।
চল মোরা ভূরিদত্তে করায়ে দর্শন ;
এ' বেলা গ্রহণি তার অমূল্য রতন।
এমন সুযোগ বাছা ঘটিবেনা আর ;
প্রাপ্তৈশ্বর্য' দণ্ডাঘাতে নহে তাড়াবার।”
হঠাৎ পিতার মুখে শুনি এ বচন ;
সোমদত্ত শিহরিয়া উঠিল তখন।
“কি বলিলে পিতা তুমি বলিলে কেমনে ;
কোন প্রাণে পাপ কথা আনিলে বদনে?
বিন্দুমাত্র যেই জন করে উপকার,
জীবনে শো'ধতে নারে কভু তার ধার।
এমন জনের যেবা ক্ষতি বাঞ্ছা করে,
তার সম দুরাচার কে আছে সংসারে।

অধিকন্তু যেই জন নিজ সুখ ছেড়ে,
রাজাসনে রাজভোগে পুজিল মোদেরে।
বৎসর করিয়া বাস যাহার ভবনে,
ভোগিনু স্বরগ সুখ মানব জীবনে।
কোন্ প্রাণে বল পিতা এ কথা বলিলে;
সুদুর্লভ মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিলে?
স্মরিলেও যেই ভাব হৃদয় শিহরে:
কোন্ প্রাণে সেই কাজ চাও করিবারে।
বিরাম লভিয়া সুখে শীতল ছায়ায়;
কোন্ জনে সেই তরু কাটিবারে চায়।
এমন যে অকৃতজ্ঞ ভবে দুরাচার,
এমন কি নরকেও নাহি স্থান তার।
মোহে মুগ্ধ হয়ে পিতা না হয় উচিত,
মহাকৃতঘ্নের কার্য্য করা কদাচিত।
যদি করিবারে নার লোভ সংবরন,
দিল সে যখন কেন নিলে না তখন?
দাসের মিনতি এই রাখ এইবার;
ধনলাভে বাঞ্ছা যদি হইবে তোমার।
তাহাহলে চল পিতা ভূরিদত্ত স্থান,
আশাতীত ধন তিনি করিবেক দান।
শুনিয়া ও এবম্বিধ পুত্রের বচন;
তথাপিও ফিরিল না ব্রাহ্মণের মন।
ভাল মন্দ হিতাহিত জ্ঞান নাহি যার,
উপকারে অপকার বোধ হয় তার।

বরঞ্চ আরও হ'ল হিতে বিপরীত,
বুঝায় কুনীতি যত পুত্রকে ত্বরিত।
"ওহে অল্পমতি পুত্র বালক অবোধ ;
সংসারের হিতাহিত নাহি তব বোধ
লোক ধর্ম্ম কিছু মাত্র নাহি বুঝ তাত,
তাই অনর্থক তুমি বলিতেছ এত।
লোক ধর্ম্ম ভাল মতে যদ্যপি জানিতে ;
তাহা হ'লে মিছামিছি এত না কহিতে।
এক বস্তু হাতে আর এক বস্তু পাতে,
যুগপথ বস্তুদ্বয় উপজিলে তা'তে।
প্রথম আহার বিধি পাত্রস্থিত সেই ;
যাহা হস্তগত তা'ত আছে থাকিবেই।
দূরে রাখা বিধি নয় নিকটের ধন ;
জানিবে লোকের ধর্ম্ম হ'লে বয়ঃক্রম।"
নিষাদের এইরূপ পৈশাচিক কথা,
শুনি সোমদত্ত বলে পেয়ে বড় ব্যথা।
তব বাক্য শত শত বৃশ্চিকের মত ;
দংশিছে হৃদয় করি মরম পীড়িত।
ছি ছি পিতা তব বাক্য পশিলে শ্রবণে ;
তুচ্ছ বোধে ঘৃণা জন্মে এ হেন জীবনে।
এত অকৃতজ্ঞ যদি চাও হইবারে ;
পিশাচ তোমার সম কে আছে সংসারে।
মিত্র দ্রোহী যেইজন তার পরিনাম ;
অনন্ত অবীচি ভিন্ন নহে অন্য ধাম।

এমন যে মহাপাপী ভবে যেই জন ;
জীবিতেও করে তারে পৃথিবী গ্রহণ
এখনও বলি পিতঃ কর অবধান ;
ধন পাবে যাও তুমি ভূরিদত্ত স্থান।
স্বেচ্ছায় কর না কভু স্বৈরতা সাধন :
অচিরে ভোগিবে ফল না যায় খণ্ডন।
পায়ে পড়ি বলি পিত! এই ভিক্ষা দাও।
আমার বদন হেরি, ইহা ত্যাগ পাও।
পুত্র স্নেহ থাকে যদি তোমার অন্তরে ;
সাধোনা এমন কার্য্য বলি সকাতরে।
আর বলিব না পিতঃ এই শেষ বার ;
দাসের মিনতি রাখ চরণে তোমার।
হায়রে! পুত্রের এত মিনতি হেরিয়া ;
বিন্দু মাত্র বিষাদের না জন্মিল দয়া।
পুত্র প্রতি চেয়ে বলে ব্যাধ দুরাচার ;
হয়েছে কি তব মনে ভয়ের সঞ্চার ?
কেন এতে রুষ্ট হয়ে কষ্ট পাও মনে ;
কিবা আছে ভাবিবার সামান্য কারণে।
যজ্ঞ করি ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধি লাভ করে ;
কিসে তব এত ভয় হতেছে অন্তরে।
যদি মোদেরও পাপ হয়ে থাকে কোন ;
শুদ্ধ হব মহাযজ্ঞ করি সম্পাদন।"
নীরবে ধৈরয ধরি করিল শ্রবণ ;
ব্রাহ্মণের এতাদৃশ গর্হিত বচন।

পাপাত্মার পাপ মতি নারিয়া ফিরাতে ;
সঙ্গ ত্যাগে সোমদত্ত স্থির করে চিতে।
এমন পাপীর সনে থাকা শ্রেয়ঃ নয় ,
বৃথা কাযে কেন আর জীবন বিলয় ?
অসতের সঙ্গ হ'তে এই সে কারণ ;
আপনাকে বহুদূরে রাখে বুধগণ।
কি আর বলিব পিত ! সদনে তোমার ;
ঘুচিল জন্মের মত সম্বন্ধ দোঁহার।
পিতা তুমি পুত্র আমি কর্ত্তব্য আমার ;
করিয়াছি যথা সাধ্য—শেষ এইবার।
চাহিলাম কতভিক্ষা তোমার চরণে ;
করিনু মিনতি কত না শুনিলা কানে।
থাক তবে আপনার সুখ শান্তি লয়ে ;
অশান্তি বাড়াও কেন অবোধকে নিয়ে।
ভাব যবে শত্রু আমি তোমার সঙ্গেতে,
পথের কণ্টক,—তাই চলিলাম পথে।"
এ বলিয়া সোমদত্ত বিষাদ মানসে
উদ্দেশ্যে দেবের প্রতি সকরুণ ভাষে।
"অন্তরীক্ষে হেথা যদি থাক দেবগণ ;
কৃতঘ্ন পিতার কর্ম্ম কর দরশন।
তোমাদের কাছে মম অন্তিম মিনতি ;
শুনেছি তোমরা ধর অশেষ শকতি।
যদি পার শক্তিধর শক্তি প্রয়োগেতে ;
ফিরাও পিতার মন দুষ্কর্ম্ম হইতে।

না পারি যদ্যপি আর কর পলায়ন ;
কেমনে থাকিয়া নাহি করিবে দর্শন ?
এই পাপে ব্রাহ্মণের ঘটিবে বিলয় ;
বসুন্ধরা প্রকুপিতা হইবে নিশ্চয়।
পরিণাম এ পাপের অবীচি আগার ;
পৃথিবী না সহে তার মিত্রদ্রোহীতার।
হইলেও পিতা তবু কৃতঘ্নের সনে,
মুহূর্ত্ত থাকিতে আর নারিব জীবনে।
আমার গন্তব্য পথে চলিলাম আমি,
তোমার কর্ত্তব্য পিতা কর এবে তুমি।"
এ বলিয়া সোমদত্ত বিষাদিত মনে,
যথা ইচ্ছা স্থানান্তরে চলে যায় বনে।
আমাদের ভগবান ভাব ব্যক্ত তরে,
বলিলেন শ্রাবস্তীতে পরিষদান্তরে।
"শুন মম ভক্তগণ শুন মন দিয়া,
বহুশ্রুত সোমদত্ত এ কথা বলিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে জীবগণে জানাইয়া পুন,
করিল ত্বরিত প্রাণে অন্যত্র প্রয়াণ।"
ক্রমে ক্রমে হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া ;
রহিল কুটির বাঁধি সন্ন্যাসী হইয়া।
পিতার হৃদয় ভাবি তাহার হৃদয়,
হয়েছিল সংসারের প্রতি বিষময়।
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি শান্তি তপোবনে,
ভুলে গেল পূর্ব্ব স্মৃতি তপঃ আচরণে।

সংসারের প্রহেলিকা আবর্জ্জনা তম,
ঘুচিয়া ফুটিল জ্ঞান-জ্যোতি নিরুপম।
স্বচ্ছ চন্দ্রমার মত হৃদয় তাহার;
হইয়াছে নিরমল প্রশান্ত উদার।
জীব হিংসা মাদকতা লোভ দোষ মোহ;
ষড়রিপু প্রলোভনে অচঞ্চল দেহ।
সর্ব্বজীবে সাম্যভাব জাগিল অন্তরে;
সুখে দুঃখে আত্মভাবে দেখে সে অপরে।
গোষ্পদের তুল্য হৃদি হল সিন্ধুপ্রায়,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল দেখে আপনায়।
তার সম কেবা সুখী ভবে আছে আর
অন্তর্ভেদী দিব্য চক্ষু ফুটিয়াছে যার।
তার হৃদে কোথা পড়ে রাগ দ্বেষ ছায়া;
চরাচর বিশ্বময় ব্যাপি যার কায়া।
যেহেতু এখন তার নির্ম্মল জীবনে;
"অভিজ্ঞান সমাপত্তি" লভিল সে ধ্যানে।
এইরূপে সোমদত্ত রক্ষি শীলাচার;
ধ্যান মার্গে দিবানিশি করিয়া বিহার।
করমের অবসান হইল যখন;
আনন্দে চলিয়া গেল ব্রহ্মার ভুবন।

দারুণ নিয়তি।

সোমদত্ত চলি গেল ব্রাহ্মণে ছাড়িয়া ;
ক্ষণেক ভাবিল ব্যাধ স্তম্ভিত হইয়া।
গৃহ ভিন্ন অন্য কোথা যাইবে নন্দন ;
না বুঝিয়া গেল, যাক্ দেখা হ'বে পুন।
আপন কর্ত্তব্য আগে সমাপন করি
যা হয় পশ্চাতে তাহা করিব বিচারি।
এ ভাবিয়া অলম্পায়ে অন্যমনা দেখি ;
"জিজ্ঞাসিলা মিছামিছি ভাবিতেছ কি ?
বালক আমার পুত্র নিতান্ত অজ্ঞান ;
উন্মাদের প্রায় তাই করিল প্রয়াণ।
অবোধের কথা শুনি কেবা কায করে ;
প্রাপ্তধন পদাঘাতে ফেলে যায় দূরে ?
ভূরিদত্ত নাগরাজে দিতেছি দেখায়ে।
চিন্তা ত্যজি মম সনে চল এ সময়ে।"
এ বলিয়া সেথা হ'তে ব্রাহ্মণে লইয়া,
দাঁড়াইল ন্যগ্রোধের নাতি দূরে গিয়া।
মহামাত ভূরিদত্ত বল্মীক উপর ;
শায়িত তখন ভোগে গুটাইয়া শির।
অঙ্গুলী সঙ্কেতে ব্যাধ হাত বাড়াইয়া ;
অলম্পায় প্রতি কহে সেথা দাঁড়াইয়া।
"দেখ ওই শির যার ইন্দ্রগোপ সম ;
মনোরম রক্তবর্ণ জ্যোতি অনুপম।

কার্পাসের সমতুল শুভ্র সুকোমল ;
বল্মীকে যাহার দেহ শোভে নিরমল।
এই সেই ভূরিদত্ত নাগের ঈশ্বরে ;
গ্রহণ করিয়া শীঘ্র মণি দাও মোরে।
চতুরঙ্গ উপোসথ করি অধিষ্ঠান ;
নয়ন মুদিয়া ধ্যানে আছিলা শয়ান।
ব্রাহ্মণের এতাদৃশ শুনি কণ্ঠস্বর ;
চক্ষু উন্মীলিত করি চাহে নাগেশ্বর।
নিষাদে সম্মুখে হেরি বিষাদ হইল ;
পরমাদ ঘটাইল বুঝিতে পারিল।
"হায় আমি স্বকার্য্যের অন্তরায় ভয়ে ;
তুষিয়াছি এই ব্যাধে স্বীয় রাজ্য দিয়ে।
দেব ভোগে দেব সুখে রেখেছি যতনে ;
বিন্দুমাত্র দুখ যেন নাহি পায় মনে।
অবশেষে সেই সুখে উপেক্ষা করিয়া ;
আসিল আপন দোষে পাতাল ছাড়িয়া।
মণি দিয়া সাধিলাম কতই তখন ;
কিন্তু কোন মতে তাহা না কৈল গ্রহণ।
অথচ এখন সেই মম নাশ তরে ;
বৈরীভাবে লয়ে এল অহিতুণ্ডিকেরে।
মিত্রদ্রোহীতার প্রতি যদ্যপি এখন ;
কোপ করি করি আমি তীক্ষ্ণ দরশন।
তা'হলে ব্রাহ্মণ মম দৃষ্টিতেজানলে ;
ভস্ম হ'বে তৃণ তুল্য জলন্ত অনলে।

কিন্তু আমি না পারিব সে কার্য্য করিতে ;
চতুরঙ্গ উপোসথ ভঙ্গ হবে তা'তে ।
প্রাণ নষ্ট হয় যদি কি কাজ জীবনে ;
পবিত্র চরিত্র রত্ন দুর্ল্লভ জীবনে ।
অনুষ্ঠানে সুসঙ্কল্প করিয়াছি যাহা ;
কেমনে মিথ্যায় করি কলুষিত তাহা
এ জীবন গেলে পা'ব নূতন জীবন,
জন্মান্তরে দিব্য দেহ করিব গ্রহণ ।
কিন্তু যদি সত্য ধর্ম্ম হারাই আমার ;
শত জন্মে তাহা কভু পাইব না আর ।
আজ যদি অস্ত্রাঘাতে ব্রাহ্মণ আমায় ;
খণ্ড খণ্ড করি রক্তে অবনী ভাসায় ।
কিংবা অগ্নিকুণ্ডে ফেলি পোড়ায় অনলে ;
অথবা সুতীক্ষ্ণ ধার বিদ্ধ করে শূলে ।
তথাপিও কিছুতেই রোষ পরকাশ.
করিব না করুক সে যথা অভিলাষ ।"
এ বলিয়া চক্ষু বুঝি রহে পুন পড়ি ;
অধিষ্ঠান পারামিকে পূর্ব্ব মত স্মরি ।
অলম্পায় প্রতি বলে নিষাদ তখন ;
"মণি দিয়া ভূরিদত্তে করহ গ্রহণ ।
অপরূপ নাগরূপ নেহারি অন্তরে ;
অলম্পায় ব্রাহ্মণের আনন্দ না ধরে ।
হৃষ্ট তুষ্ট হয়ে অতি, মণিতে আমার ;
এইক্ষণ আছে কোন প্রয়োজন আর ।

এ বলি যেমনি মণি নিষাদের হাতে ;
এই নাও ধর বলি ফেলাইয়া দিতে।
নিষাদের হাত হ'তে পড়িয়া ভূতলে ;
অমনি বিদ্যুৎ বেগে লুকাল পাতালে।
অবাক্ নিষ্পন্দ ব্যাধ অদ্ভুত নেহারি ;
হঠাৎ হইল একি !—হৃদয় বিদারি ;—
বহিল শোকের উৎস শতমুখী হয়ে ;
যথা ঝঞ্ঝা তামসীতে পান্থ অসহায়ে।
মিত্রদ্রোহী, মণিহারা, পুত্র পলায়ন ;
ত্রিবিধ বৃশ্চিক করে শরীর দংশন।
"হায় আমি না শুনিয়া পুত্রের বচন ;
লভিলাম পরিণাম এই কি ভীষণ

এইরূপে অনুতাপ করিতে করিতে ;
গৃহে চলি গেল ব্যাধ কাঁদিতে কাঁদিতে ;
অতএব পর-ক্ষতি বাঞ্ছা করে যেই ;
পূরবে আপন ক্ষতি সাধি রাখে সেই।
লোভ মোহ বশে পরে ঠকাইতে চায় ;
না ঠকে সে কিন্তু, ঠকে যেজন ঠকায়।
লভিবে ভাবিয়া ধন ধর্ম্মে দিল কালী ;
উচিত পড়িল তাই কপালেতে ছালি।
সন্দৃষ্টিক কর্ম্মফল জীবের জীবনে ;
ভবের ভাবুকজন ভেবে দেখ মনে।
অতপর অলম্পায় শুন কি করিল ;
যথাবিধ দিব্যোষধি তুলিয়া আনিল।

চিবাইয়া রস কিছু করিয়া সেবন ;
অবশিষ্ট স্বীয় অঙ্গে করিল লেপন।
তারপর দিব্য মন্ত্র উত্তম জপিয়া।
দ্বিতীয় ঔষধ এক পুন চিবাইয়া।
লেজ নাড়া দিয়া জোরে ধরিয়া মস্তকে ;
চর্ব্বিত ভেষজ থু থু নিক্ষেপিল মুখে।
শুচি জাতি নাগরাজ শীলভঙ্গ ভয়ে ;
তবু কিন্তু না চাহিল নয়ন মেলিয়ে।
অহো কি নিঠুর বিপ্র নাপারি বলিতে ;
লেজে ধরি ভূরিদত্ত আছাড়ে ভূমিতে।
তাড়নায় বোধিসত্ত্ব অস্থির শরীর ;
ধরা ভাসাইয়ে দুখে বহিল রুধির।
রহিত উত্থান শক্তি করি হীন বল ;
ইহাতেও বিপ্র তবু ক্ষান্ত না হইল।
অবশেষে মসূরক মর্দ্দনের ন্যায়,
চূর্ণ প্রায় করে হাড় মাড়াইয়া পায়।
যাতনায় ভূরিদত্ত মুদিয়া নয়ন ;
কত যে কাঁদিল তাহা কে করে বর্ণন।
অব্যক্ত অস্ফুট স্বরে স্মরি মনোময়ে ;
রোদনে অশেষ দুখ সহিল হৃদয়ে।
সম্যক সঙ্কল্প সত্য বাক্য মহাভাগ ;
নষ্ট হবে বলি তবু না করিল রাগ।
প্রাণাপেক্ষা সত্য—শ্রেয় জ্ঞানীর জীবনে ;
কুণ্ঠিত না হয় তাই প্রাণ বিসর্জ্জনে।

এই ভাব ব্যক্ত হেতু পরিষদান্তরে।
ভিক্ষুগণে সম্বোধিয়া বলে অনুত্তরে।
“দিব্য মন্ত্রৌষধ দিয়া ওহে ভিক্ষুগণ,
এইরূপে ভুরিদত্তে ধরিল ব্রাহ্মণ।”
ইত্যাদি বিবিধোপায়ে দুর্ব্বল করিয়া;
লতায় পেটারি এক নিল নির্ম্মাইয়া।
তার মাঝে মহাসত্ত্বে পুরিয়া লইল;
দীর্ঘ দেহ হেতু কিন্তু তাতে না ধরিল,
অবশেষে দণ্ডাঘাতে দিল ঢুকাইয়া,
পাষাণ বিদরে অহো যাতনা হেরিয়া।
এই বাক্যে মহাসত্ত্বে বলে সাপুড়িয়া;
সহস্র মুদ্রায় দিব তোমায় ছাড়িয়া।
অতপর কাঁদে ঝুলি পথ বাহি চলে;
বনভূমি অতিক্রমি গ্রামান্তে আসিলে।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকি বলে গ্রামবাসীগণে;
“কে আছ দেখিবে নাচ আইস এখানে।
নাচাইব নাগরাজে অপূর্ব্ব বরণ।
দেখ নাই পুর্ব্বে যাহা তোমরা কখন।”
সাপুড়িয়া বাক্য শুনি যত অধিবাসী,
একে একে সমবেত হ’ল সবে আসি।
প্রমদাভিলাষী নর বার্ত্তা পেয়ে ত্বরা;
অনিমিষে জনাকীর্ণ করে চারিধার।
স্রোতের প্রায় ছুটে বালকের দল;
মুহূর্ত্তে পড়িল গ্রামে মহা কোলাহল।

জন সমাগম হেরি আনন্দে ব্রাহ্মণ,
"মহাসত্বে আহ্বানিয়া বলিল তখন।
"ওহে মহানাগরাজ বাহির হইয়া ;
দেখাও অপূর্ব্ব নাচ সভায় আসিয়া।"
বুদ্ধাঙ্কুর ভাবিলেন বুঝি অভ্যন্তরে,
এরূপে ব্রাহ্মণ মোরে নাহি দিবে ছেড়ে।
ধনাশায় করিয়াছে আমায় গ্রহণ ;
যেমনে পাইবে ধন করিব তেমন।
নাচি যদি অদাকার বৃহতী সভায় ;
বহুধন পেয়ে বিপ্র ছাড়িবে আমায়।
ইহা ভিন্ন অন্য পথ নাহি মুকতির ;
এ ভাবিয়া হইলেন ঝুরির বাহির।
আদেশ করিবে বিপ্র যাহা করিবারে ;
তার প্রতীক্ষায় র'ল তাহা করিবারে।
অতঃপর সাপুড়িয়া আদেশে যেমন ;
যথাক্রমে বোধিসত্ত্ব করিল তেমন।
ছোট হও ছোট হয় বড় হও বড় ;
উচ্চ নীচ বাঁকা সোজা অপূর্ব্ব শ্রীধর।
স্বভাবতঃ মাত্র এক নাগেশের ফণা ;
আজ্ঞা ক্রমে, ক্রমে ক্রমে ধরে শত খানা।
প্রসারিত কভু দেহ কভু সঙ্কোচিত ;
কভু অধোশিরে স্থির কভু অন্তর্হিত।
লাল নীল পীত শুভ্র ধূসর ধূম্রল ;
বিবিধ বরণে খেলে চপলা চঞ্চল।

চক্ষু কর্ণ মুখ নাসা দিয়া পুনরায় ;
ধূম বহ্নি জল রাশি কভু বাহিরায়।
মহানাগ মহাসত্ত্ব মহা গুণ ধরে ;
যাহা বলে গুণ বলে শীঘ্র তাহা করে।
সত্য শীল ভঙ্গ ভয়ে মহাসত্ত্ব নাগ ;
স্বেচ্ছায় আবদ্ধ যেন রজ্জু বদ্ধ নাগ।
কি অশ্রুতপূর্ব্ব বার্ত্তা শুন ভক্ত গণ,
ভেবে দেখ কল্পনেও অপূর্ব্ব দর্শন।
নেহারি অদ্ভুত ন'চ অদ্ভুত ব্যাপার ;
নির্ব্বাক নিস্পন্দ সভা স্তব্ধ চারিধার।
মহামতি নাগেশের অলৌকিক প্রভা ;
বদনে অমিয় শোভা হেরি মনলোভা।
বিস্ময় বিমূঢ় প্রায় সভাসদগণ ;
ভাবে, নাগরূপে বুঝি কোন মহাজন।
পড়িয়া সাপুড়ে হাতে এত ক্লেশ সয় ;
উরগ জাতির কোথা এশক্তি না হয় ?
সজল নয়ন হেরি মলিন বদন ;
করুণায় দ্রবীভুত হ'ল সর্ব্বজন।
অব্যক্ত কাতর কিযে বদনে ভাসিল ;
অশ্রু সম্বরিতে যা'তে কেহই নারিল।
শান্তোজ্জ্বল কান্তি জিনি তরুণ অরুণ ;
সায়াহ্ন-কুসুম সম ক্রমশঃ শ্রীহীন।
স্নেহ রসে অভিভূত মন সবাকার
স্বর্ণালঙ্কারাদি দিল যা আছে যাহার।

এরূপে সে সাপুড়িয়া একই দিবসে ;
লভিল সহস্র মুদ্রা নাচায়ে নাগেশে ;
অতৃপ্ত বাসনা বহ্নি বড়ই ভীষণ ;
ঘৃতাহুতি সমলোভ তাহার ইন্ধন।
তাই জীব যত পায় তত বাঞ্ছা ক’রে ;
প্রাপ্তধনে তুষ্ট হ’য়ে নীরব কে ধরে।
লক্ষমুদ্রা পে’লে ইচ্ছা হই কোটী পতি ;
তাতেও হইলে লাভ পুন মহাপতি।
“ব্রাহ্মণ ভাবিল মনে যদ্যপি ইহায়,
ছাড়িদিই বহুধন বৃথা বয়ে যায়।
বলিয়াছি বটে নাগে তবে দিব ছাড়ি ;
যবে আমি সহস্রেক মুদ্রা লাভ করি।
যদ্যপি এ ক্ষুদ্র গ্রামে এত লাভ হ’ল ;
তাহা হ’লে মহাগ্রামে কি না হ’বে বল।
এখন ছাড়িতে কভু উচিত না হয় ;
নগরে লইয়া গিয়া দেখি কিবা হয়।

এরূপে হইয়া লোভে মুগ্ধ অতিশয় ;
মহাসত্ত্বে ছাড়িয়া না দিল দুরাশয়।
লভ্যধনে নির্ম্মাইল রত্নময় ঝুরি ;
নানাবিধ পরিচ্ছদ নিল মনোহারী।
বসন ভূষণে অতি যতন করিয়া ;
নাগরাজে রত্নময় ঝুরিতে লইয়া।
মহাউৎসবের কালে মায়াবী যেমতি ;
চলিল শকটারোহি নগরে তেমতি।

ক্রমে গ্রাম মহাগ্রাম করি বিচরণ ;
নানাস্থানে নাচাইয়া পায় বহুধন ।
অহো কি নির্দ্দয় পাপী সাপুড়ে এমন ;
তথাপি তাহাকে ছাড়ি দিল কি তখন ?
অবশেষে বারানসী মহানগরীতে ;
উপনীত সাপুড়িয়া প্রমোদিত চিতে ।
অনারামে অনাহারে ভুরিদত্ত ধীর ;
ক্রমে ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণ শরীর ।
মধুসিক্ত লাজ আর মণ্ডুক মারিয়া ;
ভুরিদত্তে খাইবারে দেয় সাপুড়িয়া ।
কিন্তু তাহা বুদ্ধাঙ্কুর না করে আহার ;
যদি পাছে তাহইলে নাহি ছাড়ে আর ।
অধিকন্তু প্রাণী হত্যা হয় তার তরে ;
ভয় সেই পাপভাগী হ'তে হবে পরে ।
চারধারে চারিদ্বারে কাশী রাজবাড়ী ;
দুর্গ অভ্যন্তর সৌধ সোভে সারি সারি ।
দ্বারে দ্বারে সুসজ্জিত সৈনিকের দল ;
ঘুরিতেছে ফিরিতেছে চরণে চঞ্চল ।
উত্তর পশ্চিম আর দক্ষিণ পূরবে ;
ক্রমে ক্রমে চারি দ্বারে নাচায়ে উৎসবে ।
ভাবিল সে সাপুড়িয়া পূর্ণিমার দিনে ;
নাচাইব নাগরাজে রাজার প্রাঙ্গনে ।
মহারাজ প্রীত হ'লে পা'ব বহুধন ;
দেখিইথে অনুমতি কি করে রাজন ।

এ ভাবিয়া প্রহরীকে বলিয়া পাঠাল;
দৌবারিক রাজদ্বারে এ সংবাদ দিল।
বার্ত্তা পেয়ে মহারাজ আদেশিল তায়;
দেখিব কেমন নাচ্ ল'য়ে এস তায়।
দূত গিয়া জানাইল সাপুড়ে সদনে;
আদেশিলা মহারাজ করাও দর্শন।
আদেশ পাইয়া বিপ্র প্রবেশিল গড়ে;
মহাধূমধাম পড়ে রাজ অন্তঃপুরে।
অদৃশ্য পূরব নাগ বিচিত্র বরণে;
ষড় জ্যোতি বিমণ্ডিত অদ্ভুত দর্শনে।
রাজা রাণী হৃষ্টতুষ্ট মুগ্ধ পুরজন;
সাপুড়িয়া মুখে আর অপূর্ব্ব বর্ণন।
নবনাগ নবনাচ নব অভিনয়;
দেখিবে রাজার আজি আনন্দ হৃদয়।
ভেরীশব্দে জানাইল নাগরীকগণে;
অপূর্ব্ব নাগের নাচ হ'বে রাজাঙ্গনে।
নিয়োজিলা কারিকরে মঞ্চ নিরমাণে;
সাজিল ত্রিবিধ মঞ্চ সুযোগ্য ভূষণে।
মধ্যখানে উচ্চবেদী হইল রাজার;
খচিত সুবর্ণ মণি মরি কি বাহার।
সাধু কর্ম্মে ক্ষিপ্রকারী এমন যেজন;
না জানি তাহার হৃদি পবিত্র কেমন;
পড়ে গেল প্রমাদের আহুতির সাড়া;
নাচ দেখিবার তরে দেখ কত তাড়া।

চতুর্থ সর্গ।

সমুদ্রজার স্বপ্ন দর্শন।

বিভোরা যামিনীদেবী গভীর নিদ্রায় ;
মৃদুমন্দ বহে বাত অবসন্ন কায়।
নাজাগে একটী মাত্র পাখী কোন খানে ;
বিরাম অমিয় ধারা সবাকার প্রাণে।
গভীর নীরব সতী পাতায় পাতায় ;
যোগাসনে যোগী যথা রত তপস্যায়।
সুধাকর সুরাকরে সুধাকরে প্রাণে ;
বিমোহিনী কুমুদিনী সরসী জীবনে।
কোথামাত্র দু'একটি নিশাচরগণ ;
চুপে চুপে নিশাকরে করে বিচরণ।
দিবাশ্রমে বিশ্বপুরী ক্লান্ত অতিশয় ;
ভিখারীর পর্ণশালা রাজার আলয়।
নাগরাজ অন্তঃপুরে আজি পাতালেতে ;
সুপ্তা সমুদ্রজা রাণী এ হেন নিশিতে।
নিদ্রা যায় মহারাণী হীরক শয্যায় ;
দ্বিতীয় প্রহর নিশি গত হয় প্রায়।

ভীষণ স্বপন হেরি দেখিলা তখন ;
যম দূতাকৃতি এক তিমির বরণ।
শাণিত কৃপাণ করে রক্তাক্ষ বদনে ;
বিকট ভ্রূকুটি করি আসিয়া সদনে।
রাণীর দক্ষিণ বাহু করিয়া ছেদন ;
সরক্ত গভীর নাদে করে পলায়ন।
ত্রাসিতা বিহ্বলা ভীতা চকিতা অমনি ;
শয্যা ত্যজি চমকিয়া উঠি ব'সে রাণী।
সত্যই দক্ষিণ বাহু নাই কি আমার ;
ভাবি কাতড়ায়ে দেখে বাহু আপনার।
মানসিক বিভ্রমতা চলে গেল দূরে ;
যথার্থ স্বপন বলি জানিলা অন্তরে।
যেই দিন ভূরিদত্তে ধরিল ব্রাহ্মণ;
সে নিশিতে দেখে রাণী এ হেন স্বপন।
স্বপ্ন হেরি মহারাণী চঞ্চলা হইল ;
অমঙ্গল আশঙ্কায় হৃদয় কাঁপিল।
দুরু দুরু করে প্রাণে পুত্রদের তরে ;
বাম নেত্র বাম বাহু নাচে থরে থরে।
চোখ কচালিতে হাঁত ভালে ভুলে যায়
শূন্য বোধে আপনিই বুকে হাতড়ায়।
অমঙ্গল চিহ্ন যত হেরিয়া শরীরে ;
ভাবিলা অশুভ কোন ঘটিবে অচিরে।
পুত্র চারি কিংম্বা রাজা অথবা আমার ;
বিপদ হইবে ইথে যে কোন কাহার।

অধিকন্তু প্রাণাপেক্ষা অধিক রতন ;
ভূরিদত্ত তরে হ'ল বিচলিত মন।
কেন না সে নিজ পুরীকরি পরিহার ;
মনুষ্য ভুবনে গিয়া রক্ষে লীলাচার।
যদ্যপি সাপুড়ে কিংবা গরুড়ে তাহারে ;
ধরে পাছে এই ভয়ে হৃদয় বিদরে।
বিষম ব্যথায় নানা ভাবনায় সাথ ;
এরূপে দুখের নিশা হইল প্রভাত।
মলিন বদনা রাণী যেন উন্মাদিনী ;
বহুদূরে বহু দুখে যাপিয়া যামিনী।
অবিন্যস্ত পরিচ্ছদে করিল গমন ;
কহিতে স্বপন বার্ত্তা রাজার সদন
ফুল্ল কমলিনী প্রায় বদনের শোভা ;
কাঞ্চন বর্ণাভ দেহ, দেব মনোলোভা।
বিষাদে মলিনা এবে, বাসি ফুল প্রায় ;
ধূলা ধূসরিত যথা পদ তাড়নায়।
ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ রাণীর বদন ;
এ হেন মলিন হেরি জিজ্ঞাসে তখন।
"কেন হেরি ভাবান্তর প্রেয়সি তোমার ;
বিরস বদনে হেথা কিবা সমাচার ?"
"কান্তা বলে প্রাণ কান্ত শান্ত কর মন ;
নিতান্ত হয়েছি ক্লান্ত বিভ্রান্ত মতন।
অদ্ভুত স্বপন হেরি রজনী নিশিতে ;
সভয়ে জাগিনু প্রাণ লাগিল কাঁপিতে।

রক্তাক্ষ বিকটকায় ভীম অসি করে;
কাল সম কাল বর্ণ কাল অনুচরে।
ভীষণ ভ্রূ ভঙ্গি করি নিকটে আসিয়া;
অস্ত্রে মম ডান বাহু লইল কাটিয়া।
তদবধি নিদ্রা নাই যাই প্রাণেশ্বর;
হৃদয় ব্যথিত অতি বিকল অন্তর।
পুত্রদের কিংবা তব অথবা আমার:
অমঙ্গল হবে বুঝি ইহাতে কাহার?
না হয় এমন স্বপ্ন কেন আজি হেরি;
দহিছে পরাণ অতি বলনা কি করি।
স্বপনের কিবা বার্ত্তা না জানি বিশেষ;
প্রাণান্তহে প্রাণকান্ত কহ সবিশেষ।
বাছাদের না হবে ত কোন অমঙ্গল;
প্রবোধ মানেনা নাথ হৃদয় চঞ্চল।"
করে ধরি সান্ত্বনিল ধৃতরাষ্ট্র রায়;
"না ভাব হ'বেনা প্রিয়ে কোন অন্তরায়।
প্রায়ই স্বপন মিথ্যা ওহে চন্দ্রাননী;
কচিৎ কোনটি মাত্র সত্য হয় শুনি।
দিন দিন কত স্বপ্ন দেখে জীবগণ;
সবে শুভাশুভ ফল ফলেকি কখন?
অতএব প্রাণ কান্তা স্বপন হেরিয়া;
না ভাবিও না করিও বিচলিত হিয়া।
পুত্র তরে চিন্তা নাই প্রেয়সি সরলে;
মম পুত্রে হিংসাকরে কে আছে পাতালে।

আমার সন্তানগণ মহা গুণধর;
এক এক মহাবীর রাজা রাজ্যেশ্বর।
এরূপে সান্ত্বনা বাক্যে বিবিধ উপায়ে।
কথঞ্চিত শান্তি দিলা রাণীর হৃদয়ে।
কিন্তু তা'তে আপনিও হইলা বিস্মিত;
জানিলা এশুভ স্বপ্ন নহে কদাচিত।
ঘটেছে বিপদ নহে ঘটিবে নিশ্চয়;
পুত্র কিংবা আমাদের নাহিক সংশয়।
লুকাইয়া মনোভাব রাণীর সদন;
সান্ত্বনি বিদায় দিলা সুবুদ্ধি রাজন।
রাজার প্রবোধে মাত্র সমুদ্রজা সতী;
কিছু স্থির করিলেন মানসের গতি;
সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত না হ হইলেন চিতে
অব্যক্ত ভয়ের ব্যথা জাগে তবু চিতে।
ক্রমে ক্রমে যতদিন যাইতে লাগিল;
পুত্রদের দরশনে আকুলা হইল।
আহারে বিহারে সদা বিমনা সতত;
শয়নে সু নদ্রা নাহি হয় রীতিমত।
অর্দ্ধ মাসে ভূরিদত্ত আসার আশায়;
বহির্মার্গে গিয়া বসি রয় প্রতিক্ষায়।
অন্য পুত্রগণ আসে মাসেকের পরে;
কিন্তু ভূরিদত্ত আসে প্রতিপক্ষান্তরে।
অর্দ্ধ মাস হ'ল গত তার দেখা নাই;
হা হতাশ করে রাণী বিহ্বলা সদাই।

নিশ্চিত জানিলা মনে প্রাণের নন্দন ;
তুরদত্ত হইয়াছে বিপদে মগন।
পক্ষান্তরে না দেখিলে মায়ের বদন ;
যে পুত্র থাকিতে নারে মুহূর্ত্ত কখন।
পক্ষ গত আজ প্রায় মাসেক হইল ;
তথাপি প্রাণের বাছা কেন না আসিল!
নাহি জানি অভাগীর হৃদয়ের মণি ;
কোথা গেল কে হরিল করি পাগলিনী।
কোথা আছ এস বাছা জননী জীবন ;
বিদরে হৃদয় তব না হেরি বদন!
এইরূপে সমুদ্রজা বিলাপ রোদনে
দিবস যামিনী যাপে পড়ি ধরাসনে।
দরদর বিগলিত নয়ন আসার ;
বুক ভাসাইয়া পড়ে অবনী মাঝার।
নাছিল ক্রন্দন বিনা দিবা কিবা রাতি ;
কাঁদিতে কাঁদিতে গেল নয়নের জ্যোতিঃ।
অনিবার্য্য দুশ্চিন্তায় সতত অস্থির ;
ক্রমে ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণ শরীর।
এরূপে মাসেক কাল হইলে বিগত ;
যথাকালে সুদর্শন আসি উপনীত
সভা পরিষদ বৃন্দ রাখি রাজাঙ্গনে,
অন্তঃপুরে গেলা একা মাতৃ সম্ভাষণে
দেখিলা বিমর্ষা রাণী উন্মাদিনী প্রায় ;
নতশিরে মৌনব্রতে বসিয়া ধরায়

সুদর্শন আসিয়াছে চিন্তার আঁধারে ;
না হেরিল ; না চাহিল চোখ তুলি তারে !
হঠাৎ মায়ের ভাব দেখিয়া এমত
কিছুক্ষণ সুদর্শন হইলা বিস্মিত :
অবশেষে মাতৃপদে প্রণাম করিয়া ;
পুনরায় একপাশে থাকে দাড়াইয়া ।
তথাপি চিন্তার ঘুম ভাঙ্গিলনা মা'র ;
জানিলনা সুদর্শন আসিয়াছে তার ।
যেমন, তেমন ভাবে বসে আছে রাণী :
দুনয়নে বারিঝরে মুখে নাহি বাণী ।
বিস্ময় বিমূঢ় প্রায় ভাবে সুদর্শন :
মায়ের এ ভাব আজি হ'ল কি কারণ ।
আগে আমি মাতৃ পদ পূজিতে আসিলে ;
কতই যতন করি তুলি নিত কোলে ।
আজি কেন মুখ তুলি নাহি চায় মোরে ;
ভাবিতে ভাবিতে তার হৃদয় বিদরে ।
হেরিয়া মায়ের দশা ব্যাকুল অন্তরে ;
সুদর্শন একেবারে পায়ে গিয়া পড়ে ।
কহিলা কাতর কণ্ঠে সজল নয়নে ;
"আসিয়াছি স্নেহময়ী দেখ মা নয়নে ।
বহুক্ষণ আসিয়াছি তোমার সদন ;
বলমাতঃ কথা নাহি কহ কি কারণ !
জীর্ণ শীর্ণ দেহ কেন চক্ষে হেরিজল ;
কিসের লাগিয়া মাতঃ হয়েছ বিকল ।

কাঞ্চন বর্ণাভ ফুল্ল কমল আনন ;
কেন মাতঃ পীতবর্ণ হয়েছে এমন ?
সর্ব্বকাম পরিপূর্ণ আগত আমায় ;
হোয়েও ম্লান মুখে কেন মা ধুলায় ?"
জিজ্ঞাসে কাতরে এত পুত্র সুদর্শন ;
চাহিলনা তবু রাণী তুলিয়া আনন।
কেননা তখন রাণী ভূরিদত্ত তরে ;
বাহ্যজ্ঞান শূন্য প্রায় চিন্তা সিন্ধু নীরে।
চিন্তার তরঙ্গ ভেদী সুদর্শন বাণী ;
না পশিল কর্ণে তাই না শুনিল রাণী।
কি আশ্চর্য্য মনে ভাব দেখ বিচক্ষণ :
চিন্তায় জীবের হৃদি মোহিত কেমন।
সুদর্শন ভাবেপুন জননী আমার ;
শুনেছে কি কারো কাছে মন্দ তিরস্কার।
অথবা কি কোনজন ভয় প্রদর্শন ;
ক'রেয়াছে যেই হেতু মলিনা এমন।
যদ্যপি তাহাই হয় তবে প্রাণ দিয়া ;
ঘুচাব মায়ের দুখ যতন করিয়া।"
ভাবিয়া মায়ের কাছে [illegible] পুনরায় ;
মুখ তুলি কেন মাত [illegible] আমায়।
সন্তান যদ্যপি হয় শত [illegible] দোষী ;
তথাপি মায়ের কাছে নিরমল শশী।
রাগ দ্বেষ মনোকষ্টে যে কোন প্রকারে ;
সন্তানের মায়া মায় ভুলিতে না পারে।

আকাশ ভাঙ্গিয়া শিরে পড়িলে অশনি ;
সে দুখ সন্তানে হেরি পাসরে জননী।
আগে মোর দেখাপেলে পেতেকত সুখ ;
এখন কেন বা মনে আনিয়াছ দুখ।
কিবা অপরাধ মাত করিয়াছি পায় ;
না দাও উত্তর কেন আমি অভাগায়।
করিয়াছে কেবা তোমা বল তিরস্কার ;
হয়েছে কি কিবা কোন ভয়ের সঞ্চার ?
কি হয়েছে শীঘ্র মাত প্রকাশিয়া বল ;
উপায় করিব হৃদ হয়েছে চঞ্চল।
এতক্ষণে ধীরে ধীরে শেষ বাক্য চয় ;
পশিল শ্রবণ পথে মায়ের হৃদয়।
আঁচলে নয়ন বারি করি সম্বরণ ;
বহুকষ্টে চাহে তুলি বিনত আনন।
এই কি ! এসেছ প্রাণ সুদর্শন মোর ;
নীরবে দাড়ায়ে কেন সাড়া নাই তোর।
এতদিন কোথাছিলি জননী জীবন ;
অভাগীর কোলে আয় অভাগীর ধন।
এ বলিয়া ব্যস্তভাবে পুত্র নিয়া কোলে ;
অশ্রুসিক্ত মুখে চুম্বে বদন কমলে।
সুদর্শন পুনরায় জিজ্ঞাসিলা মায় ;
বিরস বদনা কেন হেরিমা তোমায় ?
দিয়াছে কি গালি কেহ, অথবা তোমার ;
হয়েছে কি কোনরূপ ভয়ের সঞ্চার ?

"বাক্যগুনি মহারাণী বলে সুদর্শনে ;
মন্দ বলে নাই কেহ ভয় নাই মনে।
মাসেক হইল গত ওহে বাছাধন ;
গভীর নিশিতে এক দেখিনু স্বপন।
কৃতান্তকিঙ্কর এক রক্তাক্ষবদন
করতলে ভীম অসি ভীসদরশন।
পাশে আসি দাঁড়াইয়া ভীমপ্রহরণে,
কাটিলা দক্ষিণবাহু চপলাচলনে।
দেখিতে দেখিতে কোথা গেল লুকাইয়া,
সভয়ে উঠিনু আমি অমনি জাগিয়া।
দেখিয়া ভীষণ স্বপ্ন ভীষণ ব্যাপার,
তদবধি সুখ নাই মানসে আমার।
ওহে তাত না হেরিয়া তব অনুজেরে,
কেমন ভয়েতে মম হৃদয় বিদরে।
প্রতি পক্ষে আইসে সে দেখিতে আমায়,
না আসিল কেন গত মাসাধিক প্রায়।
নিশ্চয় হয়েছে কোন বিপদ তাহার,
না হয় প্রাণের বাছা আসিত আমার।
ইহা বলি শোকাবেগে কাঁদিতে কাঁদিতে,
মূর্চ্ছিতা হইয়া রাণী পড়ে অবনীতে।
কতক্ষণে সমুদ্রজা চেতনা লভিয়া,
শূন্য নীড়ে শারীপ্রায় কাঁদে বিলাপিয়া ;
যেই ভূরিদত্ত মম প্রাণের নন্দনে,
চিররুচি সমন্বিত দেখেছি নয়নে।

হেমজাল বিমণ্ডিত নাগকন্যাগণ,
বেষ্টিয়া শোভিত, যথা রজনীরঞ্জন।
কোথায় প্রাণের বাছা দত্ত সে আমার,
তার অদর্শনে মম জীবন আঁধার।
যেই ভূঁইদত্ত মম সদা কুতূহলে,
শত শত শস্ত্রধারী শূর দল দলে
পরিবৃত, বিকশিত কর্ণিকার ফুল,
সম যারে হেরিতাম রূপে সমতুল।
কোথায় এখন সেই হৃদয়ের ধন,
দেখিতে পাইনা কেন তার চন্দ্রানন।
চঞ্চল জীবন মম চঞ্চল হৃদয়,
বিষম দুখের ভার আর নাহি সয়।
চল তাত সুদর্শন চল মোর সাথে,
যাইব দত্তের গৃহে তাহাকে দেখিতে।
শীলাচারী সত্যনিষ্ঠ ধার্ম্মিক সুজন,
দেখিব কেমন আছে প্রাণের নন্দন।
ইহা বলিয়াই অতি দাস্তসহকারে,
আদেশিয়া দাসদাসী নিজ অনুচরে,
উন্মাদিনী বেশে রাণী উন্মাদিনীপ্রায়,
সুদর্শন সঙ্গে তার দত্তগৃহে যায়।

শোক-সিন্ধু।

কাল কালিন্দীর কূলে কাল প্রাতঃকালে,
বল্মীক উপরে সেই অশ্বত্থের মূলে ;

মহাসত্ত্ব নাগরাজ কাল-সূর্য্যকরে,
বন্দী হ'ল সাপুড়িয়া ব্রাহ্মণের করে।
সূর্য্যোদয় সাথে সাথে নাগকুলেশ্বরে,
অতঃপর সেথা হ'তে লয়ে গেল দূরে।
নিত্যকৃত্য সম্পাদনে দণ্ডপাটরাণী,
সখীগণে পরিবৃতা আইলা তখনি।
না দেখিয়া পতি কিন্তু বল্মীক উপরে;
বিস্মিতা হইয়া রাণী ভাবিলা অন্তরে।
কোথা গেল প্রাণনাথ এই সময়েতে;
বনে প্রবেশিল বুঝি প্রাতঃ ভ্রমণেতে।
যা হৌক তাহ'লে নাথ আসিবে এখনি;
সখীগণ নৃত্য কর দাও তুর্য্যধ্বনি।
এ বলিয়া সখীগণে নৃত্যে নিয়োজিলা;
আপনি ফুলের মালা গাঁথিতে বসিলা।
যূথি যাতি তিল বেল চাঁপা সেফালিকা;
বিমল কমল জবা টগর মল্লিকা।
অভিমানী প্রেমময়ী বসি তরুতলে,
গাঁথিলা বিবিধমালা দিব্য ফুল দলে।
কোনটি পরাবে গলে কোনটি শ্রবণে;
কোনটি বা রাখি শিরে পূজিবে চরণে:
মালা গাঁথা হ'লে শেষ পথ পানে চায়;
নবীন নীরদাগমে চাতকিনী প্রায়।
কিন্তু হায়! মুগ্ধা রাণী জানে কি এমন;
বন্দী হ'য়ে গেছে তার হৃদয় রমন!

বড় সাধে গাঁথা মালা দিবে প্রাণেশেরে ;
কিন্তু তার কান্ত আর আসিল না ফিরে।
ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে বেলা ব'য়ে যায় ;
ডুবিল রাণীর মন নানা ভাবনায়।
কি হইল কোথা গেল প্রাণেশ আমার ;
এতক্ষণ দেখা কেন পাই না তাহার ?
শ্বশুর শ্বাশুড়ী পদে করিতে বন্দন ;
পিত্রালয়ে গেল বুঝি হৃদয় রতন।
অথবা কি সুরপতি নিমন্ত্রণ ক'রে ;
ধরম শ্রবণ তরে নিল সুরপুরে ?
কিন্তু কভু কোন দিন না বলি আমায় ;
যায়নিত ! অভাগীর প্রাণেশ কোথায় ?
তবে বুঝি অদ্য কোন বিশেষ কারণে ;
তাড়াতাড়ী গেল চলি বুঝিব কেমনে।
তা'হলে আসিবে নাথ ফিরিয়া আবার ;
অনর্থক বসি হেথা কি করিব আর।
এ ভাবিয়া সখীগণে আদেশিলা রাণী ;
সখিগণ চল যাই পাতালে এখনি।
প্রাণনাথ যেতে পারে পিতার ভবনে ;
অথবা ধরম দানে ত্রিদশ ভুবনে।
এখানে থাকিলে নাথ আসিত এখন ;
স্থানান্তরে গেল মম হেন লয় মন।
এ বলিয়া সঙ্গে লয়ে সহচরী গণে ;
পাতালে আসিলা রাণী বিম্লান বদনে।

একে একে ক্রমে দিন যাইতে লাগিল ;
কিন্তু প্রাণকান্ত তবু ফিরে না আসিল।
চিন্তা মেঘ ক্রমে ক্রমে মানস-গগণে ;
আচ্ছাদিল আনন্দের তরুণ তপনে।
মনে হয় একবার শ্বশুর আলয়ে ;
গেল নাকি প্রাণনাথ দেখে আসে গিয়ে।
কিন্তু লজ্জাবতী সতী পতি পরায়ণা ;
লজ্জায় হৃদয় বেগ সম্বরে আপনা।
সরলা অবলা প্রাণে সহে কত জ্বালা।
দিবানিশি ভেবে ভেবে হ'লো উতলা।
রোদন অন্তরে, মাত্র পরমুখে হাস ;
বদন বিষাদে ভাসে নাহি সরে ভাষ।
কৃষ্ণপক্ষ রজনীর চন্দ্রমার মত ;
ক্রমে ক্রমে দেহ কান্তি কালিমা মণ্ডিত।
পিত্রালয়ে গেছে নাথ আসবে ফিরিয়া ;
এ আশায় থাকে কিছু ধৈরয ধরিয়া।
আশা মায়াবিনী যদি না করিত বাসা ;
নাজানি জীবের হায় কি হইত দশা।
দুখে পড়িলেও অতি সুখের লাগিয়া ;
আশা কুহকিনী রাখে জীবন বাঁধিয়া।
দিন গেল রাত গেল ক্রমে মাস গেল ;
তথাপিও মহাসত্ত্ব ফিরিয়া না এ'ল।
বিগত মাসেক কাল দেখিতে দেখিতে ;
কল্লান্তের সমপ্রায় লাগে রাণীচিতে।

একদা প্রদোষ পূর্ব্বে প্রাসাদে উঠিয়া ;
পথ পানে চেয়ে রাণী কাঁদে বিলাপিয়া ।
"কোথাগেলে প্রাণনাথ না কহিয়া মোরে ;
না হেরি তোমার মুখ হৃদয় বিদরে ।
চলে গেলে যদি নাথ ফিরে না আসিবে ;
সঙ্গে কেন অভাগীরে নাহি নিলে তবে ;
কিবা দোষ করিলাম চরণে তোমার ;
নাহি জানি দাসী জ্ঞানে ক্ষম সেবিকার ;
তোমা বিনা এ জীবনে কোন প্রয়োজন ;
তুমিই সর্ব্বস্ব জানি দুখিনী জীবন ।
তোমা ভিন্ন অন্য নাহি জানি কদাচিৎ ;
তোমার মুরতি আঁকা হৃদে অবিরত ।
তব সুখে সুখ জানি তব দুখে দুখ ;
তব পদ সেবি দাসী ভুলে শত দুখ ।
শীলরক্ষা হেতু যেতে যমুনা পুলিনে ;
পাদুখানি পূজিতাম কত প্রীত মনে ।
নানা ফুলে গাঁথা মালা পরি নিজ গলে ;
হাসি হাসি ভুষিয়াছ সোহাগিনী বলে ।
এখন সে সব ভুলি রহিলে কোথায় ;
তোমার বিরহে নাথ বুক ফেটে যায় ।
বল মোরে কার করে রেখে গেলে নাথ,
পিঞ্জরে আবদ্ধা বন বিহঙ্গিনী মত ।
কোথা তুমি অধিনীরে দাও দরশন ;
অনলে পশিয়া নহে ত্যজিব জীবন ।

রাজ্য সুখে কার্য্য নাই ওহে প্রাণনাথ;
তুমি যেথা মোরে সেথা লও তব সাথ।
সেবিতে পতির পদ জন্ম অবলার;
ছায়াসম সদার'বে সঙ্গে সঙ্গে তার।
কিবা ক্ষতি তব পদে রব দিনরাতি;
সতীর পতির পদ বিনে কিবা গতি!
কি মোর করম লিখা বুঝিতে না পারি,
পতি হয়ে অভাগীরে রহিলে পাসরি।
নাহি জান পূর্ব্ব জন্মে কোন অভাগীরে;
কাঁদায়েছি পতি সুখে বঞ্চি চিরতরে।
সেকালের ফল বুঝি ফলে এই কালে;
কাঁদাতে দাসীরে তাই পরিহরি গেলে।
ইত্যাদি বিলাপে রাণী প্রাসাদ উপরে;
পথপানে চেয়ে চেয়ে ভাসে আঁখি নীরে।
হেনকালে সমুদ্রজা সেথা উপনীত;
সুদর্শন পুত্র আর সঙ্গিনী সহিত।
দেখিলা বিমর্ষভাবে আসে ঠাকুরাণী;
অত্যধিক ব্যস্ত তা'তে হল আরো রাণী।
কিবা বার্ত্তা প্রাণেশের না জানি বিশেষ;
উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যায় শ্বাশুড়ী উদ্দেশ।
আগু বাড়াইয়া নিল বন্দিয়া চরণে;
মাতা পুত্র দুই জনে স্বীয় নিকেতনে।
আগন্তুক কৃত্য আদি যথাবিধি সারি;
বসিতে আসন দিয়া পিপাসার বারি।

অবশেষে লজ্জা ত্যজি শ্বাশুরী চরণে ;
জিজ্ঞাসে হৃদয়বেগে আনতঃ আননে
"বল আর্য্যে আর্য্য পুত্র আছেত কুশলে
বহুদিন দেখা নাই সদা প্রাণ জ্বলে।"
আকাশ ভাঙ্গিয়া শিরে পড়িলে অশনি ;
না জানি হইত কিনা স্তম্ভিতা এমনি ;
পুত্র বধূ বাক্যচয় বজ্রের নিনাদে ;
সমুদ্রজা শ্বাশুরীর প্রবেশিল হৃদে ।
"কি শুনালি, অভাগিণী! তবে কি নিশ্চয় ;
এখানেও নাই মোর প্রাণের তনয় ?
এ বলিয়া বজ্রাহত পথিকের মত ;
সমুদ্রজা ধরাপরে হইলা মূর্চ্ছিত ।
হঠাৎ যেমতি উঠে প্রলয় কল্লোল ;
তেমতি পড়িল মহাক্রন্দনের রোল ।
কে কারে সম্বরে শোকে কে দিবে সান্ত্বনা ;
হাহারবে দাসদাসী কাঁদে সর্ব্বজনা ।
বিলাপিয়া ধরি রাণী শ্বাশুরীর পায়,
পড়িয়া ধরণী মাঝে গড়া গড়ি যায় ।
শত শত রাণীদের করুণ বিলাপে
পরিণত হ'ল পুরী যমপুরী রূপে ।
ভাঙ্গিল আশার বাঁধ হায় সকলের ;
শোকসিন্ধু উথলিল পূর্ণ হৃদয়ের ।
দুখের চরম হ'ল সুখের ভবন ;
অতপর আজি যেন শশ্মান ভীষণ

এই ভাব ব্যক্ত হেতু বুদ্ধ ভগবান ;
সুমধুর স্বরে কহে পরিষদ স্থান ;
"এইরূপে শাশুরীরে আসিতে দেখিয়া ;
রাণীগণ কাঁদে শোকে বাহু প্রসারিয়া।
বল আর্য্যে একমাস গত হয়ে গেল ;
আর্য্য-পুত্রের নাহি জানি কুশলাকুশল।
যশস্বী তোমার পুত্র মৃত কি জীবিত ;
কহ আর্য্যে নাহি জানি সত্য যথাযথ।"
এইরূপে কিছুক্ষণে লভিয়া চেতনা ;
কিঞ্চিৎ হৃদয় বেগ সম্বরি আপনা।
সমুদ্রজা মহাদেবী বধুগণে লয়ে ;
প্রাসাদ উপরে উঠি ব্যাকুল হৃদয়ে।
ভূরিদত্ত প্রকোষ্টেতে প্রবেশি তখন ;
সাজসজ্জা দেখি পুন জুড়িল ক্রন্দন।

সমুদ্রজার বিলাপ।

হায় পুত্র ভূরিদত্ত কোথা তোর পা'ব তত্ব
ভুলি কোথা রহিলি মায়েরে ;
না হেরিয়া তোর মুখ ফাটিয়া যেতেছে বুক
কোথা আছ দেখা দাও মোরে।
অৰ্দ্ধমাস না যাইতে হাসি মুখে হাসি চিতে ;
পূজিবারে জননী চরণ ;
স্বীয় কৰ্ম্ম পরিহরি উল্লাসে হৃদয় ভরি ;
আসিয়াছ কত প্রীত মন।

মায়েরে জানিস্ যত কিছুতে আর নহে তত
মা'র নামে ভুলিস সংসার ;
মাতা শক্তি মাতা ভক্তি মাতা তোর গতি মুক্তি
মাতৃ পদ জীবনের সার।
এমন মায়ের কথা ভুলে গেলি গিয়ে কোথা,
দেখা দেরে অভাগিনী মায়।
নতুবা বিহনে তোর জীবন রবে না মোর ;
দুখ আর সহা নাহি যায়।
মাসাধিক গত হ'ল তোর দেখা না হইল,
বল বাছা কিসের কারণ ;
বধূগণ জীর্ণ শীর্ণ হইল বিবর্ণ বর্ণ
ছিন্ন ভিন্ন দেহের ভূষণ।
ছিন্ন লতিকার মত কাঁদে সবে অবিরত
বিলুণ্ঠিত ধরণী শয্যায় ;
রাজ্যবাসী প্রজাশোকে কাঁপাইয়া নাগলোকে
তোর তরে করে হায় হায়।
সবে বলে কিবা রোষে মোদের করম দোষে,
পরিহরি গেলে আমাদেরে ;
বুভুক্ষিতে খাদ্য দায় বারি দানে পিপাসায় ;—
বিপদেতে রক্ষিবে আর্ত্তের।
নাহি জানি দুখ পীড়া তোমার পালনে মোরা
পিতৃবুকে শিশুর মতন ;
দিয়াছ কতই সুখ এবে কেন দিতে দুখ
কোন দোষে হ'লে বিস্মরণ।

দাসীগণ বিনাইয়া নানামত বিলাপিয়া
কাঁদে সবে করি হাহাকার ;
হেরি মুখ সবাকার বহিতে না পারি আর ;
দুর্ব্বিসহ জীবনের ভার।
তোমাবিনা রাজ্য খণ্ড হ'ল আজি লণ্ড ভণ্ড
পদাঘাতে তৃণ রাশি মত ;
দিবাকর বিমণ্ডিত সূর্য্যকান্ত মণি মত ;
পুরীহল তিমিরে আবৃত।
কিবা মোর কর্ম্মফল সুধাসহ হলাহল ;
জলে কেন জ্বলিল অনল ;
রাজরাণী রাজ মাতা কৈলে যদি লোকত্রাতা ;
সুখে কেন করিলে বিকল।
দরিদ্রে রতন দিয়া পুনরায় কাড়ি নিয়া ;
দ্বিগুণ বাড়ালে হৃদিতাপ ;
না জানি এই কি রঙ্গ শান্তি গৃহ কৈলে ভঙ্গ
অধিনীরে দিতে মনস্তাপ।
শকুনী যেমন নীড়ে মৃত শাবকের তরে ;
হাহাকারে করয়ে ক্রন্দন ;
ভূরিদন্তে না দেখিয়া তেমন আমার হিয়া ;
দগ্ধ করে শোক হুতাশন।
শাবক হইলে হ'ত চির দুখে নিমজ্জিত ;
যথাশূন্য কুলায়ে কুক্করী ;
আমার হৃদয়ভেদি বহিল দুখের নদী ;
ডুবিলাম চির শোক-বারি।

মহারাজ চক্রবর্ত্তী ঘুরিয়া নিখিল ক্ষিতি ;
ঝরনায় না দেখিলে জল ;
যেমন মগন দুখে ততোধিক আমি শোকে
হইতেছি দগ্ধ অবিরল।
কামারের উখা প্রায় অন্তর আমার হায় ;
দহিতেছে অন্তরে অন্তরে ;
জ্বলিতেছি দিবানিশি বাছা মোর পূর্ণশশী ;
কোন রাহু গ্রাসিল তাহারে ;
বিধি মোর ভালে কেন দারুণ লিখিলে হেন,
কিবা দোষ করিয়াছি পায় ;
অন্ধের নয়ন সম পুত্র রত্ন নিরূপম
দিয়া কোথা নিলি পুনরায়।
তব মনে এত যদি ছিলরে নিঠুর বিধি,
তবে কেন রাজমাতা কৈলি ;
চিরবন্ধ্যা লিখিভালে কেন বা না জন্ম দিলে
পুত্রশোক যাইতাম ভুলি।
সহিতে হ'ত না আর এত জ্বালা অনিবার,
প্রতিক্ষণে দিবস যামিনী ;
পুত্র সুখ বিনি মরে রাজ্যধন কেড়ে লয়ে
কেন না করিলে ভিখারিণী।
বাছাদের হেরি মুখ লভিতাম কত সুখ,
শত দুঃখ হ'ত বিস্মরণ ;
পূর্ণশশী যে বদনে খেলে সদা নিশি দিনে ;
করে প্রাণে সুধা বরিষণ।

জন্মি নর রাজ কুলে পড়িয়াছি নাগ কুলে,
সেই দুখ গিয়াছি ভুলিয়া ;
ত্রিলোক পূজিত প্রিয় রূপে গুনে অদ্বিতীয়,
পুত্রদের মুখ নিরখিয়া।
দেব ব্রহ্ম নাগনরে যাতে সদা বাঞ্ছা করে,
ত্রিভুবনে বরণ্য সবার ;
সেহেন তনয় মোর হরি নিল কোন চোর ;
কেবা সেই পাপী দুরাচার।
আমারে কাঁদায় যেই অবশ্য কাঁদিবে সেই
পারনামে এমন করিয়া ;
পুত্র শোক সন্তাপেতে দগ্ধভূত হ'বে চিতে ;
দিবা নিশি ভাবিয়া ভাবিয়া।
সমুদ্রজা মহারাণী যেন প্রায় পাগলিনী,
এইরূপে কাঁদে বিলাপিয়া ;
কপালে কঙ্কণ হানে মনে না প্রবোধ মানে ;
গড়াগড়ি ধুলায় পড়িয়া।
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাযায় মুখে বলে হায় হায়,
হায় বিধি কি করিলি মোরে ;
কোথা গেল কি হইল বাছা কোথা লুকাইল,
কোথা গেলে পা'ব আমি তারে।
উপোসথ করিবারে গেল কালিন্দীর পারে
যমুনাকি রাখিল লুকা'য়ে,
অথবা কি বনমাতা লুকায়ে রাখিল সেথা
আপনার গহন আলয়ে।

কোথা পুত্র গুণধাম মো'রে কেন হ'লে বাম
শোকাগ্নি-জ্বালিয়া মোরে মারে;
হয়ে থাকে যদি দোষ ত্যজ বাছা সেই রোষ
পুত্র কি মায়ের দোষ ধরে।
মিথ্যা মোর রাজাধন তুমি মাত্র ছিলে ধন
অন্যধন নাহি তোমা বিনে;
হারাইয়া সেইধন কি জন্যে রাখি জীবন
এ জীবন ত্যজীব জীবনে।
কোথা গেলি যাদুধন বাছা অন্ধের নয়ন
শূন্য করি আমার আলয়;
কোলে আয়রে প্রাণ মণি ডাকে তোর মাদুখিনী
মা ব'লে কি মনে নাহি হয়?
বহু সহিয়াছি ক্লেশ সন্তাপের একশেষ
সহা নাহি যায় আর প্রাণে;
বিধি যদি এত দিবে মরণ ঘটাও তবে,
কিবা ফল বাঁচিয়া জীবনে।
সমুদ্রজা বিলাপেতে শোক বেগ সম্বরিতে
দাস দাসী না পারিল কেহ;
সাগর কল্লোল জিনি উঠিল ক্রন্দন ধ্বনি
হাহাকারে পূর্ণ হ'ল গেহ।
ভীষণ নরক প্রায় করে সবে হায় হায়
যাতনায় অস্থির হইয়া;
কে কারে প্রবোধ দিবে কেহ নাই নিবারিবে
দীন কহে মরমে মরিয়া।

অন্বেষণ পরামর্শ

এইরূপে বিলাপ করেন সমুদ্রজা ;
হাহাকার করে যত রাজ্যবাসী প্রজা।
বাত্যাহত শালবন যোগেন্দ্র হইতে ;
প্রবাহিত হয় যথা প্রলয় শব্দেতে।
তেমনি হইল গৃহ পূর্ণ কোলাহলে ,
বহিল শোকের স্রোত ভাসি রসাতলে।
এই ভাব ব্যক্ত হেতু কহে ভগবান ;
"ভিক্ষুগণ শুন বলি করিয়া আহ্বান।
প্রবাহিত বাত্যাহত শালবন প্রায় ,
স্ত্রী পুত্রাদি দত্তগৃহে করে হায় হায়।"
সুভোগ অরিষ্ট পিতৃ মাতৃ উপস্থানে ,
পিত্রালয়ে যেতেছিল তদা হৃষ্ট মনে।
দত্তগৃহ নাতি দূরে আসিলা যখন ;
ক্রন্দনের হাহাকার করিল শ্রবণ।
ভ্রাতার আলয়ে একি ! কিসের ক্রন্দন ;
বিস্ময় আতঙ্কে শুনি ফিরিল দু'জন।
সাগর কল্লোল জিনি উঠে মহারোল ;
কাঁদে সবে মুখে মাত্র ভূরিদত্ত বোল।
তবে কি অশুভ কোন হইল ভ্রাতার ;
তার নামে নহে কেন পড়ে হাহাকার।
এ ভাবিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল ;
গৃহে আসি যথাযথ জানিতে পারিল।

সুভোগ মায়ের পদে বুঝায় তখন ;
"চিন্তা পরিহর মাতঃ স্থির কর মন।
এই ভাব ব্যক্ত হেতু পুন ভগবান ;
মধুময় স্বরে কহে পারিষদ স্থান।
"পথিমধ্যে শোকোচ্ছ্বাস শ্রবণ করিয়া ;
সুভোগ অরিষ্ট দোহে আসিল ছুটিয়া।
গৃহে গিয়া অতপর সুভোগ পণ্ডিত ;
মাতাকে সান্ত্বনা বাক্যে বুঝায় সুনীত।
শোক পরিহর মাতঃ স্থির কর মতি ;
জীবের ধরম ইহা উৎপত্তি ও চ্যুতি।
জীবের জনম ভবে করমের ফলে ;
পরিনামে মৃত্যুফল অবশ্যই ফলে"।
জন্ম মৃত্যু প্রাণীদের ছায়ার মতন ;
পাছে পাছে অনুগামী হয় সর্ব্বক্ষণ।
ডুব দিতে নারে যথা না ছুয়ে জীবন ;
জনম লভিয়া তথা এড়াতে মরণ।
তুমি আমি রবি শশী গ্রহ তারকাদি ;
নিয়তিতে নিয়মিত আছি নিরবধি।
ভোগিবারে সংসারেতে বিষময় ফল ;
তুমি আমি পরস্পর মিলেছি সকল।
ভুঞ্জিব করম ফল যা আছে প্রাক্তনে ;
ভোগিতে সামায় তার এসেছি ভুবনে।
স্বেচ্ছায় এনেছি যাহা তাহা ভোগ করি ;
বৃথা মাতঃ তার তরে শোক চিন্তা করি।

চতুর্থ সর্গ।

শোক পরিহর মাতঃ ধৈর্য্যধর চিতে ;
বোধ হয় ভূরিদত্ত অমরাপুরীতে।
ধরম দেশনা হেতু গিয়াছে নিশ্চয় ;
না হয় আসিত শীঘ্র-হেন মনে লয়।
অশুভ আশঙ্কা কিছু করিও না মনে ;
মোদের ভ্রাতার শত্রু নাহি ত্রিভুবনে।
যা হো'ক যেখানে আছে আনি দিব তারে
শোকেতে কাতরা আর না হও অন্তরে
"সমুদ্রজা বলে পুত্র যা'বল উচিত ;
বুঝাও যতেক মোরে শাস্ত্রের সুনীত।
তা'সব আমিও জানি শাস্ত্রের বচনে ;
জন্ম মৃত্যু পরিণাম জীবের জীবনে।
কিন্তু তাহা বুঝিয়াও বুঝেনা অন্তর ;
ভূরিদত্তে না দেখিয়া দহিছে অন্তর।
অদ্য রাত্রে যদি ওহে তাত সুদর্শন ;
না দেখিব তাবে তবে ত্যজিব জীবন।"
পুত্রগণ বলে মাতঃ চিন্তা ত্যাগ কর ;
অদ্য হ'তে দিগ্বিদিগ্ পাঠাইব চর।
জল স্থল ব্যোম বায়ু গগন মণ্ডল ;
তন্ন তন্ন করাইব এত রসাতল
আমরাও যাব মাতঃ ভ্রাতার সন্ধানে ;
স্বর্গ মর্ত্ত্য গিরিগুহা খুঁজিব ভুবনে।
গ্রাম পল্লী জনপদ ঘুরি ত্রিভুবন ;
যেখানে সন্ধান পাই করিব গমন।

অদ্য হ'তে সাতদিনে খুঁজি যথা পাই ;
প্রতিজ্ঞা করিনু মাতঃ আনিদিব ভাই।
চল মাতঃ পিত্রালয়ে যাই এই ক্ষণে ;
পিতৃ সম্ভাষিয়া যাব ভ্রাতৃ অন্বেষণে।
এরূপে বিবিধোপায়ে বুঝায়ে বিস্তর ;
মাতা পুত্রে পিত্রালয়ে গেল অতপর।
এ দিকেতে ধৃতরাষ্ট্র বিষাদিত মনে ;
পুত্রদের আগমন চেয়ে পথপানে।
আসে দেখে সুদর্শন সুভোগ অরিষ্ট ;
না হেরিয়া ভূরিদত্তে ভাবে ধৃতরাষ্ট্র।
নিশ্চয় হইবে কোন বিপদ বাছার ;
প্রাণের নন্দন নহে আসিত আমার।
ইত্যাদি বিবিধ রাজা ভাবে মনে মন ;
হেন কালে পুত্রগণ বন্দিল চরণ।
উপনীত পুত্রগণে তুষি স্নেহ দানে,
জিজ্ঞাসিলা ধৃতরাষ্ট্র বিমর্ষ আননে।
কহ কহ যাদুগণ জুড়াও জীবন ;
না আসিল ভূরিদত্ত কিসের কারণ।
আমাদের পূজাহেতু আসে অর্দ্ধমাসে ;
এইবার আসিলনা মাসেরও শেষে।
কোথা গেল কি হইল সংবাদ না জানি ;
দিবা নিশি মনাগুণে জলে হৃদি খানি।
পুত্র বলে পিতঃ মোরা নাজানি কারণ ;
হয় নাই মোদেরও সঙ্গে দরশন।

পিত্রালয়ে ভাই ভাই সবে পরস্পরে ;
দেখা হ'বে এই আশা মোদের অন্তরে।
নাজানি হইল কিবা বিপদ তাহার ;
মাসাবধি নহে কেন নাই সমাচার।
ইহা শুনি ধৃতরাষ্ট্র হইলা মূর্চ্ছিত ;
দুনয়নে বারি ধারা ঝরে অবিরত।
কিছুক্ষণে সম্বিত পাইয়া নাগপতি ;
বিলাপ ক্রন্দন ক'রে লোটাইয়া ক্ষিতি।
হা পুত্র ! হা ভূরিদত্ত !! নাগ শিরোমণি ;
অভাগা পিতারে ভূলি কোথা যাদুমণি।
তোমা হেন পুত্র লাভ শত পূণ্য ফলে ;
সবার বাঞ্ছিত স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে।
যার পদবন্দে বিরূপাক্ষ মহারাজা ;
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ করেযার পূজা।
শীল সত্য প্রজ্ঞাবলে যাহার সমান ;
ত্রিভূবনে নাই কেহ হেন তেজবান।
যাহার মহিমাগুণে মুগ্ধ ত্রিভূবন.
সে হেন তনয় মোর কোথায় এখন।
কোথায় রহিলে বাছা বুক ফেটে যায় ;
বারেক আসিয়া দেখা দাও অভাগায়।
তোমার বিহনে আজি রাজ্য অন্ধকার ;
দুর্দ্দশা দেখিয়া যাও স্বচক্ষে পিতার।
শুভাশুভ নাহি জানি কিবা সমাচার ;
জ্বলন্ত অঙ্গার তুল্য অন্তর আমার।

স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল যারে ভয় পায় ;
দেব নাগ যক্ষ রক্ষ যাহার সহায়।
তাহার তনয়ে হরি নিল কোন চোরে ;
কোন্ রাহু মৃত্যু সাধে গ্রাসিল তাহারে।
কোথা পুত্র একবার দাও সমাচার ;
নিমিষে এখনি গিয়া করিছারখার।
কোন দেববল যদি থাক অন্তরীক্ষে ;
বাছার সংবাদ কহ আসিয়া অলক্ষ্যে।
উপোসথ করিবারে যাইতে ধরায়,
যমুনা কি লুকাইয়া রাখিল বাছায় !
কিংবা শশীভ্রমে রাহু গ্রাসিল তাহারে,
অথবা কি রাখে গিরি লুকায়ে গহ্বরে !
তাহলে কালিন্দী একা শুষিয়া ফেলিব,
উপাড়িয়া গিরি চূর্ণ বিচূর্ণ করিব।
হইয়া রাহুর রাহু গ্রাসিব রাহুরে ;
দেখিব আমার কোপে কে রক্ষিবে তারে।
আমার জীবিতে হায় আমার নন্দনে ;
কোন চোরে হরি নিজ মৃত্যু ডাকি আনে।
না জানি প্রাণের বাছা বিপদে পড়িয়া ;
ডাকিছে পিতায় কত কাতর হইয়া।
বলিতে পারিনা কত করিছে রোদন ;
হায়রে ! সে সব বার্ত্তা কে দেয় এখন।
হা পুত্র ! দুর্ভাগা অতি তোমার জনক,
না জানিল কোথা তুমি রহিলে আটক।

অহো কি কঠিন মম হৃদয় পাষাণ ;
এত জ্বালা সহি তবু নাহি যায় প্রাণ ;
ইত্যাদি বিলাপে খেদে ধৃতরাষ্ট্র রায়,
কভু উঠে কভু পড়ে করে হায় হায়।
কভু ক্রোধে মত্ত হয়ে করে গরজন ;
শোকে আত্মহারা হয়ে কভু অচেতন।
পুত্রগণ আশেপাশে বসিয়া ধরায়,
সম্বরি ক্রন্দন ক্ষণ পিতাকে বুঝায়।
"ওহে পিত ক্ষান্ত হও শান্ত কর মন,
ইহার বিধান মোরা করিব এখন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে পাঠাইয়া চর,
জানিব সংবাদ কোথা আছে সহোদর।
অদ্য হ'তে আমরাও সেথায় যাইব।
সপ্তাহে আনিব বার্ত্তা যেখানে পাইব।"
ইত্যাদি সান্ত্বনা বাক্যে বুঝায়ে পিতারে,
অতঃপর সুদর্শন ভাবিলা অন্তরে।
একত্র যদ্যপি যাই ভাই তিনজনে,
তা হ'লে হইবে বহু বিস্তার সন্ধানে।
অতএব যাতে শীঘ্র অন্বেষণ হয় ;
তিনজনে তিন স্থানে যাইবারে হয়।
একজনে দেবলোকে, হিমবন্তে এক ;
যাইতে হইবে আর নরলোকে এক।
অতপর কোন স্থানে পাঠাবে কাহারে ;
বিচক্ষণ সুদর্শন চিন্তিলা অন্তরে।

অরিষ্ট যদ্যপি যায় মনুষ্য ভুবনে ;
পশ্চাতে অনিষ্ট করে ভয় হয় মনে।
কেননা স্বভাব তার ক্রূর অতিশয় ;
কর্কশ, পরুষভাষী, অল্পে রুষ্ট হয়।
ভুরিদত্ত দেখা যদি পায় কোন স্থানে ;
জ্বালাইবে সেই স্থান হেন লয় মনে।
অতএব দেবলোকে পাঠাইব তারে,
তাহ'লে রবে না কিছু ভয় করিবারে।
হিমালয় মহাবনে সুভোগে প্রেরিব ;
ভ্রাতার সন্ধানে মর্ত্তে আপনি যাইব।
ভাবিয়া চিন্তিয়া ইতি ভাই দুইজনে ;
আদেশিলা সুদর্শন স্নেহ সম্ভাষণে।
স্নেহের অরিষ্ট তুমি যাও দিব্যধামে ;
খুঁজিবে প্রথম গিয়া বৈজয়ন্ত ধামে।
ইন্দ্রের প্রাসাদ সেই নয়ন রঞ্জন ;
দেখিবে কতই দৃশ্য চিত্ত-বিনোদন।
দেবের বাঞ্ছিত স্থান ত্রিদশ আলয়ে,
হেরিবে নন্দন শোভা প্রফুল্ল হৃদয়ে।
দেখ যেন সাবধানে খুজিবে সেথায় ;
সুরদল পরিবৃত, সুরেন্দ্র সভায়।
ধরম শ্রবণ হেতু যদি দেবগণ,
ভূরিদত্তে লয়ে যায় অমর ভুবন।
দেখিবে যদ্যপি করে ধরম দেশনা ;
দেব সভা মাঝে, তারে তবে আনিও না।"

এ বলিয়া দেবলোকে অরিষ্টে পাঠায়ে,
সুভোগে বলিলা তু'ম যাও হিমালয়ে।
পঞ্চ মহানদী খুঁজি আসিও যমুনা,
সরস্বতী, ধৃতপাপা, গঙ্গা ও কিরণা।
সুভোগে পাঠায়ে সেথা ভাবি নিজ মনে;
আপনি যাইব আমি মনুষ্য ভুবনে।
যদি আমি নররূপে যাইব সেথায়,
করিবেনা সমাদর নরেরা আমায়।
যেহেতু নরের অতি প্রিয় যতিগণ,
আমারও যতি ভাবে উচিত গমন।
এ ভাবিয়া সুদর্শন বুদ্ধি বিচক্ষণ;
নবীন সন্ন্যাসী বেশ করিল ধারণ।
ব্রহ্মচারী বেশধারী সুদর্শন শেষে;
পিতা মাতা বন্দি চলে ভ্রাতার উদ্দেশে।
ছিল এক তাহাদের বৈমাত্রেয় ভগ্নি;
অজমুখী নাম্নী, স্নেহে পূর্ণ হৃদি খানি।
জন্মাবধি বোধিসত্ত্বে প্রাণাপেক্ষা জানে,
দত্তও তাহারে সদা তোষে স্নেহদানে।
বহুদিন না পাইয়া ভ্রাতার দর্শন;
দিবস যামিনী যাপে করিয়া রোদন।
জ্যেষ্ঠে আজি অন্বষণে যাইতে দেখিয়া;
কহিল বিনম্র হয়ে চরণে পড়িয়া।
"আমিও যাইব দাদা তোমার সহিত;
তার অদর্শনে প্রাণ সতত ব্যথিত।

একাকী ভ্রমিবে দাদা ক্লেশ হবে মনে ;
দুখিনীকে লও তব সঙ্গেতেকারণে।
যেতেছ তোমরা আর আমি একাকিনী ;
থাকিতে নারিব দাদা ধরি পা দু'খানি।
এ বলিয়া অজমুখী কাঁদিতে কাঁদতে ;
ছিন্ন লতিকার মত পড়ে চরণেতে।
সুদর্শন বলে তুমি যাইবে কেমনে ;
দেখ আমি যতিবেশে যেতিছি ভুবনে।
যাবত না পাই দেখা ঘুরিব সংসার ;
মম সনে বহু ক্লেশ হইবে তোমার।"
অজমুখী বলে দাদা মিথ্যা প্রবোধিয়া ;
নির্দ্দয়ের মত যাবে আমাকে ফেলিয়া !
মণ্ডুক হইয়া র'ব তোমার জটায় ;
তাহাতে কি স্নেহ করি নিবেনা আমায়।
পথশ্রম লাগিবেনা তা হইলে দাদা,
অথচ তোমার সনে রহিব সর্ব্বদা।
অজমুখী মুখে শুনি ঈদৃশ বচন ;
তা'হলে আইস শীঘ্র বলে সুদর্শন।
আজ্ঞা পেয়ে অজমুখী আশ্বস্ত হইয়া,
ক্ষুদ্র ভেক বেশে রয় জটায় লুকিয়া।
অতপর সুদর্শন অজমুখী লয়ে,
উপনীত প্রথমেতে ভূরিদত্তালয়ে।
উপোসথ স্থান আদি ভ্রাতৃজায়া স্থানে ;
জিজ্ঞাসি আসিলা জানি যমুনা পুলিনে।

অনুক্রমে আদি হ'তে করিবে সন্ধান ;
ইহাই উদ্দেশ্য বলে তারক অজ্ঞান।

অনুসন্ধান

অরিষ্ট স্বরগে গেলা পেয়ে অনুমতি ;
হিমালয়ে প্রবেশিলা সুভোগ সুমতি।
অজমুখী সঙ্গে লয়ে ভ্রাতার সন্ধানে,
নিজে সুদর্শন এল যমুনা পুলিনে।
এইরূপে বোধিসত্ত্ব সন্ধান কারণ ;
ক্রমান্বয়ে তিন দিকে গেলা তিন জন।
যমুনার পরপারে অশ্বত্থ যেথায়,
বিরাজে বল্মীক স্তূপ যাহার ছায়ায়।
ভ্রাতৃজায়া বিবরিত চিহ্ন অনুবলে,
যথাক্রমে সুদর্শন গেলা তার তলে।
বিস্তৃত ভূখণ্ড ব্যাপী শাখা প্রসারিয়া ;
দেখিলা প্রকাণ্ড তরু প্রদানিছে ছায়া।
বনপুঞ্জে পুষ্পকুঞ্জে শোভে চারি ধার ;
মলয় মারুত করে মাধুরী বিস্তার।
সম্মুখে যমুনা জল করে কল কল ;
স্বচ্ছ জলে হংস হংসী ভাসে নিরমল।
অনুচ্চ বল্মীক স্তূপ উপোসথ স্থান ;
দেখিলা অশ্বত্থ মূলে বিপদ নিদান।

চারি পাশে বিবরিত আছে সমুদায় ;
কেবল নাই রে সেথা ভূরিদত্ত হায় !
দেখিলা সকল ভ্রাতৃজায়া যা কহিল ;
হায় রে দত্তের কিন্তু দেখা না পাইল।
না পাইয়া ভ্রাতৃ দেখা বিষাদিত মনে ;
ইতস্ততঃ সুদর্শন খোজে ঘনে ঘনে।
দত্তের গৃহীত স্থান দেখিলা হঠাৎ ;
রহিয়াছে ভূমিতলে চিহ্ন রক্তপাত।
ছিন্ন ভিন্ন লতাবলী আছে চারি ধারে ;
সাপুড়িয়া বিপ্র যাহে বাঁধিল তাহারে।
সুদর্শন হেরি তাহা অন্তরে জানিল ;
নিশ্চিতই ভূরিদত্তে সাপুড়ে ধরিল।
এই ত প্রমাণ তার হেরিতেছি চোখে ;
কাঁদিতে লাগিলা ভাবি বিলাপিয়া শোকে।
হায় ! ভাই কেন এলি মনুষ্য ভুবনে ;
উপোসথ না করিয়া আপন বিমানে।
রহিতে স্বরাজ্যে ভাই প্রহরী বেষ্টিত ;
কেমনে এমন আজি বিপদ হইত।
অথবা যাদেরে ডরে দেব যক্ষ রক্ষ ;
কি ছার মানব ! সে ত তাহাদের ভক্ষ্য।
মানব যদ্যপি তোমা ধরে লয়ে যায় ;
আপন শকতি ভুলি রহিলে কোথায় ?
ছিলে জানি অধিষ্ঠিত চতুরঙ্গ শীলে ;
তাই বুঝি আপনিই বন্দি হয়ে গেলে।

না হয় তোমার শক্তি পরাভব করে ;
না হেরি এমন কেবা ত্রিলোক ভিতরে।
আমা সবাকার হ'তে বহু শক্তি তব ;
পূজে ইন্দ্র দিয়া তোমা স্বর্গীয় বিভব।
সত্য ধর্ম্মশীল গুণে তোমার মতন ;
নাই রে ত্রিভবে ভাই ধার্ম্মিক সুজন।
এমন গুণের ভাই কোথা লুকাইলে ;
পাইব তোমার দেখা বল কোথা গেলে।
না জানি পাপিষ্ঠ কত দিয়াছে যাতনা ;
অহো রে রক্তের ধারা দেখিতে পারি না!
সুদর্শন ক্রন্দনেতে কাঁদে অজমুখী ;
ভ্রাতার বিহনে শোকে ভ্রাতৃ দুখে দুখী।
এইরূপে বিলাপিয়া ভায়ের কারণ :
গ্রাম্য পথ অবলম্বি চলিলা তখন।
যেথা আগে ভূরিদত্তে নৃত্য করাইল ;
ক্রীড়াপিত সেই গ্রামে উপনীত হ'ল।
প্রবেশিয়া সুদর্শন গ্রামের ভিতরে ;
জিজ্ঞাসিলা সম্বোধিয়া তথাকার নরে।
"ভ্রাতৃগণ! এখানে কি কোন সাপুড়িয়া ;
কোন দিন কোন নাগে ছিল নাচাইয়া ?
আকৃতি প্রকৃতি আদি বিশেষ তাহার ;
এইরূপ ;—দেখিয়াছ বল সমাচার।
সন্ন্যাসী হেরিয়া তারা প্রীতিপূর্ণ মনে ;
ভক্তি সহকারে বলে মৃদু সম্ভাষণে।

"হাঁ প্রভো! মাসেক কাল বিগত হইল
একদা এখানে এক সাপুড়ে আসিল।
অলম্পায় নাম তার জাতিতে ব্রাহ্মণ;
নাচাইল নাগরাজে অপূর্ব্ব বরণ।
না দেখি এমন নাগ ভুবন ভিতর;
হবে কোন নাগরূপে দেব কি কিন্নর।"
"সুদর্শন তাহাদেরে করে জিজ্ঞাসন .
তা'তে তার কত ধন হ'ল অরজন?"
"সহস্র রজত মুদ্রা লভিল হেথায়;"
"পুনরপি বলে সেই এখন কোথায়?
"গিয়াছে অমুক গ্রামে তাহারা বলিল;
সুদর্শন ইহা শুনি সেথায় চলিল।
এরূপে ঘুরিয়া বহু গ্রাম গ্রামান্তরে;
অবশেষে উপনীত কাশীরাজ দ্বারে।
শ্রীবুদ্ধের জন্ম-কথা জন্ম-ব্যথা-হারী;
জুড়াও ভবের জ্বালা শুনি কর্ণ ভরি।

ক্রীড়াঙ্গন

মহা ধূমধাম আজি কাশীরাজাঙ্গনে;
চইল ত্রিবিধ মঞ্চ বিবিধ ভূষণে।
অপরূপ নাগনাচ করিবে দর্শন;
আনন্দে মাতিল আজি পুরবাসীগণ।

বালক বালিকাদল ছুটাছুটি করে
যুবক যুবতী যত না রহিল ঘরে।
অবিলম্বে লোকারণ্য দেখি রাজবাড়ী
যষ্ঠীভরে বৃদ্ধ বৃদ্ধা যায় তাড়াতাড়ী।
নৃত্য দেখিবার আশে আনন্দিত কায়;
মহারাজ সভাসদে আসিলা সভায়।
সভাপূর্ণ হেরি, জানি সময় আগত;
স্নান করি অলম্পায় বিপ্র যথাযথ।
পরিষ্কৃত পট্টবাস করি পরিধান;
রত্নঝুরি লওয়াইয়া গেল সভাস্থান।
বসিয়াছে মহারাজ পর্য্যাপ্ত আসনে;
উপনীত সাপুড়িয়া দৃষ্টি সন্নিধানে।
অতঃপর নরপতি আদেশিলা তায়;
"আসিয়া নাচাও নাগে ওহে অলম্পায়"।
আদেশ পাইয়া বদ্ধ রতন পেটারি;
আস্তরণে সাপুড়িয়া দিল মুক্ত করি।
"ওহে মহানাগরাজ আস বাহিরিয়া;"
সম্বোধিয়া ভূরিদত্তে ডাকে সাপুড়িয়া।
সে সময় সুদর্শন সন্ন্যাসীর বেশে;
উপনীত সেথা গিয়া ভ্রাতার উদ্দেশে।
জিজ্ঞাসিয়া পুরজনে উৎসব কারণ;
নাগনৃত্য হবে শুনি বিচলিত মন।
যদ্যপি দত্তের দেখা পাই এইখানে;
এ ভাবিয়া সুদর্শন গেলা নৃত্য স্থানে।

যাহার আশায় আসা নরলোকে তার ;
এতদিনে বিধি বুঝি দেখাদিবে তার।
অতঃপর নাগরাজ শির উত্তোলিয়া ;
জাতিগত ভাবে সভা দেখিল চাহিয়া।
যেহেতু নাগেরা আসি প্রথম সভাতে :
দ্বিবিধ কারণে তারা দেখে চারিভিতে।
প্রথম সুপর্ণকোন দেখেকি সভায় ;
দ্বিতীয় আপন জাতি আছেকিনা তায়।
গরুড় দেখিলে নাগ নাহি নাচে ভয়ে ;
লজ্জায় তেমন আর স্বজাতি দেখিয়ে।
অতএব জাতি আর পক্ষীরাজ যেথা
নাহি, সেথা নাচে নাগ ; নাচেনা অন্যথা।
মহাসত্ত্ব বুদ্ধাঙ্কুর আজিও তেমন ;
কুলাচারে মহাসভা করে বিলোকন।
যেকেহ যেবেশ কেন করুক ধারণ ;
দেখিবামাত্রেতে তারে চিনে নাগগণ।
ছদ্মবেশে নরগণ নাচিনে অপরে ;
নাগ-কাছে কেহ কিন্তু লুকাইতে নারে।
সভাসদ ইতস্ততঃ চাহি বুদ্ধাঙ্কুরে ;
দেখিলা সন্ন্যাসী বেশে আগত জ্যেষ্ঠেরে।
দেখামাত্র সুদর্শনে চিনিতে পারিয়া ;
বহিল শোকের উৎস হৃদয় প্লাবিয়া।
অতিদুখে বুদ্ধাঙ্কুর করিয়া রোদন ;
অগ্রজের অভিমুখে করিলা গমন।

তাহা দেখি দর্শকেরা ভয়ে পলাইল ;
সবেমাত্র সুদর্শন দাঁড়ায়ে রহিল।
বোধিসত্ত্ব অগ্রজের পায়ের উপর ;
মস্তক রাখিয়া শোকে কাঁদিলা বিস্তর।
সুদর্শন (ও) শোকাবেগ সম্বরিতে নারি ;
কাঁদিতে লাগিলা ঝরে দুনয়নে বারি।
এইরূপে ভূরিদত্ত কাঁদিয়া বিস্তর ;
আসিয়া পশিল পুন পেটারি ভিতর।
অনাহার অনিদ্রায় শরীর ভ্রাতার ;
দেখিলেন সুদর্শন অস্থিচর্ম্ম সার।
আগের লাবণ্য নাই, নাই সে গঠন ;
মেঘেতে ঢাকিল যেন মধ্যাহ্ন তপন।
অনুজের শোচনীয় পরিণাম দেখি ;
যুগপৎ ক্ষোভে শোকে কাঁদে অজমুখী।
অলম্পায়, সুদর্শনে কাঁদিতে হেরিয়া ;
মনেতে ভাবিলা নাগ থাকিবে দংশিয়া।
আশ্বস্ত করাই তারে উচিত আমার ;
ব্যস্ত ভাবে আসি বলে নিকটে তাহার।
"মম হস্ত মুক্ত নাগ তোমার চরণে ;
দংশিয়াছে হে তাপস ! ভয় নাই মনে।
যবে তোমা দংশিয়াছে উরগ আমার ;
আমাতে নির্ভর তব শুশ্রূষার ভার।
বিষ-জ্বালা হতে তুমি হবে বিমোচন ;
সাপুড়িয়া আমি, তব ভয় কি কারণ ?

অহি তুণ্ডিকের শুনি বচন নিচয় ;
আলাপেচ্ছু তার সনে সুদর্শন কয়।
"করে নাই এই নাগ আমারে দংশন ;
করিতেও পারিবে না অপিচ কখন।
যতগুলি নাগ আছে আমার সমান
কেহ নাই, সাপুড়েও নাহি বিদ্যমান।"
অলম্পায় বিপ্র শুনি ঈদৃশ বচন ;
তাহাকে না চিনি, ক্রোধে বলিল তখন।
কে এই সন্ন্যাসীবেশে আসিয়া সভায় ;
মম সনে দ্বন্দ্ব করে মূঢ় লোক প্রায় ?
যুদ্ধে আহ্বানিয়া তার করে সমতুল ;
পরিষদে আসিয়াছে কেমন বাতুল।
সভাজন শুন সবে আমার বচন ;
মম কিছু দোষ নাই ইহাতে কখন।
রাগ করি নাই আমি দেখ সবে তাকে ;
অতঃপর সুদর্শন বলিলা তাহাকে।
"ওহে অলম্পায় তব নাগরাজ সনে ;
আমার সহিত যদি বাঞ্ছাকর রণে।
তা হ'লে করাও কিন্তু আমি না করিব ;
যুদ্ধ হেতু আমি এক ভেক নিয়োজিব।
যদ্যপি আমার ভেক হারমানে আজি।
তা হ'লে সহস্র পঞ্চ মুদ্রা রাখি বাজী।
নাগ পরাজিত হ'লে কত দিবে ধন ;
হার জিত বাজী রাখি তবে দেহ রণ।

চতুর্থ সর্গ।

জটাম্বিত ভেকরূপী অজমুখী দিয়া;
এরূপে রাখিলা বাজী রণে আহ্বানিয়া।
অজম্পায় শুনি ইহা গর্ব্বিত বচনে;
কহিল সন্ন্যাসীরূপী নাগ সুদর্শনে।
"মম সবে কেন মিছা দ্বন্দ্ব কর তুমি;
নির্ধন তাপস তুমি মহাধন আমি।
উপজূত মুদ্রা তব, আছে কি তোমার:
না থাকে যদ্যপি, কেবা জামিন তাহার।
বহু ধন আছে মম নাহি ডরি তায়,
বাজী হৌক তবে পঞ্চ সহস্র মুদ্রায়।
কিবা ধন আছে তব দাও মোর হাতে;
অথবা মধ্যস্থ রাখ একজন হাতে।
আমিও রাখিব তবে নিকটে তাহার;
তা হ'লে রহিবে বাজী তোমার আমার।
ইহা শুনি সুদর্শন হইলা চিন্তিত;
আপনায় কেহ নহে সেথা পরিচিত।
বিজাতি বিভূম এই অজানা অচেনা,
কোথা পাবে এত ধন বিষম ভাবনা।
সঙ্গে করি আনে নাই একটি রতন;
কেবা জানে হবে আছে এ দায়ে পতন।
কেবা দিবে এই ধন ভাবিতে ভাবিতে;
কাশীরাজে জানাইব স্থির কৈল চিতে।
হ'লেও রাজার আমি সম্পূর্ণ অজানা;
সম্পর্কেতে হই কিন্তু তাহার ভাগিনা।

জানাব মাতুল কাছে এই বিবরণ ;
কিন্তু নিজ পরিচয় দিব না এখন।
এ ভাবিয়া সুদর্শন রাজার সকাশে ;
যাইয়া মুদ্রার আশে সকরুণ ভাষে।
"জয় হোক মহারাজ হউক কল্যাণ ;
নিবেদন তাপসের কর অবধান।
পড়িয়াছি মহাদায়ে সভায় আসিয়া ॥
লজ্জা নিবারণ কর দয়া ভিক্ষা দিয়া।
সর্প নৃত্যকারী হেথা সাপুড়িয়া সনে ;
বাজী হ'ল দোকাকার অযুতার্দ্ধ ধনে।
তার নাগ সনে রণে দিব আমি ভেক ;
জিত যার এহ মুদ্রা সেই পাইবেক।
অতএব হে মহান্ যশোবান রায় ;
অনুরোধ প্রাতিভোগে মুক্ত কর দায়।
না চাহি বাজীর মুদ্রা নাহি প্রয়োজন ;
কেবল এ দয়া ভিক্ষা দাও হে রাজন।
অজ্ঞাত তাপস মুখে এতাদৃশ বাণী ;
সহসা শুনিয়া মনে চিন্তে নরমণি।
কি কারণ এ তাপস আমার সদন ;
চাহিতেছে এত ধন কিবা প্রয়োজন ?
এ কেমন কথা ভাবি বারাণসী পতি ;
কিঞ্চিৎ বিরক্ত ভাবে বলে তার প্রতি।
"হে ব্রাহ্মণ কি কারণে চাহ এত ধন ?
বুঝিতে নারিনু আমি তোমার মনন।

পিতামহে ঋণ বুঝি দিয়াছিলা তুমি ;
অথবা কি কোন দিন লইয়াছি আমি ?
গচ্ছিত তোমার ধন আমার সদনে ;
আছে নাকি ? বহু ধন চাহ সে কারণে।"
ইহা শুনি সুদর্শন বিনত হইয়া ;
পুনঃ মহারাজ প্রতি কহে সম্বোধিয়া।
হে রাজন্ ! কেন এত বিদ্রূপ আমারে ;
সামান্য ভিক্ষার তরে আসিয়াছি দ্বারে।
সত্য সত্য নাগসনে ভেকে দিব রণ ;
বলিয়াছি মুখে যাহা না যায় খণ্ডন .
হে রাষ্ট্রাভিবর্দ্ধন রায় কি বলিব আর ;
হয় নয় সত্য মিথ্যা দেখ একবার।
ক্ষত্রীয় অমাত্য সনে হয়ে পরিবৃত ;
নাগ ভেক রণস্থলে চল ত্বরান্বিত।"
অদ্ভুত কথন শুনি নাগ-ভেকে রণ ;
সোৎসুখে বলিল রাজা চলহ ব্রাহ্মণ।
এ বুলে অমাত্যগণে সঙ্গে লয়ে রায় ;
তাপসের সঙ্গে তবে রণস্থলে যায়।
এদিগেতে অলম্পায়. তাপসের সনে ;
রাজাকে আসিতে দেখি ভাবে মনে মনে।
হইবে তাপস কোন রাজ-কুল-পুত্র ;
নহে মহারাজ কেন আসিবেক অত্র।
নাজানি রাজার সিধা কিকথা কহিল ;
সঙ্গে দেখি আসে, বুঝি প্রমাদ পাড়িল।

ভয়ে ভীত অলম্পায় শুকাইল মুখ;
কাঁপিতে লাগিল হিয়া দুরু দুরু বুক।
ধনলাভে আসিলাম নাগ নাচাইতে;
পাছে কি শমন লাভ হবে বিপরীতে?
ধন, বাজী গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হয়ে গেল,
সম্প্রতি জীবন লয়ে ভাবিত হইল।
সুদর্শন উপনীত হইলে সেথায়;
ভীতি বিকম্পিত স্বরে বলে অলম্পায়।
হে তাপস! করি আমি নিজ মন্ত্রগুণে;
অবজ্ঞা তোমায় কভু ভাবিওনা মনে।
তুমি নিজ মন্ত্রবলে হয়েছ গর্ব্বিত;
নাগকেও অপমান কর তাই এত।
নয়ে তুমি হেয়, আমি শ্রেয় তোমা হ'তে;
বলিতেছি হেন খলি না ভাবিও চিতে।
শুনি অলম্পায় বাক্য কহে সুদর্শন;
না করি আমিও তোমা অবজ্ঞা তেমন।
তবে তুমি বিষহীন নাগ নাচাইয়া;
গর্ব্বকর নরগণে বঞ্চনা করিয়া।
সে বিষয় আমি যত জানি, তুমি তত;
জানিতে যদ্যপি; কিংবা নয়েয়া জানিত।
মুষ্টিমেয় তুষমাত্র তাহ'লেত কোথা;
পাইতেনা, ধনলাভ সেত বড় কথা।
তাপসের যথাউক্ত এই বাক্যচয়;
সাপুড়ের শেলসম বিঁধিল হৃদয়।

নির্ব্বাণপ্রায় প্রায় অগ্নি ইন্ধন লভিয়া,
জ্বলে যথা তথা প্রায় হ'ল সাপুড়িয়া।
মুহূর্ত্তে হৃদয় হ'তে পুরুষের ভয়,
দূরে গেল ক্রোধভরে সুদর্শনে কয়।
জটাজুটধারী নেত্রে প্রলেপি অঞ্জন,
জানুপরে পরিহিত গৈরিক বসন।
হে তাপস বলিতেছ সভায় আসিয়া;
শিল্পগুণে নাগকেও নির্ব্বিষ ব'লিয়া।
আচ্ছা সে নির্ব্বিষ কিংবা সবিষ তাহায়;
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তবে দেখ এইবার।
বিষ খাওয়াইয়া তার তোমাকে এখন,
করাব তাহার আজি তীব্রতা জ্ঞাপন।
কেবল ইচ্ছাই হয় মানসে উদিত;
অচিরে হইবে তুমি ভস্মে পরিণত।
সুদর্শন শুনি এই গর্ব্বিত বচন;
ক্রীড়াচ্ছলে তার সনে বলিলা তখন।
"ওহে অলম্পায় কেন ক্রোধ কর এত;
নাগের বৃত্তান্ত নাহি জান যথাযথ।
যে সর্প কুক্কুট ডিম্ব খায় চুরি করে;
গৃহ সর্পেরও বিষ থাকিবারে পারে।
অথবা নীলাহি কিংবা জলীয় ধোড়ের;
থাকিতেও পারে বিষ সম্ভব তাদের!
অসম্ভব, কিন্তু রক্তশীর্ষ যাহাদের;
থাকিতে পারে না বিষ তেমন নাগের।

ইহা শুনি অলম্পায় যেন হুতাশন ;
সুদর্শন প্রতি কহে গর্ব্বিত বচন।
শুনেছি সংযত যতি অর্হৎ গণেরে ;
দান করি দায়কেরা যায় স্বর্গপুরে।
যদি তব থাকে কিছু দাতব্য এখন ;
দান করি স্বর্গপথ কর বিমোচন।
হইল তোমার মতিচ্ছন্ন অতিশয় ;
মরণ নিশ্চয় ইথে জানিও নিশ্চয়।
এই মহা ঋদ্ধিবান নাগের দংশনে ;
জুড়াবে ভবের জ্বালা লভিয়া শমনে।
দুদ্ধর্ষ তেজস্বী দিয়া ভুজগ ভীষণ ;
এখন তোমায় আমি করাব দংশন।
এ নাগ করিবে ভস্ম তোমায় অচিরে ;
কার সাধ্য তার তেজ নিবারিতে পারে।
ধীর শান্ত অচঞ্চল সুধী সুদর্শন ;
নীরবে শুনিতেছিলী ঈদৃশ ভর্ৎসন।
অবশেষে সাপুড়ের শেষ বাক্য চয় ;
শুনিয়া কিঞ্চিৎ মনে হল দুখোদয়।
তথাপি তাপস কিন্তু ক্রোধ না করিয়া ;
কহিলা সাপুড়ে প্রতি বন্ধু সম্বোধিয়া।
"ওহে বন্ধু! অলম্পায়, গর্ব্ব কর কেন ;
আমিও শাস্ত্রের বাক্যে শুনিয়াছি হেন।
সংযত তাপস গণে, থাকি ইহ লোকে ;
দান দিয়া দায়কেরা যায় সুরলোকে।

যত্তপি দাতব্য কিছু থাকিবে তোমার ;
তুমিই জীবিত ক্রিয়া কর এইবার।
উগ্রতেজা অজমুখী নাম্নী ভেক দিয়া ;
অলম্পায় তবনাগে দিব দংশাইয়া।
ধৃতরাষ্ট্র কন্যা মম বৈমাত্রী ভগিনী ;
পূর্ণ তেজে নাগরাজে দংশিবে এখনি।
সে তারে করিবে ভস্ম দেখিবে ব্রাহ্মণ ;
দেখিব তাহার তেজ কে করে বারণ।"
এ বলিয়া সুদর্শন হস্ত প্রসারিয়া ;
জটাস্থিত ভগিনীরে কহিলা ডাকিয়া।
ওহে ! অজমুখী তুমি হইয়া নির্গত ;
হাতের তালুতে মম হও প্রতিষ্ঠিত।
অগ্রজের ডাক শুনি জটান্তরে থাকি ;
বার ত্রয় ভেক নাদে নাদি অজমুখী।
মহা জনসঙ্গ মাঝে হইয়া বাহির ;
বসে আসি অগ্রজের অংসের উপর।
সেথা হতে লাফ দিয়া পড়ি করতলে ;
উগ্র বিষ বিন্দুত্রয় হাতে দিল ফেলে।
পূর্ণ তেজে অজমুখী বিষ প্রক্ষেপিয়া ;
পুনরায় জটান্তরে প্রবেশিল গিয়া।
অতপর সুদর্শন বিষ লয়ে হাতে ;
সভাতলে দাঁড়াইয়া লাগিলা কহিতে।
"সমবেত সভাজন শুন আজি সবে ;
এই মহা জনপদ বিনাশ পাইবে।

এই বাক্যে সিংহনাদে নাদি তিন বার ;
নীরবিলা সুদর্শন দয়ার আধার।
সে শব্দ গভীরতর হইল এমন ;
ব্যাপিয়া ঘোষিল কাশী দ্বাদশ যোজন।
এমন ভীষণ ধ্বনি শুনি সচকিতে ;
জিজ্ঞাসিলা মহারাজ ভয়ে ভীত চিতে।
"হে তাপস! কি কারণ আমার নগর ;
বিনাশ পাইবে তাহা বলহ সত্বর।
প্রসারিত হস্তে গিয়া রাজার সদনে ;
দেখ বলি মহারাজ সুদর্শন ভণে।
"এই যে ত্রিবিন্দু বিষ হয়েছে বাহির ;
রাখিবার স্থান আমি না হেরি মহীর।"
"রাজা বলে ব্যস্ত কেন সামান্য লাগিয়া ;
এ মহা পৃথিবী পরে দাও ফেলাইয়া।"
"ওহে ব্রহ্মদত্ত রাজ এবিষ কখন ;
নারিব ধরার মাঝে করিতে ক্ষেপন।
যেহেতু যদ্যপি ফেলি, নিশ্চয় জানিবে ;
তৃণ লতা ভৈষজ্যাদি শুকাইয়া যাবে।"
"তাহা হলে উর্দ্ধাকাশে দাও উড়াইয়া ;
অস্তিত্ব পাইবে লোপ পবনে মিশিয়া।
তাহাতেও মহারাজ নারিব কখন ;
অসম্ভব উর্দ্ধাকাশে বিষ নিক্ষেপন।
যদ্যাপি তেমন করি ফলে অবশেষে ;
সপ্তবর্ষ ব্যাপী বৃষ্টি না হবে এদেশে"।

তাহা হলে ফেল মহা সাগরের জলে ;
তাহাতেও পারিবনা রাজ প্রতি বলে।
"সিন্ধু গর্ভে বিষবিন্দু ফেলিলে তাহ'লে ;
মৎস্যাদি জলজ প্রাণী মরিবে সকলে"।
জলস্থল ব্যোম বায়ু গগন মণ্ডলে ;
এরূপে যদৃচ্ছাক্রমে দিতে নারি ফেলে।
ব্রহ্মদত্ত কোন মতে না দেখি উপায় ;
ভাবে তবে পড়িলাম কিবা ঘোর দায়।
জলে স্থলে গগনেতে যদি নাহি স্থান ;
কি বলিব, কর তুমি যাহর বিধান।
"হে তাপস ! আমি আর না জানি বিশেষ ;
রাজ্যের অশুভ নয় কর অবশেষ।
ইহা শুনি সুদর্শন বলিলা রাজায় ;
"তবে শুন মহারাজ ইহার উপায়।
যগুপি আপন পর দশের দেশের ;
চাও হিত সুবিহিত কর অতপর।
তোমার বিশাল এই নগর ভিতর ;
যথাস্থানে খাতত্রয় করাও সত্বর।
যথাক্রমে পাশাপাশী করাবে খনন ;
নাতি দূরে নাতি কাছে না হয় যেমন।
অবিলম্বে সুগভীর ইহা সম্পাদিবে ;
তাহাতে ভেষজ আদি রাখিতে হইবে।
তবেই তাহাতে বিষ করিব ক্ষেপন ;
ইহা ভিন্ন অন্য গতি না হেরি রাজন।

"ভবেত তাহাই হোক" বলি নরবরে ;
নিয়োজিলা ভৃত্যগণে খাত খনিবারে।
তারপর কি করিল শুন সাধু জন ;
অধীন তারক ভণে অসাধু দুর্জ্জন।

বিষ-বিন্দু।

যত শীঘ্র খাত ত্রয় খনিত হ'ল,
যেইরূপে সুদর্শন নৃপে আদেশিল।
তারপর উদ্ভিদাদি ভেষজ বিবিধ ;
গোময় ইত্যাদি যত আর দিব্যোষধ।
জানাইল মহারাজে সব বিবরিয়া ;
রাজা তথা ভৃত্যগণে দিলা নিয়োজিয়া।
কেহ আনে লতাপাতা বিবধ বরণে ;
ভারে ভারে গোময়াদি বহে শতজনে।
অবিলম্বে রাজাদেশ কার্য্যে পরিণত ;
গোময় ভেষজ স্তূপ হ'ল রাশীকৃত।
অতপর সুদর্শন গর্ত্তত্রয় মাঝে ;
অনুক্রমে সাজাইলা বিবিধ ভেষজে।
প্রতি গর্ত্ত তৃতিয়াংশে করিয়া বিভাগ ;
দিব্যোষধে পুরাইলা তার প্রান্ত ভাগ।
দ্বিতীয়ে গোময় আর লতাদি প্রথমে ;
এইরূপে গর্ত্তত্রয় পুরাইয়া ক্রমে।
বিষবিন্দু হাতে লয়ে সভাসদগণে ;
সম্বোধিয়া সুদর্শন মৃদু স্বরে ভণে।

"সমবেত পুরবাসী ওহে বন্ধুগণ ;
দেখ সবে কার্য্য মম প্রায় সমাপন।
এইবার খাঁতত্রয়ে বিষ-বিন্দুত্রয় ;
নিক্ষেপিলে অবশিষ্ট কার্য্য শেষ হয়।
অতএব বিষ আমি নিক্ষেপিলে তায় ;
সাবধান কেহ যেন নিকটে না যায়।
এইরূপে সতর্কিয়া যত সভাজনে ;
বিষ লয়ে খাঁতপাশে গেলা সুদর্শনে।
তাপসের বাক্য শুনি সবে সরে গেল ;
নাতি দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।
কেবল গর্ব্বিত ধূর্ত্ত বিপ্রসাপুড়িয়া ;
নষ্ট বুদ্ধি হেতু স্বীয় গেল না সরিয়া।
যত গর্ব্ব মানবের পতনের মূল ;
অহঙ্কারী ইহ পর হারায় দুকুল।
আপনাকে শ্রেয় ভাবে পরে হেয় যেবা ;
তার সম দুর্ব্বিনীত ভবে আর কেবা।
মদ-মত্ত খোঁজে যথা মদের বোতল ;
সর্ব্ব-মত্ত খোজে তথা স্বীয় অমঙ্গল।
সুদর্শন যবে মনে ভাবি মনোময়ে ;
নিক্ষেপিল বিষ বিন্দুত্রয়, খাঁত ত্রয়ে।
গর্ত্তে বিষ পড়া মাত্র বজ্র তুল্য ধ্বনি ;
উঠিল ভীষণতর কাঁপায়ে মেদিনী।
অবিলম্বে স্থল জল আঁধারি ভুবন ;
উঠিতে লাগিল ধূম ছাইয়া গগণ।

সপ্ত সূর্য্য তাপে যথা আরম্ভে প্রলয় ;
সপ্ত সিন্ধু শুকাইয়া হয়ে ধূম্রময়।
মুহূর্ত্তেকে সর্ব্বভুক গ্রাসে ভূমণ্ডল;
তেমতি ভীষণ নাদে, জ্বলিল অনল।
নয়ন না পালটিতে বিশ্বগ্রাসী শিখী ;
উঠিল অম্বর পথে করি লিকি লিকি।
অগ্নির সে মহাশব্দে কাঁপিল ভুবন,
কাঁপিল ত্রিদিববাসী যত সুরগণ
সভা শুদ্ধ মহারাজ স্তব্ধ ব্রহ্মদত্ত ;
জানিলা ইহার তত্ত্ব নাগ ভূরিদত্ত।
তারপর লতাগুল্ম ভেষজ পুড়িয়া,
কিঞ্চিৎ কমিল বহ্নি গোময়ে পড়িয়া।
এইরূপে গোময়ও দহি কিছুক্ষণ ;
প্রান্তস্থিত দিব্যৌষধে পশে হুতাশন।
সেথায় ঔষধ সহ বিষ জ্বালাইয়া ;
কিছুক্ষণ পরে বহ্নি নিভিল জ্বলিয়া।
কি আশ্চর্য্য মন্ত্রে ভাবি দেখহে ধীমান,
নাগের সামান্য বিষ কত তেজবান।
গর্ব্ববশে অলম্পায় গর্ত্ত পাশে ছিল ;
অগ্নির উত্তাপ দেহে কিঞ্চিৎ লাগিল।
বিষ তেজে দেখা দিল সর্ব্বাঙ্গে তাহার ;
মহাব্যাধী শ্বেতকুষ্ঠ ভীষণ আকার।
অকস্মাৎ বিপরীত নেহারি শরীরে,
সত্বরে বচন ত্রয় বলিল সাপুড়ে।

"ছাড়ি দিব নাগরাজে রাখিবনা আর ;
বুঝেছি এবার মোরে করহ উদ্ধার।"
ঠেকিলে মানব শিখে না ঠেকিলে নয় ;
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার দেখ নরচয়।
বুঝাইলে সুবচন বলে কুবচন ;
যেমন করম ফল,—ফলিল তেমন।
সুদর্শন দেখি তার এহেন দুর্গতি ;
দুখ মনে বলে, এবে যাও যথামতি।
বলিলাম বারে বারে শুনিলে না কাণে ;
ভাবি দেখ এই দুখ পাও কি কারণে।
কি করিব আমি তার না দেখি উপায় ;
ভোগিতেছ কৃতকর্ম্ম ফল অলম্পায়।"
তাপসের বাক্য শুনি বলে সাপুড়িয়া ;
"ক্ষম দোষ হে তাপস ! সদয় হইয়া।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে হারাইনু জ্ঞান ;
উচিত দিয়াছে বিধি তার প্রতিদান।
নাহি চাহি নাগরাজে নাহি চাহি ধন ;
তাহাতেই আর কিবা আছে প্রয়োজন।
এইরূপে অনুতাপ করিতে করিতে ;
চলে গেল সাপুড়িয়া বিপ্র সেথা হ'তে।
নাগরাজ ভূরিদত্ত এতেক নেহারি ;
বাহিরিলা রত্নময় ত্যজিয়া পেটারী।
মানব বাঞ্ছিত রূপ করিয়া ধারণ ;
দাঁড়াইলা সভাতলে দেবেন্দ্র মতন।

শ্রীঅঙ্গে শোভিল নানা বসন ভূষণ ;
মেঘমুক্ত মধ্যাহ্নের যেমন তপন।
নাগ ছিল দেব হ'ল দেখিতে দেখিতে ;
মোহিত মানসে সবে লাগিল ভাবিতে।
অরুণ বরুণ যম বিধু ধনেশ্বর ;
হ'বে এই কিংবা বুঝি দেব পুরন্দর।
একাধারে এত রূপ নহে হবে কার ;
আলোকিছে রূপজ্যোতি মরি চারিধার !
সুদর্শন (ও) ছদ্মবেশ পরিহার করি ;
দাঁড়াইলা ভ্রাতৃপাশে দিব্য বেশ ধরী।
দেখাদেখি অজমুখী জটান্তর হ'তে ;
বাহিরি অপূর্ব্ব বেশ ধরে হেন মতে।
মুক্তিমান রবি শশী, মুর্ত্তিমতি রতি ;
শোভে তিনজন যেন প্রকাশিয়া জ্যোতি।

উপদেশ

মহারাজ ব্রহ্মদত্ত এতক্ষণ ধ'রে ;
অদ্ভুত মানিল মনে অদ্ভুত নেহারি।
ধীরে ধীরে সন্নিকটে গমন করিয়া ;
বিস্ময় বিমূঢ় প্রায় ভাবে নিরখিয়া।
"উরগ সন্ন্যাসী কোথা গেল দুইজন ;
বিনিময়ে উপজিল দেব তিনজন।

ছিল দুই হ'ল তিন একি বিপরীত,
অপার্থিব বেশভূষা রতন খচিত ।
নহেত মানব এরা নিশ্চয় কখন ,
তবে কি ছলনা করে প্রভু ভগবন !"
অনিমিষ লোচনেতে চাহি তিনজনে ;
স্তব্ধ হয়ে মহারাজ ভাবে কত মনে ।
নীরব নিষ্পন্দ স্থির, হেরিয়াও চোখে ;
একটী বচন মাত্র না সরিল মুখে ।
সুদর্শন এইবার দিতে পরিচয় ;
সময় ভাবিয়া রাজে সম্বোধিয়া কয় ।
"হে রাজন ! এইক্ষণ জিজ্ঞাসি তোমারে ;
চিনিতেকি পারিয়াছ বল আমাদেরে ?
রাজা বলে ভাল কথা, সদয় হইয়া ;
না জানি তোমরা কেবা কহ বিবরিয়া ।
অপরূপ তোমাদের রূপান্তর হেরি ;
পরিচয় জিজ্ঞাসিতে গিয়াছি পাসরি ।
"জাননা যদ্যপি বলি, ও হে মহারাজা,
তবে যেই কাশীরাজ কন্যা সমুজ্জ্বা ;
বিবাহ দিলেন যারে ধৃতরাষ্ট্র সনে ;
তাহারে কি জান রায় ? পড়ে কিনা মনে ?
বিস্মিত হইয়া বলে শুনি পূর্ব্ববাণী ;
"চিনিতারে সেই মম কনিষ্ঠা ভগিনী ।"
"আমরা তাহার পুত্র ভাই চারিজন ;
প্রথম দ্বিতীয় মোরা হই এ দু'জন ।

তৃতীয় চতুর্থ আর আছে ভ্রাতৃদ্বয়,
সম্বন্ধে ভাগিনা তব দিনু পরিচয়।
কনিষ্ঠা মোদের এই বৈমাত্রী ভগিনী,"
শুনিয়া নয়ন জলে ভাসে নরমণি।
"তোমরা তাহার পুত্র? ভাগিনা আমার!
হায়রে! আশ্চর্য্য কিবা বিধি বিধাতার।
বহুবর্ষ ভগিনীর নাহি সমাচার,
সহেছি যাতনা কত বিরহে তাহার।
জাগাইলে লুকায়িত চিন্তা হুতাশন,
আইস হৃদয়ে তাত জুড়াই জীবন।"
এ বলিয়া তাহাদেরে জড়াইয়া বুকে,
কাঁদিল বিস্তর রাজা অনিবার্য্য শোকে।
সস্নেহে চুম্বিয়া বহু মুছি নেত্র বারি,
তাহাদেরে লয়ে রাজা প্রবেশিলা বাড়ী।
আপন প্রাসাদোপরি নিয়া সযতনে,
তোষিলা ভাগিনা গণে বিবিধ ভোজনে।
বিশ্রামান্তে কতক্ষণ সুস্থ হ'লে মন,
একে একে ইতিবৃত্ত জিজ্ঞাসে রাজন।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র তারা, পাতালে নিবাস,
কেনবা মনুষ্য লোকে আসে কিবা আশ।
সাপুড়িয়া কিরূপেতে দেখিতে পাইল,
এমন তেজস্বী নাগে কেমনে ধরিল?
কোথায় পাইল বিপ্র এ বশীকরণ,
ইত্যাদি শুনিতে ইচ্ছি পূর্ব্ব বিবরণ।

রাজবাক্য শুনি দত্ত কহে বিবরিয়া,
অদ্যাবধি আদি হ'তে আরম্ভ করিয়া।
কেনবা মনুষ্য লোকে আইলা আপনি,
আসিয়া ঘটিল যাহা আদ্যন্ত জীবনী।
কিরূপেতে সাপুড়িয়া ধরিল তাহারে;
শুনিতে রাজার তাহা দুনয়ন ঝড়ে।
হায়রে পাপিষ্ঠ দুষ্ট এত দুরাচার!
নাহিকি অন্তরে দয়া বিন্দুমাত্র তার?
স্মরিলেও যেই কথা শিহরে হৃদয়;
না জানি সে কার্য্য কিসে কৈল দুরাশয়।
শুনিতে শুনিতে সবে ভূরিদত্ত কথা;
নীরবে কাঁদিলা কত পেয়ে মর্ম্ম ব্যথা।
এই মতে বুদ্ধাঙ্কুর বলি স্ব কাহিনী;
মহারাজে সম্বোধিয়া কহে হিতবাণী।
"হে মাতুল রাজধর্ম্ম পালিবে যতনে,
তুষিবে প্রকৃতিপুঞ্জে কৃপা বিতরণে।
দীন দুখী চোর দস্যু সাধু সুধীজন;
ভাবিবে সবাই যেন আপন নন্দন।
শমন সদনে যথা সমান সকলে;
তেমতি শাসিবে রাজ্য ধরমের বলে।
প্রাণী হত্যা, চুরি, মিথ্যা, মদ্য, ব্যাভিচার;
রক্ষিবে এপাপ হ'তে রাজ্য আপনার।
পশুহত্যা ব্রহ্মহত্যা সজ্জন পীড়ন;
এ সকল [illegible] যেন না হয় কখন।

ভিখারীকে দিবে ধন করুণা করিয়া;
প্রব্রজিতে দিবে দান মুকতি লাগিয়া।
মূঢ়ের শিক্ষার তরে করিবে যতন;
পণ্ডিতেরে জগতের কল্যাণ-কারণ।
শিল্পশালা ধর্ম্মশালা বিদ্যালয় আর;
ভিক্ষুশ্রামনের সাধু সঙ্ঘের বিহার।
জলাশয় মার্গ-আদি বিশ্বহিত স্মরি;
নির্ম্মাইবে যথা স্থানে স্বার্থ পরিহরি।
ধার্ম্মিক রাজার রাজ্যে সদা এই বিধি;
অধার্ম্মিক নৃপ রাজ্যে পাপ নিরবধি।
রাজা হয় প্রজাদের বিধাতার প্রায়;
বিজ্ঞ বলে নরস্বামী সে হেতু রাজায়।
সর্ব্বজ্ঞ সজীব তরু যথামূলে সার;
সর্ব্ব রাজ্যে শুভ তথা পুণ্যাত্মা রাজার।
যদি রাজা ধর্ম্ম ছাড়ি পাপে দেয় মন;
অচিরাৎ সে রাজ্যের হয় নিপতন।
এতদ্ধেতু বলে সবে এই বসুধায়;
রাজ দোষে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়।
অতএব সর্ব্বক্ষণ চকিত থাকিয়া;
রক্ষিবে এ সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ত্তব্য জানিয়া।
নৈতিক বিবিধোপায়ে ব্রহ্ম দত্ত ভূপে;
ভূরিদত্ত উপদেশ দিলা এই রূপে।
অতপর সুদর্শন বলে রাজা প্রতি;
পাতালে যাইতে এবে দাও অনুমতি।

বহু দিন ভূরিদত্তে না হেরিয়া মাতা;
হইয়াছে অতিশয় কাতরা পীড়িতা।
অতএব দেরী করা আর শ্রেয় নয়;
হে মাতুল! এইবার যাই নিজালয়।
রাজা বলে যাও তবে নাহি দিব বাধা;
আমার অন্তর কিন্তু জ্বলিবে সর্ব্বদা।
বহু বর্ষ ভগিনীরে না হেরি কাতর;
হইযাছি, দেখিবারে বাঞ্ছা নিরন্তর।
ভ্রাতৃগণ পুনরায় জিজ্ঞাসিলা রায়;
মাতামহ কাশীরাজ এখন কোথায়।
রাজা বলে, ভগিনীর বিরহ কারণে;
বাস করিতেছে গিয়া বিজন কাননে।
শুনি ইহা ভূরিদত্ত বলিলা রাজায়;
তা হলে একদা তুমি যাইও সেথায়।
হে মাতুল! আমরাও সঙ্গে করি যায়;
সেই দিন উপনীত হইব সেথায়।
পরস্পর দেখা হবে সবাকার সনে;
নির্দ্দিষ্ট করিলা দিন যাবে কোন দিনে।
মাতুল ভাগিনা সবে কাঁদে পরস্পরে;
বহুদিনে দেখা হয়ে পুন যায় ছেড়ে।
স্নেহের বন্ধন ভবে অতীব ভীষণ;
স্নেহবশে ভব-ঘুরে তাই জীবগণ।
সম্ভাষণ আলিঙ্গন শুভাশিষ শেষে;
বিদায় লইলা সবে মাতুল সকাশে।

পঞ্চম সর্গ।

সুভোগ।

এই রূপে তিন জন পরিহরি কাশী ;
যথা কালে পাতালেতে উত্তরিল আসি।
নাগলোকে ভূরিদত্ত সম্প্রাপ্তে অমনি ;
হঠাৎ উঠিল এক প্রলয়ের ধ্বনি।
সাগর কল্লোল যেন বরিষার কালে ;
ধৃতরাষ্ট্র পুরী হেন পূর্ণ কোলাহলে।
গভীর শোকের মাত্রা পূর্ণ হয় যদি ;
আপনি বদন বাঁধ ভেঙ্গে দেয় বিধি।
হৃদয়ের রাশীকৃত সঞ্চিত যাতনা ;
লাঘব না হয় কভু অশ্রু ত্যাগ বিনা।
শোকের চরমে তাই সুখের উচ্ছ্বাস ;
ক্রন্দন তাহার হের চিহ্ন সুপ্রকাশ।
নাগপুরী তাই আজ হইয়া বিহ্বলা ;
জুড়াল কাঁদিয়া এত হৃদয়ের জ্বালা।
মাসাধিক পেটারিতে আবদ্ধ থাকিয়া ;
পড়েছিলা ভূরিদত্ত দুর্ব্বল হইয়া।
এতদ্ধেতু নাগলোকে আসিলা যখন
ক্লান্ত হয়ে রোগ শয্যা করিলা গ্রহণ।
সুমেরু পর্ব্বত বাসী নাগ দলে দলে ,
বার্ত্তা পেয়ে দেখিবারে গেল রসাতলে।

সংখ্যা নাহি এত নাগ আনাগোনা করে ;
না ধরে সবার স্থান ধৃতরাষ্ট্র পুরে।
মহাসত্ত্ব ভূরিদত্ত তাদের সহিত ;
আলাপে হইলা অতি আরও পীড়িত।
কোপন স্বভাবারিষ্ট দেব লোক ঘুরি ;
না পাইয়া ভূরিদত্তে আসে নিজ পুরী।
নাগকোলাহল ভিড় করিতে বারণ ;
তাই তারে দৌবারিকে করিলা স্থাপন।
এ দিগে সুভোগ বিজ্ঞ হিমালয়ে গিয়া,
গিরি গুহা তন্ন তন্ন করিলা খুঁজিয়া।
হিমালয় পাদ জাত নদ নদী হ্রদ ;
মহাবন অরণ্যানী খুঁজি বহুবিধ।
কোন স্থানে না পাইয়া ভ্রাতার উদ্দেশ ;
হতাশে যমুনা দিয়া আসে অবশেষ।
সে সময় অলম্পায়—নিষাদ ব্রাহ্মণ ;
আসিয়া প্রয়াগ তীর্থে বঞ্চে দুই জন।
মহা পাপে মহা ব্যাধি হয়েছে দোঁহার ;
কুষ্ট রোগে ভুঞ্জিতেছে যাতনা অপার।
"নিষাদ ভাবিল মনে হিতৈষী আমার ;
ভূরিদত্ত, আমি কিন্তু মিত্রদ্রোহী তার।
মহা পাপে কুষ্ঠ রোগ জন্মে তেকারণ ;
উচিত প্রয়াগে বাস করিতে এখন।"
পাপ প্রক্ষালন হেতু তাই দুইজন,
ত্রিবেনী সঙ্গমস্থলে যাপিছে জীবন।

মহা কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ হেরিয়া তাদেরে ;
হইবে ইহারা শত্রু ভাবিলা অন্তরে।
ভূরিদত্তে কোনরূপে দিয়াছে যাতনা ;
তার ফলে মহা রোগে পেতেছ যাতনা।
অধিকন্তু সন্নিকটে আসিলা যখনি ;
সুভোগ নিষাদে হেরি চিনিলা অমনি।
"এইত সেইই বিপ্র ব্যাধ দুরজন ;
বৎসরেক পাতালেতে বঞ্চিল যেজন।
যে নিষাদে ভূরিদত্ত করুণা করিয়া ;
তুষিলেক স্বীয় রাজ্য ধন রত্ন দিয়া।
সম্ভবতঃ এ নিষাদ স্বীয় সহচরে ;
হ'তে পারে ভূরিদত্তে দিয়াছিল ধরে।
ধরি দিল এই ব্যাধ কষ্ট দিল ওই ;
তাই বুঝি কুষ্ঠ রোগে কষ্ট পায় দুই।
নিষাদে দেখিবা মাত্র বিকৃতি আকার ;
এইরূপে ভাবান্তর উপজিল তার।
কল্পনার যথার্থতা জানিবার তরে ;
চুপে চুপে সন্নিকটে গেলা ধীরে ধীরে।
নিষাদের নিত্য কর্ম্ম জলেতে নামিয়া ;
স্নান করে পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্ম স্মরিয়া।
একবার ডুব দেয় উঠে আরবার ;
অনুতাপ করে আর বলি পূর্ব্বাচার।
"ভূরিদত্ত রাজা মম বহু উপকারী ;
অকারণ অলম্পায়ে দিনু তারে ধরি।

সে কারণ ভুগিতেছি এহেন যাতনা;
মুক্ত কর বিধি মোরে সহিতে পারি না।”
যতবার ডুব দেয় উঠে তত বার;
এইরূপে স্পষ্ট স্বরে বলে বারবার।
নিষাদের এবম্বিধ অনুতাপ বাণী;
সুভোগ নিকটে থাকি শুনিলা যখনি।
নিশ্চিত হইল মনে নিষাদ ব্রাহ্মণ,
আমার ভ্রাতার যত বিপদ কারণ।
যেজন ইহার তরে সর্ব্বস্ব ত্যজিল;
যাহাকে অক্লেশে নিজ রাজ্য প্রদানিল।
সেই মহা উপকারী ভ্রাতার আমার
দিল নাকি শেষে এই পুরস্কার তার?
এত বড় মিত্রদ্রোহী যেই দুরাশয়;
তাহার সংসারে বাঁচা উচিত না হয়।
নিশ্চয় লইব আমি ইহার জীবন;
ভ্রাতৃ বৈরী এতদিনে হ'ল দরশন।
এ ভাবি ব্যাধের পায়ে নখ ফুটাইয়া;
ডুবাইলা জলে তারে লেজে জড়াইয়া।
অকস্মাৎ পায়ে কেন শৃঙ্খল পড়িল;
ভাবিতে আতঙ্কে ব্যাধ শিহরি উঠিল।
না স্বরে বচন মুখে নাহি অবসর;
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে জলের উপর।
বেগতিকে পড়ি ব্যাধ ফাঁপর হইল;
ঘন ঘন উর্দ্ধশ্বাস বহিতে লাগিল।

এরূপে সুভোগ তারে করিলা কাতর ;
জল খেয়ে কুম্ভ তুল্য হইল উদর।
নিষাদ জীবনে যেই দুখ না ভোগিল ;
বহুদিনে আজি তাহা কপালে ঘটিল।
মৃদু মৃদু বহে শ্বাস প্রাণ যায় যায় ;
গেলাম বলিয়া ক্ষীণ ডাকে বাপমায়।
যখন ঈদৃশ দশা ব্যাধের হেরিল ;
সুভোগ সময় বুঝি ক্ষণেক থামিল।
না মারিবে আগে, ইচ্ছা কি বলে ব্রাহ্মণ ;
শুনিয়া পশ্চাতে তার বধিবে জীবন।
কিঞ্চিৎ সম্বিত পেয়ে নিষাদ তখন্ ;
ভয়ে ভীত ক্ষীণস্বরে করে জিজ্ঞাসন।
"হে ভগ্নন! যে প্রয়াগ পাপ তাপ হয়ে ;
বলিয়া মানবগণ বরণন করে।
সেহেন পবিত্র তীর্থে পুত যমুনায় ;
নিমজ্জিত করিতেছ কে তুমি আমায়।"
সুভোগ শুনিয়া ইহা নিষাদেরে কয় ;
"দুরাচার শুন তবে মম পরিচয়।
যশস্বী লোকাধিপতি যেই ধৃতরাষ্ট্র ;
নির্যাতন করেছিল বারানসী রাষ্ট্র।
একদা যাহার তেজে স্তব্ধ এ সংসার।
আমি তার পুত্র, নাম সুভোগ আমার।"
সে সময় শিরে যদি অশনি পড়িত ;
তবু ব্যাধ না হইত এত চমকিত।

সুভোগের কথা শুনি, কৃত কর্ম্ম স্মরি ;
ততোধিক চমকিয়া কাঁপে থর থরি।
"ধৃতরাষ্ট্র পুত্র এই! ভুরিদত্ত ভাই ?
নিশ্চয় মরিনু তবে, আজি রক্ষা নাই।
নাশিতে আসিয়া পাপ বাড়িল উৎপাত ;
যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত।
হায় মোরে কি সঙ্কটে ফেলাইলা প্রভু ;
জীবনে দিবেনা ছাড়ি এই জন কভু।
দেখি তার বাপ্ মার করিয়া সুখ্যাতি ;
পাই কিনা এ বিপদ হ'তে অব্যাহতি।"
এ ভাবিয়া তার প্রতি বিনত হইয়া ;
সকাতরে প্রাণ ভয়ে কহে নিবেদিয়া।
"হে সুভোগ কাশীরাজ-কন্যা তবমাতা ;
সত্য যদি, নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্র পিতা।
তা হলেত তব পিতা মহাশক্তিধর ;
অদ্বিতীয় পরাক্রম নাগের ঈশ্বর।
মাতাও অতুলনীয়া গুণে গুণবতী ;
নারীমধ্যে মহাশয়া অসামান্যা সতী।
তাদৃশ অমরাধিপ তুল্য তাহাদের ;
এ ব্রাহ্মণ নহে কভু সমান দাসের।"
এতাদৃশ ব্রাহ্মণের শুনি স্তুতিবাদ ;
সুভোগ বলিলা দুষ্ট শুনরে নিষাদ।
মিষ্ট স্বরে তুষ্ট করে ধূর্ত্ততা দর্শনে ;
স্তুতিবাক্যে মুক্তি পাবে না ভাবিও মনে।

পড়ে কি এখন মনে আর সেইদিন ;
'এন' মৃগ জল পানে আসে যেই দিন।
বৃক্ষের আড়ালে তুমি লুকায়ে থাকিয়া ;
বধিলে যাহারে তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপিয়া।
সহিতে না পারি মৃগ বিষম সন্ধান ;
পলাইয়া গেল বনে লইয়া পরাণ।
পড়ে কি সে কথা মনে ? পাছু গিয়া তার ;
পতিত মুমূর্ষ মৃগে করিলে সংহার।
মাংস তার লয়ে তার যাইবার কালে ;
সন্ধ্যাগতা হেরি গেলে ন্যগ্রোধের মূলে ;
শুক শারী পিক ধ্বনি নিত্য মুখরিত ;
সুরম্য হরিদ্বর্ণের তৃণ সমন্বিত।
প্রান্তরের প্রান্তে সেই ন্যগ্রোধের মূলে ;
ভূরিদত্ত ভাই যেথা বঞ্চিত বিরলে।
বুদ্ধিমতী রূপবতী নাগকন্যা গণে ;
পরিবৃত ভূরিদত্তে দেখিলা যেদিনে।
পরম করুণানিধি ভাই গুণধর ;
হেরিয়া তোমার দুখ হইয়া কাতর।
আপনার সর্ব্ববিধ কাম সুখ দিয়া ;
তুষিল তোমায় কত পাতালেতে নিয়া।
কিন্তু তুমি যথোচিত প্রতিদান তার ;
দিয়াছ এখন মনে পড়েকি তোমায় ?
অকৃতজ্ঞ মিত্রদ্রোহী, কৃতকার্য্য তব ;
এই দৃষ্টধর্ম্মে ফল করিবে প্রসব।

হে নিষাদ পূর্ব্ব কথা দিনু মনে করি ;
পেয়েছি পরম বৈরী আর নাহি ছাড়ী।
শীঘ্র গ্রীবা প্রসারিত করহ ব্রাহ্মণ ;
নিশ্চিত লইব আজি তোমার জীবন।
তুমিমম ভ্রাতৃবৈরী আমারও বৈরী ;
বৈরীতার প্রতিশোধ ল'ব তোমা মারি।"
সুভোগের এতাদৃশ বচন শুনিয়া ;
বিষম ভাবিল ব্যাধ দিবে না ছাড়িয়া।
দিনের আলোকে দেখে সংসার আঁধার ;
মাথার ভিতরে যেন ঘুরে চারিধার।
যে কোন উপায়ে হোক রক্ষিব জীবন ;
নুতন উপায় এক করে উদ্ভাবন।
"হে সুভোগ ! বিজ্ঞ হয়ে বল অকারণ ;
যোগী, আহিতাগ্নি আমি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
সুতরাং বিপ্রগণ জানিও অন্তরে ;
এতৃবিধ গুণ হেতু—অবধ্য সংসারে।
ধর্ম্মের দোহাই শুনি সুভোগ পণ্ডিত ;
ধার্ম্মিক বলিয়া নিজে হইলা শঙ্কিত।
আচ্ছা না মারিব ব্যাধে জীবন্ত ধরিয়া ;
পাতালে ভ্রাতার কাছে যাইব লইয়া।
জিজ্ঞাসিব অগ্রজেরে যাদেন উত্তর ;
বিহিত বিধান তার করিব তৎপর।
এ ভাবিয়া কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ;
বিষাদে নিষাদ প্রতি কহিলা হাসিয়া।

"হে ব্রাহ্মণ ধৃতরাষ্ট্র নাগরাজ পুরী ;
যমুনায় তলদেশে অতি মনোহারী।
বর্ণে যেন স্বর্ণ, যমুনায় সন্নিহিত ;
হিমালয় ধারে বলি অতি সুশোভিত।
অমর প্রধান মম সহোদর গণ ;
সেথায় বসতি করে শুনহে ব্রাহ্মণ।
তাহারা যেমন বলে তেমন হইবে ;
আচ্ছা মারিব না তোমা চল সঙ্গে তবে।
এ বলি গ্রীবায় ধরি চলিল লইয়া ;
পরিভাষ পরিহাস আক্রোশ করিয়া।
কিছুক্ষণে ভূরিদত্ত প্রাসাদের দ্বারে ;
উপনীত হ'ল গিয়া লইয়া ব্যাধেরে।
মুক্তি আশে মিথ্যাফাঁদ কতনা পাতিল ;
কিন্তু সাধে নির্ব্বিবাধে বিধি বিমুখিল।
কোন যুক্তি না খাটিল একি হ'ল দায় ;
বেগতিকে পড়ি ব্যাধ করে হায় হায়।
প্রবঞ্চনা প্রতারণা সুভোগের কাছে,
অধীন তারক বলে সব হ'ল মিছে।

ষষ্ঠ সর্গ।

মিথ্যা কথা।

পাতাল প্রবেশ।

দৌবারিক কানারিষ্ট ; ব্রাহ্মণে লইয়া ;
সুভোগেরে অবিদূরে আসিতে দেখিয়া।
তাড়াতাড়ী দ্বার ছাড়ি প্রত্যুদগমনেতে ;
কাছে গিয়া চমকিয়া লাগিল কহিতে।
ওহে ভ্রাতঃ ! অসঙ্গত কর বিপরীত ;
ব্রাহ্মণের গ্রীবা ধরা অতি অনুচিত।
সাবধান অবধান কর, রাখ কথা ;
অকারণে দ্বিজ মনে নাহি দিও ব্যথা।
ছাড় ত্বরা ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার নন্দন ;
এই বার্ত্তা সৃষ্টি কর্ত্তা জানিলে কখন।
তবে ভাই, রক্ষা নাই, আমাদের বাস.
নাগপুরী ভস্ম করি করিবে বিনাশ।
সর্ব্বজীব হ'তে শ্রেষ্ঠ জগতে ব্রাহ্মণ,
না জান সুভোগ ভাই, ইহার কারণ।
ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য আমি জানি ভালমতে,
বলিতেছি শুন তাহা অচঞ্চল চিত্তে।"
একথা বলার হেতু পূর্ব্বজনমেতে ;
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মে সে মহীতে।

ছিল তার সংস্কার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত ;
যেহেতু ব্রাহ্মণ প্রতি অনুরাগ এত।
তাই বলি ভূতপূর্ব্ব জনমের মত ;
যাচক যাজ্ঞিক হয়ে সদস্য সহিত।
আহ্বানি সুভোগে বলে কর্‌হ শ্রবণ ;
যাজ্ঞিকের গুণত্রয় করিব বর্ণন।
"হে সুভোগ! যজ্ঞ বেদ শ্রেষ্ঠ অতি লোকে
তাহাতে ব্রাহ্মণগণ সদা রত থাকে।
যেহেতু ব্রাহ্মণে নিন্দা করা ভাল নয় ;
নিন্দায় সততা ধর্ম্ম ধন নষ্ট হয়।
হে সুভোগ এ জগত কাহার সৃজন ;
জান তুমি সে সকল আদি বিবরণ ?
সুভোগ বলিল নাহি জানি কার সৃষ্ট
বলি তবে শুন, বলি বলে কানারিষ্ট।
ব্রাহ্মণের পিতামহ মহাব্রহ্মা যিনি ;
চরাচর এ সংসার সৃজিলেন তিনি।
এই ভাব সবিশেষ প্রকাশ মানসে ;
অপর গাথায় কহে মিথ্যা ভাবাবেশে।
বেদে বিপ্র, রাজ্যে ক্ষত্র, কৃষি কর্ম্মে বৈশ্য ;
করে শূদ্র গণ আর তাহাদের দাস্য।
এইরূপে স্বীয় স্বীয় যোগ্য অনুসারে ;
চারি জাতি রত হয় চারি কর্ম্মভরে।
হে সুভোগ! ব্রাহ্মণেরা অতি পুণ্যবান,
মহাগুণ তাহাদের আছে বিদ্যমান।

যদি কেহ প্রীত মনে ব্রাহ্মণের প্রতি ;
দান দেয় কভু তার নহে অধোগতি।
নিশ্চিতই দেবলোকে বঞ্চে সেই জন ;
মন দিয়া শুন কহি তার বিবরণ।
হে সুভোগ ! সোম, যম, বিধাতা, অরুণ ;
কুবের ধনাধিপতি অথবা বরুণ।
এ সবে ও যজ্ঞ করি কাম্য বস্তু দিয়া ;
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ গণে পূজে হরষিয়া।
মহারাজ বীর্য্যবান্ যেই অর্জ্জুন ;
সহস্র বাহুর শক্তি ধরিত যেজন।
তুলনায় পঞ্চশত ধনুর সমান ;
যেই ধনু একমাত্র জগতে প্রধান।
নোয়াইলা অবহেলে সেই শরাসনে,
সে জন ও জাতবেদা আর বিপ্রগণে।
পূজা করি পূণ্যফলে জন্মে স্বরগেতে ;
সেই হেতু ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ট অবনীতে।
বহুদিন ধরি যেই বারানসী রাজা ;
অন্ন ও পানীয়ে বিপ্রে করেছিল পূজা।
চিত্ত সুপ্রসন্ন হেতু তাহাদের প্রতি ;
তাহার ও হল লাভ স্বরগ সুগতি।
হে সুভোগ মহাভোগী যেই মহাতেজা
পরাক্রম ধনশালী মুচলিন্দ রাজা।
ঘৃত মাত্রে পূজা দিতে নারি বৈশ্বানরে ;
যজ্ঞোপকরণ সহ পূজি অতঃপরে।

পুন্য ফলে দেবকুলে দেবতা হইয়া ;
কালান্তে বঙ্কিল গিয়া জনম লভিয়া।
তাহার বৃত্তান্ত যদি নাই জান তুমি ;
মন দিয়া শুন তবে বলিতেছি আমি।

পুরাকালে কাশী ধামে ছিল মুচলিন্দ নামে,
মহারাজা প্রতাপ প্রবর ;
মহাভোগ যশোবান অদ্বিতীয় রূপবান ;
তেজে যেন মধ্যাহ্ণ ভাস্কর।
রাজ্য শাসি বাহু বলে হয়ে গেলা ভূমণ্ডলে,
আজীবন মরে ও অমর ;
অর্দ্ধেক ভূবন যার পদতলে অনিবার
যার নামে নোয়াইত শির।
ভূতলে জলধি তলে সুনীল গগন তলে,
ছিল যার সমান প্রভাব ;
কাননের পশু পাখী যাহার শাসনে থাকি,
পরস্পরে পোষিত সদ্ভাব।
একদা সে মহারাজ সমাপিয়া রাজকায
নিরজনে প্রাসাদে বসিয়া ;
ভাবিলা জীবন কাল পূর্ণ প্রায়, আসে কাল
গ্রাসিবারে পশ্চাতে ধাইয়া।
রাজ্য ধন পরিহরি স্নেহ পাশ ছিন্ন করি
দারা সুত অলীক সবার ;
যেতে হবে অন্তিমেতে কিন্তু কিবা আছে সাথে
যাহে মুক্ত স্বরগের দ্বার।

ইত্যাদি ভাবিয়া মনে ডাকাইয়া দ্বিজ গণে
জিজ্ঞাসিলা মুচলিন্দ রায় ;
বিপ্রগণ কৃপা করে স্বরগে যা'বার তরে ;
বল কিবা আছে হে উপায় ?
বিপ্রগণ শুনি বাণী কহিলেন নরমণি
মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান কর ;
যথাযোগ্য উপহারে পূজ রাজা হৃষ্টান্তরে ;
মহাব্রহ্মা আর বৈশ্বানর।
আজ্ঞা পেয়ে নরপতি প্রফুল্ল মানসে অতি ;
করিলেন যজ্ঞ সম্পাদন ;
পূজিলেন বিধি মতে ধন রত্ন দিয়া তাতে
মহাব্রহ্মা দেব হুতাশন।
সে মহা পুণ্যের ফলে দেব চয়ে দেব কুলে
জন্মিলেক মুচলিন্দ রাজা ;
নিত্য সুখ সুরলোকে আজিও বিহরে সুখে
দেব মাঝে হয়ে মহাতেজা।
পুরান বচন ইহা নাহি জান তুমি তাহা ;
হে সুভোগ ! আদি বিবরণ ;
আছে কত শত শত এইরূপে স্বর্গগত ;
রাজা মহারাজা অগণন।
মিথ্যা দৃষ্টি পরায়ণ কানারিষ্ট দুরজন
অলীক বচনে মুগ্ধ অতি ;
অলীকতা সমর্থনে অপর গাথায় ভণে
পুনরায় সুভোগের প্রতি।

সহস্র বৎসর জীবী "হৃদীপ" রাজন;
রূপবান জ্ঞানবান বুদ্ধি বিচক্ষণ।
অনন্ত সাম্রাজ্য ত্যজি সন্ন্যাসী সহিত;
মুক্তির আশায় পাছে হয়ে প্রব্রজ্জিত।
যথা যোগ্য উপহারে পূজি ব্রাহ্মণেরে;
আনন্দে আনন্দ ধাম গেলা সুর পুরে।
হে সুভোগ! সসাগরা জিনিয়া ভুবন;
মহাশক্তি ধর সেই সাগর রাজন।
স্বর্ণ স্তম্ভ নির্ম্মাইয়া অনলে পূজিল;
আয়ুপূর্ণে সে জনও স্বর্গে উপজিল।
লোমপাদ অঙ্গরাজ যেই মহামতি;
ভূতলে অতুল ছিল যাহার সুখ্যাতি।
অমিত প্রভায় স্বীয় একদা সে জন;
দধি গঙ্গা ভব মাঝে করিলা সৃজন।
সহস্রাক্ষ ইন্দ্র পুরে গতি হ'ল যার;
তিনি ও করিয়াছিলা অগ্নির সৎকার।
হে সুভোগ! শুন কহি তার বিবরণ;
কিরূপে পূজিল সেই দেব হুতাশন।

মরতে ভারত ভূমে পুত বারানসী ধামে;
আছে যেই নগর মহান;
পুরাকালে সেই ধামে "লোমপাদ অঙ্গ নামে";
ছিল এক নৃপতি প্রধান।
রূপে গুণে মহা তেজা একদা সে মহারাজা;
জিজ্ঞাসিলা বিপ্রগণে ডাকি;

পূর্ণ কর মনোরথ স্বরগের কিবা পথ,
বিবরিয়া কহ শুনি দেখি।
ইহা শুনি বিপ্রগণ কহিলেন হে রাজন,
এই মার্গ শ্রেয় স্বরগের ;
যজ্ঞ কর বিধি মতে হিমালয়ে হৃষ্ট চিতে ;
গিয়া আর পূজ বৈশ্বানর।
এইরূপে অগ্নি দেবে পূজ যদি নিশি দিবে ;
হবে তব যত পাপ নাশ ;
জীবনের অবসানে আনন্দে আনন্দ স্থানে ;
হইবে পরম সুখে বাস।
বিপ্রদের এই বাণী শুনি অঙ্গ নরমণি ;
বহু গাভী মহিষ লইয়া ;
প্রবেশিয়া হিমালয়ে পূজে অগ্নি প্রীত হয়ে ;
নিত্য নিত্য দধি দুগ্ধ দিয়া।
দধি দুগ্ধ মনে মনে দিয়া পূজি হুতাশনে ;
অতঃপর জিজ্ঞাসিলা রায় ;
কি করিব তাহা সব ? বিপ্রেরা বলিব সব ;
যজ্ঞ শেষ ফেলহ ধরায়।
আজ্ঞা পেয়ে নরপতি পূজি অগ্নি নিতি নিতি ;
দধি দুগ্ধ লাগিল ফেলিতে ;
হিমালয় সমুদ্ভূত প্রবাহিনী গঙ্গামত ;
দধি গঙ্গা হ'ল ক্ষুদ্র তা'তে।
বহুবর্ষ এই রূপ লোমপাদ অঙ্গ ভূপ
প্রীতমনে পূজি বৈশ্বানর ;

চরমে পরম গতি লভিলা আনন্দ মতি ;
সুরের বাঞ্ছিত সুরপুর ।
এ কথা কহিয়া পুনঃ গত কথা আহরণ
করিয়া বলিল মিথ্যাভাব ;
কানারিষ্ট ইষ্ট ত্যজি নিকৃষ্টে প্রকৃষ্ট ভজি ;
মিথ্যায় সত্যের করি নাশ ।

হে সুভোগ সহস্রাক্ষ ত্রিদিবে ইন্দ্রের ;
ঋদ্ধিবান সেনাপতি যশস্বী দেবের ।
স্বর্গ লাভ ; সোম যজ্ঞ তীর্থে সেই জন ;
করেছিলা পরিচর্য্যা দেব হুতাশন ।
শুন শুন হে সুভোগ ! মন দিয়া শুন ;
শুনিতে আশ্চর্য্য বড় আদি বিবরণ ।
দেব শ্রেষ্ঠ যশস্বী যে ব্রহ্মা ঋদ্ধিবন্ত ;
ইহকাল, পরকাল, বিন্ধ্য হিমবন্ত ।
মালগিরি, সুদর্শন, নিত্যভোগ, করি ;
কৈলাস নগাদি যত ছোট বড় গিরি ।
ভাগীরথী গঙ্গা আর সৃজিলা ভূতলে ;
সে ব্রহ্মা ও অগ্নিপূজা করিলা সেকালে ।
ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হ'বার অগ্রেতে ;
নরপতি হয়ে ব্রহ্মা জন্মিলা কাশীতে ।
একদা সে কাশীরাজ বিপ্রগণে ডাকি ;
জিজ্ঞাসিলা স্বরগের শ্রেষ্ঠ পথ কি ।
ব্রাহ্মণেরা আদেশিলা অনল পূজিতে ;
যতনে পূজিল বিপ্র তাই বিধি মতে ।

অগ্নি পূজা বিপ্র সেবা করিয়া সংসারে ;
মহাব্রহ্মা হয়ে অন্তে জন্মে ব্রহ্মপুরে।
পুণ্য ফলে হইয়াছে বিধাতা সবার ;
চলাচল জল স্থল সৃজিলা সংসার।
হে সুভোগ ; জান তুমি আদি বিবরণ ;
সমুদ্রের লোণা জল হ'ল কি কারণ ?
সুভোগ বলিল তাহা নাহি জানি আমি ;
"ব্রাহ্মণে হিংসিতে তবে কিসে জান তুমি ?
শুন তবে কহি আমি তার বিবরণ ;
এ বলিয়া কানারিষ্ট বলিল তখন।
অতীতে একদা এক ব্রাহ্মণ নন্দন ;
বেদধারী মন্ত্রবিদ্ বিজ্ঞ বিচক্ষণ।
পাপ প্রক্ষালন হেতু গিয়া সিন্ধু তীরে ;
জলেতে নামিয়া স্নান করে হৃষ্টান্তরে।
হেনকালে অকস্মাৎ প্রবাহে পড়িয়া ;
মরিল ব্রাহ্মণপুত্র আবর্ত্তে ডুবিয়া।
পুত্রের মরণ হেরি পেয়ে মনস্তাপ ;
রোষভরে বিপ্র তারে দিল অভিশাপ।
অকারণে পুত্র মোর করিলি হরণ ;
এ কারণে হোক তব অপেয় জীবন।
তদবধি সিন্ধু জল হ'ল লবণাক্ত ;
না জান সুভোগ তুমি এই আদি তত্ত্ব।
ঘটনা পর্য্যায়ে এই বিবিধ কারণে ;
এরূপে ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব গুণে।

বহুবিধ যজ্ঞ বস্তু আছে পৃথিবীতে ;
বিপ্রগণ যজ্ঞ করে তাহে বিধি মতে।
পূরব পশ্চিম আর উত্তর দক্ষিনে ;
চারিদিকে বিদ্যমান থাকি বিপ্রগণে।
ইন্দ্রের আনন্দ হেতু আনন্দ অন্তরে ;
নিত্য নিত্য বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে।
অতএব বিপ্রগণ সর্ব্ব জাতি হ'তে ;
এ কারণ বলিতেছি শ্রেষ্ঠ অবনীতে।
এইরূপে কানারিষ্ট নাগের সভায় ;
বর্ণিল ব্রাহ্মণ গুণ চৌদ্দটি গাথায়।

সপ্তম সর্গ।

বোধিসত্ত্বের উপদেশ।

মিথ্যা চিরকাল মিথ্যা—আপাতঃ মধুর
সত্যই কেবল চির—মধুরে মধুর।
ভূরিদত্ত রোগস্থানে সমাগত যত ;
নাগগণ বাক্য শুনি হইল বিস্মিত।
অরিষ্টের ভূতপূর্ব্ব মিথ্যা এ কাহিনী,
সত্যই বলিয়া সবে করে কানাকানি।
অসংখ্য বদন মাঝে এই মিথ্যা ভাব ;
সত্যতা ব্যঞ্জক চিহ্ন করিল প্রকাশ।
মাত্র প্রতিবাদ এক কেহ না করিল ;
অধিকন্তু মিথ্যাদৃষ্টি সবে গ্রহণিল।
রোগ শয্যাশায়ী দত্ত বিমর্ষ আননে ;
শুনিলা এ সব বার্ত্তা আপনার কাণে।
দলে দলে নাগেরাও আসিয়া সেথায় ;
সত্য বোধে এই বার্ত্তা তাহারে জানায়।
বোধিসত্ব ভূরিদত্ত ভাবিয়া আকুল ;
দুষ্ট কানারিষ্ট যত অনর্থের মূল।
সত্যজ্ঞানে সভাজনে অলীক ধারণা ;
জন্মাইল জাগাইল অসত্য কল্পনা।

যদি তার এই বাক্য না খণ্ডাই তবে ;
হইবে ধর্ম্মের গ্লানি অধর্ম্ম বাড়িবে।
মিথ্যাদৃষ্টি ভেদ করি সভায় এখন ;
উচিত সম্যক্ দৃষ্টি করিতে স্থাপন।
এ ভাবিয়া বোধিসত্ব শয্যা পরিহরি ;
অতিকষ্টে ব্যস্তভাবে উঠে ধীরিধীরি।
স্নান করি সুবাসিত নিরমল জলে,
রতনে ভূষিয়া অঙ্গ গেলা সভাতলে।
মণ্ডিত রতন জালে অরুণ জিনিয়া ;
পর্য্যাপ্ত ধরমাসনে বসিলা আসিয়া।
অতঃপর ভূরিদত্ত পুত শান্ত মনে ;
সভাসদে অরিষ্টকে সম্বোধিয়া ভণে।
"হে অরিষ্ট ! করিতেছ মিথ্যা বরণন !
বেদ যজ্ঞে ব্রাহ্মণের গুন সংকীর্ত্তন।
বেদ বিধানেতে যজ্ঞ অনার্য্য সম্মত ;
যেই হেতু বেদ যজ্ঞ মুক্তি বহির্ভূত।
মোক্ষাবহ নহে বেদ যজ্ঞ কদাচন ;
করিতেছ তুমি যত মিথ্যা বরনন।
এ বলিয়া বোধিসত্ব সুমধুর স্বরে ;
"যজ্ঞ-ভেদ-বাদ" নাম বলে ধীরে ধীরে।
হে অরিষ্ট প্রাজ্ঞদের বেদ অধ্যয়ন ;
শমন সমান হয় শাস্ত্রের বচন।
মিথ্যা দরশন হেতু মরিচীকা মত ;
মূঢ়েরা অভ্রান্তরূপে বেদে হয় রত।

মায়া মরিচীকা দ্বারা বেদ জীবগণে,
প্রবঞ্চনা করে নিত্য সত্য আচ্ছাদনে।
বেদই পরম বলি গর্ব্বে মূঢ়গণ :
কিন্তু প্রাজ্ঞগণ তাতে বঞ্চিত নাহন।
নিজের সৌভাগ্য ধ্বংস করে সেই জন ;
যেই জন বেদ-মার্গে করে বিচরণ।
পরম লাভেচ্ছু প্রাজ্ঞ বিচক্ষণ যেই ;
কদাচ রক্ষিতে নারে বেদবাণী সেই।
তোমার কথিত পূর্ব্ব অগ্নিচর্য্যাব্রত ;
তাহাও সদোষ আর অনার্য্য সম্মত।
যাগ যজ্ঞ অগ্নিপূজা মিথ্যা দরশন ;
জীবেরে রক্ষিতে তাহা নারে কদাচন।
দ্বিজিহ্বার রসাস্বাদী অমুজ অরিষ্ট ;
ভেবে দেখ অগ্নিসেবি হয় কিবা ইষ্ট।
ধনবান নিজধন কাষ্ঠতৃণ দিয়া ;
সুখী কি হইতে পারে অনলে পুড়িয়া ?
হে অরিষ্ট ক্ষীর যদি হয় বিপরীত ;
দধি হয় ; দধি হ'তে হয় নবনীত।
এক ক্ষীর ধর্ম্মবশে ভিন্ন ভিন্ন যথা ;
অগ্নিরও ভিন্ন নাম স্বাভাবিক তথা।
অগ্নির অস্তিত্ব সংজ্ঞা তেজে বর্ত্তমান ;
তেজ যথা অগ্নি তথা সেহেতু বাখান।
শুষ্ক আর কাঁচা কাষ্ঠ দু'য়ের ভিতর ;
নির্লিপ্ত অদৃশ্য ভাবে আছে বৈশ্বানর।

কাষ্ঠে কাষ্ঠ সংঘর্ষিয়া বন নরগণ;
করি থাকে তাহা হ'তে অগ্নি উৎপাদান।
কারণ ব্যতীত নিজ স্বভাবেতে জাত;
না হয় অনল কিন্তু জান কদাচিত।
যদ্যপি তেমন গুণ অগ্নির থাকিত;
তাহা হ'লে বনরাজী শুকাইয়া যেত।
জ্বলিয়া উঠিত আর শুষ্ক কাষ্ঠগুলি;
না থাকিত বনমাঝে তরু লতাবলী।
হে অরিষ্ট ধূম শিখা সম্পন্ন অনলে,
পূণ্য হয় কাষ্ঠ তৃণে যদ্যপি সেবিলে।
তাহা হ'লে ভবে যত অঙ্গার কারক,
লবণ প্রস্তুতকারী মৃতপা পাচক।
তাহাদেরও হবে বহু পূণ্য উপার্জ্জন,
তাতেই করিবে তারা স্বরগে গমন।
যদ্যপি তাদের তা'তে না হবে কুশল;
বেদমতে অগ্নিপূজা হইবে বিফল।
দ্বিজিহ্বায় রসাস্বাদী অরিষ্ট হে তাত;
দুর্গন্ধ সম্পন্ন মৃত ভুজঙ্গাদি যত।
নরসেব্য নরগণ যদ্যপি দেখিলে;
খাইতে বা পূজিতেকি হইবে তা হ'লে?
যেই হেতু ক্ষিতি' অপ্, তেজ, বায়ু চায়;
ব্যাপিয়া রয়েছে বিশ্বে প্রত্যেক আধার।
হে অরিষ্ট অনলকে বলি দেবপুত্র;
কেহ কেহ বলি থাকে; আবার অন্যত্র।

"মিলক" জাতীরা বলে জলকে দেবতা ;
কিন্তু তারা দুই ভ্রান্ত অসত্য এ কথা।
জলও দেবতা নহে অগ্নিও কথন ;
দেবের নন্দন নহে সত্য এ বচন।
হে অরিষ্ট ! লোক-ভৃত্য অসংজ্ঞকার ;
অনিন্দ্রিয় বদ্ধ সেই অগ্নির পূজায়।
পাপ কর্ম্ম প্রপূরিত করি জীবগণ,
কিরূপে স্বরগ পুরে করিবে গমন ?
হে অরিষ্ট ব্রাহ্মণেরা জীবিকার তরে ;
ব্রহ্মাকে ঈশ্বর বলি অভিহিত করে।
অপিচ ইহাও উক্ত হয় অতঃপর ;
নিজে সৃষ্টি মহাব্রহ্মা পূজে বৈশ্বানর।
তা'হলে কেনবা বর্গী প্রাণীদের রাজা ;
নিজেই প্রতিমা গড়ি নাহি করে পূজা ?
পরের সকৃতি বহ্নি পূজে কিকারণ ;
সর্ব্বেশ্বর বিনি তার কিবা অনটন ?
হে অরিষ্ট বিপ্রবাক্য হাস্য ও অসত্য ;
অমীমাংস্য, অসঙ্গত, পথ ভ্রষ্ট সত্য।
পূজিত বলিয়া নয় পূরবে ব্রাহ্মণে ;
সর্ব্বনর হ'তে শ্রেষ্ট বলিত ভুবনে।
দুর্লভ হইলে সেই লাভ সৎকার ;
উপদেশ দিত নরে যজ্ঞ করিবার।
হে অরিষ্ট ! বলিতেছ বেদ অধ্যয়ন,
ব্রাহ্মণের ; ক্ষত্রীয়ের রাজত্ব করণ।

কৃষি করমের ভার বৈশ্যের উপর ;
কেবল শূদ্রের করা দাসত্ব তাদের।
অধিকন্তু করিতেছ ইহাও বর্ণন।
চারিজাতি চারিকার্য্যে ব্রহ্মার সৃজন।
হে অরিষ্ট তব শ্রুত এই বাক্য চয় ;
ব্রাহ্মণের প্রকাশিত যদি সত্য হয়।
তাহা হ'লে অক্ষত্রিয়ে রাজ্য না পাইত ;
অব্রাহ্মণ বেদ পাঠে অসমর্থ হ'ত।
কৃষিকর্ম্ম করিবারে নারিত অবৈশ্য ;
শূদ্রেরাও না হইত কভু মুক্ত দাস্য।
হে অরিষ্ট! ব্রাহ্মণের এই বাক্য চয় ;
সত্য বহির্ভূত কভু যুক্তি যুক্ত নয়।
জীবিকা অর্জ্জনে স্বীয় দায়ক সদনে ;
সত্যের ছলনে তারা এই মিথ্যা ভণে।
ব্রাহ্মণের এই বাক্য মূঢ় লোক যারা ;
তারাই বিশ্বাস করে, নহে পণ্ডিতেরা।
হে অরিষ্ট! চারিজাতি চারি কার্য্য তরে ;
যদি মহা ব্রহ্মা সৃজি—নিয়োগে তাদেরে।
তোমার একথা সত্য হইলে তা হ'লে,
ক্ষত্রিয়েরা বৈশ্য হ'তে কর গ্রহণিলে।
অস্ত্র লয়ে বিচরণ করিলে ব্রাহ্মণ
মহাব্রহ্মা কেন তবে না করে শাসন ?
হে অরিষ্ট ব্রহ্মা যদি সবার ঈশ্বর ;
তবে কেন প্রাণিগণ ভিন্ন পরস্পর ?

দীনদুঃখী ধনী মানী কেন ধরাতলে ;
দিনান্তে পায়না কেহ, কেহ দেয় ফেলে।
ইতর বিশেষ কেন কারল সবায় ;
সৃজিলে সমান করি কি হ'ত তাহায় ?
হে অরিষ্ট ব্রহ্মা যদি সবার ঈশ্বর ;
তাহ'লে কেনবা প্রাণী বধে নিরন্তর ?
প্রবঞ্চনা. প্রতারণা, শঠতা বা কেন,
প্রাণীর উপরে নিত্য করিতেছে হেন ?
নানাবিধ পাপ মন্ত্র ভৈষজ্যাদি দিয়া ;
কেনবা করিছে ক্লিষ্ট পাপে ডুবাইয়া ?
হে অরিষ্ট ! মহা ব্রহ্মা যদি সর্ব্বেশ্বর ;
হয়ে থাকে সৃজে জীব শিব চরাচর।
তেমন ব্রহ্মাও যদি অধার্ম্মিক হ'বে,
তার সৃষ্টি কর্ত্তা যেই সেই কিনা হবে ?
হে অরিষ্ট প্রাণীগণে করিয়া হনন ;
[illegible]গণ শুদ্ধিলাভ করে কি কথন ?
অনার্য্যের আচরিত এই ধর্ম্ম চয় ;
কম্বোজ বাসীর মধ্যে [illegible] দৃষ্ট হয়।
এরূপে মিথ্যার মিথ্যা প্রতিপাদনেতে ;
মহাসত্ত্ব ভূরিদত্ত লাগিলা কহিতে।
হে অরিষ্ট ! একে অন্যে করিয়া হনন ;
ঘাতক যদ্যপি করে স্বরগে গমন !
নিহত ব্যক্তি ও তবে যাইবে স্বরগে ;
(কেননা হন্তার স্বর্গ তার প্রাণ ত্যাগে।)

যাজকের স্বর্গবাস ব্রাহ্মণের ভাব ;
যদ্যপি অরিষ্ট তুমি করহ বিশ্বাস।
তাহা হ'লে ব্রাহ্মণের স্বর্গের কারণ ;
পরস্পর পরস্পরে করিবে হনন।
হে অরিষ্ট গোমৃগাদি জীবজন্তুগণ ;
নিজকে নাশিতে কেহ বলেনা কখন।
সকলেই বাঞ্ছা করে জীবিত থাকিতে ;
জীবন সবার প্রিয় কেচাহে মরিতে।
তথাপি যজ্ঞের মাঝে রাশি রাশি কত ;
জীব জন্তু প্রাণিগণ হয়ে থাকে হত।
হে অরিষ্ট ব্রাহ্মণেরা গিয়া যূপ স্থানে ;
যজ্ঞাধীপে সম্বোধিয়া এই মিথ্যা ভণে।
পূরাকালে তব এই যজ্ঞ স্তম্ভ নিত্য,
শ্বাসত ও কাম্য বস্তু প্রদানে সমর্থ।
অপার্থিব ধনরত্নে হ'বে ধনবান ;
এরূপে করিয়া থাকে আনন্দ বিধান।
ধনধান্য মণিমুক্তা সুবর্ণ রজত ;
শঙ্খাদি মহার্ঘ্যরত্ন কাম্যবস্তু যত।
স্বরগ সম্পত্তি কিংবা লাভ হয় যদি ;
শুষ্ক কাষ্ঠ যূপকাষ্টে পূজি উক্ত বিধি।
তাহ'লে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণে পূজিবে ;
অব্রাহ্মণ দিয়া কভু পূজা না করাবে।
অতএব মণিমুক্তা শঙ্খ ধনধান্যে ;
সুবর্ণ রজত যূপকাষ্টে কিংবা অন্যে।

সর্ব্বকাম সিদ্ধি লাভ হয়না কোথায় ;
ত্রিদিব সম্পত্তি ই'তে কভু নাহি পায়।
শঠ লুব্ধ স্বার্থপর মুর্খ বিপ্রগণ ;
অগ্নি লয়ে দাতাগণে বলে দাও ধন।
"অন্তিমে ইহার ফলে বাঞ্ছা পূর্ণ হ'বে ;
দেবলোকে সর্ব্বকাম ভোগে সুখে রবে।
নারহিবে তোমাদের দুখদৈন্য ক্লেশ ;
স্বরগের সুখরাজী ভুঞ্জিবে অশেষ।"
অবলম্বি বিপ্রগণ বিবিধ উপায় ;
নরের হৃদয় মাঝে আনন্দ জন্মায়।
যাগযজ্ঞ অগ্নি পূজা বিচিত্র বর্ণনে ;
দায়কের মনাকৃষ্ট করে বিপ্রগণে।
দাঁড়ি গোফ্ পরিহরি সাধুর মতন ;
ধন দাও গিয়া বলে দাতার সদন।
এইরূপে ব্রাহ্মণেরা প্রতারনা করি ;
নরের বিনাশ সাধে ধনরত্ন হরি।
গুপ্তস্থানে পেয়ে যথা কাক উলুকেরে ;
লাঞ্ছিত করিয়া সব নিয়ে যায় কেড়ে।
তেমন অনেক বিপ্র মিলিত হইয়া ;
একজন দায়কের সর্ব্বস্ব লুটিয়া।
খাদ্যাদি ভোগিয়া তার উজাড় করিয়া ;
যজ্ঞপথে চলে শেষে মাথা মুড়াইয়া।
দৃষ্ট বা অদৃষ্ট ভাবে ত্রিলোকের কথা ;
ব্রাহ্মণেরা নরগণে বলিযথা তথা।

এরূপে করিয়া থাকে সর্ব্বস্ব হরণ ;
বঞ্চিত ব্রাহ্মণ হ'তে হয় নরগণ।
হে তাত অরিষ্ট রাজ পুরুষেরা যথা ;
প্রজা হ'তে করাদায় করয়ে সর্ব্বথা।
সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ করে দায়কের ;
তাদৃশ ব্রাহ্মণ কিবা অযোগ্য বধের ?
ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু করিয়া ছেদন ;
প্রদানিল যজ্ঞানলে প্রবাদ বচন।
যদ্যপি একথা সত্য হয় তাহা হ'লে ;
ছিন্নবাহু দেবরাজ কেন নাহি বলে।
অথবা দেবেন্দ্র তবে হইল কেমনে ;
সমর্থ অসুরজয়ে বিখ্যাত ভুবনে।
মিথ্যা এই বেদ বাক্য কেবল বঞ্চনা ;
সন্দৃষ্টিক ভাবে করে লোকে প্রতারণা।
সম্পন্ন দক্ষিণ বাহু হয়ে মঘবানে ;
সক্ষম হইয়াছিল অসুর নিধনে।
মালাগিরি হিমালয় বিন্ধ্য সুদর্শন ;
কৈলাশ ও নিসভোগ ভীম দরশন।
আর অন্য অভ্রভেদী অটল অচল ;
বজ্র হ'তে সমুদ্ভূত হ'ল এসকল।
যাজ্ঞিক মানবগণে ব্রাহ্মণেরা বলে :
চিত্রিয়া ইষ্টক স্তূপ যেই পুরাকালে।
যজ্ঞ কৈল সেইস্তূপ হইল এক্ষণে ;
অচল, তাদৃশ নাই কোথাও ভুবনে।

হে অরিষ্ট থাকিলে ও চিরদিন স্থিত ;
ইষ্টক হইতে শীলা নহে কদাচিত।
এমনকি মরিচাও হয়না তাহ'তে ;
(মহাচলে শীলা লৌহ আসে কোথা হ'তে ?)
যজ্ঞের প্রশংসাবাদ করিতে কেবল ;
চিত্রিয়া ব্রাহ্মণগণ বলে এসকল।
মন্ত্রগুপ্তপন্থী দক্ষ বেদ অধ্যাপক ;
একদা সমুদ্রতীরে সিঞ্চিতে উদক।
হঠাৎ সাগর তারে ডুবাইয়া নিল ;
সেহেতু সমুদ্রজল লবনাক্ত হ'ল।
একথাও ব্রাহ্মণেরা করেন বর্ণন ;
সহস্রাধিক মন্ত্রবেদে পণ্ডিত যেজন।
সেই বিপ্রে নদীচয় করিয়া বহন ;
বধিল ; সিন্ধুর তাই অপেয় জীবন।
দ্বিজিহ্বার রসগ্রাহী অরিষ্ট হেতাত ;
পৃথিবীতে লোনোদক কূপ আছে যত।
লোনা আহরণ কারী দিয়া নরগণ ;
হইয়াছে সেইসব কূপের খনন ?
তা'তে তারা ডুবাইয়া বিপ্র না বধিল ;
তবে কেন তার জল অপেয় হইল।
হে অরিষ্ট কোন্ নারী প্রারম্ভে কল্পের ;
ভার্য্যা হয়ে জন্মেছিল কোন্ পুরুষের।
কেবা আদি কে অনাদি ; সৃজন পালনে ;
ঈশ্বর কাহাকে তুমি ভাবিতেছ মনে।

বাসনাই প্রাণীদের জন্মের কারণ ;
বাহিরেতে সৃষ্টি কর্ত্তা নাহি কোন জন।
সুতরাং কারে তুমি বলিতেছ হেয় ;
কারেবা বলিতে চাও সবাকার শ্রেয়।
ছোট বড় কেহ নাই সবই সমান ;
হেয় শ্রেয় পথেকরে কর্ম্মই প্রমাণ।
হে অরিষ্ট ; হইলেও চণ্ডাল নন্দন ;
পারগ নিপুণ দক্ষ পণ্ডিত সুজন।
বেদ অধ্যয়নে মন্ত্র উচ্চারণে আর ;
সপ্তধা বিভক্ত শির নহে কভু তার।
অনর্থক বিপ্রগণ বধার্থে নিজের ;
সৃজন করেছে এই বেদ বা মন্ত্রের।
(বিপ্র ভিন্ন অন্য জাতি উচ্চারিলে বেদ ;
মিথ্যা এ প্রবাদ বাক্য হবে শিরচ্ছেদ।
হে অরিষ্ট। এইরূপ বাক্য পরম্পরা ;
মন্ত্র বেদ সৃজিয়াছে নিজে ব্রাহ্মণেরা।
কেবল ছলনা মাত্র লাভের আশায় ;
তানাহ'লে সৎকার কোথায় বা পায়।
পাপ কর্ম্ম রত মূঢ় ব্রাহ্মণ গণের ;
কার্য্য প্রথা সমুৎপন্ন এই বচনের।
হিতাহিত না বুঝিয়া মজে মূঢ়গণ ;
কিন্তু তাতে বিশ্বাস না করে বিচক্ষণ।
হে অরিষ্ঠ সিংহ ব্যাঘ্র বন্য পশুগণ ;
নিজ নিজ দেহ বলে সবে বলবান।

সকল জাতির মধ্যে মানুষ, ভুবনে ;
সত্য জ্ঞান বিদ্যা আদি শ্রেয় সর্ব্বগুণে।
নরকুলে জন্মিয়াও কিন্তু বিপ্রগণ ;
পুরুষার্থ ধনে প্রায় হইল নির্ধন।
তেকারণ বিজ্ঞগণ এই বিশ্বমাঝে,
নির্দ্দেশে তাদের স্থান গোকুল সমাজে।
হে অরিষ্ট, নৃপতিরা সেনানী বিহনে,
নিজ বাহুবলে যদি জয়ী হয় রণে।
তাহ'লে প্রকৃতি পুঞ্জ অমাত্য সহিত,
কে বলিবে কত তারা হয় আনন্দিত।
হে অরিষ্ট, রাজবিদ্যা আর বেদত্রয় ;
স্বেচ্ছানির্ব্বিশেষে সমানার্থ প্রকাশয়।
নির্ব্বাচন গবেষণা না করিলে তার ;
একার্থ বলিয়া বোধ নহে এ দোহার।
প্রতিচ্ছন্ন স্রোত পথ যথা নরগণ,
না চিনে তেমন, তার ভিন্ন দরশন।
হে অরিষ্ট রাজনীতি আর বেদত্রয়,
সমানার্থ উভয়ের জানিও নিশ্চয়।
লাভালাভ যশাযশ নিন্দা প্রশংসন,
চারিজাতি মানবের স্বভাব সৃজন।
হে অরিষ্ট, ধনধান্য পাইবার তরে,
বহু গৃহপতি যথা পৃথিবী উপরে।
কর্ম্মকরে, সেইরূপ শুদ্র ও ব্রাহ্মণ,
নানা ভাবে নানা কর্ম্ম করে সম্পাদন।

দ্বিজিহ্বায় রসগ্রাহী অরিষ্ট অনুজ ;
উভয় সমান গৃহপতি আর দ্বিজ।
উভয়েই কামগুণে পূর্ণ নিরন্তর ;
কামনায় কর্ম্ম করে অবনী ভিতর।
কামগুণহীন বিপ্র অত্যল্প ভূতলে ;
মূঢ়গণ তাই সত্য ধর্ম্মের আড়ালে।
ব্রাহ্মণ নমসা সেই ব্রহ্মাকে যে জানে,
অধিকন্তু তাতে লীন কায়মন প্রাণে।
যজ্ঞসূত্র গলে ধারী না হয় ব্রাহ্মণ।
কিংবা বংশে জন্মবলি —নহে কদাচন।
চণ্ডাল হইয়াও যদি ব্রাহ্মণত্ব পায়
প্রকৃত ব্রাহ্মণ সেই—নম তার পায়।
কুলগর্ব্বে গর্ব্বী মূর্খ, বিপ্র নাম ধারী ;
মদ মাৎসর্য্যের বশে ঘোর অত্যাচারী।
হিংসা নিন্দা কুৎসা কাম যাদের ভূষণ,
নিজেই সর্ব্বেশ অন্য হেয় অনুক্ষণ।
ভাবে যারা, কার্য্যত্যাগি উপবীত ধারী,
বৃথা শুধু যাহা তাহা বলে গর্ব্ব করি।
তাদৃশ পিশাচ কভু না হয় ব্রাহ্মণ
তাদের উদ্দেশে উক্ত আমার বচন।
এইরূপে বোধিসত্ত্ব অরিষ্ট বচন,
খণ্ডিয়া সত্যের মত করিলা স্থাপন।
নানা ভাবে সত্য ধর্ম্ম দিলা উপদেশ,
শুনি পরিষদবর্গ প্রীত সবিশেষ।

মিথ্যা ভাব দূরে গেল হৃদয় হইতে,
ভাতিল সবার হৃদি সত্যের জ্যোতিতে।
অতপর ভুরিদত্ত নিষাদে তখন,
অনুমতি দিলা দেশে করিতে গমন।
পশ্চাতে তাহার মনে উপজিবে কষ্ট,
একটি বচন মাত্র না বলিলা রুষ্ট।
পরিষদ সহ দত্ত পুরে প্রবেশিল,
নিষাদ নিশ্বাস ছাড়ি দেশে উত্তরিল।

পরিশিষ্ট।

সেইদিন ব্রহ্মদত্ত বারানসী রায়,
পিতৃপদ পুজিবারে বনমাঝে যায়।
হস্তী অশ্ব যান বহু চলিল সঙ্গেতে,
রাজপথ পূর্ণ হ'ল চতুরঙ্গিনীতে।
দাসদাসী শত শত চলে নানারঙ্গে,
যুবক যুবতী নানা প্রণয় প্রসঙ্গে।
সানাই সারঙ্গ শঙ্খ বীণা পাখোয়াজ,
বাশরী মন্দিরা ঢোল সেতার এস্রাজ।
বিবিধ বাজনা বাজে মধুর শ্রবণে,
কামিনী নূপুরধ্বনি মিশে তায় সনে।
হেরিতে মোহন দৃশ্য জড় অচেতন,
পথ ঘাট মাঠ বুঝি ভুলিল আপন।

বাড়ায় অপূর্ব্ব শোভা যত কুলবালা,
গৃহ দ্বারে সৌধচূড়ে মুকুতার মালা।
চঞ্চল চপলা যথা জীমূত জীবনে,
ক্ষণে ভাসে ক্ষণে ডুবে ধাঁধিয়া নয়নে।
বিনাসূত্রে যেন জবা কুসুমের হার,
স্তরে স্তরে শোভিতেছে কিবা চমৎকার।
তার মাঝে মাঝে মাঝে রসিক মলয়,
করিতেছে আপনার কৌতুকাভিনয়।
না যায় ভ্রমরকুল কভু তার কাছে,
ভয় যেন বাসে হেন দ্বন্দ্ব লাগে পাছে।
প্রফুল্ল কামিনী ফুল প্রথম যৌবনে;
পরিমল সুধাদানে মোহে বিশ্বজনে।
বারানসী মাঝে আজ প্রকৃতি সুন্দরী,
ছড়ায় সর্ব্বত্র যেন অমিয় মাধুরী।
পথে ঘাটে মাঠে তটে কাননে প্রান্তরে,
আনন্দ লহরী আজি উঠে আর পড়ে।
এইরূপে পিতৃপদে গেলা ব্রহ্মদত্ত,
পাতালে থাকিয়া ভাবে নাগ ভূরিদত্ত।
মাতামহে দরশনে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত,
অদ্যই হইল সেই দিন সমাগত।
যাইতে হইবে জানি ত্বরায় সেথায়,
পরিষদে জানাইলা এই অভিপ্রায়।
তেকারণে ভেরী নাদে হইল ঘোষিত,
নরলোকে মহাসত্ত্ব যাইবে ত্বরিত।

"সাজরে সৈনিকগণ সাজ ত্বরা করি"
দুন্দুভীর নাদসহ মাতিল নগরী।
লাল নীল পীত শুভ্র ধূসর ধূমল,
সাজিল বিবিধ বর্ণ উরগ সকল।
বিচিত্র ভুজগকুল বিচিত্র বরণ,
মণিমুক্তা পরে দেহে নানা আভরণ।
যাহার যে ভাবে ইচ্ছা তার সেই লাভ,
ভূরিদত্ত অন্তপুরে কিসের অভাব?
রাজার ভাণ্ডার আজি মুক্তরাজ্য তরে,
সাজিতে রতন নানা সবায় বিতরে।
ধনী বা নির্ধন আজি ভূরিদত্ত কাছে,
কেহ নাই সবে আজি সম ভাবে যাচে।
ধার্ম্মীকের ধর্ম্মরাজ্য যত মধুময়,
আহা তার সনে কোথা ত্রিদিব আলয়।
হউক পাতাল তবু শ্রেয় মানি তায়,
সঙ্কীর্ণতা পাপ যেথা স্থান নাহি পায়।
সাজিল অসংখ্য এত উরগের দল,
গতিভরে রসাতল করে টলমল।
সাজ সজ্জা নেহারিয়া দত্ত নাগপতি,
উল্লাসে আপন সজ্জা নিল ক্ষিপ্রগতি।
মাতামহ মাতুলের দেখার আসায়,
শতধারে প্রীতিস্রোত হৃদয় ভাসায়।
পরিল রতন বাস রতন খচিত,
শ্রীঅঙ্গ ঐশ্বর্য্যবেশে করিলা ভূষিত।

মাখিল স্বর্গীয় বাস স্নিগ্ধ সুশীতল,
সৌরভে গৌরব নাশে যত ফুলদল।
মহাসত্ত্ব এইরূপে বসন ভূষণে,
সাজিয়া চলিলা লয়ে পরিষদ সনে।
মাতা পিতা ছোট ভাই সুভোগ অরিষ্ট
সহোদরা অজমুখী সুদর্শন জ্যেষ্ঠ।
পশ্চাতে চলিল তার আনন্দে সকল;
পূণ্যের পশ্চাতে যেন সুখ নিরমল।
মহাশ্রীমণ্ডিতদত্ত এরূপে তখন.
যমুনা উত্তীর্ণ হয়ে মর্ত্ত্যে আগমন।
মাতামহ তাপসের আশ্রম যেবনে,
হৃষ্ট তুষ্ট প্রীত মনে চলিলা সেবনে।
ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মদত্ত সাগর নৃপতি,
পিতার চরণে গিয়া জানায় প্রণতি।
এখন আসিতে দেখি মহাশ্রী মণ্ডিত;
অসংখ্য সৈনিক বৃন্দে হয়ে পরিবৃত।
বিবিধ বাদ্যের সহ স্বীয় ভাগিনায়;
না চিনিয়া কেবা বলি জিজ্ঞাসে পিতায়।

বাজাইয়া শঙ্খ ঢোল দুন্দুভি পনব খোল,
করতাল মন্দিরা সেতার:
বীণাদি মধুর স্বর শ্রবণে মানস হর
অগ্রে অগ্রে আসিতেছে কার?
কহ পিতঃ মনলোভা অসংখ্য বিদ্যুত আভা
সমপ্রায় শরীর যাহার;

সুবর্ণ নির্ম্মিত পাত্রে দীপরাজী যথা রাজে ;
শোভা পায় নাশিয়া আঁধার।
ললিত লাবণ্য মাখা তেমতি ভ্রূ যুগ বাঁকা
চন্দ্রাননে আঁকা সুগঠন ;
আলোকিয়া রূপে ওই আসিতেছে যুবা যেই
কেবা সেই কাহার নন্দন ?
খদিরঙ্গার সন্নিভ শ্রী যার মুখাবয়ব
বর্ণ যার কষিত কাঞ্চন ;
দিবাতে ও যার আলো করিতেছে বিশ্ব আলো
আসে পিতঃ এই কোন জন ?
সুবর্ণ মণ্ডিত ধ্বজা মনোরম মহাতেজা
সমপ্রায় আদিত্য কিরণ ;
শ্বেত ছত্র যার শিরে, শশী তুল্য শোভা করে,
আসে পিতঃ ইনি কোন জন ?
শিখীর পালক জাত সুচিত্রিত সুরঞ্জিত
পাখা যার শোভে চারি পাশে ;
চামর সুচারু তর ডানে বামে শিরোপর
কহ পিতঃ কেবা ইনি আসে ?
সুবর্ণ মুকুতা মণি কোহিনুর হীরাখনি
মরকত রত্ন অলঙ্কারে ;
চিত্রিয়া বিচিত্র ময় সুগঠন ভুজদ্বয়
আসে ইনি কেবা কহ মোরে।
কাহার যুগল কর্ণে সুবর্ণ খদির বর্ণে
দুলিতেছে কুণ্ডল যুগল ;

শোভমানা উল্কা প্রায় শোভে ওই দেখা যায়
কেবা তিনি প্রকাশিয়া বল ?
ভ্রমর নিন্দিত কাল সুকোমল কেশ জাল,
মৃদু মৃদু বাত্যা বিতাড়িত ;
যাহার কপোলে খেলে বিজুলি গগন কোলে
যথা,—আসে কেবা ইনি পিতঃ।
সুবর্ণ মার্জ্জিত প্রায় বদনের সুপ্রভায়
প্রভান্বিত যেন চারিধার ;
আয়ত নয়ন দ্বয় আহা কি মাধুরীময়
মরি এই সৌন্দর্য্য কাহার।
শঙ্খ বা কুন্দের ফুল জিনি রূপে অপ্রতুল,
দন্ত পাতি সুচারু মসৃন ;
হাসিতে বিজুলি রেখা আহা কিবা যায় দেখা
কহ পিতা ইনি কোন জন ?
লাক্ষারস সমপ্রায় সুনির্ম্মিত হাত পায়,
সুরঞ্জিত মধুর বরণ ;
বিম্বোষ্ঠ বদন খানি দিনে যথা দিনমনি
শোভে পিতা কেবা এই জন ?
অবদাত মালা চারু, বিকসিত শাল তরু
হেমন্তেতে হিমালয়ে যথা,
কিংবা অসুরারি সম শোভে মালা নিরূপম
কেবা এই আসিতেছে হেথা ?
সুবর্ণ পীলকাকীর্ণ তারকা উজ্জ্বল বর্ণ
মণি দণ্ড সমন্বিত অসি,

সপ্তম সর্গ।

প্রভাকর কর করে মরি কিবা জ্যোতিষ্করে
পরিষদে কার শোভা রাশি ?
কহ পিতা কেবা মোরে সপ্তরত্ন অলঙ্কারে
বিজড়িত চরণ যুগল ;
ধীর মৃদু সঞ্চালনে আসি তব শ্রীচরণে
বন্দিল রাখিয়া খুলি মল।
বর্ণি বোধিসত্বরূপ সাগর ব্রহ্ম দত্ত ভূপ
এইরূপে চতুর্দ্দশ শ্লোকে,
তাপস পিতার প্রতি জিজ্ঞাসে আনন্দ মতি
কহ পিতা এই জন কে ?

তখন সসৈন্যে দত্ত আসি ক্ষুন্নমনে ;
মাতামহ তাপসের বন্দিল চরণে।
ঋদ্ধি অভিজ্ঞান প্রাপ্ত তাপস তখন ;
জ্ঞান নেত্রে হেরিলেন সব বিবরণ।
অতঃপর ব্রহ্মদত্ত সন্তানের প্রতি ;
পরিচয় তাহাদের দেয় মহামতি।
হে তাতঃ ঈদৃশ যারা ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত ;
দেব তুল্য পরিষদে হইয়া বেষ্টিত।
উজ্জলি কানন ভূমি অতুল প্রভায় ;
বন্দিল চরণ মম আসিয়া হেথায়।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র তারা দৌহিত্র আমার ;
সমুদ্রজা গর্ভজাত ভাগিনা তোমার।
মাতামহে দেখিবারে বহু দিনান্তরে ;
আসিয়াছে পরিবার সমভিব্যাহারে।

এইদেখ ধৃতরাষ্ট্র এই সমুদ্রজা ;
এচারি ভাগিনা তব তেজে মহাতেজা ।
দত্ত সুদর্শন নাম মধ্যম ও জ্যেষ্ঠ ;
সুভোগ অরিষ্ঠ এরা দুজন কনিষ্ঠ ।
এরূপে তাপস বৃদ্ধ স্বীয় সন্তানেরে ;
একে একে চিনাইয়া দিল সবাকারে ।
জাগিল তখন রাজা ব্রহ্মদত্ত মনে ;
পূর্ব্বের সে প্রতিশ্রুতি বোধিসত্ত্বসনে ।
ভগিনী ভগিনীপতি ভাগিনা সবারে ;
পাইয়া আনন্দ আজ নাধরে অন্তরে ।
উথলিল সুখসিন্ধু শতমুখী হয়ে ;
আনন্দ প্রবাহে গেল হৃদয় ভাসিয়ে ।
সমুদ্রজা সে সময় নাগসভা সনে ;
বন্দে পিতা তাপসের যুগল চরণে ।
জনকের দেখা পেয়ে বহুকাল পর ;
জড়ায়ে চরণ ধরি কাঁদিলা বিস্তর ।
তাপসের নির্ব্বাপিত প্রায় স্নেহানল ;
কন্যাসমাগমে আজি হইল প্রবল ।
এতদিন যার মায়া তপঃ আচরণে ;
ভুলেছিল আজি তাহা জাগিল জীবনে ।
কন্যার ক্রন্দন হেরি শিশুর মতন ;
কোলে তুলি আপনিও করিলা রোদন ।
ঘন ঘন শির চুমি শোক সম্বরিয়া ;
কন্যায় সান্ত্বনা করে যতন করিয়া ।

জামাতা দুহিতা আর দৌহিত্র গণেরে ;
তুষিলা তাপস বহু স্নেহ সমাদরে ।
নিরজন তপোবন নীরব আগার ;
নাগনর সমাগমে পূর্ণ চারিধার ।
প্রকৃতির নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া ;
শুভ মিলনের ধ্বনি উঠিল ফুটিয়া ।
পরস্পর দরশনে ভ্রাতা ভগিনীর ;
ব্রহ্মদত্ত সমুদ্রজা আনন্দে অধীর ।
নরলোক পরিহরি নাগের ভবনে ;
বহু বর্ষ পরস্পর প্রতি অদর্শনে ।
বিরহ শোকের দুখ অবসান হ'ল ;
হৃদয় আনন্দ স্রোতে ভাসিয়া চলিল ।
ভ্রাতা ভগ্নী উভয়ের বহু বরষের ;
পূর্ব্বাপর কহে কথা সঞ্চিত প্রাণের ।
নয়ন জুড়াল দোহে দোঁহাকারে হেরি ;
শান্ত হ'ল প্রাণ বাক্য শুনি কর্ণ ভরি ।
এইরূপে পরস্পরে একে অন্যসনে ;
নিরত হইল প্রীতি স্নেহ সম্ভাষণে ।
যদিও বা নাগ-নর অরি পরস্পরে ;
কিন্তু আজি সেই ভাব গেলযুগান্তরে ।
কেহ না হিংসয়ে কারে ভ্রমেও কখন ;
যেন হিংসাবৃত্তি সবে হ'ল বিস্মরণ ।
পিতৃভাবে ভ্রাতৃ ভাবে বন্ধু ভাবে সবে ;
সুখ সম্ভাষণে রত যথা যোগ্য ভাবে ।

কেবানর কেবা নাগী চিনাই দুষ্কর ;
দিব্য বেশে মিশিয়াছে সবে পরস্পর।
আহারে মধুর দৃশ্য নয়ন রঞ্জন ;
বিভিন্ন সংসারদ্বয় অপূর্ব্ব মিলন।
কল্পনায় অসম্ভব যে চিত্র অঙ্কনে ;
প্রত্যক্ষ সেচিত্র আজি দেখে জগজ্জনে।
কিছুকাল এইরূপে সুখ সম্মিলনে।
আমোদে আহ্লাদে গত হ'লে তপোবনে।
অবশেষে সমুদ্রজা পতি পুত্র গণ ;
পরিষদ সহ বন্দিপিতার চরণ।
বিরহের শোকাবেগে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ;
বিদায় লইয়া গেল পাতালে চলিয়া।
ভগ্নীর বিরহ হেতু দুখিত অন্তরে ;
কিছুদিন তপোবনে পিতার গোচরে।
বাস করি ব্রহ্মদত্ত সাগর রাজন ;
সসৈন্যে আসিলা শেষে কাশীতে আপন।
তাপস থাকিয়া বনে তপ আচরণে ;
যথাকর্ম্ম গতিপ্রাপ্ত হ'ল অবসানে।
তদবধি সমুদ্রজা পাতাল হইতে ;
আসে নাই আর কভু মনুষ্য ভূমেতে।
মহাসত্ব ভূরিদত্ত পরিষদ সনে ;
জীবন যাপিলা শেষে আপন ভবনে।
চতুরঙ্গ উপোসথ শীল আপনার ;
ক্ষণতরে নাকরিল কিন্তু পরিহার।

সত্যব্রত শীলাচার রক্ষি সযতনে ;
অতন্দ্র থাকিয়া পূত চিত্তে নিশিদিনে।
পারিষদ বর্গ সহ যাপি আনন্দেতে ;
কালান্তে জন্মিলা গিয়া অমরাপুরীতে।
ভগবান বুদ্ধদেব একথা বলিয়া ;
অতীত জনম কথা সমাপ্ত করিয়া।
পরিষদে ভিক্ষুগণে করিয়া আহ্বান ;
করিলেন সুধামুখে সুধাধারা দান।
সমবেত প্রিয় ভিক্ষু উপাসকগণ ;
শুনিলে ধর্ম্মের কথা অমৃত সিঞ্চন।
দেখ বুদ্ধ অনুৎপন্নেও পূর্ব্ববিজ্ঞগণ ;
বিপুল ঐশ্বর্য্য স্বীয় করি বিসর্জ্জন।
চতুরঙ্গ উপোসথ পালিলা যতনে ;
লভিতে পরম গতি অচ্যুত নির্ব্বাণে।
এইরূপে পরিষদে প্রভু ভগবান ;
উপদেশ দিলা ধর্ম্ম ত্রিবিধ কল্যাণ।
ধরম দেশনা শেষে উপাসক যত ;
স্রোতাপত্তি ফলে সবে হ'ল প্রতিষ্ঠিত।
সেকালের মাতাপিতা উচ্চবংশজাত ;
মহারাজ কুলে ছিল ভুবন বিখ্যাত।
নিষাদ ব্রাহ্মণ ছিল এই দেবদত্ত ;
উৎপল অজমুখী আনন্দ সোমদত্ত।
এই সেই বিজ্ঞ সারিপুত্র সুদর্শন ;
ছিলেন সুভোগ তদা এ মোগ্গল্লায়ন।

সুনক্ষত্র কানারিষ্ট সম্যক্ সম্বুদ্ধ ;
আমি হই সেকালের নাগ ভূরিদত্ত।
একথা বলিয়া প্রভু বীণাজিনি স্বরে ;
জাতক করিলা শেষ পরিষদান্তরে।
কেন এত খাটা খাটী কর কার তরে ;
শকুনী গৃধিনী অন্তে বসিবে শরীরে।
আপন বলিয়া কারে করিও না মনে ;
আপনি আপনার পর কোন গুণে।
আসিয়াছি শূন্যভবে শূন্য চলে যাব ;
মিত্র সেই সুপথেতে যারে সঙ্গে পাব'।
সংসার মায়ার মোহে ভুলিওনা আর ;
অন্তিমের বন্ধুজনে খোঁজ একবার।
বারেক শরীর প্রতি দেখ চক্ষু মেলে ;
কোথাছিলে কোথা এলে কিছিলে কিহ'লে
এই বেলা শেষবেলা ডাক মনোময় ;
বুদ্ধ নামে নাহি থাকে শমনের ভয়।
বুদ্ধ বল বুদ্ধ বল বুদ্ধ বল ভাই ;
বুদ্ধ বিনা অন্তকালে আর কেহ নাই।
ভাই বন্ধু দারা সুত সকলি অসার ;
ভবসিন্ধু তরিবারে তরী নাহি আর।
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণ যায় আয়ু হয় ক্ষয় ;
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়।
অধীন তারকে বলে ছাড় রঙ্গ ছার ;
বুদ্ধ বল যদি চাও হতে ভবপার।